গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ভূমি প্রশাসন ম্যানুয়াল

ভলিউম-৩

ভূমি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

২০ জুলাই ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দ

০৫ শ্রাবণ ১৪২১ বঙ্গাব্দ

মুখবন্ধ

ভূমি প্রশাসনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য এর সাথে সংশ্লিষ্ট আইন/বিধি/সার্কুলার/পরিপত্র সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা অত্যাবশ্যক। ভূমি প্রশাসনে গতি ও প্রাণ সঞ্চার করার জন্য এ সময়ে তৃতীয় খন্ডটি বের হওয়া আব্যশক। এ ম্যানুয়াল সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে সরকারি স্বার্থ সংরক্ষণসহ যে কোন জটিল বিষয়ে যথাসময়ে সঠিক ও ত্বরিত সিদ্ধান্ত প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

১৯৫০ সালের জমিদারী উচ্ছেদ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ২০(২) ধারা মতে একটি পরিবার সমগ্র দেশে সর্বোচ্চ ৩৭৫ বিঘা পর্যন্ত খাস জমি ধরে রাখার অধিকারী ছিল। ১৯৭২ সালের পি.ও. অর্ডার ৯৮ মোতাবেক কোন পরিবার বা সংস্থার মালিকানাধীন মোট জমি ১০০ স্ট্যান্ডার্ড বিঘা এবং ১৯৮৪ সনের ১০ নং অধ্যাদেশ বলে পরিবার প্রতি ৬০ বিঘায় কমিয়ে আনা হয়। প্রজাদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য এটি একটি জনসংস্কারমূলক এবং কল্যাণমুখী পদক্ষেপ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে জমির চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনসাধারণ/জমির মালিকগণ ভূমি আইনের প্রতি অজ্ঞতার কারণে এক শ্রেনীর টাউট-বাটপার এবং অসৎ কর্মচারী দ্বারা প্রতারিত হচ্ছে। একদিকে জমির মালিকগণ বিভিন্ন মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে সহায় সম্বল হারিয়ে পথে বসছে। অপরদিকে অসৎ কর্মচারীদের সহায়তায় ভূমি দস্যুরা বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে সরকারি সম্পত্তি হাতিয়ে নিচ্ছে।

ভূমি সংস্কার কর্মসূচিতে গতি ও প্রাণ সঞ্চার করার জন্য এ মুহূর্তে প্রকাশনাটি অতীব প্রয়োজন ছিল। ১৫ই অক্টোবর, ২০০৩ খ্রিঃ ভূমি প্রশাসন ম্যানুয়ালটি প্রকাশের পর ইতোমধ্যেই ভূমি সংক্রান্ত কতিপয় আইন, সার্কুলার, নীতিমালা প্রকাশিত হয় যা একত্রিত করে বই আকারে প্রকাশ করার প্রয়োজন হওয়ায় ভূমি প্রশাসন ম্যানুয়াল- ৩য় খন্ড প্রকাশের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। ভূমি রাজস্ব সংক্রান্ত আইন যেমন কৃষি, অকৃষি খাসজমি বন্টন সংক্রান্ত আদেশ নির্দেশ,নামজারী সংক্রান্ত বিভিন্ন সার্কুলার, পরিত্যক্ত সম্পত্তি, অর্পিত সম্পত্তি, জলমহাল, বালুমহাল, হুকুম দখল ও দেওয়ানী মোকদ্দমা সংক্রান্ত নানাবিধ আইন ও নীতিমালা জারির তারিখের ক্রমানুসারে লেখা হয়েছে যা যথাযথ বলেই মনে করি।

ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলম ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (আইন), জনাব মোঃ ইব্রাহীম হোসেন খান এর সঠিক দিক নির্দেশনা ও কার্যকরী উদ্যোগ এবং প্রচেষ্টায় ভূমি প্রশাসন ম্যানুয়াল- ৩য় খন্ড প্রকাশিত হওয়ায় তাঁদের উভয়কে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। ভূমি মন্ত্রণালয়ের আইন ২ অধিশাখার উপসচিব, জনাব মোঃ আবদুর রাশেদ খান সহ সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী যারা এ প্রকাশনায় ভূমিকা রেখেছেন তাঁদের সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

তারিখঃ ২০/০৭/২০১৪ খ্রিঃ।

শামসুর রহমান শরীফ
মন্ত্রী
ভূমি মন্ত্রণালয়।

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের দেওয়ানি ও ফৌজদারী মামলায় শতকরা ৮০ ভাগই ভূমি সংশ্লিষ্ট বিরোধ থেকে উদ্ভূত। এসব মামলার মূল কারণ হলো ভূমির মালিকানা হস্তান্তর, রেজিস্ট্রেশন, জরিপকার্য পরিচালনা ও সার্বিক ভূমি ব্যবস্থাপনার উপর প্রণীত আইন, নীতিমালা, বিধি-বিধান ইত্যাদি সঠিকভাবে প্রণয়ন না করা। এছাড়া আইন ও বিধি-বিধান সঠিকভাবে প্রয়োগ না করা ও জনসাধারনের কাছে তা সহজবোধ্য না করাও ভূমি বিরোধের অন্যতম কারণ। এ প্রেক্ষিতে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন সময় জারীকৃত সার্কুলার, পরিপত্র, নীতিমালা, বিধি-বিধান একত্রীভূত করে ব্যাখ্যা সম্বলিত ভুমি প্রশাসন ম্যানুয়াল এর ৩য় খন্ডের প্রকাশনা নিঃসন্দেহে একটি সঠিক ও কল্যাণমুখী পদক্ষেপ।

ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে ভূমি সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে এ ম্যানুয়ালটি দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। ভূমি বিষয়ক বিভিন্ন আইন, বিধি, ব্যবস্থাপনা, জরিপ, রেকর্ড হালনাগাদকরণ, জমি রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি বিষয়ে এবং সেই সংগে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দায়দায়িত্ব সম্পর্কে এ প্রকাশনার মাধ্যমে সরকারি, আধা-সরকারি অফিসসহ বিভিন্ন পেশাজীবী মহল, ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, কানুনগো, ভূমি সংশ্লিষ্ট অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সহজভাবে প্রশিক্ষণ প্রদানও সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি।

ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলম, অতিরিক্ত সচিব (আইন), জনাব মোঃ ইব্রাহীম হোসেন খান এর দিক নির্দেশনা, কার্যকরী উদ্যোগ এবং উপসচিব, আইন অধিশাখা-০২ এর জনাব মোঃ আবদুর রাশেদ খান, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, রীমা আক্তার এবং অন্যান্য যে সকল কর্মকর্তা এ প্রকাশনার ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন তাঁদের সবাইকে আমি এ ব্যাপারে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

ভূমির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে এবং ভূমি মালিকগণের ভূমি আইনের বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে এ ম্যানুয়াল সহায়ক বলে বিবেচিত হলে আমাদের সকলের এ প্রচেষ্টা কিছুটা হলেও কাজে আসবে বলে আমার বিশ্বাস।

তারিখঃ ২০/০৭/২০১৪ খ্রিঃ।

সাইফুজ্জামান চৌধুরী
প্রতিমন্ত্রী
ভূমি মন্ত্রণালয়।

ভূমিকা

ভূমি ব্যবস্থাপনার ইতিহাস মূলতঃ ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাপনার ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। ভূমিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে বাংলাদেশের শতাব্দীকালের এক করুন ও তাৎপর্যপূর্ণ ইতিহাস। এদেশের ভূমিকে কেন্দ্র করেই সংঘটিত হয়েছে অসংখ্য যুদ্ধ বিগ্রহ, ঝরেছে অজস্র রক্ত এবং এর পরিণতিতে আধিপত্য বিস্তার লাভ করতে সক্ষম হয়েছে পরাক্রমশালী বিদেশী শক্তিবর্গ। ভূমি আইন- কানুন সম্পর্কে অজ্ঞতার কারনে সৃষ্টি হয়েছে দেশীয় এক শ্রেণীর দালাল ও ভূমিদস্যু। এদের দ্বারা প্রতিনিয়ত ভূমি মালিকরা নানাভাবে হয়রানী ও প্রতারনার শিকার হচ্ছে। ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের মাধ্যমে ভূমি আইন বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ভূমি মন্ত্রণালয় হতে ইতোঃপূর্বে গুরুত্বপূর্ন ও প্রায়োগিক দিক বিবেচনা করে আইন, সার্কুলার ও সরকারি আদেশ নির্দেশের উপর ভূমি প্রশাসন ম্যানুয়াল- ১ম খন্ড এবং ২য় খন্ড প্রকাশিত হয়। বর্তমানে আইন অধিশাখা-২ ভূমি প্রশাসন ম্যানুয়াল- ৩য় খন্ড প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যা প্রশংসনীয়।

মাননীয় মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায় এবং অতিরিক্ত সচিব (আইন) জনাব মোঃ ইব্রাহীম হোসেন খান এর প্রচেষ্টায় কার্যক্ষেত্রে সুবিধার জন্য ভূমি রাজস্ব সংক্রান্ত আদেশ নির্দেশ, বিজ্ঞপ্তি, পরিপত্র, নীতিমালা ও বিধি ইত্যাদি সংগ্রহ, সংকলিত ও একত্রিত করে ভূমি প্রশাসন ম্যানুয়াল-৩য় খন্ড প্রকাশিত হলো।

ভূমি মন্ত্রণালয়ের উপসচিব, আইন অধিশাখা-০২ এর জনাব মোঃ আবদুর রাশেদ খান, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, রীমা আক্তার এবং অন্যান্য যে সকল কর্মকর্তা সার্বিক সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

ভূমির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে এবং ভূমি মালিকগণ আইনের বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে এ ম্যানুয়াল সহায়ক বলে বিবেচিত হলে আমাদের সকলের প্রচেষ্টা সফল হবে।

তারিখঃ ২০/০৭/২০১৪ খ্রিঃ।

মোহাম্মদ শফিউল আলম
সিনিয়র সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়

ভলিউম - ৩

সূচিপত্র

০১। কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১.	কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা- ১৯৯৭ (সর্বশেষ সংশোধনীসহ) (স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৮/খাজব/৪৬/৮৪/২৬১, তারিখঃ ৩-১-১৪০৪/১৬-৪-১৯৯৭ খ্রিঃ)।	১৫ - ২৪

০২। অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১.	অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তের নীতিমালা-১৯৯৫(সর্বশেষ সংশোধনীসহ) (স্মারক নং-ভূ:ম:/শা-৮/খাজব/৪৬/৮৪/১২৪ , তাং- ৭ই মার্চ, ১৯৯৫ খ্রিঃ)।	২৬ - ৩২
০২.	অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তের নীতিমালা-১৯৯৫(সংশোধনী) (স্মারক নং-ভূ:ম:/শা-৮/খাজব/৪৬ /৮৪/১৬২,তাং- ৭ই মার্চ, ১৯৯৫ খ্রিঃ)।	৩৩
০৩.	অকৃষি খাসজমির ইজারার মেয়াদ নবায়ন সংক্রান্ত (স্মারক নং- ৮-২৮/৮৫/১০২৩ (৬৯), তাং-১৭/১০/১৯৮৫ খ্রিঃ)।	৩৪
০৪.	অকৃষি খাসজমির বন্দোবস্ত প্রস্তাব সরাসরি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ প্রসংগে (ভূঃমঃ/শা-৮/খাজব/৩৬৬/২০০০/৭৬৯ (৬৪), তাং-৭/১০/২০০৩ খ্রিঃ)।	৩৫
০৫.	সরকারি খাসজমির অবৈধ দখল রোধকরণ প্রসংগে। (স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৮/খাজব/১০১/২০০৪-১৫২(৬১), তাং-০১/০৩/২০০৪ খ্রিঃ)।	৩৬
০৬.	অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রস্তাবে জনগণের ব্যবহার্য জমি সংক্রান্ত সনদ প্রদান প্রসংগে। (স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৮/খাজব/১১৪/২০০৪-১৬৯(৬১), তাং-১০/০৩/২০০৪ খ্রিঃ)।	৩৭
০৭	দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্তীয় খাস জমির নবায়ন প্রসঙ্গে (স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-৮/খাজব/৬৬/২০০১-৪৬৮(৬৪), তারিখঃ ০৭/০৬/২০০৫)।	৩৮
০৮.	আধা-সরকারি পত্র নং-ভূঃমঃ/শা-৯/(নামজারি সকল জেলা)/১৫১/০৮-০৩, তাং-০২/০১/২০১১ খ্রিঃ।	৩৯ - ৪০
০৯.	হাউজিং কোম্পানীর প্রকল্পে খাস/অর্পিত/পরিত্যক্ত জমি অন্তর্ভূক্ত হলে হাউজিং প্রকল্প অনুমোদনের পূর্বে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমতি গ্রহণ প্রসংগে (স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-৮/খাজব/০৪/২০১১ /৩৯৫,তাং-২৪/০৩/২০১১খ্রিঃ) ।	৪১
১০.	আবাসিক উদ্দেশ্যে দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্তকৃত খাসমহালভূক্ত অকৃষি খাসজমি ইজারা নবায়ন প্রসংগে (স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৮/খাজব/১৩৫/২০১১/৫৮৯, তাং-১০/০৫/২০১১খ্রিঃ)।	৪২

১১.	আবাসিক উদ্দেশ্যে দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্তকৃত খাসমহালভূক্ত অকৃষি খাসজমি/ফ্ল্যাটের ইজারা নবায়ন প্রসংগে (স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৮/খাজব/১৩৫/২০১১/১১৮১, তাং-১৫/০৯/২০১১খ্রিঃ)।	৪৩
১২.	অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা/১৯৯৫ এর আলোকে বন্দোবস্ত প্রস্তাব (স্মারক নং- ৩১.০০.০০০০.০৪১.৪১.০৯০.১২- ৬৪, তাং- ১১/০৭/২০১২ খ্রিঃ)।	৪৪

০৩। অর্পিত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১.	অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন-২০০১ (২০০১ সনের ১৬ নং আইন, ২০১৩ পর্যন্ত সংশোধিত, ঢাকা, ১১ই এপ্রিল, ২০০১/২৮শে চৈত্র, ১৪০৭)।	৪৬-৫৯
০২.	অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ(দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০১৩ জারি হওয়ার পর বাতিলকৃত'খ' তফসিলভূক্ত সম্পত্তির বিষয়ে করণীয় সম্পর্কিত নির্দেশনা (স্মারক নং-৩১.০০.০০০০.০৪৫. ৫৩.০৬৫.১২ (অংশ)-৩৩৪, তাং-১৪ জুলাই ২০১৪ খ্রিঃ।)	৬০-৬১

০৪। অর্পিত সম্পত্তির মামলা সংক্রান্ত

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১.	অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত দেওয়ানী মামলার বিরুদ্ধে মাননীয় উচ্চতর আদালতে আপীল/সিভিল রিভিশন দায়ের প্রসংগে (স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৯/(বিবিধ)/১৯২/২০০৯-১৭৩২,তাং-২৪/১২/২০০৯ খ্রিঃ)।	৬৩
০২.	অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলার রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে আপীল/সিভিল রিভিশন দায়ের প্রসংগে (স্মারকনং-ভূঃমঃ/শা-৯/(বিবিধ)/১৪/০৭-১০৬১(৬৩৫),তাং-২৯/০৬/২০০৯খ্রিঃ (সংশোধিত পরিপত্র)।	৬৪
০৩.	সরকারি সম্পত্তি ১নং খাস খতিয়ানভুক্ত এবং অর্পিত সম্পত্তির মামলা দায়ের প্রসংগে (স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৯-(আইন)২০/২০০৭-১০৬০, তাং-২৭/০৬/২০০৭ খ্রিঃ)।	৬৫
০৪.	অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত হাইকোর্ট বিভাগ ও আপীল বিভাগে প্রতি মামলা ও আপীল দায়েরের ক্ষেত্রে অগ্রিম ফি নির্ধারণ প্রসংগে (স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৯-(আইন)/১/২০০০-৩৫৪, তাং-১৭/০৪/২০০০ খ্রিঃ)।	৬৬
০৫.	আইন উপদেষ্টা (অর্পিত সম্পত্তি) এর রিটেইনার ও ফি পুনঃ নির্ধারণ প্রসংগে (স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৯-(আইন)/৭/৯২-৫৫, তাং-১৪/০১/১৯৯৯ খ্রিঃ)।	৬৭
০৬.	সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলা পরিচালনা করার জন্য অস্থায়ী ভিত্তিতে আইন উপদেষ্টা নিয়োগ প্রসংগে(স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৯-৯/৯৫-৫৮৩-আইন,তাং-২৪/০৬/১৯৯৭খ্রিঃ)।	৬৮
০৭.	হাইকোর্ট বিভাগে সিভিল রিভিশন মামলা(অর্পিত সম্পত্তি/খাস) দায়েরের জন্য ওকালতনামা ও সইমুহরী নকল প্রেরণ প্রসংগে (স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৯-২৪/৯৪-১০৫৯(১৪০)-বিবিধ,তাং-২৭/১২/১৯৯৫ খ্রিঃ)।	৬৯

০৮.	অর্পিত সম্পত্তি সম্পর্কিত মামলা প্রসংগে (স্মারকনং-ভূঃমঃ/শা-৯-১৯/৯৩/২০৩(২১২)বিবিধ,তাং-২৬/০৬/১৯৯৪ খ্রিঃ)।	৭০
০৯.	অর্পিত সম্পত্তি সম্পর্কিত মামলা প্রসংগে (স্মারকনং-ভূঃমঃ/শা-৯-১৯/৯৩/২৯০(২১২)বিবিধ,তাং-২২/০৬/১৯৯৪ খ্রিঃ)।	৭১
১০.	আইন উপদেষ্টা (অর্পিত সম্পত্তি) এর রিটেইনার ও অন্যান্য ফি পুনঃ নির্ধারণ প্রসংগে (স্মারক নং-ভূঃমঃ/ শা-৯-৭/৯২/২৪৮-আইন, তাং- ০৪/০৩/৯৩ খ্রিঃ)।	৭২

০৫। খতিয়ান সংশোধন ও নামজারী সংক্রান্ত

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১.	বিদ্যমান আইনানুযায়ী চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত রেকর্ড সংশোধন। (স্মারক নং- ৩১.০০.০০০০.০৪২.৬৭.০৩১.১১.৫৮৫, তাং- ০২/০৯/২০১৪ খ্রিঃ।)	৭৪
০২.	রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন-১৯৫০ এর ৯৫(৪) ধারার বিধানমতে সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণকে রায়তি জোতের রেহেনের উপর সীমারেখা বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানের আদেশ (স্মারক নং- ৩১.০০.০০০০.০৪২.০৪.০০৩.১৪- ৪৫৪, তাং- ০২/০৭/২০১৪ খ্রিঃ।)	৭৫
০৩.	ভূমি মন্ত্রণালয়ে ন্যস্তকৃত সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণের বদলী সংক্রান্ত আদেশ (স্মারক নং- ৩১.০০.০০০০.০৪৬.১৯.০১৮.১৪-২২৫, তাং- ০৯/০৪/২০১৪ খ্রিঃ)।	৭৬
০৪.	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের Governance Innovation Unit এ ভূমি মন্ত্রণালয় হতে প্রস্তাবিত Innovation Challenge Proposal বাস্তবায়ন সংক্রান্ত (স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-৯/(বিবিধ)/১৩/২০০৯-৭২৩, তাং-১২/১১/২০১৩ খ্রিঃ।)	৭৭
০৫.	সর্বোচ্চ আদালতের চূড়ান্ত রায় ছাড়া মাননীয় হাইকোর্টের রায় মূলে নামজারী/রেকর্ড সংশোধনের অনুমতি প্রসঙ্গে (স্মারক নং- ৩১.০০.০০০০.০৪৩.৬৮.০০৫.১২(বিবিধ)-২৬২, তাং-২৮/০৫/১২ খ্রিঃ)।	৭৮-৭৯
০৬.	প্রবাসীদের নামে জমির নামজারির ক্ষেত্রে সময়সীমা শিথিল করণ (স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-৯(বিবিধ)/১৩/ ০৯-৪০০, তাং-১৭/০৫/১২ খ্রিঃ)।	৮০
০৭.	গেজেটভুক্ত সিএস দাগের বনভূমি বন আইন ১৯২৭ এর ২০ ধারামতে সংরক্ষিত বনভূমি হিসেবে ঘোষিত না হওয়া পর্যন্ত নামজারী, জমা খারিজ রেকর্ড সংশোধন ইত্যাদি কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধরাখা সংক্রান্ত আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রসংগে (স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৯/(আইন)/১১/০৪(অংশ-১)-৯৩৮, তাং- ১২/০৭/২০১১ খ্রিঃ)।	৮১
০৮.	গেজেটভুক্ত সিএস দাগের বনভূমি বন আইন ১৯২৭ এর ২০ ধারামতে সংরক্ষিত বনভূমি হিসেবে ঘোষিত না হওয়া পর্যন্ত নামজারী, জমা খারিজ রেকর্ড সংশোধন ইত্যাদি কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধরাখা সংক্রান্ত আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রসংগে (স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৯/(আইন)/১১/০৪(অংশ-১)-৯৩৭, তাং- ১২/০৭/২০১১ খ্রিঃ)।	৮২
০৯.	আদালতের রায় ডিক্রির পরিপ্রেক্ষিতে রেকর্ড সংশোধন প্রসংগে (স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৯/(নামজারি) (পাবনা) / ০৪/১১-৬৮২, তাং-১৯/০৫/২০১১ খ্রিঃ)।	৮৩

১০.	নামজারীর পেন্ডিং কেস ৩০ কর্মদিবসের মধ্যে নিষ্পত্তি প্রসংগে (স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-৯/(বিবিধ)/২১/ ১০-৫১৩, তাং-১০/০৪/২০১১খ্রিঃ)।	৮৪
১১.	নামজারী, জমাভাগ ও জমা একত্রিকরণ সম্পর্কিত বিধি বিধানের সঠিক পালন প্রসংগে (আধা সরকারি পত্র নং-ভূঃমঃ/শা-৯/(নামজারি)(সকল জেলা)/১৫১/০৮-০৩,তাং-০২/০১/২০১১খ্রিঃ)।	৮৫
১২.	পেন্ডিং নামজারি জমাভাগ মোকদ্দমার তথ্য প্রদান (স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৯/(আইন)/১৯/২০০৮-৯১১,তাং-০৯/০৯/২০১০ খ্রিঃ)।	৮৬
১৩.	নামজারী, জমাভাগ ও জমা একত্রিকরণের আবেদনসমূহের ক্রমানুসারে গ্রহণ, রেজিস্টারে লিপিবদ্ধকরণ ও ক্রমানুসারে নিষ্পত্তিকরণ প্রসংগে (স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৯/নামজারী-৬৭/১০-৮২৫, তাং-২৯/০৭/২০১০ খ্রিঃ)।	৮৭
১৪.	৩০ কার্যদিবসের মধ্যে নামজারীর পেন্ডিং কেস ক্রমানুসারে নিষ্পত্তি করা প্রসঙ্গে (স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-৯/(আইন)(ফিবৃদ্ধি)/১৯/০৮-৫২৯,তারিখ-০৯/০৫/২০১০ খ্রিঃ)।	৮৮
১৫.	নামজারী, জমাভাগ ও জমা একত্রিকরনের মাধ্যমে রেকর্ড সংশোধনের ক্ষেত্রে ফিস পুনঃ নির্ধারণ প্রসংগে (স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৯(বিবিধ)/২১/১০-৫১২, তাং-০২/০৫/২০১০ খ্রিঃ)।	৮৯
১৬.	The State Acquisition and Tenancy Act,১৯৫০ এর ১৪৩ ধারামতে খতিয়ান সংরক্ষন ও ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুরূপে সম্পাদনের দিক নির্দেশনা প্রসংগে (স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৯(বিবিধ)/১৩/০৯-৩৮৫, তাং-০৫/০৪/২০১০ খ্রিঃ)।	৯০-৯৩
১৭.	নামজারী, জমাভাগ ও জমা একত্রিকরণ সম্পর্কিত বিধি বিধানের সঠিক পালন প্রসংগে (আধা সরকারি পত্র নং-ভূঃমঃ/শা-৯/(নামজারি)(সকল জেলা)/১৫১/০৮-৬০,তাং-১৮/০১/২০১০ খ্রিঃ)।	৯৪
১৮.	নামজারী, জমাভাগ ও জমা একত্রিকরণ সম্পর্কিত বিধি বিধানের সঠিক পালন প্রসংগে (আধা সরকারি পত্র নং-ভূঃমঃ/শা-৯/(নামজারি)(সকল জেলা)/১৫১/০৮-৫৯,তাং-১৮/০১/২০১০ খ্রিঃ)।	৯৫
১৯.	খাজনা খারিজ ব্যতীত জমি রেজিস্ট্রি না করা প্রসংগে (স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৯/(নামজারি)(সকল জেলা)/১৫১/০৮-৪৯, তাং-১৩/০১/২০১০ খ্রিঃ)।	৯৬
২০.	নামজারী, জমাভাগ ও জমা একত্রিকরণের মাধ্যমে রেকর্ড সংশোধন ফি আদায় প্রসংগে (পরিপত্র নং-ভূঃমঃ/শা-৯/(আইন)ফি বৃদ্ধি/১৯/২০০৮-১০৫৭(১০১৩),তাং-২১/১০/২০০৮ খ্রিঃ)।	৯৭
২১.	নামজারী,জমাভাগ ও জমা একত্রিকরণ (স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৯(নামজারী)-১৫১/২০০৮-৫৮৬,তাং-০১/০৯/২০০৮ খ্রিঃ)।	৯৮-১০০
২২.	নামজারী, জমাভাগ ও জমা একত্রিকরণের আবেদনসমূহ নিষ্পত্তি ও রেকর্ড সংশোধনের সময়সীমা (৩০দিন) প্রসংগে (পরিপত্র নং-ভূঃমঃ/শা-৯/(আইন)/০৬/২০০৭-৯২০,তাং- ০২/০৮/২০০৭ খ্রিঃ)।	১০১
২৩.	আবেদনকৃত খতিয়ানের প্রত্যয়নকৃত নকল সরবরাহের সময়সীমা সর্বোচ্চ (১৫দিন) প্রসংগে (স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৯/(আইন)/০৬/২০০৭-৯২১, তাং-০২/০৮/২০০৭ খ্রিঃ)।	১০২
২৪	গেজেটভুক্ত সিএস দাগের বনভূমি বন আইন ১৯২৭ এর ২০ ধারামতে সংরক্ষিত বনভূমি হিসেবে ঘোষিত না হওয়া পর্যন্ত নামজারী, জমা খারিজ রেকর্ড সংশোধন ইত্যাদি কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধরাখা সংক্রান্ত আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রসংগে (স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৯(আইন)/১১/০৪-৬৬০/১(৬৪), তাং-২৩/০৫/২০০৬ খ্রিঃ)।	১০৩

০৬। ভূমি উন্নয়ন কর সংক্রান্ত

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১.	পুনঃনির্ধারণকৃত ভূমি উন্নয়ন করের হার (সংশোধনীসহ) (স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-৩/কর/১০০/৯২-১০৬(১০০০), তাং- ১৬-০২-১৪০২ বঙ্গাব্দ/৩০-০৫-১৯৯৫ খ্রিঃ)।	১০৫-১০৭
০২.	The Land Development Tax Ordinance, 1976 (Ordinance No. XLII of 1976) এর Section 4 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক উক্ত আইন এর SCHEDULE এর সংশোধন প্রসংগে (এস.আর.ও নং-১৩১-আইন/২০০৫, ২ জুন ২০০৫)।	১০৮-১১১

০৭। হুকুম দখল সংক্রান্ত

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১.	The Acquisition And Requisition of Immovable Property (Amendment) Ordinance, 1993.	১১৩-১১৪
০২.	The Acquisition And Requisition of Immovable Property (Amendment) Act, 1994.	১১৫-১১৮
০৩.	যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ)(ক্ষতিপূরণ-দাবী-প্রত্যাখ্যান) বিধিমালা, ১৯৯৫ (এস.আর.ও. নং ২১৮ আইন/৯৫, তারিখ ৩ পৌষ ১৪০২ বঙ্গাব্দ/১৭ই ডিসেম্বর ১৯৯৫ খ্রিঃ)।	১১৯-১২০
০৪.	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে ভূমি অধিগ্রহণের সমস্যা ও উত্তরণের উপায় সংক্রান্ত বিষয়ে পরিপত্র জারীকরণ প্রসংগে(স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-১০/অধি/পরিপত্র/বিবিধ-৮/২০০৮-৩৪৮,তাং-৩০/১১/২০০৮ খ্রিঃ)।	১২১-১২২
০৫.	পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) আইন,২০০৯ (২০০৯ সনের ৩১ নং আইন, ঢাকা, ৮ই এপ্রিল, ২০০৯/২৫শে চৈত্র, ১৪১৫)।	১২৩-১২৪
০৬.	অধিগ্রহণকৃত/হুকুমদখলকৃত অব্যবহৃত জমি মূল মালিকদের ফেরৎ প্রদান প্রসংগে (স্মারকনং-ভূঃমঃ/শা-১০/অধি/অবমুক্ত/সার্কুলার/বিবিধ/০৮/২০১০-২০৮,তাং-১৬/০৬/২০১০খ্রিঃ)।	১২৫
০৭.	মন্ত্রণালয় ও বিভাগ কর্তৃক অব্যবহৃত ও ভবিষ্যতে ব্যবহারের পরিকল্পনা নেই এমন সম্পত্তি ১ নং খাস খতিয়ানে অন্তর্ভুক্তিকরণ প্রসংগে (স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-১০/অধি/আইন/সংশোধনী/ বিবিধ-০৯/ ২০১০-২৪৬, তাং-১৩/০৭/২০১০ খ্রিঃ)।	১২৬
০৮.	গাজীপুর জেলার টিএন্ডটি বিভাগের অব্যবহৃত ৭০ একর জমি ১ নং খাস খতিয়ানভুক্ত করার সিদ্ধান্ত প্রসংগে(স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-১০/অধি/আইন/সংশোধনী/ বিবিধ-০৯/২০১০-২৪৭,তাং-১৩/০৭/২০১০ খ্রিঃ)।	১২৭
০৯.	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের জন্য অধিগ্রহণকৃত অব্যবহৃত জমি ৩(তিন) মাসের মধ্যে Resume করার সিদ্ধান্ত প্রসংগে(স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-১০/অধি/আইন/সংশোধনী/বিবিধ-০৯/২০১০-৩৪৫,তাং-২৩/০৯/২০১০ খ্রিঃ)।	১২৮
১০.	ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) আইন-২০১১	১২৯-১৩০

	(২০১১ সনের ১১ নং আইন, ঢাকা, ৩০ শে জুন,২০১১/১৬ ই আষাঢ়, ১৪১৮ বাং)।	

০৮। জলমহাল, বালুমহাল ও ফেরী ব্যবস্থাপনা

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১.	উন্নয়ন প্রকল্পে জলমহাল ইজারা প্রাপ্তির জন্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন দাখিল (গণ বিজ্ঞপ্তি) (স্মারক নং-৩১.০০.০০০০.০৫০.৬৮.০২০.০৯ (অংশ-১)-৫৩৫, তাং-১১/০৮/২০১৩ খ্রিঃ)।	১৩২
০২.	উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় জলমহাল ইজারা প্রাপ্তির জন্য জেলা প্রশাসকের নিকট দাখিলকৃত অতিরিক্ত ব্যাংক ড্রাফট বাতিলকরণ ও সুনির্দিষ্ট সুপারিশ (তারিখ ১৬ কার্তিক ১৪১৯ বঙ্গাব্দ/৩১ অক্টোবর ২০১২ খ্রিঃ)।	১৩৩-১৩৪
০৩.	চিংড়িমহাল ইজারা নবায়ন প্রসঙ্গে (৩১.০০.০০০০.০৫১.১৭.২০১২-২৬৬(৮), তাং-১২/০৮/২০১২ খ্রিঃ)।	১৩৫
০৪.	সরকারী জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি/২০০৯ (৩১.০০.০০০০.০৫০.৬৮.০২০.০৯-২২৩, তাং-১৪ মার্চ ২০১২)।	১৩৬-১৩৮
০৫.	বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা-২০১১, (তারিখ ৩০ চৈত্র ১৪১৭ বঙ্গাব্দ/১৩ এপ্রিল ২০১১খ্রিঃ)।	১৩৯-১৫৭
০৬.	চিংড়ী মহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ১৯৯২ সংশোধন (স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৭/বিবিধ(চিংড়ী)/২৩/২০১০-৬৪, তাং-০৯/০২/২০১১ খ্রিঃ/ ২৭/১০/১৪১৭ বঙ্গাব্দ)।	১৫৮
০৭.	বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন' ২০১০ (২০১০ সনের ৬২ নং আইন, ঢাকা, ২০শে ডিসেম্বর, ২০১০/৬ই পৌষ, ১৪১৭)।	১৫৯-১৬২
০৮.	সরকারী জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি-২০০৯, (নং ভূঃমঃ/শা-৭/বিবিধ(জল/০২/২০০৯-১৯১)।	১৬৩-১৭৭
০৯.	সরকারী খাস পুকুর/জলাশয় ইজারা প্রদান প্রসংগে (স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-৮/খাজব/৪৬৯/২০০০/৪২/২, তাং-২০/০১/২০০৩ খ্রিঃ)।	১৭৮
১০.	লবণ মহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা (নং-ভূ:ম:/শা-৮/চিংড়ি/২২৭/৯১/২১৬, তাং- ৩০/০৩/১৯৯২ খ্রিঃ)।	১৭৯-১৮৩
১১.	জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৯ নং আইন, ২২ জুলাই ২০১৩)।	১৮৪-১৮৮

০৯। উচ্চ ও নিমণ আদালতের মোকদ্দমা সংক্রান্ত

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১.	দেওয়ানী মামলা সম্পর্কিত সংশোধিত নমুনা ছক পূরণ পূর্বক প্রস্তাব প্রেরণ প্রসংগে (স্মারক নং- ৩১.০০.০০০০.০৪২.৬৭.৫৮.২০০০-২৭৬, তাং- ২৯/০৪/২০১৪)।	১৯০-১৯১
০২.	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রিট মামলা নং ৩৮৫৫/১৩ এর আদেশ বাস্তবায়ন এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন-২০০০ ও পরিবেশ সংরক্ষণ আইন-১৯৯৫ এর বিধান অনুসারে কার্যক্রম গ্রহণ প্রসংগে (স্মারক নং-৩১.০০.০০০০.০৪২.৬৮.০১৩.১৪-২৩৮, তাং-১৬/০৪/২০১৪ খ্রিঃ)।	১৯২
০৩.	সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার প্রচলন সংক্রান্ত মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং- ১৬৯৬/১৪ এর আদেশ সংক্রান্ত (স্মারক নং- ৩১.০০.০০০০.০৪২.৬২.০৩৪.১৪-২০৭, তাং- ১৫/০৪/২০১৪ খ্রিঃ)।	১৯৩
০৪.	কনটেম্পট ও গুরুত্বপূর্ণ মামলার আইনজীবীদের ফি প্রদান (স্মারক নং- ৩১.০০০০.০৩৫.০৪.০০১. ১১- ৩৬, তারিখ-০৮/০১/২০১২ খ্রিঃ)।	১৯৪
০৫.	দেওয়ানী মামলা কার্যক্রম ও আপীল দায়েরসহ রায়ের বাস্তবায়ন সুষ্ঠু ও যথাযথভাবে পালন প্রসংগে (ভূঃমঃ/শা-৯(নামজারী)(সকল জেলা)/১৫১/০৮-৫০১,তাং১২/০৪/২০১১খ্রিঃ) ।	১৯৫
০৬.	দেওয়ানী মামলা সম্পর্কিত নমুনা ছক পূরণ পূর্বক প্রস্তাব প্রেরণ প্রসংগে (স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৯(নামজারী)/৫৮/২০০০(অংশ-১)-১৪৪৭, তাং-০২/১১/২০০৯ খ্রিঃ)।	১৯৬-১৯৭
০৭.	বিভিন্ন জেলায় ভি,পি আইনজীবীদের দৈনিক লিগ্যাল ফি পুনঃ নির্ধারণ প্রসংগে। (স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৯-(আইন)/৯/৯২(অংশ-১)-৫৭/১(১৩৮), তাং-১৭/০১/২০০১ খ্রিঃ)।	১৯৮
০৮.	রীট মামলার জবাব প্রস্তুত প্রসংগে(স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৯-৯/৯৭-৬৩৪/১(৬৪)-রীট,তাং-১০/০৭/১৯৯৭ খ্রিঃ)।	১৯৯
০৯.	দেওয়ানী আদালতে দায়েরকৃত মামলা পরিচালনা প্রসংগে। (স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৯-৩৪/৯৬-৭৫১(৬৪), তাং-১১/১২/১৯৯৬ খ্রিঃ)।	২০০

১০। জরিপ সংক্রান্ত আইন

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১.	ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীন রাজস্ব প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ে কর্মরত ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা/ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা ও নাজির কাম-ক্যাশিয়ার পদে চাকুরীরত কর্মচারীদের আনুতোষিক ও অবসর ভাতা মঞ্জুরীর পূর্বে সরকারি পাওনা ও অডিট আপত্তি নেই মর্মে প্রত্যয়ন গ্রহণ প্রসঙ্গে (স্মারক নং- ৩১.০০.০০০০.০৩৫.৬৮.০৩৩.১৪.৩৯০, তাং- ২৩/০৩/২০১৪ খ্রিঃ) ।	২০২ - ২০৩
০২.	ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন কানুনগো/উপ-সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসারদের উন্নীত বেতনস্কেল ও পদ মর্যাদা সংক্রান্ত (স্মারক নং- ৩১.০০.০০০০.০৪৬.৬৮.২০৪.১২-২১, তাং-১৫/০১/২০১৪ খ্রিঃ)।	২০৪ - ২০৫
০৩.	ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার ও অতিরিক্ত ভূমি হুকুম দখল কর্মকর্তা পদ দু'টির পদ মর্যাদা ২য় শ্রেনি হতে ১ম শ্রেণি (নন-ক্যাডার) এবং বেতন স্কেল টাঃ১১,০০০-২০,৩৭০/-(৯ম গ্রেড) টাকায় উন্নীত করণ প্রসঙ্গে (স্মারক নং-৩১.০০.০০০০.০৪৬. ৬৮.১৬৮.১২-১০৩৯, তাং-১৮/১২/২০১২ খ্রিঃ)	২০৬ - ২০৭
০৪.	প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক সুনির্দ্দিষ্ট খতিয়ান প্রস্তুতকরণ প্রসংগে (স্মারক নং-৩১. ০৩৬.০০৯.০০.০০.১৫১.২০১০-০৪, তাং-০১/০১/২০১২ খ্রিঃ)।	২০৮
০৫.	ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধিকন্তু ম্যানেজমেন্ট ও সেটেলমেন্ট বিভাগের ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা বিষয় প্রসংগে (স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-১২/৩৯/৯০-৩২১, তাং- ৩১/০৩/২০১১ খ্রিঃ)।	২০৯
০৬.	ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ম্যানেজমেন্ট ও সেটেলমেন্ট বিভাগে কর্মরত দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পূর্ববর্তী সকল আদেশ বাতিলপূর্বক নতুন আদেশ প্রদান সংক্রান্ত (নং- ভূঃমঃ/শা-১২/৩৯/৯০-৭৩, তাং-২৮/০১/২০০৮ খ্রিঃ)।	২১০-২১১

প্রথম অধ্যায়

কৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, মে ১২, ১৯৯৭ খ্রিঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ভূমি মন্ত্রণালয়

শাখা-৪

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ,

নং ভূঃমঃ/শা-৮/খাজব/৪৬/৮৪/২৬১-কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তের বিষয়ে সরকার নিম্নে বর্ণিত নীতিমালা প্রণয়ন করিয়াছেন। এতদ্বারা অনুমোদিত নীতিমালা সকলের অবগতির জন্য জারী করা হইল। গেজেট প্রকাশনার তারিখ হইতে এই নীতিমালা কার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সৈয়দ মারগুব মোর্শেদ

সচিব।

বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত, মে ১২, ১৯৯৭

স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-৮/খাজব/৪৬/৮৪/২৬০, তারিখ, ৩-১-১৪০৪/১৬-৪-৯৭ ইং

বিষয়ঃ কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা (সর্বশেষ সংশোধনীসহ)।

১.০ ভূমিকাঃ

১.১ ভূমি মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনাধীন কৃষি ও অকৃষি এই দুই প্রকারের সরকারী খাসজমি আছে। অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সংক্রান্ত একটি নীতিমালা বিগত ৮ই মার্চ ১৯৯৫ তারিখে প্রকাশিত বাংলাদেশ গেজেট এর মাধ্যমে জারী করা হয়েছে। বর্তমানে এই নীতিমালা অনুযায়ী অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হইতেছে। অপরদিকে দেশের প্রতিটি জেলারই কম বেশী কৃষি খাস জমি রহিয়াছে। ১৯৭২ সাল হইতেই সরকারের ভূমি সংস্কার কর্মসূচী অনুযায়ী কৃষি খাসজমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করা হইয়া আসিতেছে। ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি খাসজমি বিতরণের বিষয়ে সর্বশেষ ১৯৮৭ সালের ০১লা জুলাই তারিখে একটি নীতিমালা জারী করা হইয়াছিল। এই নীতিমালার আওতায় ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি খাসজমি বিতরণের কার্যক্রম বহু পূর্বেই সম্পন্ন করার কথা ছিল। কিন্তু ইহা একটি ব্যাপক ও জটিল কার্যক্রম বিধায় সরকার ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি খাসজমি বন্টন কর্মসূচী অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে উহার সময়সীমা বৃদ্ধি করেন।

১.২ এইদিকে খাসজমি বন্টনের ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও অনিয়ম সংগঠিত হওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তাহাছাড়া বিভিন্ন সময়ে কৃষি খাসজমি বন্টনের ফলে সর্বত্র ঐ বন্দোবস্তযোগ্য জমির পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে। অপরদিকে জনসংখ্যা ক্রমবৃদ্ধির ফলে ভূমিহীনদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ফলে বন্দোবস্ত পাওয়ার যোগ্য ভূমিহীনদের সংখ্যার তুলনায় বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি খাসজমির অপ্রতুলতা তীব্রভাবে অনুভূত হয়। ইহার ফলে কৃষি খাসজমি বন্টনের ক্ষেত্রে নানা প্রকার জটিলতার উদ্ভব, হইতেছে বলিয়া সারাদেশ হইতে বিভিন্ন মাধ্যমে সংবাদ পাওয়া যায়। তাই প্রকৃত ভূমিহীনদের মধ্যে বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি খাসজমি সুষম ভাবে বন্টনের লক্ষ্যে এবং অধিক সংখ্যক ব্যক্তি/পরিবারকে জমি প্রদানের লক্ষ্যে একটি সুষ্ঠু ও গণমুখী নীতিমালা প্রনয়নের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়। সেই কারনে বর্তমান সরকার বিগত ১৩-৮-১৯৯৬ তারিখে জারীকৃত এবং আদেশের মাধ্যমে ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি খাসজমি বন্টন স্থগিত রাখেন।

১.৩ সময়ের বিবর্তনে এবং জনসাধারণের আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি খাসজমি বন্টনের একটি সুষ্ঠু ও গণমুখী নীতিমালা প্রনয়ন করা প্রয়োজন। এই নীতিমালার আওতায় রাংগামাটি, বান্দরবন ও খাগড়াছড়ি এই তিনটি পার্বত্য জেলা ব্যতীত বাকী ৬১ টি জেলায় বন্দোবস্তযোগ্য সকল কৃষি খাসজমি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন করিতে হইবে।

২.০ (ক) এই নীতিমালা জারীর তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

(খ) এই নীতিমালা জারীর পর হইতে ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি খাসজমি বন্টন সংক্রান্ত ইতোঃপূর্বে জারীকৃত সকল আদেশ, পরিপত্র, সমারক, নীতিমালার কার্যকারিতা বাতিল হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(গ) [১][এই নীতিমালা জারীর পূর্বে প্রচলিত নিয়মনীতি মোতাবেক খাসকৃষি জমির যে সকল বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে, এই সকল বন্দোবস্ত বহাল থাকিবে। তাহাছাড়া পূর্বের নীতিমালার আওতায় যে সকল বন্দোবস্ত কেস জেলা প্রশাসক কর্তৃক ১৩-৮-৯৬ ইং তারিখের পূর্বে চুড়ান্ত ভাবে অনুমোদিত হইয়াছে কিন্তু কবুলিয়ত রেজিষ্ট্রি করা হয় নাই, সেই সকল কেসও বহাল থাকিবে এবং কবুলিয়ত সম্পাদন ও রেজিষ্ট্রি করিয়া দিতে হইবে। এমন কেস সমূহ বর্তমান নীতিমালা ও উহার সংশোধনী মোতাবেক নিষ্পত্তি করিতে হইবে। তবে ১৯৭২ ইং সালের পর বিধি বহির্ভূতভাবে যদি কোন কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়া থাকে, সেই বন্দোবস্ত কেস সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ও উহার প্রমাণাদির ভিত্তিতে
থানা কমিটি, জেলা কমিটির নিকট বাতিলের জন্য সুপারিশ করিতে পারিবে এবং জেলা কমিটি উক্ত বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।][১]

৩.০ ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি খাসজমি বন্টন কার্যক্রম সম্পর্কে নীতিনির্ধারনী কার্যক্রম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সময়ে সময়ে তদারকীর জন্য একটি জাতীয় কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি, জেলা পর্যায়ে একটি জেলা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটি এবং উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য থানা পর্যায়ে থানা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটি গঠন করা হইল। এই সকল কমিটির গঠন ও কার্যপরিধি/দায়িত্ব নিমণরূপঃ-

[১][(ক) জাতীয় কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটির গঠনঃ-

(১)	মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়	সভাপতি
(২-৭)	৬ বিভাগ হইতে ৬ জন সংসদ সদস্য (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সহিত আলোচনাক্রমে মাননীয় ভূমি মন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(০৮)	সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(০৯)	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১০)	সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১১)	সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১২)	সচিব, আইন,বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৩)	চেয়ারম্যান, ভূমি আপীল বোর্ড	সদস্য
(১৪)	চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড	সদস্য
(১৫)	মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরীপ অধিদপ্তর	সদস্য
(১৬-২১)	৬টি বিভাগের ৬ জন বিভাগীয় কমিশনার	সদস্য
(২২-২৩)	জাতীয় পর্যায়ের কৃষক সংগঠনের দুইজনের প্রতিনিধি (মাননীয় ভূমি মন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(২৪)	যুগ্ম -সচিব (প্রশাসন), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব][২]

১। ১৮ ই মে ২০০০খ্রিঃ তারিখের ভূঃমঃ/শা-৪/কৃখাজব-৬/২০০০-১৮১ নং স্মারকে প্রকাশিত গেজেট বিজ্ঞপ্তির (১) নং অনুচ্ছেদ মূলে পরিবর্তিত ও প্রতিস্থাপিত।

(খ) জাতীয় কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটির কার্যপরিধিঃ

(১) এই কমিটি দেশব্যাপী কৃষি খাসজমি বরাদ্দ সম্পর্কে নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

(২) এই কমিটি দেশব্যাপী কৃষি খাসজমি বরাদ্দ ও ব্যস্থাপনার অগ্রগতি মূল্যায়ন করিবেন।

(৩) কৃষি খাসজমি চিহ্নিত ও বরাদ্দ সংক্রান্ত বিভিন্ন অঞ্চলে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

(৪) এই কমিটি প্রতি তিন মাসে কমপক্ষে একবার বৈঠকে মিলিত হইবেন।

৪.০ [২][(ক) জেলা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটির গঠনঃ

উপদেষ্টাঃ একজন সংসদ সদস্য

(ভূমি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত)

(১)	জেলা প্রশাসক	আহবায়ক
(২)	পুলিশ সুপার	সদস্য
(৩)	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)	সদস্য
(৪)	সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তা	সদস্য
(৫)	উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
(৬)	উপ-পরিচালক,জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তর	সদস্য
(৭)	সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	সদস্য
(৮-৯)	জেলা কৃষক সংগঠনের দুইজন প্রতিনিধি (মাননীয় ভূমি মন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(১০)	জেলা কৃষক সমবায় সংগঠনের একজন প্রতিনিধি (মাননীয় ভূমি মন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(11)	জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংগঠনের একজন মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি (মাননীয় ভূমি মন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(১২)	রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর	সদস্য-সচিব][২]

(খ) জেলা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটির কার্যপরিধিঃ

(১) জেলা কৃষি বরাদ্দ কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উহার বিধিমালা প্রচার।

(২) থানা কৃষি খাসজমি বরাদ্দ কর্মসূচী অনুযায়ী ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি খাসজমি বন্টনের প্রস্তাব অনুমোদন ও থানা কমিটির কার্যক্রম পর্যালোচনা ও তদারকী।

(৩) ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি খাসজমি সংক্রান্ত অনিয়ম সম্পর্কে সরেজমিনে তদন্ত ক্রমে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।

(৪) কমিটি প্রতিমাসে একবার বৈঠকে মিলিত হইবেন এবং জেলার ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত কার্যক্রমের অবগতি সম্পর্কে প্রতিমাসে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন।

৫.০ [২][(ক) উপজেলা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটির গঠনঃ

উপদেষ্টাঃ (ক) সংসদ সদস্য (সংশ্লিষ্ট)

(খ) চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ।

(১)	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	চেয়ারম্যান
(২)	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য
(৩)	ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা	সদস্য
(৪)	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
(৫)	বন বিভাগের সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ অফিসার	সদস্য
(৬)	ইউ,পি, চেয়ারম্যান (সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের জন্য)	সদস্য
(৭)	বিত্তহীন সমবায় সমিতির ১জন প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(৮)	উপজেলা কৃষক সংগঠনের একজন প্রতিনিধি (মাননীয় ভূমি মন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(৯)	স্থানীয় সৎ, নিষ্ঠাবান ও জনহিতকর কার্যে উৎসাহী একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি (জেলা প্রশাসক, সংশ্লিষ্ট মাননীয় সংসদ সদস্যদের সহিত পরামর্শক্রমে মনোনয়ন দিবেন)।	সদস্য
(১০)	স্থানীয় কলেজ কিংবা হাইস্কুলের একজন প্রধান (জেলা প্রশাসক, সংশ্লিষ্ট মাননীয় সংসদ সদস্যের সহিত পরামর্শক্রমে মনোনয়ন দিবেন)।	সদস্য
(১১)	উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংগঠনের একজন মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি (মাননীয় ভূমি মন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(১২)	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	সদস্য-সচিব][২]

(খ) থানা কৃষি খাজজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটির কার্যপরিধিঃ

(১) থানার আওতাধীন এলাকায় কৃষি খাসজমি চিহ্নিতকরণ ও উদ্ধারকরণ।

(২) উদ্ধারকৃত কৃষি খাসজমিকে নীতিমালা অনুযায়ী বন্দোবস্ত প্রদানের সুবিধার্থে পয়টে বিভক্তিকরণ।

২। ১৮ ই মে ২০০৯ খ্রিঃ তারিখের ভূঃমঃ/শা-৪/কৃখাজব-০২/২০০৯(অংশ) -১৪৪ নং স্মারক মূলে প্রকাশিত গেজেট বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ৩.০ (ক), ৪.০ (ক) ও ৫.০ (ক) নং অনুচ্ছেদ সমূহ পরিবর্তিত ও প্রতিস্থাপিত।

(৩) সরকারের কৃষি খাসজমি বরাদ্দ কর্মসূচী সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৪) ভূমিহীনদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহবান এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর মাধ্যমে দরখাস্ত গ্রহণ।

(৫) প্রাপ্ত দরখাস্ত বাছাই এবং নীতিমালা অনুযায়ী ভূমিহীনদের অগ্রাধিকার তালিকা প্রনয়ন।

(৬) নির্বাচিত ভূমিহীনদের জন্য খাস পল্লট বরাদ্দ দেওয়া সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান।

(৭) বন্দোবস্ত প্রাপ্ত ভূমিহীনকে দখল প্রদান নিশ্চিতকরণ।

(৮) বন্দোবস্ত গ্রহীতা প্রাপ্ত জমি যথাযথভাবে ব্যবহার করিতেছে কিনা, কেহ বন্দোবস্ত শর্তাবলী সঠিক ভাবে প্রতিপালন করিতেছে কিনা সেই সম্পর্কে তদারকী ও শর্তভংগ করিলে জেলা প্রশাসকের নিকট বিধিগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা।

(৯) সরকার কর্তৃক সময়ে প্রদত্ত অন্যান্য সকল দায়িত্ব প্রতিপালন।

৬.০ ভূমিহীন বাছাই প্রক্রিয়াঃ

(ক) ভূমিহীনগণ থানা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটির সদস্য-সচিব ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর নিকট সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে দরখাস্ত দাখিল করিবেন।

(খ) সদস্য-সচিব প্রাপ্ত দরখাস্তগুলি ইউনিয়ন-ওয়ারী বাছাই করিবেন।

(গ) প্রাপ্ত দরখাস্তসহ থানা কমিটি প্রতিটি ইউনিয়নে বৈঠকে মিলিত হইবেন। এই সময় আবেদনকারীদেরকে কমিটির সামনে হাজির করিয়া জিজ্ঞাসাবাদ ও পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাথমিক বাছাই করিবেন।

(ঘ) প্রাথমিক বাছাই এর পর থানা কমিটি প্রয়োজনে সরেজমিনে তদন্তক্রমে আবেদনকারীর আবেদনের বিষয়ে সঠিকতা যাচাই করিবেন এবং এই ভাবে চুড়ান্ত ভাবে প্রকৃত ভূমিহীন পরিবার যাচাই করিবেন।

(ঙ) আবেদনকারীকে সহজে বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সুবিধার্থে আবেদন পত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড মেম্বার/চেয়ারম্যান কর্তৃক সত্যায়িত ২ কপি ফটো জমা দিতে হইবে এবং আবেদনপত্রে তাহার স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা সঠিক ভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(চ) আবেদনপত্রের সহিত স্থানীয় ইউ,পি চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট জমা দিতে হইবে।

(ছ) একান্নভূক্ত একই পরিবারের একাধিক সদস্যকে জমি দেওয়া যাইবে না।

(জ) জমি স্বামী-স্ত্রী দুইজনের যৌথ নামে প্রদান করা হইবে। তবে বিধবা মা বিপত্নীক এর ক্ষেত্রে একক নামেও দেওয়া যাইবে।

[৩][(ঝ) কোন পরিবারকে জমির প্রাপ্যতা সাপেক্ষে সর্বোর্চ্চ ১.০০ (এক) একর জমি দেওয়া যাইবে। তবে দেশের উপকূলীয় চর অঞ্চলের জন্য খাস জমির প্রাপ্যতা অনুযায়ী অনুর্ধ্ব ১.৫০ (দেড়) একর পর্যন্ত জমি ভূমিহীনদের বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। উপকূলীয় জেলাসমূহ হইলঃ খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, পিরোজপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, চট্টগ্রাম জেলায় সন্দ্বীপ থানা এবং কক্সবাজার জেলার সদর, কুতুবদিয়া, মহেষখালী, টেকনাফ ও চকোরিয়া থানা]৩

৩। ২৫ ই আগষ্ট ১৯৯৮ খ্রিঃ তারিখের ভূঃমঃ/শা-৪/কৃখাজব-১/১৯৯৮-২৬৪ নং স্মারকে প্রকাশিত গেজেট বিজ্ঞপ্তির (৫) নং অনুচ্ছেদ মূলে সংযোজিত।।

৭.০ বরাদ্দকৃত কৃষি খাসজমি উত্তরাধিকার সূত্রে ব্যতীত অন্য কোনভাবে কাহারো নিকট হস্তান্তর করা যাইবে না। কেহ এইরূপ করিলে সংশ্লিষ্ট জমি সরকারের খাস জমিতে পরিণত হইবে।

৮.০ ভূমিহীনদের মধ্যে খাস কৃষি জমি বন্টনের বিষয়ে থানা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটি কর্তৃক সংঘটিত কোন অনিয়মের বিরুদ্ধে জেলা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটির নিকট অভিযোগ করিতে হইবে। জেলা কমিটি প্রাপ্ত অভিযোগের বিষয়ে সরেজমিনে তদন্তক্রমে কোন অনিয়মের প্রমাণ পাইলে সংশ্লিষ্ট বন্দোবস্ত কেস বাতিল করিবেন এবং এই বিষয়ে দায়ী কর্মকর্তা/ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক শাসিত্মমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন ভূমি মন্ত্রণালয় পেশ করিবেন।

৯.০ কৃষি খাসজমির সংজ্ঞাঃ

বাংলাদেশ গেজেটের মাধ্যমে ৮ই মার্চ/১৯৯৫ ইং তারিখে জারীকৃত অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালার আওতায় সংজ্ঞায়িত অকৃষি খাসজমি বাদে অন্যান্য সকল জমি কৃষি খাসজমি হিসাবে গণ্য হইবে। অর্থাৎ দেশের সকল মেট্রোপলিটন এলাকা, সকল পৌর এলাকা এবং সকল থানা সদর এলাকাভূক্ত সকল প্রকার জমি ব্যতীত ইহার বাহিরে অবস্থিত কৃষিযোগ্য সকল খাসজমিই হিসাবে বিবেচিত হইবে।

১০.০ ভূমিহীন পরিবারঃ

(ক) যে পরিবারের বসতবাড়ী ও কৃষি জমি কিছুই নাই, কিন্তু পরিবারটি কৃষি নির্ভর।

[৪][(খ) যে পরিবারের ১০ শতাংশ পর্যন্ত বসতবাটি আছে কিন্তু কৃষিযোগ্য জমি নাই এইরুপ কৃষি নির্ভর পরিবারও ভূমিহীন হিসাবে গণ্য হইবে।][৪]

১১.০ ভূমিহীন পরিবারের অগ্রাধিকার তালিকাঃ

(ক) দুঃস্থ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার।

(খ) নদী ভাংগা পরিবার (যাহার সকল জমি ভাংগিয়া গিয়াছে)।

(গ) সক্ষমপুত্রসহ বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা পরিবার।

(ঘ) [৫][কৃষি জমিহীন ও বাসুত্মবাটিহীন পরিবার।][৫]

(ঙ) অধিগ্রহণের ফলে ভূমিহীন হইয়া পড়িয়াছে এমন পরিবার।

[৬][(চ) ১০ শতাংশ বসতবাটি আছে, কিন্তু কৃষিযোগ্য জমি নাই এইরুপ কৃষি নির্ভর পরিবার।][৬]

১২.০ (ক) এই নীতিমালা জারীর এক মাসের মধ্যে জাতীয় কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি গঠন করিতে হইবে। ভূমি মন্ত্রণালয় এই কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।

(খ) এই নীতিমালা জারীর এক মাসের মধ্যে জেলা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটি গঠন করিতে হইবে। এই ব্যাপারে জেলা প্রশাসক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।

(গ) এই নীতিমালা জারীর এক মাসের মধ্যে থানা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটি গঠন করিতে হইবে। এই ব্যাপারে থানা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৪। ২৫ ই আগষ্ট ১৯৯৮ খ্রিঃ তারিখের ভূঃমঃ/শা-৪/কৃখাজব-১/১৯৯৮-২৬৪ নং স্মারকে প্রকাশিত গেজেট বিজ্ঞপ্তির (৬) নং অনুচ্ছেদ মূলে সংযোজিত।

৫। ২৫ ই আগষ্ট ১৯৯৮ খ্রিঃ তারিখের ভূঃমঃ/শা-৪/কৃখাজব-১/১৯৯৮-২৬৪ নং স্মারকে প্রকাশিত গেজেট বিজ্ঞপ্তির (৭) নং অনুচ্ছেদ মূলে প্রতিস্থাপিত।

৬। ২৫ ই আগষ্ট ১৯৯৮ খ্রিঃ তারিখের ভূঃমঃ/শা-৪/কৃখাজব-১/১৯৯৮-২৬৪ নং স্মারকে প্রকাশিত গেজেট বিজ্ঞপ্তির (৮) নং অনুচ্ছেদ মূলে সংযোজিত।

১৩.০ (ক) কমিটি গঠিত হওয়ার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে থানা কমিটি সংশ্লিষ্ট থানার বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি খাসজমি চিহ্নিত করিবেন এবং উহার প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করিবেন এবং এই মর্মে ব্যাপক প্রচারনার ব্যবস্থা নিবেন।

(খ) প্রাথমিক তালিকায় প্রকাশিত কোন জমি সম্পর্কে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে তালিকা প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে লিখিতভাবে থানা কমিটির নিকট আপত্তি পেশ করিতে হইবে। থানা কমিটি পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে সকল আপত্তি সম্পর্কে শুনানী গ্রহণ করিবেন এবং কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষাক্রমে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন এবং চুড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করিবেন।

(গ) থানা কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত প্রদানের ১৫ দিনের মধ্যে জেলা কমিটির নিকট আপীল করা যাইবে। জেলা কমিটি পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে আপীল সম্পর্কে শুনানী গ্রহণ করিবেন ও কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষাক্রমে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন।

(ঘ) জেলা কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত প্রদানের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে জাতীয় নির্বাহী কমিটির নিকট আপীল করা যাইবে। জাতীয় নির্বাহী কমিটি পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে আপীল সম্পর্কে শুনানী গ্রহণ করিবেন এবং কাগজপত্র পরীক্ষা নিরীক্ষাক্রমে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন। জাতীয় নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৪.০ থানা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটি বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি খাসজমি চিহ্নিতকরণ ও চুড়ান্ত তালিকা প্রকাশের এক মাসের মধ্যে বন্দোবস্ত প্রার্থী ভূমিহীনদের নিকট হইতে আবেদনপত্র গ্রহণ করিবেন।

১৫.০ আবেদনপত্র প্রাপ্তির এক মাসের মধ্যে থানা কমিটি প্রকৃত ভুমিহীন বাছাই কার্যক্রম সম্পন্ন করিবেন এবং বাছাইকৃতদের নামে জমি বরাদ্দের পরিমাণ নির্ধারণ করিবেন।

১৬.০ থানা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটি কর্তৃক ভূমিহীন বাছাই ও জমি বরাদ্দের পরিমাণ নির্ধারণ করার ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে সহকারী কমিশনার (ভূমি) বন্দোবস্ত কেস রেকর্ড সৃজন পূর্বক প্রস্তাব থানা নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট পেশ করিবেন।

১৭.০ থানা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রস্তাব পাওয়ার ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে উহা জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করিবেন।

১৮.০ জেলা প্রশাসক প্রস্তাব পাওয়ার পর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উহা জেলা কমিটিতে পেশ করিবেন এবং জেলা কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে প্রস্তাব অনুমোদন করতঃ সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর নিকট ফেরৎ পাঠাইবেন।

১৯.০ অনুমোদিত প্রস্তাব ফেরৎ পাওয়ার পর সহকারী কমিশনার (ভূমি) অবশ্যই ১৫ দিনের মধ্যে এক টাকা সেলামীর বিনিময়ে বন্দোবস্ত প্রাপকের অনুকূলে কবুলিয়ত সম্পাদন করিয়া দিবেন, [৭][রেজিস্ট্রেশন করার যথাযথ ব্যবস্থা নিবেন][৭] এবং বন্দোবস্ত প্রাপকের নামে খতিয়ান খুলিয়া দিবেন।

২০.০ কবুলিয়ত সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে থানা কমিটি বন্দোবস্ত প্রাপকের অনুকূলে বন্দোবস্তকৃত জমির দখল বুঝাইয়া দিবেন।

৭। ১৮ ই মে ২০০০খ্রিঃ তারিখের ভূঃমঃ/শা-৪/কৃখাজব-৬/২০০০-১৮১ নং স্মারকে প্রকাশিত গেজেট বিজ্ঞপ্তির (২) নং অনুচ্ছেদ মূলে পরিবর্তিত।

২১.০ কোন মৌজার কৃষি খাসজমি সংশ্লিষ্ট মৌজার ভূমিহীন প্রার্থীদের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বরাদ্দ প্রদান করিতে হইবে। ঐ মৌজার প্রার্থীদের মধ্যে বরাদ্দ প্রদানের পর আরও জমি থাকিলে পার্শ্ববর্তী মৌজার ভূমিহীনদের মধ্যে বরাদ্দ দেওয়া যাইবে। [৮][তারপরেও অতিরিক্ত খাস জমি থাকিলে পর্যায়ক্রমে পার্শ্ববর্তী ইউনিয়ন এবং পরবর্তীতে পার্শ্ববর্তী উপজেলার ভূমিহীনদের মধ্যে বরাদ্দ দেওয়া যাইবে।][৮] এই ব্যাপারে জেলা কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

২২.০ ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি খাসজমি বন্টনের বিষয়ে থানার বড় বড় হাট-বাজারে লোক সমাগমের দিনে মাইকযোগে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহাছাড়া থানার প্রতিটি গ্রামে মাইকযোগে কিংবা ঢোল শহরতের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। থানা নির্বাহী অফিসার এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহন করিবেন।

২৩.০ থানা পর্যায়ের সকল সরকারী, আধা সরকারী ও বেসরকারী অফিস এবং ইউনিয়ন পরিষদ এর নোটিশ বোর্ডে ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি খাসজমি বন্টনের বিষয়ে নোটিশ টানাইতে হইবে।

২৪.০ প্রকৃত ভূমিহীন বাছাইয়ের বিষয়ে থানা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটির সকল সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে কোন ক্ষেত্রে দ্বি-মত দেখা দিলে সভাপতি বাদে উপস্থিত সকল অফিসিয়াল ও নন-অফিসিয়াল সদস্যদের প্রত্যক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। উভয় পক্ষে সমান সংখ্যক ভোট পড়িলে সভাপতি নির্ণায়ক (কাষ্টিং) ভোট দিবেন।

২৫.০ ভূমিহীনদের নির্বাচন এবং তালিকা প্রণয়নের বিষয়ে সার্বিক সতর্কতা ও কঠোর নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিতে হইবে।

২৬.০ বনভূমি হিসাবে নোটিফিকেশনকৃত খাস কৃষি জমি এবং চিংড়ী ও লবণ চাষোপযোগী খাসজমি এই নীতিমালার আওতায় বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে না।

২৭.০[৯][নদী পয়স্থি জমি বা চর ভূমির ক্ষেত্রে দিয়ারা সেটেলমেন্ট না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণ চর্চা ম্যাপের সঠিকতা ও যথার্থতা সম্পর্কে সম্পূর্ণরুপে নিশ্চিত হইয়া তাহার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট থানার ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে প্রাথমিকভাবে উক্ত কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান করিতে পারিবেন এবং এই সকল জমির যথাশীঘ্র সম্ভব অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দিয়ারা জরিপ সম্পন্ন করিতে হইবে। দিয়ারা জরিপ সম্পন্ন হওয়ার পর উক্ত চর্চা ম্যাপের ভিত্তিতে সম্পাদিত বন্দোবস্ত কেসসমূহ সমন্বয় করিতে হইবে। তবে উক্ত কার্যক্রম ১৯৯৪ সালের ১৫ নং আইনের সাথে সংগতিপূর্ন করিতে হইবে।][৯]

২৮.০ আদর্শ গ্রাম প্রতিষ্ঠার নির্বাচিত খাসকৃষি জমি এই নীতিমালার আওতায় বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে না। বর্তমানে আদর্শ গ্রাম সৃজনের জন্য অনুস্বত নীতিমালা/বিধিমোতাবেক অনুরূপ জমিতে আদর্শ গ্রাম সৃজন/প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

২৯.০ কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত পাওয়ার জন্য কোন ভূমিহীন প্রার্থী আবেদনপত্র কোন ভুল তথ্য উপস্থাপন করিলে কিংবা কোন তথ্য গোপন করিলে তাহাদের আবেদন বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং প্রয়োজনে তাহার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

৩০.০ বন্দোবস্ত প্রাপ্তির পর কোন বন্দোবস্ত গ্রহীতা ভূমি সংক্রান্ত সরকারের কোন আইন/অধ্যাদেশ বা আদেশ লংঘন করিলে তাহার বন্দোবস্ত বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং জেলা ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদনক্রমে থানা ব্যবস্থাপনা কমিটি বন্দোবস্তকৃত জমি পুনরায় খাস হিসাবে পুনঃগ্রহণ করতঃ খাস খতিয়ানে সংরক্ষণ করিবেন।

৮। ১৪ ই সেপ্টেম্বর ২০০০খ্রিঃ তারিখের ভূঃমঃ/শা-৪/কৃখাজব-১/৯৮-৩৬১ নং স্মারকে প্রকাশিত গেজেট বিজ্ঞপ্তির (১) নং অনুচ্ছেদ মূলে পরিবর্তিত ও প্রতিস্থাপিত।

৯। ১৮ ই মে ২০০০খ্রিঃ তারিখের ভূঃমঃ/শা-৪/কৃখাজব-৬/২০০০-১৮১ নং স্মারকে প্রকাশিত গেজেট বিজ্ঞপ্তির (৩) নং অনুচ্ছেদ মূলে পরিবর্তিত ও প্রতিস্থাপিত।

৩১.০ এই নীতিমালার আওতায় ভূমিহীনদের মধ্যে খাস কৃষি জমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে কোথাও কোন বড় ধরণের সমস্যা দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বিষয়টি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য-সচিবের নিকট লিখিত আকারে উপস্থাপন করিবেন। সদস্য-সচিব বিষয়টি কমিটির সভায় পেশ করিবেন এবং এই ব্যাপারে জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৩২.০ সকল কমিটির সভায় সংশ্লিষ্ট কমিটির অন্ততঃ ১/৩ ভাগ সদস্য উপস্থিত থাকিলেই সভার কোরাম হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে। কোন সদস্য পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকিলে তাহার সদস্য পদ বাতিল বা প্রত্যাহারের জন্য সংশ্লিষ্ট নিয়োগ/মনোনয়নকারী কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে।

৩৩.০ কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সংক্রান্ত গঠিত কমিটিগুলি সর্বদা পারস্পারিক সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইবেন।

৩৪.০ জাতীয় কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি প্রয়োজনে জনস্বার্থে এই নীতি মালার যে কোন ধারা/উপ-ধারা সংশোধন কিংবা পরিবর্তন-পরিবর্ধন করিতে পারিবেন।

মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম, উপ-নিয়ন্ত্রক বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত
মোঃ সিকান্দার আলী মন্ডল, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা

রেজিস্টার্ড নং ডি এ- ১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, মার্চ ৮, ১৯৯৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা নং-৮

বিজ্ঞপ্তি

তারিখঃ ৭ই মার্চ, ১৯৯৫/২৩ শে ফাল্গুন, ১৪০১

নং ভূঃমঃ/শা-৮/খাজব/৪৬/৮৪/১২৫- অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তের বিষয়ে সরকার নিমেণ বর্ণিত নীতিমালা প্রণয়ন করিয়াছে। এতদ্বারা অনুমোদিত নীতিমালা সকলের অবগতির জন্য জারী করা হইল। গেজেট প্রকাশনার তারিখ হইতে এই নীতিমালা কার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী
সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা নং-৮

স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৮/খাজব/৪৬/৮৪/১২৪, তারিখঃ ৭ই মার্চ, ১৯৯৫/ ২৩ শে ফাল্গুন, ১৪০১।

প্রজ্ঞাপন

বিষয়ঃ অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তের নীতিমালা (সর্বশেষ সংশোধনীসহ)

১.০ ভূমিকাঃ

ভূমি মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাধীনে কৃষি ও অকৃষি এই দুই প্রকারের খাসজমি আছে। কৃষি খাসজমি বন্দোবস্তের একটি নীতিমালা আছে। কিন্তু অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্তের কোন নীতিমালা না থাকায় অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান দীর্ঘদিন ধরিয়া বন্ধ আছে। ফলে শহরাঞ্চলে অকৃষি খাসজমি কোন না কোনভাবে প্রভাবশালী মহলের লোকজনেরঅবৈধ দখলে চলিয়া গিয়াছে এবং তাহারা দখলের সমর্থনে জাল-জালিয়াতীর মাধ্যমে কাগজ-পত্র তৈরী করিয়া আদালত হইতে ডিক্রী লাভ করিতেছেন বা প্রচেষ্টা চালাইতেছেন। তাই অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত সংক্রান্ত একটি সুষ্ঠু নীতিমালা প্রয়োজন। এই নীতিমালায় খাসজমি বলিতে কেবলমাত্র জেলা প্রশাসকের নামে রেকর্ডকৃত সরকারী খাসজমি বুঝাইবে। অন্য কোন সংস্থা বা বিভাগের নামে রেকর্ডকৃত সরকারী জমি বুঝাইবে না। পরিবেশ সংরক্ষণের স্বার্থে বনায়নের জন্য যে সকল জমির প্রয়োজন হইবে তাহা বন আইনের ৪ ধারা অনুযায়ী বন ও ভূমি হিসাবে গেজেট নোটিফিকেশনকৃত জমি এবং বন আইনের ২৯ ধারা অনুযায়ী 'রক্ষিত বনভূমি' হিসাবে ঘোষিত জমি পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে পরামর্শ ছাড়া এই নীতিমালার আওতায় বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে না। অধিকন্ত এই ধরনের কেইস ভূমি মন্ত্রণালয় এর নীচে কোন পর্যায়ে নিষ্পত্তি করা হইবে না। এই নীতিমালা বাস্তবায়ন করিতে গিয়া যদি কোথাও কোন জমি সম্পর্কে কোন সরকারী সংস্থা বা বিভাগের সাথে জমি মালিকানা বা দখলগত বিষয়ে কোন অস্পষ্টতা বা দ্বিমত থাকে তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা বিভাগের সাথে আলোচনা ক্রমে নিষ্পত্তি সাপেক্ষে এই নীতিমালার আওতায় উক্ত জমি বন্দোবস্তের কার্যক্রম গ্রহণ করা হইবে।

২.০ সংজ্ঞাঃ

(ক) অকৃষি খাসজমিঃ দেশের ৪টি মেট্রোপলিটন এলাকার সকল পৌর এলাকা এবং সকল থানা সদর বর্তমান নীতিমালা অনুযায়ী শহরাঞ্চল হিসাবে বিবেচিত হইবে। এই সকল এলাকাভুক্ত কৃষিযোগ্য খাসজমি ও অকৃষি খাসজমি হিসাবে বিবেচিত হইবে। ইহার বাহিরে অবস্থিত কৃষিযোগ্য জমি বাদে অন্যান্য সকল জমি অকৃষি খাসজমি হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(খ) থানা সদরঃ যে সকল থানা সদরে পৌরসভা আছে সে সকল থানা থেকে পৌরসভার এলাকা এবং অন্যান্য থানার ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক কর্তৃক বিভাগীয় কমিশনারের লিখিত পূর্ব অনুমোদনক্রমে চিহ্নিত এলাকাকে থানা সদর এলাকা হিসাবে গণ্য করা হইবে। জেলা প্রশাসকগণ এই নীতিমালা জারীর তারিখ হইতে ১৮০ দিনের মধ্যে পৌরসভা নাই এমন সকল থানা সদরের সীমানা চিহ্নিত করার কার্য সম্পাদন করিবেন। অবশ্য পরবর্তীতে যদি কোন থানা সদরে পৌরসভা প্রতিষ্ঠা করা হয় তাহা হইলে পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার তারিখ হইতে পৌরসভা এলাকাকেই ঐ থানার সদর হিসাবে বিবেচনা করা হইবে।

(গ) বাজার দরঃ প্রচলিত নিয়মে নির্ধারিত মূল্যকেই বাজার দর হিসাবে গণ্য করা হইবে।

৩.০ <u>অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্তের নীতিমালাঃ</u>

(ক) সরকারী প্রয়োজনে যে কোন সরকারী দপ্তর বা সংস্থাকে অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। তবে সেই ক্ষেত্রে বাজার দর অনুযায়ী জমির উপর্যুক্ত মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে।

(খ) ধর্মীয় উপাসনালয়, এতিমখানা, কবরস্থান ও শ্মশানঘাট স্থাপনের জন্য পরিমাণ মত জমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। এই ক্ষেত্রে বাজার দর অনুযায়ী জমির মূল্য নির্ধারণ করিয়া নির্ধারিত মূল্যের ১০% মূল্যে বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে।

(গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য পরিমাণ মত জমি নির্ধারিত মূল্যের ১০% মূল্যে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।

(ঘ) প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ও সরকার কর্তৃক বৈধ ভাবে পূনর্বাসিত লোকজনকে সংশ্লিষ্ট জমি সরকারের অন্য কোন প্রয়োজনে না লাগিলে দখল বিবেচনায় আনিয়া পরিবার প্রতি সর্বোচ্চ ০.০৫ একর (পাঁচ শতাংশ) জমি দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। তবে নারায়নগঞ্জসহ ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় এবং চট্রগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকায় এই ধরনের বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে না।

(ঙ) বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, কবি, সাহিত্যিক বা জাতীয় পর্যায়ে নিজ অবদানের জন্য বিশেষভাবে স্বীকৃত ব্যক্তিকে সরকার প্রধানের অনুমোদনক্রমে মেট্রোপলিটন এলাকায় সর্বোচ্চ ০.০৫ একর (পাঁচ শতাংশ) এবং মেট্রোপলিটন এলাকার বাহিরে সর্বোচ্চ ০.০৮ (আট শতাংশ) পর্যন্ত জমি বাজার দরে বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। তবে এই ক্ষেত্রে সরকার প্রধান ইচ্ছা করিলে রেয়াতী মূল্যে বন্দোবস্তের আদেশ দিতে পারিবেন।

(চ) প্রবাসী বাংলাদেশীরা যদি রেজিষ্ট্রিকৃত সমবায় এর মাধ্যমে বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ (ন্যূনপক্ষে পাঁচ তলা ভবন হইতে হইবে) এর জন্য জমি বন্দোবস্ত নিতে চান তাহা হইলে তাহাদিগকে মেট্রো্পলিটন এলাকায় সর্বোচ্চ ১.০ একর এবং জেলা শহরে সর্বোচ্চ ৩.০ একর পর্যন্ত জমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে; তবে এই ক্ষেত্রে তাহাদেরকে জমির সমূদয় মূল্য বৈদেশিক মূদ্রায় পরিশোধ করিতে হইবে এবং তাহাদের দলে একই পরিবারের একজনের বেশী সদস্য থাকিতে পারিবেন না। বহুতল বিশিষ্ট ভবনের জন্য সমবায়ের প্রতি দুইজন সদস্যের জন্য ০.০২৫ একর (২৫ শতাংশ) হিসাবে জমির পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।

(ছ) শহর এলাকার বাহিরে শিল্প স্থাপনের জন্য আবেদনকারী যদি মোট প্রয়োজনীয় জমির ৩/৪ অংশ নিজে সংগ্রহ করেন তাহা হইলে সর্বোচ্চ ১/৪ অংশ পরিমাণ সংলগ্ন খাসজমি বাজার দরে বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে।

(জ) অন্তত [১][৫] বৎসরের বেশী সময় ধরিয়া নিয়মিত ভাবে সরকারী পাওনা পরিশোধ করিয়া একসনা লীজমূলে জমির দখলে আছেন এমন লোকদেরকে সর্বোচ্চ ০.০৫ একর (পাঁচ শতাংশ) জমি বাজার দরে বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে।

(ঝ) যে সকল অধিগ্রহণকৃত জমি পুনঃ গ্রহণের মাধ্যমে খাস করা হইয়াছে বা হইবে সেই সকল জমির মূল মালিক বা তাহার বৈধ উত্তরাধিকারীদেরকে ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রদত্ত অর্থ সমন্বয় না করিয়া বাজার দরে মেট্রোপলিটন এলাকায় সর্বোচ্চ ০.০৮ একর (আট শতাংশ) জেলা ও থানা সদরে এবং পৌর এলাকায় সর্বোচ্চ ০.১৬ একর (ষোল শতাংশ) এবং ইহার বাহিরে এলাকায় সর্বোচ্চ ০.৩২ একর (বত্রিশ শতাংশ) জমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে জমির পরিমাণ তাহার নিকট হইতে অধিগ্রহণকৃত জমির অর্ধেক অপেক্ষা বেশী হইতে পারিবে না। তবে কাহাকেও শহর এলাকায় মোট ০.০৪ একর (চার শতাংশ) এবং পলস্নী এলাকায় ০.১০ একর (দশ শতাংশ) অপেক্ষা কমও দেওয়া হইবে না। তাহা ছাড়া যেহেতু বন্দোবস্ত গ্রহীতা জমির পূর্বতন মালিক সেহতু তাহাকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে। অধিগ্রহণে ক্ষতিগ্রস্ত এমন ভূমি মালিকের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র একজনকেই সুবিধা দেওয়া হইবে। এইরূপ বন্দোবস্ত প্রদানে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন লাগিবে।

(ঞ) মেট্রোপলিটন এলাকা এবং জেলা শহরের বাহিরে গবাদিপশু বা দুগ্ধ খামার এবং হাস-মুরগী খামার স্থাপনের জন্য অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। তবে এই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণানালয় কর্তৃক প্রকল্পটি অনুমোদিত হইতে হইবে। হাস-মুরগীর খামারের জন্য সর্বোচ্চ ২.০ একর [২][এবং গবাদি পশু] ও দুগ্ধ খামারের জন্য সর্বোচ্চ ৫.০ একর জমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। বন্দোবস্ত প্রাথমিকভাবে ১০ বৎসরের জন্য দেওয়া হইবে। প্রথম ৫(পাঁচ) বৎসরের মধ্যে যদি প্রকল্পটি পুরাপুরি প্রকল্প পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়িত এবং বন্দোবস্তের সকল শর্ত যথাযথভাবে পালিত হয় তাহা হইলে একই জমি পরিবর্তীতে সমেত্মাষজনক পরিচালনার শর্তে দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্তে রূপান্তর করা যাইবে। তবে প্রথম পাঁচ বৎসরের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়িত না হইলে বা পরবর্তীতে যে কোন সময় পরিত্যক্ত হইলে বা বন্দোবস্তের শর্ত যথাযথভাবে পালিত না হইলে বন্দোবস্ত যে কোন সময় বাতিল করিবার শর্ত চুক্তিপত্রে অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। যদি কেহ নিজ জমিতে হাস-মুরগীর খামার বা দুগ্ধ খামার করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাহাকে তাহার খামার সংলগ্ন খাস জমি উপরোক্ত সময়ে বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে।

১। ৩১.১.২০০২ খ্রিঃ তারিখের ভূঃমঃ/শা-৮/খাজব/৩৭/২০০১/৫৮(৬) নং স্মারক মূলে ১০ এর স্থলে ৫ প্রতিস্থাপিত।
২। ১৯ জুন,২০০৫ তারিখের ভূঃমঃ/শা-৮/খাজব/০১/২০০০/৫০৫ নং প্রজ্ঞাপন মূলে ‘এবং গবাদি পশু’ শব্দগুলি সংযোজিত।

(ট)[১] [স্থগিত]।

(ঠ) বিদেশী বিনিয়োগকারীদেরকে অথবা যৌথ উদ্যোক্তাদেরকে শিল্প-কারখানা স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ জমি মেট্রোপলিটন এলাকার বাহিরে বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। এই ক্ষেত্রে অনুমোদিত প্রকল্প অনুপাতে জমির পরিমাণ নির্ধারণ করা হইবে। তবে মেট্রোপলিটন এলাকায় আমর্ন্তজাতিক মানের হোটেল/মোটেল (তিন তারকা ও তদুর্ধে) স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ জমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে।

(ড) কারখানা ও বাড়ী সংলগ্ন খাসজমি আছে এবং এই খাসজমির অবস্থান এমন যে উহা অন্য কাহাকেও বন্দোবস্ত প্রদান করিলে বাড়ী বা শিল্প কারখানায় যাতায়াতসহ অন্যান্য অসুবিধা সৃষ্টি হইবে সেক্ষেত্রে বাড়ীর মালিক বা শিল্প কারখানার অনুকূলে বিশেষ ব্যবস্থা হিসাবে এই খাসজমি (কৃষি বা অকৃষি যাহাই হোক না কেন) বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। তবে এইরূপ বন্দোবস্ত কেসে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) কর্তৃক সরেজমিনে তদন্ত সম্পাদন করিয়া এবং প্রচলিত নিয়মে সেলামী ধার্য্য করিয়া প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে পাঠাইতে হইবে।

(ঢ) কমপক্ষে ২০ বৎসর বা তদুর্ধকাল যাবত সরকারী/আধা সরকারী বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার চাকুরীতে নিয়োজিত আছেন বা ছিলেন এইরূপ কমপক্ষে ৩০ জন বা তদুর্ধ সংখ্যক সদস্য বিশিষ্ট সরকারী/আধা সরকারী বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারী বা কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত সমবায় সংগঠনকে বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ভবন (ন্যূনপক্ষে পাঁচতলা ফ্লাট বাড়ী) নির্মাণের জন্য যে মেট্রোপলিটন এলাকায় সর্বোচ্চ ১.০ (এক) একর এবং জেলা বা থানা শহরে সর্বোচ্চ ৩.০ (তিন) একর পর্যন্ত খাসজমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। মেট্রোপলিটন এলাকা বা জেলা শহরে বাড়ী বা বাড়ী করিবার মত জমি আছে এইরূপ কোন সরকারী/আধা সরকারী বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারী/কর্মকর্তাকে সংগঠনের সদস্য করা যাইবে না। বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মানের জন্য সমবায়ের প্রতি দুইজন সদস্যের জন্য ০.০২৫ একর (২.৫ শতাংশ) হিসাবে জমির পরিমাণ করিতে হইবে এবং ইহাতে সরকার প্রধানের অনুমোদন লাগিবে।

(ণ) কমপক্ষে ১৫ জন বা তদুর্ধ সংখ্যক সদস্যবিশিষ্ট প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের সমবায় গঠিত সমবায় সংগঠনকে বহুতলবিশিষ্ট আবাসিক ভবন (নূন্যপক্ষে পাঁচতলা ফ্ল্যাট বাড়ী) নির্মানের জন্য মেট্রোপলিটন এলাকায় সর্বোচ্চ ১.০ (এক) একর এবং জেলা বা থানা সদরে সর্বোচ্চ ৩.০ (তিন) একর পর্যন্ত খাস জমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। মেট্রোপলিটন এলাকা বা জেলা শহরে বাড়ী বা বাড়ী করার মত জমি আছে এইরূপ কোন মুক্তিযোদ্ধাকে সংগঠনের সদস্য করা যাইবে না। বহুতলবিশিষ্ট ভবন নির্মানের জন্য সমবায়ের প্রতি দুইজন সদ্যসের জন্য ০.২৫ একর (২.৫ শতাংশ) হিসাবে জমির পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। এইরূপ বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়মে ধার্যকৃত সেলামী আদায় করিতে হইবে এবং ইহাতে সরকার প্রধানের অনুমোদন লাগিবে।

(ত) (i) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিদেশে রপ্তানীর উদ্দেশ্যে ফুলের চাষ করার জন্য সর্বোচ্চ ৫.০০ (পাঁচ) একর পর্যন্ত খাসজমি দীর্ঘ-মেয়াদী বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে।

(ii) বিভিন্ন প্রকার ফলের বাগান করার জন্য সর্বোচ্চ ১৫.০ (পনের) একর পর্যন্ত খাসজমি দীর্ঘ-মেয়াদী বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে।

১। ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৮/খাজব/৪৬৯/২০০০, তাং- . . . . . .খ্রিঃ মূলে নীতিমালা ৩.০ এর (ট) স্থগিত।

(iii) [১][রাবার, বাঁশ, বেত, পাটি ও পাতি গাছ]১ চাষের জন্য কোন ব্যক্তি বিশেষকে সর্বোচ্চ ৩০.০ (ত্রিশ) একর এবং নিবন্ধনকৃত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীকে সর্বোচ্চ ১০০.০০ (একশত) একর পর্যন্ত খাসজমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে।

(iv) উপরোক্ত (i), (ii) ও (iii) নং উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত জমি বন্দোবস্ত প্রদানে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন লাগিবে। তবে সরকার প্রধানের অনুমোদনক্রমে বর্ণিত জমি অপেক্ষা অধিক পরিমাণ জমিও বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে।

(v) [২][নীতিমালার ৩.০ (ত)(iv) অনুচ্ছেদের পর নতুন ৩.০ (ত)(v) অনুচ্ছেদ নিমণরুপভাবে সংযোজিত হইবেঃ-

''ঔষধি বৃÿ উৎপাদনের জন্য ব্যক্তিবিশেষকে সর্বোচ্চ ৫.০০ (পাঁচ) একর এবং নিবন্ধনকৃত লিমিটেড কোম্পানীকে সর্বোচ্চ ১০.০০ (দশ) একর পর্যন্ত খাস জমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। এই ক্ষেত্রে ঔষধি বৃÿ উৎপাদনের সুস্পষ্ট লক্ষ্য এবং ঔষধ শিল্প বিকাশে ইহার গ্রহণযোগ্যতা/অবদান থাকিতে হইবে। তবে, সরকার প্রধানের অনুমোদনক্রমে বর্ণিত জমি অপেক্ষা অধিক পরিমাণ জমিও বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে।'']২

(থ) উপরোক্ত ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে শহর এলাকার খাসজমি [৩][নিলামের মাধ্যমে সেলামী নির্ধারণ পূর্বক স্থায়ী বন্দোবস্ত প্রদান] করা হইবে।

(দ) খাস খতিয়ান রেকর্ডভুক্ত জনগণের ব্যবহার্য রাস্তা, ঘাট, নদী, খাল, নালা, পয়ঃপ্রণালী পুকুর, বাধ, কবরস্থান, শ্মশান, পার্ক, খেলার মাঠ ও ভূমি প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের দপ্তরের এলাকাধীন জমি বন্দোবস্তের আওতায় আসিবেনা। এইগুলি জমির শ্রেণী পরিবর্তন সংক্রান্ত নীতিমালা সাপেক্ষে স্বতন্ত্রভাবে প্রনীত সংরÿনীয় তালিকার অন্তভুক্ত থাকিবে। হাট-বাজারের জমিও এই নীতিমালার আওতায় বন্দোবস্তযোগ্য হইবে না।

(ধ) (পাহাড় ও পাহাড়ের ঢালু জমি বন্দোবস্ত প্রদানের ক্ষেত্রে ভূ-প্রকৃতি অর্থাৎ প্রাকৃতিক অবস্থার কোন রূপান্তর না করার শর্তাধীনে উৎপাদনশীল কার্যে ব্যবহারের জন্য বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে।) [স্থগিত][৪]

১। ১৯ জুন ২০০৫ তারিখের ভূঃমঃ/শা-৮/খাজব/০১/২০০০/৫০৫ নং প্রজ্ঞাপন মূলে 'রাবার, বাঁশ, বেত, পাটি ও পাতি গাছ' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

২। ১৯ জুন ২০০৫ তারিখের ভূঃমঃ/শা-৮/খাজব/০১/২০০০/৫০৫ নং প্রজ্ঞাপন মূলে ৩.০ (ত)(vi) অনুচ্ছেদের পর নতুন ৩.০ (ত)(v) অনুচ্ছেদ সংযোজিত।

৩। ৩১/১/০২ খ্রিঃ ভূঃমঃ/শা-৮/খাজব/৩৭/২০০১/৫৮(৬) নং স্মারক মূলে প্রতিস্থাপিত।

৪। ১২/৬/২০০২ খ্রিঃ তারিখের ভূঃমঃ/শা-৮/খাজব/২৬৪/৯৩/৩৭১৯/১ (৭০) নং স্মারক মূলে ৩.০ (ধ) অনুচ্ছেদের কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে।

৪.০ প্রস্তাবিত বন্দোবস্ত কার্যক্রমঃ

(ক) [১][নিলামের মাধ্যমে সেলামী নির্ধারণ পূর্বক স্থায়ী বন্দোবস্ত প্রদান ছাড়া] মেট্রোপলিটন এলাকার যে কোন অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সরকার প্রধানের পূর্ব অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(খ) জেলা শহরে ০.০৮ একর (আট শতাংশ) এর উর্ধ্ব পরিমাণ, থানা সদরে ০.১৬ একর (ষোল শতাংশ) এর উর্ধ্ব পরিমাণ এবং ইহার বাহিরের ০.৩০ একর (ত্রিশ শতাংশ) এর উর্ধ্ব পরিমাণ জমি বন্দোবস্তের সকল প্রস্তাবে ভূমি সংস্কার বোর্ড হইতে অনুমোদন দেওয়া হইবে। ইহা অপেক্ষা কম পরিমাণ জমির ক্ষেত্রে নীতিমালার অধীনে বন্দোবস্ত কেইস বিভাগীয় কমিশনার পর্যায়ে চুড়ান্ত হইবে। প্রয়োজনীয় সকল ক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সরকার প্রধানের পূর্ব অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(গ) সকল ক্ষেত্রেই জেলা প্রশাসক প্রার্থীত জমির সেলামী নির্ধারণ করতঃ কেস রেকর্ড সৃজনপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট বন্দোবস্ত প্রস্তাব প্রেরণ করিবেন।

৫.০ যে সকল কারণে বন্দোবস্ত বাতিল হইবেঃ

(ক) জমি যে উদ্দেশ্যে বন্দোবস্ত প্রদান করা হইবে তাহা বন্দোবস্ত অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইলে।

(খ) বন্দোবস্ত গ্রহীতা আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে চুক্তিপত্রের কোন শর্ত ভঙ্গ করিলে।

(গ) ভূমি সংক্রান্ত সরকারী আইন/অধ্যাদেশ/আদেশ লংঘন করিলে।

(ঘ) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূল্য পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে বন্দোবস্ত বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। কিসিত্মতে মূল্য পরিশোধের অনুমতি দেওয়া হইলে কিসিত্ম পরিশোধে ব্যর্থ হইলেও বন্দোবস্ত বাতিল এবং প্রদত্ত কিসিত্মর টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে।

(ঙ) বন্দোবস্ত গ্রহণের পর কোন প্রয়োজনীয় তথা গোপন রাখা বা শর্ত ভঙ্গের ঘটনা প্রকাশ হইলে বন্দোবস্ত অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ বন্দোবস্ত বাতিল ও প্রদত্ত মূল্য বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন।

৬.০ কোন খাস জমি দীর্ঘ-মেয়াদী বন্দোবস্ত দেওয়া হইলে সেই জমির জন্য জেলা প্রশাসক আলাদা একটি খতিয়ান খুলিবেন। সেই খতিয়ানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে জেলা প্রশাসকের নাম এবং জেলা প্রশাসকের নীচে বন্দোবস্ত প্রাপকের নাম লিপিবদ্ধ থাকিবে। তাহা ছাড়া বন্দোবস্তের মেয়াদ আরম্ভ ও শেষ হওয়ার তারিখ লিপিবদ্ধ থাকিবে। এই দীর্ঘ-মেয়াদী বন্দোবস্তের ফলে বন্দোবস্ত গ্রহীতাকে সংশ্লিষ্ট জমির ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করিতে হইবে। ভূমি উন্নয়ন কর সংক্রান্ত তথ্যাবলী বন্দোবস্ত দলিলে ও খতিয়ানে উল্লেখ করিতে হইবে।

৭.০ বন্দোবস্ত গ্রহীতা জমির দখল প্রদানের তারিখ হইতে নির্ধারিত হারে ভূমি উন্নয়ন কর ও অন্যান্য কর প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

৮.০ বন্দোবস্তকৃত জমি সম্পর্কে উদ্ভুত যেকোন বিতর্কিত বিষয়ে সরকারী সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১। ৩১/১/২০০২ খ্রিঃ তারিখের ভূঃমঃ/শা-৮/খাজব/৩৭/২০০১/৫৮(৬) নং স্মারক মূলে প্রতিস্থাপিত।

৯.০ এই নীতিমালা প্রণয়নের পর হইতে অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান সংক্রান্ত পূর্বের সকল নীতিমালা সার্কুলার স্মারক, নির্দেশ ইত্যাদি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদানের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। অবশ্য ইতিপূর্বে বলবৎ নীতিমালা সার্কুলার ইত্যাদি বলে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সকল বৈধ বন্দোবস্ত আদেশ বহাল থাকিবে। এই নীতিমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন সংশ্লিষ্ট সময়ে বলবৎ আইন ও বিধি সকল সময়ে উহার উপর কার্যকর হইবে।

১০.০ প্রয়োজন অনুসারে এই নীতিমালা পরিবর্তন করা যাইবে এবং কেবলমাত্র নীতিমালার ব্যতিক্রম সাপেক্ষে অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে সরকার প্রধানের সার্বিক এখতিয়ার সংরক্ষিত থাকিবে।

১১.০ [১][এই নীতিমালা রাঙামাটি,বান্দরবন ও খাগড়াছড়ি এই তিনটি পার্বত্য জেলা ব্যতীত অন্যান্য সকল জেলার জন্য প্রযোজ্য হইবে। রাংগামাটি, বান্দরবন ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য এই জেলা সমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিশেষ আইন ও সরকারী নির্দেশ কার্যকর হইবে।]১

আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী
সচিব

১। ২৭ শে মার্চ,১৯৯৫ খ্রিঃ তারিখের ভূঃমঃ/শা-৮/খাজব/৪৬/৮৪/১৬২ নং স্মারক মূলে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন দ্বারা সংশোধিত।

রেজিস্টার্ড নং ডি এ- ১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, মার্চ ২৭, ১৯৯৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা নং- ৮

সংশোধনী

তারিখ, ১৩ই চৈত্র, ১৪০১/২৭শে মার্চ, ১৯৯৫

নং- ভূমঃ/শা-৮/খাজব/৪৬/৮৪/১৬২- গত ৮ই মার্চ ১৯৯৫ ইং তারিখের বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যার ৭২৫ নং পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তের নীতিমালার ১০.০ নং- অনুচ্ছেদের পরে শেষ অনুচ্ছেদটি ভূলবশতঃ নিমণরূপ ছাপা হইয়াছে।

''১০.০ প্রয়োজন অনুসারে এই নীতিমালা পরিবর্তন করা যাইবে এবং কেবলমাত্র নীতিমালার অন্যান্য সকল জেলার জন্য প্রযোজ্য হইবে। রাংগামাটি, বান্দরবন ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য এই জেলাসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিশেষ আইন ও সরকারী নির্দেশ কার্যকর হইবে।''

এক্ষনে অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তের নীতিমালার ১০.০ নং অনুচ্ছেদের পরে শেষ অনুচ্ছেদটি নিমণরূপ পড়িতে হইবে।

''১১.০ এই নীতিমালা রাংগামাটি, বান্দরবন ও খাগড়াছড়ি এই তিনটি পার্বত্য জেলা ব্যতীত অন্যান্য সকল জেলার জন্য প্রযোজ্য হইবে। রাংগামাটি, বান্দরবন ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য এই জেলা সমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিশেষ আইন ও সরকারী নির্দেশ কার্যকর হইবে।''

মোঃ সোলায়মান খান
উপ-সচিব।

ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার বোর্ড
শাখা-৮।

স্মারক নং- ৮-২৮/৮৫/১০২৩ (৬৯) তারিখঃ ১৭/১০/১৯৮৫ ইং

প্রাপকঃ জেলা প্রশাসক,
----------।

বিষয়ঃ অকৃষি খাসজমির ইজারার মেয়াদ নবায়ন সংক্রান্ত ।

উপরোক্ত বিষয়ে নিমণ স্বাক্ষরকারী আদিষ্ট হইয়া জানাইতেছেন যে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়াছেন যে পূর্বতন খাসমহালের অকৃষি জমি যাহা চিরন্তন নবায়ন যোগ্য দীর্ঘ মেয়াদী লীজ ছিল তাহা স্থায়ী বন্দোবস্ত বলিয়া বিবেচনা করা হইবে এবং ভবিষ্যতে কোন নবায়নের প্রয়োজন হইবে না।

সরকার আরোও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যেসব ইজারাদার দেশ ত্যাগ করিয়াছেন এবং ইজারার মেয়াদ উর্ত্তীণ হওয়ার পরও ইজারার মেয়াদ নবায়ন করার কোন আবেদন পাওয়া যায় নাই সে সব জমি খাস দখলে নেওয়া হইবে।

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করা যাইতেছে।

স্বাঃ/-
এম/নিজাম (গাজী মতিউর রহমান)
শাখা প্রধান।

নং- ৮-২৮/৮৫/১০২৩(৬৯/১(৬) তারিখঃ ১৭/১০/৮৫ খ্রিঃ।

অনুলিপি অবগতি ও অনুসরণ করার জন্য পাঠানো হইলঃ

১। ভূমি প্রশাসন বোর্ড, ঢাকা।
২। মহা-পরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরীপ পরিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩। কমিশনার, ঢাকা/রাজশাহী/খুলনা/চট্টগ্রাম।

স্বাঃ/-
(গাজী মতিউর রহমান)
শাখা প্রধান।

ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা-৮

স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-৮/খাজব/৩৬৬/২০০০/৭৬৯ (৬৪) তারিখঃ ০৭/১০/২০০৩ খ্রিঃ

প্রেরক ঃ শাহ মোঃ ইমদাদুল হক
সিনিয়র সহকারী সচিব

প্রাপক ঃ জেলা প্রশাসক (সকল)

বিষয়ঃ অকৃষি খাস জমির বন্দোবস্ত প্রস্তাব সরাসরি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ভূঃমঃ/শা-৮/খাজব/৩৬৬/২০০০/৪৩৪(৬৪),তারিখঃ ২৫/০৬/২০০২ ইং।

উপরোক্ত বিষয়ে আদেশক্রমে জানানো যাইতেছে যে, অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্তের প্রস্তাব সরাসরি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সূত্রে উল্লেখিত স্মারকে নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছিল, কিন্তু বাস্তবে দেখা যাইতেছে কোন কোন জেলা প্রশাসক অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্তের প্রস্তাব সরাসরি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিতেছেন না। যাহার ফলে বন্দোবস্ত প্রস্তাব নিষ্পত্তিতে বিলম্ব ঘটিতেছে এবং বন্দোবস্ত প্রত্যাশী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান অসুবিধার সম্মুখীন হইতেছে।

২। এমতাবস্থায় অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্তের প্রস্তাব সরাসরি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশ যথাযথভাবে কার্য্যকর করিবার জন্য তাঁহাকে পুনরায় অনুরোধ করা হইল।

স্বাঃ/-
(শাহ্ মোঃ ইমদাদুল হক)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন নং- ৭১৬৬৬৩৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা-৮।

স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-৮/খাজব/১০১/২০০৪/১৫২ (৬১) তারিখঃ ০১/০৩/২০০৪ খ্রিঃ

বিষয়ঃ সরকারী খাস জমির অবৈধ দখল রোধ করণ প্রসঙ্গে।

কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সরকারী খাস জমি অবৈধ দখলে রাখিয়া বন্দোবস্তের জন্য আবেদন করিলে, আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট জমির দখল কালেক্টরের অনুকূলে হস্তান্তর করিতে হইবে। এইরূপ দখলীয় জমির দখল গ্রহণ ব্যতীত কোন বন্দোবস্ত প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ না করিবার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হইল।

স্বাঃ/-

(শাহ্ মোঃ ইমদাদুল হক)
সিনিয়র সহকারী সচিব

প্রাপকঃ
জেলা প্রশাসক (সকল)
(৩টি পার্বত্য জেলা ব্যতীত)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
(অধিশাখা-৮)
www.minland.gov.bd

স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-৮/খাজব/১১৪/২০০৪-১৬৯(৬১) তারিখঃ ১০/০৩/২০০৪ খ্রিঃ

বিষয়ঃ অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রস্তাবে জনগণের ব্যবহার্য জমি সংক্রান্ত সনদ প্রদান প্রসঙ্গে।

ইদানিং লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, খাস খতিয়ানে রেকর্ডভূক্ত জনগণের ব্যবহার্য রাস্তা ঘাট, নদী, খাল, নালা, পয়ঃপ্রনালী, পুকুর, বাধ, কবরস্থান, শ্মশান, পার্ক, খেলার মাঠ, ভূমি প্রশাসনের স্থানীয় দপ্তরের এলাকাধীন জমি ও বন বিভাগের সংরক্ষিত বন ভূমির জমি দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্তের জন্য মন্ত্রণালয়ে বন্দোবস্ত প্রস্তাব প্রেরণ করা হচ্ছে।

২। অকৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা/১৯৯৫ এর ৩.০ (দ) অনুচ্ছেদে ‘এ জাতীয় ভূমি বন্দোবস্তের আওতায় আসিবেনা’। উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও কোন কোন জেলা হতে এ ধরণের জমি দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্তের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে।

৩। এখন থেকে প্রতিটি অকৃসি খাস জমি দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্ত প্রস্তাবের সার-সংক্ষেপ ও অগ্রগামী পত্রে এ মর্মে উল্লেখ করতে হবে যে, প্রস্তাবিত জমি জনগণের ব্যবহার্য রাস্তা, ঘাট, নদী, খাল, নালা, পয়ঃপ্রনালী, পুকুর, বাধ, কবরস্থান, শ্মশান, পার্ক, খেলার মাঠ, ভূমি প্রশাসনের স্থানীয় দপ্তরের এলাকাধীন জমি ও বন বিভাগের সংরক্ষিত বনভূমির জমি নয়।

৪। জনগণের ব্যবহার্য অকৃষি খাস জমির প্রাকৃতিক কারণ ব্যতীত শ্রেণী পরিবর্তন না করার জন্য এবং এ সকল জমির দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্তের প্রস্তাব প্রেরণ না করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্বাঃ/-

(শাহ মোঃ ইমদাদুল হক)
সিনিয়র সহকারী সচিব

প্রাপকঃ জেলা প্রশাসক (সকল)
(৩টি পার্বত্য জেলা ব্যতীত)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
(শাখা-৮)

স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-৮/খাজব/৬৬/২০০১-৪৬৮(৬৪) তারিখঃ ০৭/০৬/২০০৫ খ্রিঃ

প্রাপকঃ জেলা প্রশাসক (সকল),
----------।

বিষয়ঃ দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্তীয় খাস জমির নবায়ন প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ৮-২৮/৮৫/১০২৩ (৬৪), তারিখঃ ১৭/১০/১৯৮৫ খ্রিঃ।

উপরোক্ত বিষয়ে আদেশক্রমে জানানো যাইতেছে যে, অকৃষি খাস জমির দীর্ঘ মেয়াদী লীজ নবায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে মন্ত্রণালয় হইতে জারীকৃত ১৭/১০/১৯৮৫ খ্রিঃ তারিখের ৮-২৮/৮৫/১০২৩(৬৪) নং স্মারক (ছায়ালিপি সংযুক্ত) নির্দেশক্রমে বাতিল করা হইল।

২। উপরোক্ত মর্মে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হইল।

স্বাঃ/-

(শাহ মোঃ ইমদাদুল হক)
সিনিয়র সহকারী সচিব

নং- ভূঃমঃ/শা-৮/খাজব/৬৬/২০০১-৪৬৮/৬৪(৮) তারিখঃ ০৭/০৬/২০০৫ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হইলঃ

১। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড।
২। চেয়ারম্যান, ভূমি আপীল বোর্ড।
৩। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা/বরিশাল/রাজশাহী/সিলেট।

স্বাঃ/-
(শাহ মোঃ ইমদাদুল হক)
সিনিয়র সহকারী সচিব

সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ঢাকা।

আধা-সরকারি পত্র নং- ভূঃমঃ/শা-৯/(নামজারি সকল জেলা)/১৫১/০৮-০৩ তারিখঃ ০২-০১-২০১১খ্রিঃ

প্রিয় সহকর্মী,

আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, ভূমির উন্নত ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জনগণকে ভূমি বিষয়ক সকলসেবা প্রদান করে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র বিমোচন ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রধান মিশন। মাঠ পর্যায়ে কালেক্টর হিসেবে জেলা প্রশাসকগণই ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে এ সকল কার্যাবলির সুষ্ঠু তত্ত্বাবধান করে থাকেন। ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিমেণাক্ত বিষয়গুলোর প্রতি আপনার পরিদর্শন, তত্ত্বাবধান ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ প্রত্যাশা করছি।

২। সাম্প্রতিক বিভিন্ন জেলার ভূমি উন্নয়ন করের প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অনেক জেলা ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। আপনার অধীন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), উপজেলা নির্বাহী অফিসার, রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর, সহকারী কমিশনার (ভূমি) এবং রাজস্ব প্রশাসনের কর্মকর্তা, কর্মচারীদের মাধ্যমে শতভাগ ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের সার্বিক উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য আপনার হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

৩। জমির রেকর্ড সঠিক ভাবে সংরক্ষণের ওপর ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থাপনার সাফল্য বহুলাংশে নির্ভরশীল। উত্তরাধিকার বা রেজিষ্ট্রি দলিল এবং অন্যান্য সূত্রে হস্তান্তরের ফলে নামজারি জমাভাগের মাধ্যমে ভূমি রেকর্ড হালকরণের জন্য সরকার একটি নির্ধারিত আবেদন ফরম প্রস্তুত করে পরিপত্রের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে জারি করেছে। এতে নামজারি-জমাভাগ আবেদনের ক্রমানুযায়ী মহানগরের ক্ষেত্রে ৬০ (ষাট) কার্য দিবস এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ৪৫ (পয়তালিস্নশ) কার্য দিবসের মধ্যে নিষ্পত্তির জন্য বলা হয়েছে। নামজারি-জমাভাগের মাধ্যমে ভূমি রেকর্ড হালকরণের নিমিত্ত পরিপত্রের মাধ্যমে জারিকৃত ফরম মোতাবেক এ কার্যক্রম সঠিক ভাবে সম্পাদনে আপনার ঐকামিত্মক উদ্যোগ একান্ত আবশ্যক।

৪। কৃষি জমি সুষম বন্টনের মাধ্যমে জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা আবশ্যক। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক জেলায় ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি খাসজমি বিতরণের একটি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী যাতে কৃষি খাসজমি বিতরণ করা সম্ভব হয়, সে বিষয়ে মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি।

৫। অনেক সময় বিভিন্ন জেলা থেকে অকৃষি খাস জমি বন্দেবস্তের প্রস্তাব পাওয়া যায়। এ ধরণের অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্তের প্রস্তাব নীতিমালার আলোকে পুঙ্খানুপঙ্খ ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ন্যুনতম প্রয়োজনীয়তা নিরুপনপূর্বক সু-স্পষ্ট মতামতসহ প্রেরণ করা প্রয়োজন।

৬। ভূমি ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়নে বর্তমান সরকার বদ্ধ পরিকর। ভূমি ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নের জন্য সরকার ডিজিটাইজেশনের কাজ হাতে নিয়েছে। বর্তমানে অনেক জেলায় ভূমি জরিপ ও রেকর্ড-অব-রাইট বা খতিয়ান সংশোধন কার্যক্রম চলমান আছে। ভূমি জরিপের সময় জরিপ কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা কর্মচারীগণকে খাস ও অন্যান্য সরকারি জমির সঠিক তথ্য সরবরাহ করা একান্ত জরুরি। সম্প্রতি বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে ভূমি জরিপ কালে জন হয়রানির সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। আপনার জেলায় ভূমি জরিপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারী এবং আপনার অধীনস্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিয়ে নিয়মিত সভা করে জন হয়রানি লাঘবসহ ভূমির সঠিক রেকর্ড প্রণয়নের ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক।

৭। যে সকল সায়রাত মহাল আগামী ১লা বৈশাখ থেকে ইজারা প্রদান করা হবে, সে সকল সায়রাত মহালের ইজারার প্রস্তুতি আগামী মাঘ মাস থেকে গ্রহণ করা আবশ্যক। ইজারার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ক্যালেন্ডার তৈরি করে অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক সায়রাত মহালসমূহ যথাসময়ে ইজারার ব্যস্থা গ্রহণের জন্য আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

৮। বিভিন্ন সরকারি, আধা-সরকারি, বেসরকারি ও স্থানীয় সংস্থার উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে ভূমি অধিগ্রহণ করতে হয়। কৃষি জমি অধিগ্রহণের ফলে দিন দিন ফসলী জমির পরিমাণ কমে আসছে। কোন প্রত্যাশী সংস্থার অধিগ্রহণ প্রস্তাবের

সময় কম লোক ক্ষতিগ্রস্ত করে ভূমির নূন্যতম চাহিদার প্রতিলক্ষ্য রেখে এবং ফসলি জমি কম নষ্ট করে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি বিধান অনুযায়ী সুস্পষ্ট সুপারিশসহ প্রস্তাব প্রেরণ সমীচীন হবে।

৯। এমতাবস্থায়, সরকারি আইন কানুন ও নির্দেশনা অনুসরণ করে আপনার অধীন কর্মকর্তা কর্মচারীদের সহায়তায় উলিস্নখিত কার্যক্রম সম্পাদনে অধিকতর স্বচ্ছতা, গতিশীলতা, জবাবদিহিতা আনয়নের মাধ্যমে জনসাধারণকে সার্বিক সেবা প্রদান নিশ্চিত করনের জন্য আপনাকে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের অনুরোধ করছি।

শুভেচ্ছান্তে

একান্তভাবে আপনার

স্বাঃ/-

(মোঃ মোখলেছর রহমান)

জনাব ফয়েজ আহমেদ
জেলা প্রশাসক,
চট্টগ্রাম।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
(অধিশাখা-৮)
www.minland.gov.bd

স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-৮/খাজব/০৪/২০১১/৩৯৫ তারিখঃ ২৪/০৩/২০১১ খ্রিঃ। / ১০ চৈত্র, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ।

বিষয়ঃ হাউজিং কোম্পানীর প্রকল্পে খাস/অর্পিত/পরিত্যক্ত জমি অন্তর্ভূক্ত হলে হাউজিং প্রকল্প অনুমোদনের পূর্বে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমতি গ্রহণ।

ঢাকা মহানগরীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে হাউজিং কোম্পানীগুলো তাদের প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। হাউজিং কোম্পানীগুলোর প্রস্তাবিত প্রকল্পের মধ্যে সরকারি খাস/অর্পিত/পরিত্যক্ত বা অন্য কোন রাষ্ট্রীয় সংস্থার জমি থাকলে এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নেয়া না হলে একদিকে যেমন সরকারি সম্পত্তি বেহাত হবে অপরদিকে সরকার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হারাবে। কাজেই হাউজিং কোম্পানীগুলোর প্রস্তাবিত প্রকল্পের মধ্যে খাস/অর্পিত/পরিত্যক্ত জমি থাকলে প্রকল্প অনুমোদন দেয়ার পূর্বে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে ছাড়পত্র গ্রহণ অত্যাবশ্যক।

২। প্রকল্পে কোন খাস/অর্পিত/পরিত্যক্ত জমি রয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য যে, কোন হাউজিং প্রকল্প দাখিলের সময় আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক এর নিকট থেকে উক্ত মর্মে প্রত্যয়নপত্র নিতে হবে।

৩। যদি প্রকল্পভূক্ত জমির মধ্যে খাস/অর্পিত/পরিত্যক্ত জমি থাকে সেÿ ÿত্রে প্রকল্প অনুমোদনের পূর্বে ভূমি মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্র গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

স্বাঃ/-
(এ,কে,এম শামসুল আরেফীন)
উপসচিব
ফোন-৯১৬৬৬৩৯।

সচিব,
গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-৮/খাজব/০৪/২০১১/৩৯৫/১(৭৬) তারিখঃ ২৪/০৩/২০১১ খ্রিঃ। / ১০ চৈত্র, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ-

১। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্রগ্রাম/সিলেট/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/রংপুর।
২। চেয়ারম্যান,রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
৩। চেয়ারম্যান, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ ঢাকা।
৪। চেয়ারম্যান, খুলনা/চট্রগ্রাম/রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।
৫। জেলা প্রশাসক, ...।
৬। উপসচিব, অধিশাখা-৪, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
৮। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
৯। সচিবের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।

স্বাঃ/-
(এ,কে,এম শামসুল আরফীন)
উপসচিব
ফোন-৯১৬৬৬৩৯।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
(অধিশাখা-৮)
www.minland.gov.bd

পরিপত্র

স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-৮/খাজব/১৩৫/২০১১/৫৮৯ তারিখঃ ১০/০৫/২০১১ খ্রিঃ

বিষয়ঃ আবাসিক উদ্দেশ্যে দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্তকৃত খাস মহালভূক্তি অকৃষি খাস জমি ইজারা নবায়ন।

ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীন দীর্ঘমেয়াদী (৩০ বছর মেয়াদী) বন্দোবস্তকৃত খাস মহালভূক্ত অকৃষি খাস জমির ইজারা নবায়ন নিমেণাক্ত ভাবে করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছেঃ-

ক) ত্রিশ বছর করে পর পর দুইবার ইজারা নবায়ন করলে এবং নববই বছর ইজারার মেয়াদ পূর্ণ হলে আর নবায়নের প্রয়োজন হবে না।

খ) ইজারা গ্রহীতার ওয়ারিশগণ উত্তরাধিকারী হিসেবে স্থলাভিষিক্ত হবেন এবং ওয়ারিশগণের মধ্যে হস্তান্তরে সরকারের অনুমতির প্রয়োজন হবে না।

1. গ) ইজারাকৃত জমি ওয়ারিশ ব্যতীত অন্যত্র হস্তান্তরের পূর্বে দলিলের শর্ত মোতাবেক ভূমি মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতি নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে হস্তান্তরের জন্য প্রস্তাবিত জমির বাজার মূল্যের ২৫% টাকা সরকারি খাতে জমা দিতে হবে;

ঘ) ইজারা গ্রহীতার অজ্ঞতার কারণে সরকারের অনুমতি ব্যতিরেকে ইতোমধ্যে ইজারাকৃত জমি হস্তান্তরিত হয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক হস্তান্তরের ফি বাবদ বাজার মূল্যের ৩০% টাকা নির্ধারণ পূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করলে ইজারা নবায়নের বিষয়টি ভূমি মন্ত্রণালয় বিবেচনা করবে।

স্বাঃ/-
(এ.কে.এম, শামসুল আরেফীন)
উপসচিব
ফোনঃ- ৭১৬৬৬৩৯

বিতরণঃ-
১। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা।
২। জেলা প্রশাসক, ঢাকা।

স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-৮/খাজব/১৩৫/২০১১-৫৮৯/৩ তারিখঃ ১০/০৫/২০১১ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলোঃ
১। উপসচিব,অধিশাখা-৪, ভূমি মন্ত্রলালয়।
২। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
৩। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
৪। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।

স্বাঃ/-
(এ.কে.এম, শামসুল আরেফীন)
উপসচিব
ফোনঃ- ৭১৬৬৬৩৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-৮।

পরিপত্র

নং- ভূঃমঃ/শা-৮/খাজব/১৩৫/২০১১-১১৮১ তারিখঃ ১৫/৯/২০১১ খ্রিঃ/৩১ ভাদ্র, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ।

বিষয়ঃ আবাসিক উদ্দেশ্যে দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্তকৃত খাসমহালভূক্ত অকৃষি খাস জমি/ফ্ল্যাটের ইজারা নবায়ন।

ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন খাসমহাল তৌজিভুক্ত ইজারাকৃত অকৃষি খাস জমিতে ইজারা গ্রহীতাগণ সরকারের অনুমতি ব্যতিরেকে ফ্ল্যাটবাড়ী নির্মাণ করে বিক্রী/হস্তান্তর করায় ফ্ল্যাটের ক্রেতাগণ ইজারা নবায়নের জন্য আবেদন করছেন। কিন্তু এ সমস্ত খাসজমিতে ফ্ল্যাটবাড়ী নির্মানপূর্বক বিক্রী করার জন্য বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়নি বিধায় ইজারা নবায়নে একদিকে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে অন্যদিকে ফ্ল্যাটের ক্রেতাগণ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। এ জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে সরকার খাসমহাল তৌজিভুক্ত ইজারাকৃত জমি/ফ্ল্যাটের ইজারা নিমেণাক্তভাবে নবায়ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেঃ-

(ক) লীজকৃত জমি/ফ্ল্যাট ক্রেতাগণ বিক্রেতা তথা ইজারা গ্রহীতার বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানায় জিডি করে নবায়নের জন্য আবেদন করলে তার অংশের জমির বর্তমান বাজার দরের ৩০% আদায় সাপেক্ষে ইজারা নবায়ন করা যেতে পারে।

জেলা প্রশাসকগণের নিকট হতে উক্ত মর্মে প্রস্তাব পাওয়া গেলে তা মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিবেচনা করা হবে।

বিতরণঃ
১। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্রগ্রাম/রাজশাহী/সিলেট/খুলনা/বরিশাল/রংপুর।
২। জেলা প্রশাসক, ঢাকা।

স্বাঃ/-
(এ,কে,এম, শামসুল আরেফান)
উপসচিব
টেলিফোন নং- ৭১৬৬৬৩৯।

নং- ভূঃমঃ/শা-৮/খাজব/১৩৫/২০১১-১১৮১/৪ তারিখঃ ১৫/৯/২০০০ খ্রিঃ/৩১ ভাদ্র, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

১। মন্ত্রীর একান্ত সচিব,ভুমি মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সচিবের একান্ত সচিব,ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সিনিয়র সহকারী সচিব, শাখা-৪, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। গার্ড ফাইল।

স্বাঃ/-
(এ,কে,এম, শামসুল আরেফিন)
উপসচিব
টেলিফোন নং- ৭১৬৬৬৩৯।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
খাসজমি শাখা-২

স্মারক নং-৩১.০০.০০০০.০৪১.৪১.০৯০.১২- ৬৪ তারিখঃ ১১/০৭/২০১২ খ্রিঃ

বিষয়ঃ অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা ১৯৯৫ এর আলোকে বন্দোবস্ত প্রস্তাব প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, অকৃষি খাসজমি দীর্ঘ মেয়াদি বন্দোবস্তের জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত প্রস্তাবে প্রায়শঃই খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালার আলোকে পূর্ণাঙ্গ তথ্যাদি বিশেষ করে স্বয়ং সম্পূর্ণ সার-সংক্ষেপ, প্রস্তাবিত নীতিমালার নির্দিষ্ট অনুচ্ছেদ (ধারা), প্রস্তাবিত ভূমির খতিয়ানের অনুলিপি, জমির শ্রেণী সংক্রান্ত তথ্য, স্কেচ ম্যাপ (ভিন্ন কালিতে), জমির বাজার মূল্য, লে-আউট পস্ন্যান, ৫০০ গজের মধ্যে জমির ব্যবহারের তালিকা, জমির ন্যূনতম চাহিদাপত্র, পাবলিক ইজমেন্ট সংক্রান্ত প্রত্যয়ন, জমির ভবিষ্যৎ প্রয়োজনীয়তা প্রত্যয়নপত্র, প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের অনুমতি পত্র, সরেজমিন তদন্ত প্রতিবেদন, জেলা প্রশাসকের মতামত, আর্থিক সংগতি, হলফনামা, ইত্যাদি যথাযথভাবে সন্নিবেশিত করা হয় না। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বিধি বহির্ভূতভাবে চরাঞ্চলের ভূমি জরিপ সম্পন্ন না করেই প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। উপরিউক্ত ত্রম্নটি-বিচ্যুতি ও কাগজপত্রাদি না থাকার কারণে প্রস্তাবগুলো অনুমোদনের ক্ষেত্রে বিলম্ব হয়।

২। আরো লক্ষ্য করা যায় যে, নদী, খাল, বিল, পুকুর, ডোবা, হালট, গোপাট, খেলারমাঠ, রাস্তা ইত্যাদি জমির শ্রেণি পরিবর্তন করে বন্দোবস্ত প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। অথচ জন সাধারণের ব্যবহার্য এ ধরনের ভূমির শ্রেণি পরিবর্তন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত রয়েছে। সম্প্রতি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকেও এ ধরণের জমির শ্রেণি পরিবর্তন না করার বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

৩। এমতাবস্থায়, অকৃষি খাসজমি দীর্ঘ মেয়াদি বন্দোবস্ত প্রস্তাব দ্রম্নত অনুমোদনের স্বার্থে অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৫ এবং এ সংক্রান্ত জারীকৃত অন্যান্য নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক প্রস্তাব প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্বাঃ/-
(মোঃ মজিবর রহমান)
উপসচিব (খাসজমি)
ফোনঃ ৯৫৪০০৪৮

জেলা প্রশাসক,
..... (সকল)।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

স্মারক নং-৩১.০০.০০০০.০৪১.৪১.০৯০.১২- ৬৪ /১(১১) তারিখঃ ১১/০৭/২০১২ খ্রিঃ

১। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা/রাজশাহী/রংপুর/বরিশাল/সিলেট।
২। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সচিবের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। প্রোগ্রামার, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। তাকে পত্রটি ভূমি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং জেলা প্রশাসক ও বিভাগীয় কমিশনারগণের ই-মেইল প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

স্বাঃ/-
(মোঃ মজিবর রহমান)
উপসচিব (খাসজমি)।

তৃতীয় অধ্যায়

অর্পিত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা।

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, এপ্রিল ১১, ২০০১

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১১ই এপ্রিল, ২০০১/২৮শে চৈত্র, ১৪০৭

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১১ই এপ্রিল, ২০০১ (২৮শে চৈত্র, ১৪০৭) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছেঃ—

২০০১ সনের ১৬নং আইন (**২০১৩** পর্যন্ত সংশোধিত)

অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভূক্ত কতিপয় সম্পত্তি বাংলাদেশী মূল মালিক বা তাহার বাংলাদেশী উত্তরাধিকারী বা উক্ত মূল মালিক বা উত্তরাধিকারীর বাংলাদেশী স্বার্থাধিকারী (Successor-in-interest) এর নিকট প্রত্যর্পণ এবং আনুষংগিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন।

যেহেতু অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত কতিপয় সম্পত্তি বাংলাদেশী মূল মালিক বা তাহার বাংলাদেশী উত্তরাধিকারী বা উক্ত মূল মালিক বা উত্তরাধিকারীর বাংলাদেশী স্বার্থাধিকারী (Successor-in-interest) এর নিকট প্রত্যর্পণ এবং আনুষংগিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়ন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ।— এই আইন অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(ক) "অর্পিত সম্পত্তি" অর্থ অর্পিত সম্পত্তি আইনের অধীনে সরকারে ন্যস্ত সম্পত্তি;

(খ) "অর্পিত সম্পত্তি আইন" অর্থ—

(অ) Defence of Pakistan Ordinance, 1965 (Ord. No. XXIII of 1965)(যাহা ১৬/০২/১৯৬৯ ইং তারিখ পর্যন্ত কার্যকর ছিল);

(আ) উক্ত Ordinance No. XXIII of 1965এর অধীনে প্রণীত Defence of Pakistan Rules, 1965এবং উক্ত Rules এর অধীন প্রদত্ত আদেশের যতটুকু দফা (ঙ)তে উল্লেখিত Actবলে হেফাজতকৃত;

(ই) Enemy Property (Continuance of Emergency Provisional) Ordinance, 1969 (Ord. No. 1 of 1969) (যাহা Act XLV of 1974 দ্বারা রহিত);

(ঈ) Bangladesh (Vesting of Property and Assets) Order, 1972 (P.O. No. 29 of 1972) এর যতটুকু উপ-দফা (অ), (আ) এবং (ই)-তে উলিস্নখিত Ordinance এবং Rules এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়;

(উ) Enemy Property (Continuance of Emergency Provisions) (Repeal) Act, 1974 (XLV of 1974); এবং

(ঊ) Vested and Non-resident Property (Administration) Act, 1974 (XLVI of 1974) (যাহা Ord. No. XCII of 1976(দ্বারা রহিত) এর যতটুকু উপ-দফা (অ), (আ) এবং (ই)-তে উলিস্নখিত Ordinance এবং Rules এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়;

(গ) "অস্থায়ী ইজারা" অর্থ, অকৃষি জমির ক্ষেত্রে, ১২ (বার) বৎসরের কম মেয়াদী ইজারা এবং কৃষি জমির ক্ষেত্রে, ১৫ (পনের) বৎসরের কম মেয়াদী ইজারা;

(ঘ) "আপীল ট্রাইব্যুনাল" অর্থ ধারা ১৯ এর অধীনে স্থাপিত অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আপীল ট্রাইব্যুনাল; [৪][(ঘঘ) বিলুপ্ত;

(ঙ) "জেলা প্রশাসক" বলিতে এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত অন্য কোন কর্মকর্তাও অন্তর্ভুক্ত;

(চ) "ট্রাইব্যুনাল" অর্থ ধারা ১৬ এর অধীনে স্থাপিত অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনাল;

৪[(ছ)"ডিক্রী" অর্থ ধারা ১০(৮) ও ধারা ১৮(৬) এর অধীনে যথাক্রমে ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ডিক্রী;

(জ) "তত্ত্বাবধায়ক" অর্থ অর্পিত সম্পত্তির তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনার জন্য অর্পিত সম্পত্তি আইনের অধীন নিযুক্ত Custodian, Additional Custodian, Deputy Custodian বা Assistant Custodian;

(ঝ) "দেওয়ানী কার্যবিধি" অর্থ Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908);

(ঞ) "প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি" অর্থ অর্পিত সম্পত্তি আইনের অধীনে তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে এইরূপ সম্পত্তির মধ্যে—

(অ) যাহা এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে সরকারের দখলে বা নিয়ন্ত্রণে ছিল; বা

(আ) যাহা "প্রত্যর্পণযোগ্য জনহিতকর সম্পত্তি" অর্থাৎ দেবোত্তর সম্পত্তি, মঠ, শ্মশান, সমাধিক্ষেত্র বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বা দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি বা জনকল্যাণের উদ্দেশ্য ব্যক্তি উদ্যোগে সৃষ্ট ট্রাস্ট সম্পত্তি এবং যাহা এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে সরকারের দখলে বা নিয়ন্ত্রণে ছিল;

ব্যাখ্যা—ধারা ৬ এর দফা (ক) হইতে (চ) তে উলিস্নখিত কোন সম্পত্তি উক্তরূপ প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি বা প্রত্যর্পণযোগ্য জনহিতকর সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হইবে না—তবে উক্ত ধারা দফা (চ) এর শর্তাংশে উলিস্নখিত ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে;

(ট) ৪[প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকা" অর্থ ধারা ৯ এর অধীনে প্রকাশিত ৪[প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকা;

(ঠ) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি;

৪
[(ঠঠ) বিলুপ্ত;]

১[(ড)‘মালিক’ অর্থ যে ব্যক্তির সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত হইয়াছে সেই মূল মালিক বা তাহার উত্তরাধিকারী

বা উক্ত মূল মালিক বা উত্তরাধিকারীর স্বার্থাধিকারী (Successor in interest), বা তাহাদের অনুপস্থিতিতে তাহাদের উত্তরাধিকার সূত্রে এমন সহ-অংশীদার যিনি বা যাহারা ইজারা গ্রহণ দ্বারা বা অণ্য কোনভাবে সম্পত্তির দখলে রহিয়াছেন (Co-sharer in possession by lease or in any form) যদি উক্ত মূল মালিক বা উত্তরাধিকারী বা স্বার্থাধিকারী (Successor in interest) বা উত্তরাধিকার সূত্রে সহ-অংশীদার (Co-sharer in possession by lease or in any form) বাংলাদেশের নাগরিক ও স্থায়ী বাসিন্দা হন;

(ঢ) অর্পিত সম্পত্তি বা প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি বা প্রত্যর্পণযোগ্য জনহিতকর সম্পত্তির ক্ষেত্রে, "সরকারের দখলে বা নিয়ন্ত্রণে" অর্থ সরকারের সরাসরি দখলে বা সরকার প্রদত্ত অস্থায়ী ইজারা বা ভাড়া বা অনুমতিসূত্রে সরকারের পরোক্ষ দখলে বা নিয়ন্ত্রণে, বা এই আইন প্রবর্তনের তারিখে বা তৎপূর্বে উক্তরূপ অস্থায়ী ইজারা, ভাড়া বা অনুমতির মেয়াদ শেষ হইয়া থাকিলে উহার নবায়ন হইয়া থাকুক বা না থাকুক উক্ত সম্পত্তি;

(ণ) "স্থায়ী ইজারা" বলিতে নিম্নবর্ণিত ইজারা অন্তর্ভুক্ত—

(অ) ৯৯ (নিরানববই) বৎসর মেয়াদী ইজারা;

(আ) অকৃষি জমির ক্ষেত্রে, ১২ (বার) বৎসর মেয়াদী বা তদুর্ধ্ব মেয়াদী ইজারা যাহা Non-Agricultural Tenancy Act, 1949 (E. B. Act XXIII of 1949) এর section 8 এর অধীনে উক্ত মেয়াদের পর স্থায়ী ইজারায় রূপান্তরিত হয়; এবং

(B) কৃষি জমির ক্ষেত্রে, ১৫ (পনের) বৎসর বা তদুর্ধ্ব মেয়াদী এমন ইজারা যাহা সংশিষ্ট ইজারা দলিল বলে উক্ত মেয়াদ শেষে স্থায়ী ইজারায় রূপান্তরিত হয়।

[২][(ত) ''ক তফসিল'' অর্থ এই ধারার দফা (ঞ)-তে বর্ণিত সম্পত্তি]

[৪][(থ) বিলুপ্ত;]

[২][(দ) ''তফসিল'' অর্থ এই আইনের অধীন সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশিত 'ক' ৪[তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তির তালিকা;]

[৪][(ধ) বিলুপ্ত;]

৩। আইনের প্রাধান্য।—আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছু থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে।

৪। দেওয়ানী কার্যবিধির সীমিত প্রয়োগ।—এই আইনের অধীন কোন কার্যধারায় দেওয়ানী কার্যবিধির নিম্নবর্ণিত বিধানাবলী ব্যতীত অন্য কোন বিধান প্রযোজ্য হইবে না, যথাঃ—

(ক) এই আইনে বা বিধিতে কোন বিষয়ে দেওয়ানী কার্যবিধির কোন বিধান যতটুকু প্রযোজ্য মর্মে বিধান করা হয় ততটুকু; এবং
(খ) উক্ত কার্যবিধির ১১ ধারা।

৫। মালিক, প্রমুখের নিকট প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি প্রত্যর্পণ এবং ইহার ফলাফল।—(১) এই আইনের বিধানাবলী অনুসারে প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত সম্পত্তি উহার মালিকের নিকট বা ক্ষেত্রমত, প্রত্যর্পণযোগ্য জনহিতকর সম্পত্তি ধারা ১৫ অনুসারে সেবায়েত বা মোহন্ত বা পরিচালনা কমিটির নিকট, প্রত্যর্পণযোগ্য জনহিতকর সম্পত্তির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রত্যর্পণ করা হইবে; এবং উক্তরূপে প্রত্যর্পিত সম্পত্তির উপর সরকারের স্বত্ব, স্বার্থ, অধিকার ও সকল দায়-দায়িত্ব বিলুপ্ত হইবেঃ তবে শর্ত থাকে যে, প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তিতে সরকার বা সরকারের অনুমোদিত দখলদার সরকারের অনুমতিসহ কোন স্থাপনা নির্মাণ করিয়া থাকিলে বা উহাতে কোন অস্থাবর (movable) সম্পত্তি থাকিলে সরকার বা ক্ষেত্রমত উক্ত দখলদার তাহা সরাইয়া লইতে পারিবেন।

(২) কোন অর্পিত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হইয়া থাকিলে উক্ত সম্পত্তির বিপরীতে জমা থাকা ক্ষতিপূরণের টাকা উহার মালিককে এই আইনের বিধানাবলী অনুসারে প্রদান করা হইবে।

(৩) এই আইনের অধীনে কোন প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি কৃষি ভূমি হইলে উহা প্রত্যর্পণের ক্ষেত্রে Land Reforms Ordinance, 1984 (X of 1984) এবং তদধীনে প্রণীত বিধিমালা প্রযোজ্য হইবে।

৬। **কতিপয় সম্পত্তি**ঃ[**প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকায়** অন্তর্ভুক্তি **নিষিদ্ধ।**—৪[প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকায় নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে না,] যথাঃ—

(ক) কোন সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি নহে মর্মে এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে যথাযথ আদালত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করিয়া থাকিলে সেই সম্পত্তি;

(খ) এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে যে কোন সময় তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক অর্পিত সম্পত্তির তালিকা হইতে অবমুক্ত করা হইয়াছে এরূপ কোন সম্পত্তি;

(গ) সরকার কর্তৃক কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা অন্য কোন সংগঠন বা কোন ব্যক্তির নিকট স্থায়ীভাবে হস্তান্তরিত বা স্থায়ী ইজারা প্রদত্ত অর্পিত সম্পত্তি;

(ঘ) কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থার নিকট ন্যস্ত এমন অর্পিত সম্পত্তি যাহা শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং উহার আওতাধীন সকল সম্পদ এবং এইরূপ সংবিধিবদ্ধ সংস্থা কর্তৃক উক্ত প্রতিষ্ঠান বা উহার আওতাধীন সম্পদ বা উহার কোন অংশবিশেষ হস্তান্তর করিয়া থাকিলে সেই হস্তান্তরিত সম্পত্তি;

(ঙ) এমন অর্পিত সম্পত্তি যাহা কোন কোম্পানীর শেয়ার বা অন্য কোন প্রকারের সিকিউরিটি;

(চ) জনস্বার্থে অধিগ্রহণ করা হইয়াছে এইরূপ কোন অর্পিত সম্পত্তিঃ তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির বিপরীতে প্রদেয় ক্ষতিপূরণের অর্থ জমা থাকিলে উক্ত সম্পত্তির অধিগ্রহণ-পূর্ব মালিককে বা তাহার উত্তরাধিকারী বা স্বার্থাধিকারীকে ক্ষতিপূরণের অর্থ এই আইনের বিধান অনুসারে প্রদান করা হইবে যদি উক্ত মালিক বা উত্তরাধিকারী বা স্বার্থাধিকারী [১][বাংলাদেশের নাগরিক ও স্থায়ী বাসিন্দা হন।

৭। ৪[**প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির দাবীতে নূতন মামলা দায়ের বা দাবী উত্থাপন নিষিদ্ধ।—(**১) এই আইন প্রবর্তনের পর কোন ব্যক্তি কোন সম্পত্তি ৪[প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্তিযোগ্য নহে মর্মে বা উক্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত সম্পত্তি কোন সম্পত্তি ৪[প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি নহে মর্মে কোন আদালতে মামলা দায়ের করিতে বা এইরূপ সম্পত্তি অবমুক্তির জন্য তত্ত্বাবধায়কের নিকট কোন দাবী উত্থাপন করিতে বা উহার ব্যাপারে নামজারীর জন্য কোন রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট কোন আবেদন করিতে পারিবেন না।

(২) এইরূপ মামলা দায়ের বা দাবী উত্থাপন বা আবেদন করা হইলে আদালত বা ক্ষেত্রমত তত্ত্বাবধায়ক উক্ত দাবী বা রাজস্ব কর্মকর্তা উক্ত আবেদন সরাসরি নাকচ করিবেন।

৩[৮।৪[প্রত্যর্পণযোগ্য **সম্পত্তির** হস্তান্তর **নিষিদ্ধ।**—এই আইনের অধীন অবমুক্তি বা প্রত্যর্পণ সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে কোন ব্যক্তি ৪[প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি বিক্রয়, দান বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর করিতে বা বন্ধক রাখিতে পারিবে না এবং উক্তরূপ বিক্রয়, দান, অন্যবিধ হস্তান্তর বা বন্ধক বাতিল ও ফলবিহীন হইবে।

---

1. অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) আইন, ২০১১ এর ২ ধারার 'খ' উপধারা অনুযায়ী ধারা ২ এ উপ-ধারা (ড) প্রতিস্থাপিত, ৩ ধারা অনুযায়ী ধারা ৬ এর শেষে ''অব্যাহতভাবে'' শব্দটি বিলুপ্ত হইয়াছে।
2. অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০১২ এর ২ক অনুযায়ী (ত) উপধারা প্রতিস্থাপিত, ২ ধারার 'খ' উপধারা অনুযায়ী নতুন (দ) উপধারা সংযোজিত হইয়াছে।
৩. অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) আইন, ২০১৩ এর ৩ ধারা অনুযায়ী ধারা ৮ প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।
৪. অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০১৩ এর ২, ৩, ৪, ৫ ধারা অনুযায়ী ধারা ২-এর দফা (ঘঘ),(ঠঠ),(থ),(ধ) বিলুপ্ত, দফা(ছ), ধারা ৬, ৭, ৮ এ 'প্রত্যর্পণযোগ্য' শব্দটি প্রতিস্থাপিত, দফা (দ) এ কতিপয় শব্দ প্রতিস্থাপিত , (ট) এ কতিপয় শব্দ বিলুপ্ত হইয়াছে।

৯। ৫[**প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকা প্রকাশ।**—১[(১) অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) আইন, ২০১১ কার্যকর হইবার [২][৩০০ (তিনশত)] দিনের মধ্যে সরকার এই ধারার বিধান অনুযায়ী 'ক' ৫[তফসিলে বর্ণিত ৫[প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির মৌজা ভিত্তিক[৩][''উপজেলা

বা থানা বা]'' জেলাওয়ারী তালিকা প্রস্তুত করিয়া সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশ করিবে;]৩ °[তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ৩০০(তিনশত) দিনের মধ্যে তালিকা প্রস্তুত করিয়া সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করা সম্ভব না হইলে, সরকার সুনির্দিষ্ট কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া অতিরিক্ত ৯০(নববই) দিনের মধ্যে তালিকা প্রস্তুত করিয়া সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করিবে।]

৪[(১ক) উপধারা (১) এর অধীন৫[**প্রত্যর্পণযোগ্য** সম্পত্তির তালিকা প্রকাশের তারিখ অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও এই আইন {অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) আইন, ২০১৩} কার্যকর হইবার পর, সরকার, জনস্বার্থে সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপণ দ্বারা অনধিক ৩০০ (তিনশত) দিনের মধ্যে অর্পিত সম্পত্তির তালিকা প্রকাশ করিবে।

১[(২) উক্ত তালিকায় মৌজা-ওয়ারী (ক)৫[তফসিলে বর্ণিত অর্পিত সম্পত্তির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ (যেমনঃ- উক্ত সম্পত্তির প্রকৃতি, উক্ত সম্পত্তি জমি হইলে খতিয়ান নম্বর (সাবেক ও হাল) ও দাগ নম্বর (সাবেক ও হাল), পরিমাণ, ইত্যাদি) তথ্যাদি থাকিবে।]

(৩) প্রত্যর্পণযোগ্য জনহিতকর সম্পত্তির ব্যাপারে উপ-ধারা (২) অনুসারে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি উক্ত তালিকায় আলাদাভাবে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(৪) জনস্বার্থে অধিগ্রহণকৃত অর্পিত সম্পত্তির বিপরীতে প্রদেয় ক্ষতিপূরণের অর্থ জমা থাকিলে উপ-ধারা (২) অনুসারে উক্ত সম্পত্তির বিবরণ, অধিগ্রহণের তারিখ এবং জমাকৃত অর্থের পরিমাণ উক্ত তালিকায় আলাদাভাবে প্রকাশ করিতে হইবে।

(৫) উক্ত তালিকা প্রকাশের সংগে সংগে সরকার—
(ক) জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এতদবিষয়ে রেডিও, টেলিভিশন এবং অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিবে;
(খ) প্রত্যেক জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে উক্ত তালিকার পর্যাপ্ত কপি সরবরাহ করিবে, যাহাতে আগ্রহী যে কোন ব্যক্তি উহার নির্ধারিত মূল্যে সংগ্রহ করিতে পারেন।

১[(৬) এই ধারার অধীনে 'ক' ৫[তফসিলে বর্ণিত এবং গেজেটে প্রকাশিত সম্পত্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্তনহে এমন কোন সম্পত্তি অর্পিত বলিয়া গণ্য হইবে না এবং উহাতে অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে সরকারের কোন স্বত্ব, স্বার্থ, অধিকার বা দায়-দায়িত্ব থাকিবে না।

৯ক। বিলুপ্ত;]৫ ৯খ। বিলুপ্ত;]৫ ৯খখ। বিলুপ্ত;]৫ ৯গ। বিলুপ্ত;]৫ ৯ঘ। বিলুপ্ত;]৫

১০। ৫[প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি প্রত্যর্পণ বা অবমুক্তির আবেদন, রেজিষ্ট্রি, রায় ও রায়ের অনুলিপি। —(১) ৩[ধারা ৯ এর অধীন গেজেটে প্রকাশিত 'ক তফসিলভূক্ত' অর্পিত] সম্পত্তির মালিক উক্ত সম্পত্তি তাহার অনুকূলে প্রত্যর্পণের জন্য, উক্ত সম্পত্তির তালিকা প্রকাশের ৩[৩০০ (তিনশত)] দিনের মধ্যে, ট্রাইব্যুনালের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন এবং আবেদনের সহিত তাহার দাবীর সমর্থনে সকল কাগজপত্র সংযুক্ত করিবেন।

৪[(১ক) উপধারা (১) এর অধীন আবেদন দায়ের করার সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও এই আইন {অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) আইন, ২০১৩} কার্যকর হইবার পর ৩১ ডিসেম্বর]৫ ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত ট্রাইবুনালে আবেদন দায়ের করা যাইবে।

(২)ধারা ৯(৪) অনুযায়ী উক্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কোন অধিগ্রহণকৃত অর্পিত সম্পত্তির বিপরীতে প্রদেয় ক্ষতিপূরণের দাবীদার উপ-ধারা (১) অনুসারে ট্রাইব্যুনালে আবেদন করিবেন এবং আবেদনের সমর্থনে সকল কাগজপত্র সংযুক্ত করিবেন; তবে এই আবেদনে তিনি জমাকৃত অর্থ বাবদ কোন সুদ দাবী করিতে পারিবেন না বা এইরূপ সুদ পাওয়ার অধিকারীও হইবেন না।

(৩) প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকায় প্রত্যর্পণযোগ্য জনহিতকর সম্পত্তি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত কোন সম্পত্তি প্রত্যর্পণের জন্য কোন ব্যক্তি ট্রাইব্যুনালের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন না, বরং উহা প্রত্যর্পণের জন্য ১৫ ধারা অনুযায়ী উক্ত ধারায় উল্লেখিত ব্যক্তি জেলা প্রশাসকের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন ঃতবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন সম্পত্তি প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং কোন ব্যক্তি দাবী করেন যে, ধারা ৬ অনুসারে উক্ত সম্পত্তি উক্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্তিযোগ্য নহে, তাহা হইলে তিনি উক্ত তালিকা হইতে উক্ত সম্পত্তি অবমুক্তির জন্য উপ-ধারা (৪) এর অধীনে ট্রাইব্যুনালের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(৪) প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকায় ধারা ৬ তে উলিস্নখিত কোন সম্পত্তি অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকিলে সংশ্লিষ্ট স্বার্থবান ব্যক্তি ট্রাইব্যুনালের নিকট উক্ত সম্পত্তি প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকা হইতে অবমুক্তির জন্য উপ-ধারা (১) এ উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করিতে পারিবেন এবং দাবীর সমর্থনে সকল কাগজপত্র আবেদনের সহিত সংযুক্ত করিবেন।

(৫) প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি প্রত্যর্পণ বা অবমুক্তির জন্য ট্রাইব্যুনালে উপস্থাপিত সকল আবেদন একটি স্বতন্ত্র রেজিস্ট্রারে

লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং যে সম্পত্তি প্রত্যর্পণ বা অবমুক্তির জন্য আবেদন করা হয় উহার বিপরীতে সংশ্লিষ্ট আবেদন বা আবেদনসমূহকে নম্বরযুক্ত করিয়া উহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৬) এই ধারার অধীনে আবেদন প্রাপ্তির পর ট্রাইব্যুনাল—

(ক) অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত আবেদন এই আইন অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য কিনা এবং আবেদনের সমর্থনে আপাতঃদৃষ্টে পর্যাপ্ত কাগজপত্র দাখিল করা হইয়াছে কিনা তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করিবে;

(খ) আবেদনটি গ্রহণযোগ্য হইলে সরকারের পক্ষে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসককে নোটিশ দিবে;

(গ) উপস্থাপিত আবেদন বা আবেদনসমূহ (যদি থাকে) ও সরকারের কোন বক্তব্য থাকিলে তৎসম্পর্কে উভয় পক্ষকে শুনানীর সুযোগ দিবে; এবং

(ঘ) ট্রাইব্যুনালের বিবেচনায় কোন বিষয় অনুসন্ধানের প্রয়োজন থাকিলে তৎসম্পর্কে অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে যে কোন বিচার বিভাগীয় বা কোন সরকারি কর্মকর্তা বা তাহার বিবেচনায় উপযুক্ত অন্য কোন ব্যক্তিকে এই অনুসন্ধানের নির্দেশ দিতে এবং সংশিষ্ট অনুসন্ধান প্রতিবেদন বিবেচনান্তে রায় প্রদান করিতে পারিবে।

৩[(৭) এই আইনের অধীনে কোন আবেদন প্রাপ্তির ৩০০ (তিনশত) দিনের মধ্যে ট্রাইব্যুনাল উহার রায় প্রদান করিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন অনিবার্য কারণে উক্ত মেয়াদের মধ্যে কোন আবেদন নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হইলে, ট্রাইব্যুনাল কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া অতিরিক্ত ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে আবেদন নিষ্পত্তি করিতে পারিবে:]৩৪[আরো শর্ত থাকে যে, উলিখিত বর্ধিত সময়ের মধ্যেও যদি যুক্তিসঙ্গত কোন কারণে কোন আবেদন নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে ট্রাইব্যুনাল উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া আবেদনটি নিষ্পত্তির জন্য সর্বশেষ আরো ৩০ (ত্রিশ) দিন সময় লইতে পারিবে;]৩

৪[(৭ক) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন কার্যকর হইবার পর, কোন ট্রাইব্যুনাল উপ-ধারা (৭) এ উলিখিত সময়-সীমার মধ্যে কোন আবেদন নিষ্পত্তি করিতে না পারিলে উহা সরকারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে এবং সরকার, জনস্বার্থে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা উক্ত ট্রাইব্যুনালের মামলার সংখ্যা, আঞ্চলিক এখতিয়ার ইত্যাদি বিবেচনাক্রমে এই ধারার অধীন আবেদন নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী সময়-সীমা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(৮) ট্রাইব্যুনালের রায় লিখিত হইবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি থাকিবেঃ—

(ক) আবেদনকারী বা আবেদনকারীগণ (যদি থাকে) এর দাবী এবং সরকারের বক্তব্য, যদি থাকে, এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা;

(খ) দাবীকৃত সম্পত্তি বা অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির ক্ষেত্রে উহার বিপরীতে প্রদেয় ক্ষতি-পূরণের অর্থ প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আছে কিনা তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত;

(গ) আবেদন উপ-ধারা (১) এ উলিস্নখিত সময়সীমার মধ্যে ট্রাইব্যুনালে পেশ করা হইয়াছে কিনা;

১[(ঘ) কোন সম্পত্তি প্রত্যর্পণের বা ক্ষেত্রমত উপরোক্ত ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির আবেদন করা হইলে আবেদনকারী—

(অ) তাহার দাবীকৃত সম্পত্তি বা ক্ষেত্রমত অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির মালিক কিনা তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত; এবং

৪[(আ)৫[দাবীকৃত সম্পত্তির গেজেটে প্রকাশিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত মালিক Bangladesh Citizenship (Temporary Provisions) Order, 1972 (P.O. No. 149 of 1972)অনুসারে বাংলাদেশের নাগরিক ও স্থায়ী বাসিন্দা কিনা তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত।

(ঙ) উপ-ধারা (৩) এর অধীনে কোন আবেদন থাকিলে সংশিষ্ট সম্পত্তি প্রত্যর্পণযোগ্য তালিকা হইতে অবমুক্ত করা হইবে কিনা তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত;

(চ) উপরোক্ত সিদ্ধান্তসমূহের ব্যাপারে উপস্থাপিত সাক্ষ্যের সংক্ষিপ্ত বিশেষণ ও মূল্যায়নসহ সিদ্ধান্তের কারণ;

(ছ) আবেদনকৃত প্রত্যর্পণ, ক্ষতিপূরণ বা অবমুক্তির ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ সম্বলিত আদেশ।

(৯) এই ধারার অধীনে ট্রাইব্যুনাল প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি প্রত্যর্পণ বা অধিগ্রহণকৃত অর্পিত সম্পত্তির বিপরীতে জমাকৃত ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান বা উহাকে প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকা হইতে অবমুক্তির আবেদন মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করিয়া রায় প্রদান করিলে, রায় প্রদানের ৭(সাত) দিনের মধ্যে, উক্ত রায় ভিত্তিক একটি ডিক্রী প্রস্তুত করিবে।

(১০) এই ধারার অধীনে ট্রাইব্যুনালের—

(ক) রায় ঘোষণার অনধিক ৩[৩০(ত্রিশ)] দিনের মধ্যে আগ্রহী পক্ষ উক্ত রায়ের ও ডিক্রীর অনুলিপির জন্য আবেদন করিতে পারিবেন এবং অনুলিপি সরবরাহের ব্যাপারে ট্রাইব্যুনালের কোন নির্দেশ (যদি থাকে) পালন সাপেক্ষে, আবেদনকারীকে ট্রাইব্যুনাল পরবর্তী ৩[৩০(ত্রিশ)] দিনের মধ্যে উক্ত অনুলিপি সরবরাহ করিবে।

(খ) অন্য যে কোন আদেশের অনুলিপির জন্য যে কোন আগ্রহী পক্ষ যে কোন সময় আবেদন করিতে পারিবে এবং ট্রাইব্যুনাল, এইরূপ অনুলিপির ব্যাপারে ট্রাইব্যুনালের নির্দেশ (যদি থাকে) পালন সাপেক্ষে, অনধিক ২[৩০(ত্রিশ)] দিনের মধ্যে ট্রাইব্যুনাল উক্ত অনুলিপি সরবরাহ করিবে।

১১। ডিক্রী বাস্তবায়ন।—(১) উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, ট্রাইব্যুনাল উহার ডিক্রী বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে, ডিক্রী প্রস্তুত হওয়ার ৪৫(পঁয়তালিশ) দিন পর, রায় ও ডিক্রীর অনুলিপি জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করিবে এবং জেলা প্রশাসক এই ধারা অনুযায়ী উক্ত ডিক্রী বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২) ডিক্রীর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত কোন আপীল শুনানীর জন্য আপীল ট্রাইব্যুনাল ৫[কর্তৃক গৃহীত হইলে উক্ত ডিক্রীর বাস্তবায়ন স্থগিত থাকবে।

(৩) কোন সম্পত্তি প্রত্যর্পণের ডিক্রী থাকিলে এবং উহা সরকারের সরাসরি দখলে থাকিলে জেলা প্রশাসক উহার দখল অবিলম্বে ডিক্রী প্রাপককে এবং অধিগ্রহণকৃত অর্পিত সম্পত্তির ক্ষেত্রে জমাকৃত ক্ষতিপূরণের অর্থ ডিক্রী প্রাপককে প্রদান করিবেন।

(৪) ডিক্রীকৃত সম্পত্তি অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের দখলে থাকিলে উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে জেলা প্রশাসক—

(ক) অনধিক ৩০(ত্রিশ) দিনের নোটিশ দিয়া দখল পরিত্যাগের নির্দেশ দিবেন এবং তদনুসারে উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দখল পরিত্যাগ করিলে ডিক্রী প্রাপককে দখল বুঝাইয়া দিবেন; এবং

(খ) নোটিশ অনুযায়ী উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দখল পরিত্যাগ না করিলে পুলিশ ফোর্সের সহায়তায় প্রয়োজনীয় শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে এবং ক্ষেত্রমত কোন স্থাপনা অপসারণ করিয়া পরবর্তী ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে দখলদারকে উচ্ছেদক্রমে ডিক্রী প্রাপককে দখল বুঝাইয়া দিবেন।

(৫) উপ-ধারা (৩) বা (৪) অনুযায়ী ডিক্রী প্রাপককে প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির দখল বুঝাইয়া দেওয়া হইলে প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির প্রত্যর্পণ সম্পন্ন হইবে।

(৬) উপ-ধারা (৩) বা (৪) অনুসারে প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির দখল বুঝাইয়া দেওয়ার পর জেলা প্রশাসক—

(ক) তৎসম্পর্কে ট্রাইব্যুনালের নিকট একটি প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন; এবং

(খ) সংশিষ্ট রাজস্ব অফিসে ডিক্রীকৃত সম্পত্তি বাবদ রক্ষিত রেকর্ড অব রাইটস পরবর্তী ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে সংশোধপূর্বক উহাতে ডিক্রী প্রাপকের নাম অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা করিবেন, এবং উক্তরূপে সংশোধিত রেকর্ড অব রাইটস এর অনুলিপি তাহাকে প্রদান করিবেন।

(৭) কোন প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি বা উহার অংশবিশেষ অবিভক্ত বা অবিভাজ্য অবস্থায় থাকিলে জেলা প্রশাসক বিষয়টি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য, প্রযোজ্যক্ষেত্রে খসড়া নক্সাসহ, একটি প্রতিবেদন ও এতদবিষয়ে কোন সুপারিশসহ, যদি থাকে, একটি প্রতিবেদন ট্রাইব্যুনালের নিকট প্রেরণ করিবেন; এবং এইরূপ প্রতিবেদন উপ-ধারা (১) এর অধীনে ডিক্রীর অনুলিপি প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে প্রেরণ করিতে হইবে।

(৮) উপ-ধারা (৭) এর অধীনে প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর ট্রাইব্যুনাল ডিক্রীকৃত সম্পত্তির দখল বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য উহার বিবেচনামত প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ দিতে পারিবে এবং তদনুসারে জেলা প্রশাসক পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া উপ-ধারা (৪) ও (৬) অনুসারে কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন এবং এতদবিষয়ে একটি প্রতিবেদন ট্রাইব্যুনালে প্রেরণ করিবেন।

৪[(৯) বিলুপ্ত।

১২। অবমুক্তির সিদ্ধান্তের আইনগত প্রকৃতি।—এই আইনের অধীনে কোন সম্পত্তি ৫[প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকা হইতে অবমুক্তির সিদ্ধান্ত প্রদান করা হইলে—

(ক) উক্ত সম্পত্তি ধারা ৬ তে উলিখিত প্রকারের সম্পত্তি হওয়ার বিষয়ে চূড়ান্ত হইবে; এবং

(খ) যে ব্যক্তির আবেদনে অবমুক্তির সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয় তাহার স্বত্ব বা দখল বা অন্য কোন অধিকার উক্ত সিদ্ধান্ত দ্বারা ঘোষণা বা বহাল করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না;

(গ) অন্য কোন আইনের অধীনে উক্ত সম্পত্তির ব্যাপারে আবেদনকারী বা অন্য কোন ব্যক্তির বৈধ অধিকার থাকিলে তাহা ক্ষুন্ন হইবে না।

১৩। ৩[প্রত্যর্পণযোগ্য **সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলার abatement, কার্যধারা বন্ধ ও ট্রাইব্যুনালেদাবী উত্থাপন।—(**১) ৩[প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকা সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখে যদি কোন আদালতে এমন দেওয়ানী মামলা অনিষ্পন্ন থাকে যাহাতে উক্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কোন সম্পত্তিতে স্বত্ব দাবী করিয়া বা উহা অর্পিত সম্পত্তি মর্মে দাবী করিয়া কোন প্রতিকার প্রার্থনা করা হইয়াছে, বা যদি তত্ত্বাবধায়কের নিকট এমন কোন কার্যধারা অনিষ্পন্ন থাকে, যাহাতে উক্ত সম্পত্তিকে ৩[প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকা হইতে অবমুক্তির আবেদন করা হইয়াছে, তাহা হইলে—

(ক) ৩[প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকা] সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখে উক্ত মামলায় উক্ত সম্পত্তি যতটুকু জড়িত ততটুকু বাবদ মামলাটি আপনা আপনি abated হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) এইরূপ abatementএর জন্য সংশিষ্ট আদালত কর্তৃক আনুষ্ঠানিক আদেশ প্রদানের বাধ্যবাধকতা থাকিবে না, এবং উক্ত তারিখের পর এইরূপ সম্পত্তির বিষয়ে উক্ত আদালত প্রদত্ত কোন আদেশ (আনুষ্ঠানিক abatement আদেশ ব্যতীত) এর কার্যকারিতা থাকিবে না;

---

১. অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) আইন, ২০১১ এর ৪ ধারার খ ও গ উপধারা অনুযায়ী ধারা ৯ এ উপধারা (১), (২) ও (৬);৬ ধারা অনুযায়ী ধারা ১০ এর (৮) উপধারার (ঘ) প্যারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।

২. অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) আইন,২০১২ এর ৫ ধারা অনুযায়ী ধারা ৯(১) এ''১৫০ সংখ্যার পরিবর্তে ''৩০০(তিনশত)''সংখ্যা ও শব্দ প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।

৩. অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০১২ এর ৩ (ক) ধারা অনুযায়ী ধারা ৯(১) এ মৌজাভিত্তিক এর পর ''উপজেলা বা থানা বা'' শব্দগুলি সংযোজিত; ধারা ৩(খ)মতে ধারা ৯(১) এ কোলন ও শর্তাংশ সন্নিবেশিত;ধারা ৫ এর উপধারা 'খ' এর দফা (অ) অনুযায়ী ধারা ১০(১) এ শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত; ধারা ৫ এর উপধারা 'খ' এর দফা (আ) অনুযায়ী ৩০০ দিন প্রতিস্থাপিত;ধারা ৫ এর উপধারা (গ) অনুযায়ী ধারা ১০ এর উপধারা (৭), উপধারা (ঘ) দফা (অ) অনুযায়ী ধারা ১০(১০)(ক)এর ও ১০(১০)(খ) এ সংখ্যা ৭ ও ১৫ এর স্থলে ৩০(ত্রিশ) এবংদফা (আ) অনুযায়ী সংখ্যা ১৫ এর স্থলে ৩০(ত্রিশ) প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।

৪. অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) আইন, ২০১৩ এর ৪ ধারা অনুযায়ী ধারা ৯ এর উপধারা ১ক সন্নিবেশিত; ১০(ক) ধারা অনুযায়ী ধারা ১০ এর উপধারা ১ক সংন্নিবেশিত;১০(খ) ধারা অনুযায়ী ধারা ১০(৭) এর দুটি শর্তাংশে কতিপয় শব্দ বিলুপ্ত;১০(গ) ধারা অনুযায়ী ধারা ১০-এ উপধারা ৭ক সন্নিবেশিত; ধারা ১০(ঘ) অনুযায়ী ১০(৮) ধারার (ঘ) দফার (আ) উপদফা প্রতিস্থাপিত; ১১(খ) ধারা অনুযায়ী ধারা ১১ এর (৯) উপধারা বিলুপ্ত হইয়াছে।

৫. অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০১৩ এর ৬,৭,৮,৯,১০ ধারা অনুযায়ী ধারা ৯, ৯(১)(১ক),১০,১২-এ অর্পিত শব্দটির পরিবর্তে 'প্রত্যর্পনযোগ্য' শব্দটি ও ১০(১ক) এ '৩১ ডিসেম্বর' প্রতিস্থাপিত; ধারা ৯(১)(২)(৬) এ ''ও (খ)'' শব্দ,বর্ণ ও চিহ্ন; ধারা ৯ক,৯খ,৯খখ,৯গ,৯ঘ; ধারা ১০(৮)(ঘ)(আ) এ 'এবং' শব্দটি; ধারা ১১ এ 'বা বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল' শব্দসমূহবিলুপ্ত হইয়াছে।

(গ) উক্ত তালিকা সরকরী গেজেটে প্রকাশের তারিখে তত্ত্বাবধায়ক উক্ত কার্যধারা কার্যক্রম বন্ধ করিবেন এবং উক্ত তারিখের পর এইরূপ সম্পত্তির বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক প্রদত্ত আদেশ (কার্যক্রম বন্ধকরণের আদেশ ব্যতীত) এর কার্যকারিতা থাকিবেনা।

(২) উপ-ধারা (১) এ উলিখিত সম্পত্তির মালিক উহা প্রত্যর্পণের জন্য বা উক্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে ধারা ৬ প্রযোজ্য হইলে সংশিষ্ট স্বার্থবান ব্যক্তি উহা ৩[প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকা হইতে অবমুক্তির জন্য বা জনস্বার্থে অধিগ্রহণকৃত অর্পিত সম্পত্তির বিপরীতে প্রদেয় ক্ষতিপূরণের জন্য ৩[ট্রাইব্যুনালের নিকট, এবং কোন সম্পত্তি প্রত্যর্পণযোগ্য জনহিতকর সম্পত্তি হইলে উক্ত ধারায় উলিস্নখিত ব্যক্তি জেলা প্রশাসকের নিকট, আবেদন করিতে পারিবেন।

(৩) এইরূপ আবেদন উপস্থাপন ও নিষ্পত্তির ও সংশিষ্ট ডিক্রী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ধারা ৩[১০,১১ এবং ক্ষেত্রমত ধারা ১৫ এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

১৪। অস্থায়ী ইজারা প্রদত্ত ৩[প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি সম্পর্কিত বিধান।—[১](১) অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ না হওয়া পর্যন্ত উক্ত সম্পত্তি জেলা প্রশাসকের নিয়ন্ত্রণে থাকিবে এবং তিনি প্রচলিত আইন অনুযায়ী উহা ইজারা প্রদান করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ উলিখিত ইজারা প্রদত্ত সম্পত্তির দখল প্রত্যর্পণের জন্য ট্রাইব্যুনালের ডিগ্রী থাকিলে, তদানুযায়ী ডিক্রী প্রাপককে ধারা ১১ তে বর্ণিত পদ্ধতিতে উক্ত সম্পত্তির দখল বুঝাইয়া দিতে হইবে।

১৫। প্রত্যর্পণযোগ্য জনহিতকর সম্পত্তি সম্পর্কিত বিধান।—(১) কোন প্রত্যর্পণযোগ্য জনহিতকর সম্পত্তি দেবোত্তর সম্পত্তি হইলে উহার সেবায়েত, বা উহা মঠ হইলে উহার মোহন্ত, বা উহা শ্মশান বা সমাধিক্ষেত্র বা দাতব্য প্রতিষ্ঠান হইলে বা জনকল্যাণের উদ্দেশ্য ব্যক্তি উদ্যোগে সৃষ্ট ট্রাষ্ট বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হইলে উহার পরিচালনা কমিটি (যে নামেই অভিহিত হউক) এর কোন সদস্য, বা ট্রাস্টি বা এইরূপ সেবায়েত বা মোহন্ত বা কমিটি না থাকিলে, সংশিষ্ট সম্প্রদায়ের কোন স্থানীয় নাগরিক, উক্ত সম্পত্তি প্রত্যর্পণের জন্য ৩[প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকা সরকারি গেজেটে প্রকাশের [১][৩০০ (তিনশত) দিনের মধ্যে জেলা প্রশাসকের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে কোন আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসক উপ-ধারা (৪) এর বিধান সাপেক্ষে—

(ক) দেবোত্তর সম্পত্তির ক্ষেত্রে আবেদনকারী তাহার দাবীমতে সেবায়েত বা মোহন্ত কিনা এবং বাংলাদেশের নাগরিক ও স্থায়ী বাসিন্দা কিনা তাহা নির্ধারণ করিয়া উক্ত সেবায়েত বা মোহন্তের নিকট, উক্ত সম্পত্তির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ধারা ১১ এর উপ-ধারা (৩), (৪) এবং (৫) এর বিধানাবলী যতদূর সম্ভব অনুসরণক্রমে, উক্ত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিবেন; এবং

(খ) উক্ত সম্পত্তির কোন সেবায়েত বা মোহন্ত না থাকিলে, বা উহা শ্মশান, সমাধিক্ষেত্র বা ধর্মীয় বা দাতব্য প্রতিষ্ঠান হইলে, উহার ব্যবস্থাপনা ও যথাযথ পরিচালনার উদ্দেশ্যে, স্থানীয় সংশিষ্ট সম্প্রদায়ের অনধিক পাঁচজন সদস্য সমন্বয়ে একটি পরিচালনা কমিটি গঠন করিয়া এই কমিটির নিকট উক্ত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিতে পারিবেন।

(৩) কোন প্রত্যর্পণযোগ্য জনহিতকর সম্পত্তির ব্যাপারে উপ-ধারা (১) এর অধীনে একাধিক ব্যক্তি আবেদন করিলে জেলা প্রশাসক এইরূপ আবেদন একযোগে নিষ্পত্তি করিবেন এবং এই ব্যাপারে উপ-ধারা (২) অনুযায়ী সিদ্ধান্ত ও অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন, এইরূপ সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরকারের নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবে এবং এই ব্যাপারে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এ উলিখিত সম্পত্তি বা উহার কোন অংশবিশেষ ধারা ৬ অনুসারে ৩[প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্তিযোগ্য নহে বিধায় উহা অবমুক্তির জন্য কোন ব্যক্তি ধারা ১০ এর উপ-ধারা (৩) বা (৪) এর অধীনে ট্রাইব্যুনালের নিকট আবেদন করিলে জেলা প্রশাসক—

(ক) উপ-ধারা (২) এর অধীন কার্যক্রম স্থগিত রাখিবেন; এবং

(খ) উক্ত আবেদনের ব্যাপারে এই আইনের অধীনে প্রদত্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পর তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১৬। ট্রাইব্যুনাল স্থাপন ও উহার গঠন।—৩[(১) এই আইনের অধীন আবেদনসমূহ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্য সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রত্যেক জেলার জন্য একটি অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনাল এবং, প্রয়োজনবোধে, এক বা একাধিক অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করিতে পারিবে।

(২) কোন জেলার জন্য একাধিক ট্রাইব্যুনাল স্থাপিত হইলে—

(ক) ট্রাইব্যুনাল স্থাপনকারী প্রজ্ঞাপনে সরকার নির্দিষ্ট করিয়া দিবে যে, উহাতে উলিখিত ট্রাইব্যুনালে সকল আবেদন পেশ করা হইবে, এবং

(খ) উক্ত ট্রাইব্যুনাল তৎকর্তৃক শুনানীর জন্য গৃহীত আবেদনসমূহের মধ্যে যে কোন আবেদন নিষ্পত্তির জন্য অতিরিক্ত ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তর করিতে পারিবে।

(৩) ৩[বিলুপ্ত।]

(৪)৩[যুগ্ম জেলাজজ বা সিনিয়র সহকারী জজ পর্যায়ের বিচার বিভাগীয় একজন কর্মকর্তা সমন্বয়ে ট্রাইব্যুনাল গঠিত হইবে এবং সরকার ট্রাইব্যুনাল বা অতিরিক্ত ট্রাইব্যুনালের বিচারককে ট্রাইব্যুনালের জন্য এককভাবে বা তাহার সাধারণ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে উক্ত ট্রাইব্যুনালের বিচারক নিয়োগ করিতে পারিবে।

২[(৪ক) সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা উপ-ধারা (৪) এর অধীন ট্রাইব্যুনাল গঠন সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপনে সংশিষ্ট ট্রাইব্যুনালের আঞ্চলিক অধিক্ষেত্র (Territorial Jurisdiction) নির্ধারণ করিয়া দিবে;

(৫) ২[বিলুপ্ত।

১৭। ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার।—ট্রাইব্যুনাল—

(ক) ৩[ধারা ১০ এর অধীনে পেশকৃত আবেদন এই আইন অনুসারে নিষ্পত্তি এবং এই আইনে প্রদত্ত অন্যান্য ক্ষমতা প্রয়োগ ব্যতীত অন্য কোন মামলা নিষ্পত্তি বা অন্য কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে না ;

(খ) কোন সম্পত্তি ৩[প্রত্যর্পনযোগ্য সম্পত্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না থাকিলে উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে পেশকৃত আবেদন শুনানীর জন্য গ্রহণ করিবে না, বরং উহা সরাসরি নাকচ করিয়া দিবে;

(গ) ৩[প্রত্যর্পনযোগ্য সম্পত্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কোন সম্পত্তির ব্যাপারে ধারা ১০ অনুসারে উক্ত ধারার উপ-ধারা (৮) তে উলিখিত প্রশ্নে বা উক্ত প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে উহার সহিত সরাসরি জড়িত প্রশ্নে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে; অন্য কোন প্রশ্নে বা বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে না;

(ঘ) উক্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কোন সম্পত্তির ব্যাপারে একাধিক ব্যক্তি আবেদন করিলে এইরূপ আবেদন একযোগে শুনানী করিবে এবং প্রয়োজনবোধে একটি রায়ের মাধ্যমে উহাদিগকে নিষ্পত্তি করিতে পারিবে।

১৮। আপীল।—(১) উপ-ধারা (২) এ উলিখিত ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তসমূহের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র আপীল ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়ের করা যাইবে; ট্রাইব্যুনালের অন্য কোন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল ট্রাইব্যুনালে বা অন্য কোন আদালতে বা কর্তৃপক্ষের নিকট উক্ত সিদ্ধান্তের বৈধতা, যথার্থতা বা সঠিকতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না, এবং তাহা করা হইলে আপীল ট্রাইব্যুনাল বা উক্ত অন্য আদালত বা কর্তৃপক্ষ সরাসরি নাকচ করিয়া দিবে।

(২) ট্রাইব্যুনালের নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল ট্রাইব্যুনালে আবেদনকারী বা প্রতিপক্ষ আপীল দায়ের করিতে পারিবেনঃ—

(ক) ৩[ধারা ১০ এর উপ-ধারা (১), (২) বা (৪) এর অধীনে কোন আবেদন শুনানীর জন্য গ্রহণ না করিয়া সরাসরি নাকচের সিদ্ধান্ত ;

(খ) একতরফা বা দোতরফা শুনানী অন্তে ধারা ১০ এর উপ-ধারা (১) বা (২) এর অধীনে প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি প্রত্যর্পণ বা ক্ষতিপূরণের টাকা পাওয়ার আবেদন মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করিয়া প্রদত্ত রায় ;

(গ) একতরফা বা দোতরফা শুনানী অন্তে ৩[ধারা ১০(৩) এর অধীনে উপস্থাপিত অবমুক্তকরণের আবেদন মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করিয়া প্রদত্ত রায়ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারায় উলিখিত ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত বা রায়ের পূর্বে প্রদত্ত এমন অন্তর্বর্তী আদেশের ব্যাপারে আপীলে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে যাহার ভিত্তিতে ট্রাইব্যুনাল উক্ত সিদ্ধান্ত বা রায় প্রদান করিয়াছে।

(৩) ট্রাইব্যুনাল কোন আবেদন ধারা ২৩(৩) এর অধীনে খারিজ করিলে সেই আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা যাইবে না।

(৪) উপ-ধারা (২) এ উলিখিত সিদ্ধান্ত বা রায় প্রদানের ৪৫ (পঁয়তালিশ) দিনের মধ্যে আপীল দায়ের করিতে হইবে এবং এই সময়সীমা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে Limitation Act, 1908 (IX of 1908) এর Section 5 প্রযোজ্য হইবে না।

১[(৫) আপীল ট্রাইব্যুনাল উভয় পক্ষকে শুনানীর সুযোগ প্রদান পূর্বক আপীল দায়েরের ৩০০ (তিনশত) দিনের মধ্যে উহার রায় প্রদান করিবেঃ তবে শর্ত থাকে যে, কোন অনিবার্য কারণে উক্ত মেয়াদের মধ্যে কোন আপীল নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হইলে, আপীল ট্রাইব্যুনাল কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া অতিরিক্ত ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে অপীল নিষ্পত্তি করিতে পারিবে:]২ আরো শর্ত থাকে যে, উলিখিত বর্ধিত সময়ের মধ্যেও যদি যুক্তিসঙ্গত কোন কারণে কোন আপীল নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে আপীল ট্রাইব্যুনাল উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া আবেদনটি নিষ্পত্তির জন্য সর্বশেষ আরো ৩০ (ত্রিশ) দিন সময় লইতে পারিবে ।]২

(৬) কোন পক্ষকে শুনানী অন্তে আপীল ট্রাইব্যুনাল আপীল মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করিয়া সিদ্ধান্ত প্রদান করিলে উহার ভিত্তিতে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে একটি ডিক্রী প্রস্তুত করিবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে অবিলম্বে উক্ত রায় ও ডিক্রির অনুলিপি ট্রাইব্যুনাল ও জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করিবে।

৩[**১৯। অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আপীল ট্রাইব্যুনাল**স্থাপন **ও উহার গঠন।**—(১) এই আইনের অধীনে আপীল আবেদনসমূহ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রত্যেক জেলার একটি অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আপীল ট্রাইব্যুনাল এবং প্রয়োজনবোধে,এক বা একাধিক অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত আপীল ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করিতে পারিবে।

(২) জেলা জজ সমন্বয়ে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আপীল ট্রাইব্যুনাল গঠিত হইবে এবং উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অতিরিক্ত জেলা জজ সমন্বয়ে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত আপীল ট্রাইব্যুনাল গঠিত হইবে।

(৩) অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আপীল ট্রাইব্যুনাল ধারা ১৮ এর অধীন দায়েরকৃত আপীল আবেদনসমূহের মধ্যে যে কোন আপীল আবেদন নিষ্পত্তির জন্যঅর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত আপীল ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তর করিতে পারিবে।

২০। আপীল ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার।—(১) এই আইনের অধীনে দায়েরকৃত আপীলে উত্থাপিত তথ্যগত প্রশ্নে (question of fact) এবং আইনগত প্রশ্নে (question of law)আপীল ট্রাইব্যুনাল উহার সিদ্ধান্ত প্রদানসহ আপীলকৃত সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে রহিত করিতে বা ক্ষেত্রমত অনুমোদন (confirm) করিতে বা উহা সংশোধন করিতে পারিবেঃ

[১][তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ১০(৮) এ উলিখিত বিষয় এবং ট্রাইব্যুনালের রায় বা সিদ্ধান্তের বৈধতা ও যথার্থতা]৪ ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে আপীল ট্রাইব্যুনাল সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে না।]

(২) আপীল নিষ্পত্তির সুবিধার্থে আপীল কর্তৃপক্ষ এমন অতিরিক্ত সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারিবে যাহা আপীলের বিষয়বস্তুর সহিত সরাসরি সম্পর্কযুক্ত এবং যাহা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক সিদ্ধান্ত প্রদানের পরে উদ্ভুত হইয়াছে।

(৩) আপীল ট্রাইব্যুনাল কোন আপীলে উত্থাপিত প্রশ্ন পুনঃশুনানী বা পুনঃসিদ্ধান্তের জন্য ট্রাইব্যুনালে ফেরত (remand)দিবে না, বরং নথিভুক্ত কাগজপত্র এবং সাক্ষ্যের ভিত্তিতে উহার সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেঃ

[২][তবে শর্ত থাকে যে, ট্রাইব্যুনাল ৪[কোন আবেদন শুনানির জন্য গ্রহণ না করিয়া সরাসরি নাকচ করিয়া থাকিলে এবং আপীল ট্রাইব্যুনাল উক্ত সিদ্ধান্ত রহিত করিলে আবেদনটির উপর শুনানির জন্য আপীল ট্রাইব্যুনাল নির্দেশ দিতে পারিবে।]

(4) একই সম্পত্তির ব্যাপারে একাধিক আপীল দায়ের হইলে আপীল ট্রাইব্যুনাল একযোগে ঐ সকল আপীল শুনানী ও নিষ্পত্তি করিবে এবং প্রয়োজনবোধে একটি রায় দ্বারা উহাদিগকে নিষ্পত্তি করিতে পারিরে।

২০ক। ৩[বিলুপ্ত। ২১। ২[বিলুপ্ত।

২[২২। ৩[ট্রাইব্যুনাল ও আপীল ট্রাইব্যুনালের কার্যপদ্ধতি।- (১)৩[ট্রাইব্যুনাল ও আপীল ট্রাইব্যুনাল এর সকল শুনানী প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত হইবে এবং উহার রায় প্রকাশ্যে ঘোষিত হইবে।

(২) এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে,৩[ট্রাইব্যুনাল ও আপীল ট্রাইব্যুনাল বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে, এবং এইরূপ বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত প্রচলিত নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসারে উহার কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

(৩) আপীল ট্রাইব্যুনাল]৩ উহার নিকট উপস্থাপিত তথ্যগত বিষয় (Question of fact) ও আইনগত বিষয়ে (Question of law) যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে এবং উহার রায় চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

২৩। একতরফা শুনানী ও একতরফা খারিজ সম্পর্কিত বিশেষ বিধান।—৩[(১) একতরফাভাবে কোন পক্ষকে শুনানী অন্তে কোন আবেদন বা আপীল মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করার ক্ষেত্রে ৪[ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল উলিস্নখিত বিষয়ে, সঠিকতা ও যথাযর্থতা সম্পর্কে বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্ত বা ক্ষেত্রমত রায় প্রদান করিবে।

(২) ৪[ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনালে কোন আবেদন বা আপীল একতরফাভাবে কোন পক্ষকে শুনানী অন্তে মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করা হইলে একবারের বেশী উক্ত আবেদন বা আপীল পুনর্বহাল বা একতরফা আদেশ রহিতক্রমে পুনঃশুনানী করা যাইবে না।

(৩) ৪[ধারা ১০ এর অধীন পেশকৃত কোন আবেদনবা ধারা ১৮ এর অধীনে দায়েরকৃত কোন আপীল শুনানীর সময় আবেদনকারী বা আপীলকারী উপস্থিত না থাকিলে এবং অন্য কোন পক্ষ শুনানীতে আগ্রহী না হইলে আবেদন বা আপীল খারিজ হইবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক রায় প্রদানের প্রয়োজন হইবে না।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীনে প্রদত্ত খারিজ আদেশ একবারের বেশী রহিতক্রমে উক্ত আবেদন বা আপীল পুনর্বহাল করা যাইবে না।

২৪। সাক্ষ্য গ্রহণ, সাক্ষীর উপস্থিতি ও দলিল উপস্থাপন নিশ্চিতকরণ।—(১) এই আইনের অধীনে পেশকৃত আবেদন বা দাবী বা আপীলের সমর্থনে সংশিষ্ট পক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত সাক্ষীর বক্তব্যের সারাংশ ৪[ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল লিপিবদ্ধ করিবে।

(২) ৪[ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য বা উপস্থিতি কিংবা কোন দলিল অনুসন্ধান বা উপস্থাপনের প্রয়োজন হইলে, উক্ত উপস্থিতি, অনুসন্ধান বা উপস্থাপন নিশ্চিত করিবার জন্য দেওয়ানী কার্যবিধির এর

বিধান অনুসারে এতদসংক্রান্ত বিষয়ে কোন দেওয়ানী আদালত যে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে [ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(3) কোন আবেদন বা আপীল নিষ্পত্তির জন্য যে কোন ব্যক্তিকে হাজির হওয়ার বা প্রয়োজনীয় কোন দলিল বা কাগজপত্র কোন ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ বা হেফাজতে থাকিলে উহা উপস্থাপনের জন্য ৪[ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল উক্ত ব্যক্তিকে নির্দেশ দিতে পারিবে এবং উক্ত নির্দেশ পালনে উক্ত ব্যক্তি বাধ্য থাকিবেন।

২৫। **বিধানের অপর্যাপ্ততার ক্ষেত্রে** ৪[**ট্রাইব্যুনাল ও আপীল ট্রাইব্যুনালের বিশেষ এখতিয়ার।**—এই আইনের অধীন কোন আবেদন বা আপীল নিষ্পত্তির ব্যাপারে এই আইন বা বিধিতে পর্যাপ্ত বিধান নাই বলিয়া মনে করিলে ৪[ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল বিষয়টি লিপিবদ্ধ করিয়া সংশিষ্ট পরিস্থিতিতে উহার বিবেচনামত ন্যায় বিচারের জন্য সহায়ক হয় এইরূপ যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ ও সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে পারিবে।

২৬। **অ-দাবীকৃত সম্পত্তি সংক্রান্ত বিধান।**—(১) এই আইনের অধীন আবেদনের জন্য নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করা না হইলে বা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপীল দায়ের না হইলে বা আপীলে দাবী প্রমাণিত না হইলে সংশিষ্ট অর্পিত সম্পত্তি সরকারী সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত সরকারি সম্পত্তি বিক্রয় বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর বা সরকারের বিবেচনামতে যে কোনভাবে ব্যবহার বা নিষ্পত্তি করিতে পারিবে।

২৭। **ক্রয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার।**—(১) ধারা ২৬ এর অধীনে 'ক' তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় বা স্থায়ী ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে, উক্ত সম্পত্তি যে হোল্ডিং/খতিয়ানভুক্ত সেই হোল্ডিং/খতিয়ানের যিনি উত্তরাধিকার সূত্রে সহ-অংশীদার (Co-sharer), যদি থাকে, তিনি অগ্রাধিকার পাইবেন এবং এইরূপ সহ-অংশীদার না থাকিলে যিনি বিক্রয়ের পূর্বে ইজারাসূত্রে ভোগদখলভুক্ত ছিলেন তিনি অগ্রাধিকার পাইবেন।

---

১. অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০১২ এরধারা ৬ অনুযায়ী ধারা ১৫(১)-এ ১৮০ দিনের পরিবর্তে ৩০০(তিনশত) দিন, ৮(খ) ধারা অনুযায়ী ১৮(৫) প্রতিস্থাপিত।

২. অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) আইন, ২০১৩ এর ১৩(খ) ধারা অনুযায়ী ১৬(৪ক) সন্নিবেশিত, ১৩(খ) ধারা অনুযায়ী ১৬(৫) বিলুপ্ত, ১৪(ক)(খ) ধারা অনুযায়ী ধারা ১৮(৫) এর শর্তাংশের শেষ অংশ বিলুপ্ত,১৮ ধারা অনুযায়ী ধারা ২১ বিলুপ্ত, ১৯ ধারা অনুযায়ী ধারা ২২ প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।

৩. অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০১৩ এর ১১(ক) ধারা অনুযায়ী ধারা ১৩ এর উপান্তটীকায়, ১১(খ) ধারা অনুযায়ী ধারা ১৩(১)-এ তিনবার, ১১(গ)(আ) ধারা অনুযায়ী ধারা ১৩(২)-এ 'অর্পিত' শব্দটির পরিবর্তে 'প্রত্যর্পণযোগ্য' শব্দটি প্রতিস্থাপিত, ১১(গ)(আ) ও ১১(ঘ) ধারা অনুযায়ী ধারা ১৩(২) ও ১৩(৩)-এ কতিপয় শব্দ,সংখ্যা, বর্ণ বিলুপ্ত, ১২ধারা অনুযায়ী ধারা ১৪ এর উপান্তটীকায়, ১৩(ক) ও ১৩(খ) ধারা অনুযায়ী ধারা ১৫(১) ও ১৫(৬)-এ 'অর্পিত' শব্দটির পরিবর্তে 'প্রত্যর্পণযোগ্য' শব্দটি প্রতিস্থাপিত, ১৪(ক) ধারা অনুযায়ী ধারা ১৬(১) প্রতিস্থাপিত, ১৪(খ) ধারা অনুযায়ী ধারা ১৬(৩), ১৪(গ) ধারা অনুযায়ী ধারা ১৬(৪) এ উলিস্নখিত 'অতিরিক্ত জেলা জজ বা' শব্দগুলি বিলুপ্ত, ১৫(ক) ধারা অনুযায়ী ধারা ১৭(ক)-এ কতিপয় শব্দ ও বন্ধনী বিলুপ্ত, ১৫(খ) ধারা অনুযায়ী ধারা ১৭(খ) ও ১৭(গ)-এ 'অর্পিত' শব্দটির পরিবর্তে 'প্রত্যর্পণযোগ্য' শব্দটি প্রতিস্থাপিত, ১৬ ধারা অনুযায়ী ধারা ১৮(২)এর দফা (ক) ও (গ) এ দুই স্থানে উলিস্নখিত 'ধারা ৯ক এর উপ-ধারা (১) বা' শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনী বিলুপ্ত, ১৭ ধারা অনুযায়ী ধারা ১৯ প্রতিস্থাপিত, ১৮ ধারা অনুযায়ী ধারা ২০ক বিলুপ্ত, ১৯(ক), ১৯(খ), ১৯(গ) ধারা অনুযায়ী ধারা ২২ এর উপান্তটীকায়, ২২(১), ২২(২) এ 'বিশেষ আপীর ট্রাইব্যুনাল' ও 'ইত্যাদির' শব্দগুলির পরিবর্তে 'ট্রাইব্যুনাল ও আপীল ট্রাইব্যুনাল' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত, ১৯(ঘ) ধারা অনুযায়ী ধারা ২২(৩) এ 'ও বিশেষ আপীর ট্রাইব্যুনাল' শব্দগুলি বিলুপ্ত হইয়াছে।

৪[(২) বিলুপ্ত।

(৩) উপ-ধারা (১) ৪[এর অধীনে ক্রয়কৃত সম্পত্তি কৃষি জমি হইলে উহার ক্ষেত্রে Land Reforms Ordinance, 1984 (X of 1984)এবং তদ্ধীন প্রণীত বিধি প্রযোজ্য হইবে।

২৮। **অর্পিত সম্পত্তি বাবদ ক্ষতিপূরণ বা অন্যবিধ দাবী নিষিদ্ধ।**—এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত কোন সম্পত্তি উক্তরূপে তালিকাভুক্ত হওয়ার কারণে, বা অর্পিত সম্পত্তি আইন বা এই আইনের অধীনে প্রত্যর্পণ বা অবমুক্তি বা নিষ্পত্তি বা তৎসম্পর্কে অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণের কারণে, কোন ব্যক্তি উক্ত সম্পত্তি বাবদ কোন ক্ষতিপূরণ, বা উক্ত সম্পত্তি হইতে সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত কোন আয় বা সুবিধা, বা সরকার কর্তৃক উক্ত সম্পত্তির নিষ্পত্তি বা সরকার প্রদত্ত ইজারা বা অনুমতিসূত্রে

কোন ব্যক্তি কর্তৃক উহা হইতে প্রাপ্ত আয় বা সুবিধা বাবদ কোন ক্ষতিপূরণ বা অনুরূপ কোন দাবী করিতে পারিবেন না; এবং কোন আদালত বা কর্তৃপক্ষের নিকট এইরূপ দাবী করা হইলে উক্ত আদালত বা কর্তৃপক্ষ উক্ত দাবী সরাসরি নাকচ করিয়া দিবে।

[২৮ক। **'খ' তফসিল বিলুপ্তি, ইত্যাদি সম্পর্কিত বিশেষ বিধান।-**(১) অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পন (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০১৩ কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে অর্পিত সম্পত্তি সম্পর্কিত 'খ' তফসির বাতিল হইবে এবং উহা এমনভাবে বাতিল হইবে যেন, উক্ত তফসিলবুক্ত সম্পত্তি কখনোই অর্পিত সম্পত্তির তালিকাভুক্ত হয় নাই।

(2) এই আইনের অধীন স্থাপিত ট্রাইব্যুনাল, আপীল ট্রাইব্যুনাল বা বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক উপধারা (১) এর অধীন বিলুপ্তকৃত 'খ' তফসিলভুক্ত সম্পত্তির বিষয়ে ইতোমধ্যে নিষ্পত্তিকৃত যে কোন মামলার রায় বা ডিক্রী বাতিল ও অকার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত ট্রাইব্যুনাল, আপীল ট্রাইব্যুনাল বা বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন উক্ত 'খ' তফসিলভুক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত সকল মামলা abate হইয়া যাইবে এবং এইরুপ abatement এর জন্য সংশ্লিষ্ট আদালত কর্তৃক আনুষ্ঠানিক আদেশ প্রদানের প্রয়োজন হইবে না।

(3) উপ-ধারা (১) অধীন বাতিলকৃত 'খ' তফসিল সম্পর্কিত কোন আবেদন বা নালিশ জেলা কমিটি, বিভাগীয় কমিটি বা কেন্দ্রীয় কমিটি যে কোন পর্যয়ে থকুক না কেন উহা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হইয়া যাইবে।

(4) উপ-ধারা (১) এর অধীন 'খ' তফসিল বাতিল হওয়া সত্ত্বেও উক্ত তফসিলভুক্ত সম্পত্তিতে সরকার বা কোন ব্যক্তির কোন স্বত্ব বা স্বার্থ সম্পর্কে প্রচলিত আইনের অধীন প্রতিকার লাভে কোন আইনগত বাধা থাকিবে না।

(5) ধারা ২০ক বিলুপ্ত হওয়া সত্ত্বেও উক্ত ধারার অধীন গঠিত কোন বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল 'ক' তফসিলভুক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত কোন মামলা বিচারাধীন থাকিলে উহা এমনভাবে চলমান থাকিবে যেন, উক্ত ট্রাইব্যুনার বিলুপ্ত হয় নাই এবং মামলায় প্রদত্ত ডিক্রী ধারা২(ছ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রদত্ত ডিক্রী হিসাবে গণ্য হইবে।

২৯। **সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ।**—অর্পিত সম্পত্তি আইন বা এই আইন বা বিধির অধীনে সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, তজ্জন্য সরকার বা ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল বা এইসব ট্রাইব্যুনালের কোন বিচারক বা সরকারের কোন কর্মকর্তা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা দায়ের করা যাইবে না।

৩০। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—এই আইনের] উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩১। **বিচারিক কার্যক্রম।**—এই আইনের অধীনে [ট্রাইব্যুনাল ও আপীল ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম Penal Code (XLV of 1860)এর section 228এ উলিস্নখিত বিচারিক কার্যক্রম (Judicial Proceeding)ও Code of Criminal Procedure, 1898 (Act, V of 1898)-এর section 480তে উলিস্নখিত Civil Courtএর কার্যক্রম বলিয়া গণ্য হইবে।]

৩২। **অপরাধ ও দন্ড।**—কোন ব্যক্তি—

(ক)৪[ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনালের]৬সম্মুখে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা আবেদন বা আপীল করিলে, বা লিখিত বা মৌখিকভাবে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে বা নিজের সঠিক পরিচয় গোপন করত: অন্য ব্যক্তির পরিচয়ে আবেদন বা বক্তব্য পেশ বা সাক্ষ্য প্রদান বা কোন দাবী উপস্থাপন করিলে;

(খ) ইচ্ছাকৃতভাবে ৪[ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনালে কোন জাল বা মিথ্যা দলিল উপস্থাপন করিলে; বা

(গ) ৪[ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনালের কোন নির্দেশ বা ডিক্রী বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে জেলা প্রশাসক প্রদত্ত নির্দেশ

লংঘন করিলে- তিনি অনধিক ৭ (সাত) বৎসরের কারাদন্ডে বা অনধিক ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা অর্থদন্ডে বা

উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

৩৩। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) এতদ্বারা Enemy Property (Continuance of Emergency Provisions) (Repeal) Act, 1974 (XLV of 1974)রহিত করা হইল।

(2) উক্ত রূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, কোন প্রত্যর্পণযোগ্য জমি সরকারের দখলে বা নিয়ন্ত্রণে থাকাকালে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট উক্ত সম্পত্তি বাবদ কোন পাওনা অপরিশোধিত থাকিলে উহা সরকারি পাওনা (Public demand)হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে এবং আদায়কৃত অর্থ বা সম্পদ [৫][প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে] জমা হইবে।

(3) অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ০৭নং অধ্যাদেশ) এতদ্দবারা রহিত করা হইল। উক্তরুপ রহিতকরণ করা সত্ত্বেও অধ্যাদেশের অধীন কৃত কোন কার্যত্রম, কোন ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গন্য হইবে।

(4) এতদ্বারা অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৩নং অধ্যাদেশ) রহিত করা হইল।

(5) অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (দ্বিতীয সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০১৩ (২০১৩ সনের ০৫নং অধ্যাদেশ) এতদ্দারা রহিত করা হইল।

(৬) উক্তরুপ রহিতকরণ করা সত্ত্বেও রহিত অধ্যাদেশের অধীন কৃত কোন কার্যত্রম বা গৃহীত কোন ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গন্য হইবে।

স্বাঃ/-
কাজী রকিবউদ্দীন আহমদ
সচিব

---

১. অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) আইন, ২০১১ এর১২ ধারা অনুযায়ী ধারা ২৬(২) প্রতিস্থাপিত,১৩ ধারা অনুযায়ী ধারা ২৭(১), ২৭(৩) প্রতিস্থাপিত, ১৫ ধারা অনুযায়ী ধারা ৩১ প্রতিস্থাপিত, ১৬ ধারা অনুযায়ী ৩৩ ধারার ২ উপধারা এর ''সরকারি তহবিলে'' শব্দগুলির পরিবর্তে ''প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে'' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।

২.অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০১২ এর ধারা ১০অনুযায়ী ধারা ২৬(১) প্রতিস্থাপিত।

৩. অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) আইন, ২০১৩ এর২০ ধারা অনুযায়ী ধারা ২৩(১) প্রতিস্থাপিত।

৪. অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০১৩ এর ২০(ক) ধারা অনুযায়ী ধারা ২৩(১) এ উলিস্নখিত 'কমিটি, ট্রাইব্যুনাল, আপীল ট্রাইব্যুনাল বা ক্ষেত্রমত বিশেষ ট্রাইব্যুনাল' শব্দগুলি ও কমাগুলির পরিবর্তে 'ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত, ২০(খ) ধারা অনুযায়ী ধারা ২৩(২) এ উলিস্নখিত 'কমিটি, ট্রাইব্যুনাল বা বিশেষ ট্রাইব্যুনালে' শব্দগুলি ও কমাগুলির পরিবর্তে 'ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনালে' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত, ২০(গ) ধারা অনুযায়ী ধারা ২৩(৩)এ উলিস্নখিত 'ধারা ৯ক এর উপ-ধারা (১) বা ধারা ১০ এর অধীনে পেশকৃত কোন আবেদন, ধারা ৯খখ, ধারা ৯গ' শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বর্ণগুলির পরিবর্তে 'ধারা ১০ এর অধীন পেশকৃত কোন আবেদন' শব্দগুলি ও সংখ্যা প্রতিস্থাপিত,২১(ক), ২১(খ), ২১(গ) ধারা অনুযায়ী ধারা ২৪ এর উপ-ধারা (১), (২) ও (৩) এ উলিস্নখিত 'কমিটি বা ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল বা বিশেষ ট্রাইব্যুনাল' শব্দগুলির পরিবর্তে সর্বত্র 'ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত, ২২(ক), ২২(খ) ধারা অনুযায়ী ধারা ২৫ এও উপান্তটীকায়উলিস্নখিত 'কমিটি, ট্রাইব্যুনাল, আপীল ট্রাইব্যুনাল বা বিশেষ ট্রাইব্যুনাল' শব্দগুলির পরিবর্তে 'ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত, ২৩(ক), ২৩(খ) ধারা অনুযায়ী ধারা ২৭(২) বিলুপ্ত, ২৭(৩) এউলিস্নখিত 'এবং (২)' শব্দ, সংখ্যা ও বন্ধনী বিলুপ্ত, ২৪ ধারা অনুযায়ী ধারা ২৮ক সন্নিবেশিত, ২৫ ধারা অনুযায়ী ধারা ৩১ এ'ট্রাইব্যুনাল, আপীল ট্রাইব্যুনাল, বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল, জেলা কমিটি, বিভাগীয় কমিটি, কেন্দ্রীয় কমিটির' শব্দগুলি ও কমাগুলির পরিবর্তে'ট্রাইব্যুনাল ও আপীল ট্রাইব্যুনালের' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত, ২৬(ক), ২৬(খ), ২৬(খ) ধারা অনুযায়ী ধারা ৩২ এর দফা (ক), (খ), (গ) এ উলিস্নখিত 'জেলা কমিটি, বিভাগীয় কমিটি, কেন্দ্রীয় কমিটি, ট্রাইব্যুনাল, আপীল ট্রাইব্যুনাল বা বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনালে/র'পরিবর্তে 'ট্রাইব্যুনাল ও আপীল ট্রাইব্যুনালে/র' প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
(আইন অধিশাখা-৪)
www.minland.gov.bd

পরিপত্র

নং- ৩১.০০.০০০০.০৪৫.৫৩.০৬৫.১২(অংশ)-৩৩৪ তারিখঃ ৩০ আষাঢ়, ১৪২১ বাং
১৪ জুলাই, ২০১৪খ্রিঃ

বিষয়ঃ অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০১৩ জারি হওয়ার পর বাতিলকৃত 'খ' তফসিলভুক্ত সম্পত্তির বিষয়ে করণীয় সম্পর্কিত নির্দেশনা।

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০১৩ এর মাধ্যমে 'খ' তফসিল বাতিল হওয়ায় উক্ত বাতিলকৃত 'খ' তফসিলভুক্ত সম্পত্তির বিষয়ে জারিকৃত ২১.১১.২০১৩ খ্রিঃ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৪৫.৫৩.০৬৫.১২-৬১৫ ও ৩১.০০.০০০০.০৪৫.৫৩.০৬৫.১২(অংশ)-২৪২ নং পরিপত্র বাতিলক্রমে নিমণরূপ নির্দেশনা প্রদান করা হলোঃ-

(ক) অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০১৩ এর ধারা ২৪ অনুযায়ী অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ এ সন্নিবেশিত ২৮ক ধারার বিধান মতে বাতিলকৃত ''খ'' তফসিলভুক্ত সম্পত্তির মধ্যে যে সকল সম্পত্তির হোল্ডিং বৈধভাবে খোলা হয়েছিলো এবং ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করা হতো সে সকল সম্পত্তির ভূমি উন্নয়ন কর পূর্ববৎ আদায় করতে হবে ;

(খ) রেজিস্ট্রিকৃত বৈধ দলিলাদি থাকার পরেও যাদের নামে হোল্ডিং খোলা হয়নি তাদের নামে হোল্ডিং খুলে ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করতে হবে ;

(গ) আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রিকৃত বিনিময় দলিলের অন্তর্ভুক্ত ভূমির ক্ষেত্রে যদি পৃথক খতিয়ান খোলা না হয়ে থাকে তবে সে সব ক্ষেত্রে দলিলের সত্যতা যাচাইপূর্বক পৃথক হোল্ডিং খুলে ভূমি উন্নয়ন কর গ্রহণ করতে হবে ;

(ঘ) 'খ' তালিকা গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে উপযুক্ত আদালতের রায়ের প্রেক্ষিতে যে সকল সম্পত্তি অবমুক্তির আদেশ দেওয়া হয়েছে তা বাস্তবায়ন করতে হবে ;

(ঙ) 'খ' তফসিলভুক্ত যে সকল সম্পত্তি ১/১ খতিয়ানে অথবা অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে অন্য কোন খতিয়ানে (যেমন ব্যক্তির নামীয় খতিয়ানে হাল সাং ভারত ইত্যাকারে) রেকর্ড হয়েছে তা অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০১৩ কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে বাতিল বলে গণ্য হবে এবং উক্ত খতিয়ান বৈধ দাবিদারের নামে সংশোধন করার জন্য রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ এর ১৪৩ ও ১৪৪ ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ;

(চ) ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের ক্ষেত্রে বকেয়াসহ হালসন পর্যন্ত আদায় করতে হবে ;

(ছ) বাতিলকৃত 'খ' তফসিলভুক্ত যে সব সম্পত্তির ভোগদখলকারী তাদের মালিকানার সমর্থনে এ পরিপত্র জারির ০১(এক) বছরের মধ্যে বৈধ প্রমাণপত্র বা দলিলাদি উপস্থাপনে ব্যর্থ হবেন, সেসব সম্পত্তি রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ এর ৯২ ধারা মতে খাস ঘোষণা করতে হবে;

(জ) জেলা প্রশাসক ও বিভাগীয় কমিশনারগণ রাজস্ব সম্মেলনে এ পরিপত্রে বর্ণিত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা পূর্বক ভূমি মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।

২। উপরিউক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।

৩। জনস্বার্থে জারিকৃত এ পরিপত্র অবিলম্বে কার্যকর হবে।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখঃ ১৪/০৭/২০১৪ খ্রিঃ
(এস,এম, মনিরুল ইসলাম)
যুগ্ম-সচিব(আইন)
ফোনঃ ৯৫৪০০৩২

নং- ৩১.০০.০০০০.০৪৫.৫৩.০৬৫.১২(অংশ)-৩৩৪/(১২৩৫) তারিখঃ ৩০আষাঢ়, ১৪২১ বাং
১৪ জুলাই, ২০১৪খ্রিঃ

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ-

১। চেয়ারম্যান, ভূমি আপীল বোর্ড, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

২। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ১৪১-১৪৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

৩। মহা-পরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।

৪। কমিশনার, ...বিভাগ ..... (সকল)।

৫। জেলা প্রশাসক, ...(তিন পার্বত্য জেলা ব্যতীত সকল)।

৬। জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, ...(সকল)।

৭। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৮। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৯। মাননীয় সভাপতির একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ঢাকা।

১০। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ... (তিন পার্বত্য জেলা ব্যতীত সকল)।

১২। সহকারি কমিশনার (ভূমি), ... (তিন পার্বত্য জেলা ব্যতীত সকল)।

১৩। সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার, ... (তিন পার্বত্য জেলা ব্যতীত সকল)।

১৪। প্রোগ্রামার, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (পরিপত্রটি ভূমি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধ সহ।)

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ হাবিবুল কবির চৌধুরী)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪০১৬৮

চতুর্থ অধ্যায়

অর্পিত সম্পত্তির মামলা সংক্রান্ত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-৯
www.minland.gov.bd

স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-৯/(বিবিধ)/১৯২/২০০৯-১৭৩২ তারিখঃ ২৪/১২/২০০৯ খ্রিঃ

বিষয়ঃ অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত দেওয়ানী মামলার বিরুদ্ধে মাননীয় উচ্চতর আদালতে আপিল/সিভিল রিভিশন দায়ের।

উপর্যুক্ত বিষয়ে অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত দেওয়ানী মামলার বিরুদ্ধে মাননীয় উচ্চতর আদালতে আপিল/সিভিল রিভিশন দায়েরের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় হতে গত ২৯/০৬/২০০৯ খ্রিঃ তারিখ ভূঃমঃ/শা-৯/(বিবিধ)/১৪/২০০৭-১০৬১/১(৬৩৫) নং স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত সংশোধিত পরিপত্রের আলোকে অহেতুক সময়ক্ষেপণ না করে মামলার রায়, ডিক্রির নকল, ওকালতনামা ও দফাওয়ারী জবাবসহ পূর্ণাঙ্গ তথ্যাদি জরুরী ভিত্তিতে সরাসরি সলিসিটর উইং এ প্রেরণ পূর্বক এ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য নির্দেমক্রমে পুনরায় অনুরোধ করা হ'ল।

স্বাঃ/-
(এ,টি,এম নাসির মিয়া)
উপসচিব
ফোন-৭১৬০১৫০

জেলা প্রশাসক
. . . . . .

স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-৯/(বিবিধ)/১৯২/২০০৯-১৭৩২/১(৭০) তারিখঃ ২৪/১২/২০০৯ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় কার্যার্থেঃ

১। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট।

২। অফিস কপি।

স্বাঃ/-
(এ,টি,এম নাসির মিয়া)
উপসচিব
ফোন-৭১৬০১৫০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-৯
www.minland.gov.bd

স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-৯/(বিবিধ)/১৪/০৭-১০৬১(৬৩৫) **তারিখঃ ২৯/০৬/২০০৯ খ্রিঃ**

প্রাপক (১) জেলা প্রশাসক,.....(সকল)।
(2) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব).....।
(3) সহকারী কমিশনার (ভূমি).....।

সংশোধিত পরিপত্র

বিষয়ঃ অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত দেওয়ানী মামলার বিরুদ্ধে মাননীয় উচ্চতর আদালতে আপিল/সিভিল রিভিশন দায়ের।

ভূমি মন্ত্রণালয়ের শাখা-৯ এর ১১/০৫/১৯৯৪ তারিখে ভূঃমঃ/শা-৯/১৯/৯৩/২১৪(৫৮২)/বিবিধ নং পরিপত্রে ক্রমিক 'ঘ' বর্ণিত অংশ নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হবেঃ-

''অর্পিত সম্পত্তির ক্ষেত্রে মাননীয় নিম্ন আদালতে কাঙ্খিত ফললাভে ব্যর্থ হলে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টে সিভিল রিভিশন বা আপিল দায়েরের জন্য আদালতের রায় ও ডিক্রির নকল, মামলাধীন সম্পত্তির পরিমান, প্রকৃত আনুমানিক মূল্য, সরকারের স্বত্ব স্বার্থের বিবরণ, ওকালতনামা ইত্যাদি সহ সু-নির্দিষ্ট প্রতিবেদন তামাদির পূর্বেই জরুরি ভিত্তিতে সরাসরি সলিসিটর উইং এ কেস নথি প্রেরণপূর্বক ভূমি মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। ''

স্বাঃ/-
(মোঃ দেলোয়ার হোসেন)
সচিব

স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-৯/(বিবিধ)/১৪/০৭-১০৬১/১(৯) **তারিখঃ ২৯/০৬/২০০৯ খ্রিঃ**

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ কর হ'লঃ

১। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ১৪১-১৪৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
৩। মহা-পরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
৪। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট।

স্বাঃ/-
(বশীর আহমেদ)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন-৭১৬০১৫০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা-৯

স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৯-(আইন)২০/২০০৭-১০৬০ তারিখ- ২৭/০৬/২০০৭ ইং

প্রাপক

জেলা প্রশাসক,.....(সকল)।

বিষয়ঃ সরকারী সম্পত্তি ১ নং খাস খতিয়ান ভূক্ত এবং অর্পিত সম্পত্তির রক্ষনাবেক্ষণ/মামলা দায়ের প্রসংগে।

সূত্রঃ অত্র মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৯-১৯/৯৩/২১৪(৫৮২)বিবিধ, তাং-১১/০৫/১৯৯৪ ইং।

সরকারের গোচরীভূত হয়েছে যে, খাস খতিয়ানভূক্ত জমি এবং অর্পিত সম্পত্তির মালিকানা বিষয়ে দেশের বিভিন্ন জেলায় অহরহ মামলা মোকদ্দমা দায়ের করা হলেও সরকারের পক্ষ থেকে সঠিকভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করার ফলে সরকার অনেক ক্ষেত্রেই মামলার কাঙ্খিত ফললাভে ব্যর্থ হয়। অনেক ক্ষেত্রে ভূমি গ্রাসী মহল (Land grabber) দেওয়ানী আদালতে স্বত্ব ঘোষনার মামলা দায়ের একতরফা ডিক্রী হাসিল করে নামজারীর আবেদন করে। নামজারীর আবেদন বিবেচনাকালে নবীন সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণের পক্ষে দেওয়ানী মামলার রায় ডিক্রীর সূক্ষতা উপলব্দি (Appreciation) করা অনেক ক্ষেত্রে কঠিন হয়ে পড়ে। সেহেতু সুত্রোক্ত স্মারকের অনুবৃত্তিক্রমের নিম্নরূপ আদেশ জারী করা হলোঃ

1) সরকারী খাস খতিয়ানভূক্ত সম্পত্তি রক্ষাকল্পে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে সিভিল রিভিশন (সি/আর) অথবা আপীল দায়ের করার জন্য নির্ধারিত তামাদি মেয়াদের মধ্যে প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সলিসিটর অনুবিভাগে সরাসরি প্রেরণ করে সিনিয়র সহকারী সচিব, শাখা-৯, ভূমি মন্ত্রণালয়-কে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় বরাবর অনুলিপি প্রেরণ করতে হবে।

2) অর্পিত সম্পত্তির ক্ষেত্রে নিম্ন আদালতের রায় /ডিক্রীতে সংক্ষুব্দ হলে হাইকোর্ট বিভাগে সিভিল রিভিশন বা আপীল দায়ের করার পদক্ষেপ নিতে হবে। বর্ণিত ক্ষেত্রে অত্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব শাখা-৯ এর নিকট প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ জরুরীভাবে অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরাসরি প্রেরণ করতে হবে। কোন অবস্থায় ভি,পি,আইন উপদেষ্টা বরাবর বা আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা যাবে না। কাগজপত্র/কেইস নথি বাহক মারফত প্রেরণ করতে হবে। বর্ণিত উভয় নিয়মের কোন ব্যত্যয় ঘটানো যাবে না।

3) বিভাগীয় উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনারগণ সহ মাঠ পর্যায়ে অন্যান্য উর্ধ্বতন পরিদর্শনকারী কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসকের ভূমি অধিশাখা, উপজেলা ভূমি অফিস এবং ইউনিয়ন ভূমি অফিস পরিদর্শন/দর্শনকালে ১ নং খাস সম্পত্তি এবং অর্পিত সম্পত্তি মামলা বিষয়ক কার্যক্রম নিবিড়ভাবে তদারকী ও পরিবীক্ষণ করবেন।

সূত্রোক্ত স্মারকের নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য Ready reference হিসাবে পরিপত্রের এক প্রস্থ অত্রসাথে প্রেরণ করা হলো।

স্বাঃ/-
(মোঃ তোফাজ্জল হোসেন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন-৭১৬০১৫০

স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৯-(আইন)২০/২০০৭-১০৬০/১(৯) তারিখ-২৭/০৬/২০০৭ ইং

সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

১। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান, ভূমি আপীল বোর্ড, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
৩। মহা-পরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
৪। বিভাগীয় কমিশনার,.....(সকল)।

স্বাঃ/-
(মোঃ তোফাজ্জল হোসেন)
সিনিয়র সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা-৯

স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৯-(আইন)/১/২০০০-৩৫৪ তারিখ-১৭/০৪/২০০০ ইং

অফিস আদেশ

অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত মহামান্য সুপ্রীমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে ও আপীল বিভাগে রীট, সি/আর, আপীল মামলা সমূহ দায়ের করার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়োজিত বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টাগণকে আইন খরচ হিসাবে প্রতি কেসের জন্য ২,৫০০/- (দুই হাজার পাঁচশত) টাকা করে অগ্রিম দেয়া হবে। বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার চাহিদা পত্রের উপর সংশ্লিষ্ট উপসচিব চূড়ান্ত বিলের সমন্বয় সাপেক্ষে এই অগ্রীম অর্থের অনুমোদন দিবেন।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকরী হবে।

স্বাঃ/-
(মোঃ নাজমূল আহসান)
যুগ্ম-সচিব (আইন)

স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৯-(আইন)/১/২০০০-৩৫৪ তারিখ-১৭/০৪/২০০০ইং

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

০১। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
০২। মাননীয় সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
০৩। যুগ্ম-সচিব (আইন), ভূমি মন্ত্রণালয়।
০৪। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), ভূমি মন্ত্রণালয়।
০৫। যুগ্ম-সচিব(উন্নয়ন), ভূমি মন্ত্রণালয়।
০৬। উপসচিব (প্রশাসন)/আইন/উন্নয়ন,ভূমি মন্ত্রণালয়।
০৭। উপসচিব-৪, ভূমি মন্ত্রণালয়।
০৮। সিনিয়র সহকারী সচিব, শাখা-(প্রশাসন-১), ভূমি মন্ত্রণালয়।
০৯। সিনিয়র সহকারী সচিব, শাখা-৬, ভূমি মন্ত্রণালয়।
১০। জনাব মোঃ রাজিউর রহমান চৌধুরী, বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা, ভূমি মন্ত্রণালয়।
১১। জনাব এ,এল,এম, মেসবাহউদ্দীন, বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা , ভূমি মন্ত্রণালয়।
১২। জনাব রফিকুল ইসলাম বকসী, বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা, ভূমি মন্ত্রণালয়।
১৩। জনাব ফজলুল হক, বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা, ভূমি মন্ত্রণালয়।

স্বাঃ/-
(ইবনে আহমেদ)
সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা-৯

স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৯-(আইন)/৭/৯২- ৫৫ তারিখ-১৪/০১/১৯৯৯ ইং

অফিস আদেশ

বিষয়ঃ আইন উপদেষ্টা (অর্পিত সম্পত্তি) এর রিটেইনার ও অন্যান্য ফি পুনঃ নির্ধারন প্রসংগে।

নিম্নস্বাক্ষরকারী আদিষ্ট হইয়া জানাইতেছে যে, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ও আপীল বিভাগ অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলা পরিচালনায় নিয়োজিত বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টাদের রিটেইনার এবং অন্যান্য ফি নিম্নরূপ হারে পুনঃ নির্ধারন করা হইলোঃ

ক) রিটেইনার ফি (মাসিক)	=	২,০০০/-
খ) আর্জি/জবাব ড্রাফটিং ফি (কেইস প্রতি)	=	২,০০০/-
গ) শুনানীতে অংশগ্রহণ ফি (কেইস প্রতি)	=	১,৫০০/-
ঘ) ধার্য্য তারিখে শুনানী না হওয়া সত্ত্বেও হাজিরা ফি (দিন প্রতি)	=	৩০০/-
ঙ) সহায়ক স্টাফ ফি (দিন প্রতি)	=	আইনজীবীর জন্য পরিশোধ্য ফি এর শতকরা শত ভাগ।
চ) আইনগত মতামত দেয়ার ফি- (নথি প্রতি)	=	৩,০০০/-

২। উপরোক্ত হারে হাইকোর্ট বিভাগ এবং আপীল বিভাগ নির্বিশেষে অবিলম্বে কার্য্যকর হবে। মূল নিয়োগ পত্রের অন্যান্য শর্তাবলী অপরিবর্তীত থাকিবে।

স্বাঃ/-
(শেখ শহীদুলস্নাহ)
উপসচিব (আইন)

স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৯-(আইন)/৭/৯২-৫৫/১(৪) তারিখ-১৪/০১/১৯৯৯ ইং

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইলঃ
১। জনাব মোঃ শহীদুল আলম চৌধুরী, বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা (অর্পিত সম্পত্তি), বাংলাদেশ হাইকোর্ট বিভাগ ও সুপ্রীমকোর্ট এর আপীল বিভাগ, সুপ্রীমকোর্ট ভবন, ঢাকা।
২। জনাব রফিকুল ইসলাম বকসী, বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা (অর্পিত সম্পত্তি), হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।
৩। জনাব ফজলুল হক, বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা (অর্পিত সম্পত্তি), হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা। রুম নং-১৩।
৪। সিনিয়র সহকারী সচিব, শাখা-৬, অত্র মন্ত্রণালয়।
৫। অফিস কপি।

স্বাঃ/-
(এ,বি,মোহাম্মদ আলী)
সিনিয়র সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা-৯

স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৯-৯/৯৫-৫৮৩-আইন তারিখ-২৪/০৬/১৯৯৭ইং

প্রেরকঃ শাহ মোঃ মুনসুরুল হক
উপসচিব

প্রাপকঃ জনাব ----------।

বিষয় ঃ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলা পরিচালনা করার জন্য অস্থায়ী ভিত্তিতে আইন উপদেষ্টা নিয়োগ।

নিম্নস্বাক্ষরকারী আদিষ্ট হইয়া জানাইতেছে যে, সরকার বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে সরকারের পক্ষে অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলা মোকদ্দমা পরিচালনা করার জন্য নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে অস্থায়ী ভিত্তিতে তাহাকে আইন উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োগ করিয়াছেন।

১। রিটেইনার ফি বাবদ তাহাকে মাসিক ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা অর্পিত সম্পত্তি তহবিল হইতে প্রদান করা হইবে এবং করনিক এর ফি ১০% দেওয়া হইবে।

২। হাইকোর্ট বিভাগে প্রতি শুনানী দিবসের জন্য প্রতিদিন তাহাকে ২০০/- (দুইশত) টাকা হারে পারিশ্রমিক/সম্মানী প্রদান করা হইবে। কোন মামলার শুনানীর তালিকায় থাকিলে এবং আইন উপদেষ্টার শুনানীর জন্য কোর্টে উপস্থিত থাকাসত্বেও কোন কারণ বশতঃ শুনানী না হইলে ঐ শুনানী দিবসের জন্য ৫০/-(পঞ্চাশ) টাকা পারিশ্রমিক/সম্মানী প্রদান করা হইবে।

৩। ভূমি মন্ত্রণালয় কোন কারণ দর্শান ব্যতিরেকে যে কোন সময় আইন উপদেষ্টা হিসাবে তাহার নিয়োগ বাতিল করিতে পারিবেন।

৪। মোকদ্দমা পরিচালনার জন্য তাহার বিলের পাওনা অর্থ ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীন অর্পিত সম্পত্তি সেলের পি,ডি, হিসাব হইতে পরিশোধ করা হইবে।

৫। ভূমি মন্ত্রণালয়ের অর্পিত সেল হইতে সময় সময় জারীকৃত নিয়ম মোতাবেক কোর্টের মামলা মোকদ্দমা পরিচালনার জন্য তাঁহাকে ফিস/সম্মানী প্রদান করা হইবে।

৬। তাঁহাকে হাইকোর্ট বিভাগের অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলা মোকদ্দমা ভূমি মন্ত্রণালয়ের সরাসরি নিয়ন্ত্রন থাকিয়া পরিচালনা করিতে হইবে এবং মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ সহকারে নিষ্পত্তির ১৫(পনের) দিনের মধ্যে অত্র মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করিতে হইবে।

৭। মোকদ্দমার আরজি/পুনাবিদা/বা মোকদ্দমা আদালতে রুজু করিবার জন্য এবং আইনগত মতামত দেওয়ার জন্য পৃথক ফিস/সম্মানী দেওয়া হইবে না।

৮। তাহার যোগ্যতা/সমেত্মাষজনক কর্ম সম্পাদনের ভিত্তিতে তাহাকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মামলা ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হইবে।

স্বাঃ/-
(শাহ মোঃ মুনসুরুল হক)
উপ-সচিব (আইন)

স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৯-৯/৯৫-৫৮৩/১(৪)(১৪৪)-আইন তারিখ-২৪/০৬/১৯৯৭ ইং

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রদান করা হইলঃ

১। সচিব, আইন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
৪। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৫। চেয়ারম্যান, ভূমি আপীল বোর্ড, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
৬। কমিশনার.....(সকল)।
৭। এটর্নী জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট।
৮। রেজিষ্টার বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, ঢাকা।
৯। জেলা প্রশাসক.....(সকল)।
১০। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক.....(সকল)।
১১। জনাব মোঃ শহীদুল আলম চৌধুরী, বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা (অর্পিত সম্পত্তি), আপীল বিভাগ, সুপ্রীমকোর্ট ভবন, ঢাকা।
১২। গার্ড ফাইল, অত্র মন্ত্রণালয়।

স্বাঃ/-
(মোঃ রহমত উলয়াহ)
সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা-৯

স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৯-২৪/৯৪-১০৫৯(১৪০)-বিবিধ তারিখ- ২৭/১২/১৯৯৫ইং

পরিপত্র নং-৯৪

প্রাপকঃ ১। জেলা প্রশাসক,.....(সকল)।
২। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)
.....(সকল)।

বিষয়ঃ মহামান্য হাইকোর্টে সিভিল রিভিশন মামলা (অর্পিত সম্পত্তি খাস) দায়েরের জন্য ওকালতনামা ও সইমুহরী নকল প্রেরণ প্রসংগে।

লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে বিভিন্ন জেলা থেকে মহামান্য হাইকোর্টে সিভিল রিভিশন মামলা দায়েরের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত নথিতে ওকালতনামা ও নিম্ন আদালতের রায়ের সইমুহরী নকল সমুহ সঠিকভাবে প্রেরণ করা হয় না। যাহার ফলে যথা সময়ে মহামান্য হাইকোর্টে মামলা দায়ের সম্ভব না হওয়ায় বিলম্ব জনিত কারণে তামাদির দোষে অনেক সময় মামলা সমুহ খারিজ হয়ে যাওয়া সরকারেরর বিপুল পরিমানর সম্পদ বেহাত হইয়া যাইতেছে।

এমতাবস্থায়, অত্র মন্ত্রণালয়ের জারীকৃত ২২/০৬/৯৪ ইং এর স্মারক নং-২৯০ এবং ২৮/০৫/৯৫ইং এর স্মারক নং- ৪৩১, যথাযথভাবে অনুসরন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে পুনঃ অনুরোধ করা হইল।

স্বাঃ/-
(মোঃ মাহাবুব হোসেন খান)
সিনিয়র সহকারী সচিব

স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৯-২৪/৯৪-১০৫৯(১৪০)-বিবিধ তারিখ-২৭/১২/১৯৯৫ইং

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল।

১। বিভাগীয় কমিশনার, ...(সকল)।

স্বাঃ/-
(মোঃ মাহাবুব হোসেন খান)
সিনিয়র সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা-৯

স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৯-১৯/৯৩/২০৩(২১২)বিবিধ তারিখ-২৬/০৬/১৯৯৪ ইং

প্রাপকঃ ১) জেলা প্রশাসক, (সকল)
.....জেলা।

২) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)
.....জেলা।

৩) সহকারী কমিশনার (ভূমি)
.....জেলা।

পরিপত্র

বিষয়ঃ অর্পিত সম্পত্তি সম্পর্কিত মামলা প্রসংগে।

লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, অর্পিত সম্পত্তি সম্পর্কিত মামলায় হাইকোর্ট আপীল/সি,আর ইত্যাদি দায়েরের জন্য জেলা প্রশাসন থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরাসরি আইন মন্ত্রণালয়ের সলিসিটর উইং এ প্রেরণ করা হচ্ছে এর ফলে মূল্যবান সময় নষ্ট হয়, মামলা দায়েরের মেয়াদ উর্ত্তীণ হয় এবং অযথা কাজের জটিলতা বৃদ্ধি পায় যা সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত। অর্পিত সম্পত্তি সম্পর্কিত মামলার কাগজপত্র ১৯/০৫/৯৪ তারিখের ভূঃমঃ/শা-৯-১৯/৯৩/২১৪/৫৮২বিবিধ নং স্মারকে জারীকৃত পরিপত্রে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ৯ নং শাখায় প্রেরণ করার জন্য বলা হয়েছে।

২। গত ১৯/০৫/৯৪ তারিখে জারীকৃত পরিপত্রের অনুবৃত্তিক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, অর্পিত সম্পত্তি সম্পর্কিত কোন মামলায় নিম্ন আদালতের আদেশের বিরুদ্ধে আপীল/সিভিল রিভিশন ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিম্ন আদালতের রায় ও ডিক্রীর নকল, মামলাধীন সম্পত্তির প্রকৃতি ও পরিমাণ, আনুমানিক মূল্য, ঐ জমিতে সরকারের স্বত্ব স্বার্থের বিবরণ, ওকালতনামা, ভিপি কৌশলীর মতামত ইত্যাদি সম্বলিত স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিবেদন সকল ক্ষেত্রে জরুরী ভিত্তিতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব, শাখা-৯ এর নিকট প্রেরণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট আদালতের রায় ও ডিক্রী স্বাক্ষরের সংগে সংগেই নকলের জন্য আবেদন করতে হবে এবং নকল তৈরি হবার পর অন্যান্য কাগজপত্র সহ ২০(বিশ) দিনের মধ্যে তা ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে যাতে তামাদির পূর্বেই প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। এখন থেকে অর্পিত সম্পত্তি বিষয়ক মামলার কাগজপত্র আইন মন্ত্রণালয়ে সলিসিটর উইং এ পাঠালে কিংবা যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে ভূমি মন্ত্রণালয়ে না পাঠালে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)-কে দায়-দায়িত্ব বহন করতে হবে।

৩। জেলা প্রশাসকগণকে বিষয়টির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্য অনুরোধ করা হলো।

স্বাঃ/-
আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী
ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা-৯
www.minland.gov.bd

স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৯-১৯/৯৩/২৯০(২১২)বিবিধ তারিখ-২২/০৬/১৯৯৪ ইং

প্রাপকঃ ১) জেলা প্রশাসক, ...(সকল)

২) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)
.....(সকল)।

পরিপত্র

বিষয়ঃ অর্পিত সম্পত্তি সম্পর্কিত মামলা প্রসংগে।

লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, অর্পিত সম্পত্তি সম্পর্কিত মামলায় হাইকোর্ট আপীল/সি,আর ইত্যাদি দায়েরের জন্য জেলা প্রশাসন থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরাসরি আইন মন্ত্রণালয়ের সলিসিটর উইং এ প্রেরণ করা হচ্ছে এর ফলে মূল্যবান সময় নষ্ট হয়, মামলা দায়েরের মেয়াদ উর্ত্তীণ হয় এবং অযথা কাজের জটিলতা বৃদ্ধি পায় যা সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত। অর্পিত সম্পত্তি সম্পর্কিত মামলার কাগজপত্র ১১/০৫/৯৪ তারিখের ভূঃমঃ/শা-৯-১৯/৯৩/২১৪/৫৮২বিবিধ নং স্মারকে জারীকৃত পরিপত্রে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ৯ নং শাখায় প্রেরণ করার জন্য বলা হয়েছে।

২। গত ১১/০৫/৯৪ তারিখে জারীকৃত পরিপত্রের অনুবৃত্তিক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, অর্পিত সম্পত্তি সম্পর্কিত কোন মামলায় নিম্ন আদালতের আদেশের বিরুদ্ধে আপীল/সিভিল রিভিশন ইত্যাদির ক্ষেত্রে নিম্ন আদালতের রায় ও ডিক্রীর নকল, মামলাধীন সম্পত্তির প্রকৃতি ও পরিমাণ, আনুমানিক মূল্য, ঐ জমিতে সরকারের স্বত্ব স্বার্থের বিবরণ, ওকালতনামা, ভিপি কৌশলীর মতামত ইত্যাদি সম্বলিত স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিবেদন সকল ক্ষেত্রে জরুরী ভিত্তিতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব, শাখা-৯ এর নিকট প্রেরণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট আদালতের রায় ও ডিক্রী স্বাক্ষরের সংগে সংগেই নকলের জন্য আবেদন করতে হবে এবং নকল তৈরি হবার পর অন্যান্য কাগজপত্র সহ ২০(বিশ) দিনের মধ্যে তা ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে যা'তে তামাদির পূর্বেই প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। এখন থেকে অর্পিত সম্পত্তি বিষয়ক মামলার কাগজপত্র আইন মন্ত্রণালয়ের সলিসিটর উইং এ পাঠালে কিংবা যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে ভূমি মন্ত্রণালয়ে না পাঠালে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)-কে দায়-দায়িত্ব বহন করতে হবে।

৩। জেলা প্রশাসকগণকে বিষয়টির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্য অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী
ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা-৯

স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৯-৭/৯২/২৪৮-আইন তারিখ-০৪/০৩/৯৩ ইং

অফিস স্মারক

বিষয়ঃ আইন উপদেষ্টা (অর্পিত সম্পত্তি)-এর রিটেইনার ও অন্যান্য ফি পুনঃ নির্ধারণ প্রসংগে।

নিম্নস্বাক্ষরকারী আদিষ্ট হইয়া জানাইতেছে যে, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ও অপীল বিভাগে অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলা পরিচালনায় নিয়োজিত বিজ্ঞ উপদেষ্টাদের রিটেইনার ও অন্যান্য ফি নিম্নরূপ হারে পুনঃ নির্ধারণ করা হইয়াছেঃ

ক) রিটেইনার ফি..... ২০০/-
খ) আপীল বিভাগে মামলা পরিচালনা ফি..... ৪০০/-
গ) হাইকোর্ট বিভাগে মামলা পরিচালনার ফি..... ২০০/-
(প্রতিদিন)
ঘ) নির্ধারিত তারিখে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও..... ৫০/-
কোন কারণে শুনানী না হইলে (প্রতিদিন)
ঙ) একদিনে একাধিক মামলার শুনানী হইলে ও এক শুনানী দিবসের বেশী ফি প্রদান করা হইবে না।

২। মূল নিয়োগ পত্রের অন্যান্য শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকিবে এবং উলিস্নখিত সংশোধিত হার ০১/০৩/৯৩ ইং তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

স্বাঃ/-
(আবদুল মান্নান)
সহকারী সচিব

স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৯-৭/৯২/২৪৮-আইন তারিখ-০৪/০৩/৯৩ ইং

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থেঃ

১। হিসাব শাখা (অর্পিত সম্পত্তি), ভূমি মন্ত্রণালয়।
২। সিনিয়র সহকারী সচিব, শাখা-৬, ভূমি মন্ত্রণালয়।

স্বাঃ/-
(আবদুল মান্নান)
সহকারী সচিব

স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৯-৭/৯২/২৪৮-আইন তারিখ-০৪/০৩/৯৩ ইং

অনুলিপি জ্ঞাতার্থেঃ-
১। জনাব মোঃ মাকসুদুর রহমান আইন উপদেষ্টা (অর্পিত সম্পত্তি), সুপ্রীমকোর্ট ভবন, হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।
২। জনাব মোঃ হিদুল আলম চৌধুরী আইন উপদেষ্টা (অর্পিত সম্পত্তি), সুপ্রীমকোর্ট ভবন, হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।

স্বাঃ/-
(আবদুল মান্নান)
সহকারী সচিব

পঞ্চম অধ্যায়

খতিয়ান সংশোধন ও নামজারী সংক্রান্ত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
আইন শাখা-০১
www.minland.gov.bd

স্মারক নং- ৩১.০০.০০০০.০৪২.৬৭.০৩১.১১.৫৮৫ তারিখঃ ০২ -০৯-১৪ খ্রিঃ

পরিপত্র

বিষয়ঃ বিদ্যমান আইনানুযায়ী চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত রেকর্ড সংশোধন।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচেছ যে বিভিন্ন জেলায় জরিপের চূড়ান্ত রেকর্ড তথা খতিয়ান (ROR) প্রকাশিত হবার পর ব্যাপক হারে ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে মামলা হচ্ছে বলে মন্ত্রণালয় অবহিত হয়েছে, যার সংখ্যা উদ্বেগজনক। তৎপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত রেকর্ড সংশোধনের বিষয়ে তিন প্রকারের কর্তৃপক্ষ তিন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণে আইনত ক্ষমতাবান।

প্রথমতঃ সংশ্লিষ্ট রাজস্ব কর্মকর্তা (Revenue Officer) বা সহকারী কমিশনার (ভূমি) The State Acquisition & Tenancy Act, 1950 এর ১৪৩ ধারামতে এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ এর বিধি-২৩(৩) অনুযায়ী চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত রেকর্ডের করণিক ভুল (Clerical Mistakes) নিজেই সংশোধন করতে পারেন। যেমনঃ নামের ভুল, অংশ বসানোর হিসেবে ভুল, দাগসূচিতে ভুল, ম্যাপের সাথে রেকর্ডের ভুল ইত্যাদি। একইভাবে Fraudulent Entry বা জালিয়াতির মাধ্যমে সৃষ্ট চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত রেকর্ড সংশোধনের জন্য প্রাপ্ত আবেদন অথবা প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ এর বিধি-২৩(৪) অনুযায়ী রাজস্ব কর্মকর্তা রেকর্ড সংশোধনের জন্য বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

দ্বিতীয়তঃ The State Acquisition & Tenancy Act, 1950 এর 149(4) ধারামতে Board of Land Administration যে কোন সময় Bonafide Mistake সংশোধন করতে পারেন। যেমনঃ জরিপকালে পিতার মৃত্যুর কারণে সমত্মানদের নামে সম্পত্তি রেকর্ড হবার কথা থাকলেও জরিপকারকদের ভুল বা অজ্ঞাত কারণে তা মূল প্রজা বা পিতার নামে রেকর্ড হওয়া ইত্যাদি। Board of Land Administration বর্তমানে বিলুপ্ত বিধায় তার ক্ষমতা সরকারের পাশাপাশি যুগপৎ ভূমি আপিল বোর্ডও সমভাবে প্রয়োগে ক্ষমতাবান। এই তিন কর্তৃপক্ষের আওতা বহির্ভূত বিষয়েই ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে আবেদন করতে হবে।

এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে সংশ্লিষ্ট সবাইকে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)ঃ

১। চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড/ ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা।
২। বিভাগীয় কমিশনার, ... (সকল)।
৩। জেলা প্রশাসক, ... (সকল)।
৪। উপসচিব, আইন-২ অধিশাখা, ভূমি মন্ত্রণালয় (প্রকাশিতব্য ম্যনুয়ালে প্রকাশের জন্য অনুরোধসহ)।
৫। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ..... (সকল)।
৭। প্রোগ্রামার, ভূমি মন্ত্রণালয় (মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৮। সহকারী কমিশনার (ভূমি) ..... (সকল)।

স্বাক্ষরিত/-
(আলিয়া মেহের)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন-৯৫৪০১২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
আইন শাখা-০১
www.minland.gov.bd

স্মারক নং-৩১.০০.০০০০.০৪২.০৪.০০৩.১৪-৪৫৪ তারিখঃ ০২-০৭-২০১৪ খ্রিঃ

আদেশ

রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন-১৯৫০ এর ৯৫ ধারা অনুসারে রায়তি জোতের রেহেনের উপর সীমারেখা সংক্রান্তে খায়খালাসি রেহেনের ক্ষেত্রে রেহেন উদ্ধার ও দখল ফিরে পাবার আবেদন নিষ্পত্তি এবং এ সংক্রান্তে আদেশ প্রদানের ক্ষমতা এতদ্বারা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন-১৯৫০ এর ৯৫(৪) ধারার বিধানমতে সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণকে নির্দেশক্রমে প্রদান করা হলো।

২। সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণ এই আদেশ জারির তারিখ হতে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন-১৯৫০ এর ৯৫ ধারার বিধান মতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

স্বাঃ/-
(আলিয়া মেহের)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন-৯৫৪০১২৫।

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)ঃ

১। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, মতিঝিল, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
৩। বিভাগীয় কমিশনার, ... (সকল)।
৪। যুগ্মসচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, ... (সকল)।
৫। জেলা প্রশাসক, ... (সকল)।
৬। উপসচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, ... (সকল)।
৭। উপ-নিয়ন্ত্রক, ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ সরকারী গেজেটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
৮। প্রোগ্রামার, ভূমি মন্ত্রণালয় (মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রচার করার জন্য)।

অনুলিপিঃ সদয় অবগতির জন্য (জ্যেষ্টতার ক্রমানুসারে নয়)ঃ

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন,বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় (মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৬। প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় (প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৭। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় (সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-২ (মাঠ প্রশাসক)
www. minland.gov.bd

স্মারক নং- ৩১.০০.০০০০.০৪৬.০১৯.০১৮.১৪-২২৫ তারিখঃ ০৯/০৪/২০১৪ খ্রিঃ

অফিস আদেশ

ভূমি মন্ত্রণালয়ের ০৯/১২/১৯৯০ তারিখের ভূঃমঃ/শা-১৫-১৩০/৯০/৭৬৩ নং আদেশসহ ইতোঃপূর্বে জারীকৃত সকল আদেশ বাতিল পূর্বক ভূমি মন্ত্রনালয়ে ন্যস্তকৃত সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণের বদলীর ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত আদেশ প্রদান করা হলোঃ

(ক) ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/সিলেট/বরিশাল/রংপুর/গাজীপুর/নারায়নগঞ্জ/কুমিলস্না মহানগর এলাকার (সিটি করপোরেশন) সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণের বদলী এবং ভূমি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সকল প্রশাসনিক কার্যাদি ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে।

(খ) (ক) নং ক্রমিকে বর্ণিত এলাকায় কর্মরত কর্মকর্তাগণ ব্যতীত সংশ্লিষ্ট বিভাগের সহকারী কমিশনার (ভূমি) হিসেবে কর্মরত কর্মকর্তাগণকে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারগণ নিয়োগ ও বদলী করবেন।

(গ) সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণের আন্তঃবিভাগীয় নিয়োগ/বদলীর ক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(ঘ) সহকারী কমিশনার (ভূমি) হিসেবে কমপক্ষে ০১ (এক) বছর কাজের অভিজ্ঞতা না থাকলে মহানগর এলাকায় সহকারী কমিশনার (ভূমি) হিসেবে পদায়ন করা যাবে না।

(ঙ) সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণের মহানগরে একই কর্মস্থলে কর্মকালের মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ০২ (দুই) বছর।

২। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

স্বাক্ষরিত
(এ,টি,এম মোস্তফা কামাল)
উপ-সচিব
ফোন-৯৫৪০১৭২

স্মারক নং - ৩১.০০.০০০০.০৪৬.০১৯.০১৮.১৪-২২৫/১(৮৭) তারিখঃ ০৯/০৪/২০১৪ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহনের জন্য প্রেরণ করা হলোঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)ঃ-

১। মন্ত্রিপরিষদ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
২। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সিনিয়র সচিব, জন বিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়।
৪। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ১৪১-১৪৩, মতিঝিল, বা/এ, ঢাকা।
৫। চেয়ারম্যান, ভূমি আপীল বোর্ড, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
৬। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
৭। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর বিভাগ।
৮। জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, গুচ্ছগ্রাম, ৩/এ নীলক্ষেত বাবুপুরা ঢাকা।
৯। পরিচালক, ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ৩/এ নীলক্ষেত বাবুপুরা ঢাকা।
১০। জেলা প্রশাসক, ...(সকল)
১১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
১২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
১৩। সিনিয়র সিষ্টেম এনালিষ্ট, পিএসিসি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
১৪। উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৫। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
১৬। হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব), ভূমি মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
আইন শাখা-১
www.minland.gov.bd

স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-৯/(বিবিধ)/১৩/২০০৯- ৭২৩ তারিখঃ ১২/১১/২০১৩ খ্রিঃ

বিষয়ঃ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের Governance Innovation Unit এ ভূমি মন্ত্রণালয় হতে প্রস্তাবিত Innovation Challenge proposal বাস্তবায়ন সংক্রান্ত।

সূত্রঃ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এর পত্র সংখ্যা- ০৩.০৯২.০০৬.০০.০০.০০১.২০১২ - ২৮৯, তারিখ ০৩ নভেম্বর ২০১৩।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়েGovernance Innovation Unit (GIU) এর অধীন ৭টি Path Finder Ministry এর মধ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় অন্যতম। উক্ত ইউনিটের কার্যক্রমের অধীনে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিতInnovation Challenge Proposal- এ নামজারি কার্যক্রম স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করার নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিমণরুপ প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়ঃ

ক) আবেদনকারীকে নামজারি কেসের প্রতিটি স্তরের বিষয়ে নোটিশ মোবাইল ফোনে এসএমএস এর মাধ্যমে অবহিত করতে হবে।

খ) প্রস্তাবিত প্রক্রিয়া সারাদেশে চালু করার পূর্বে ঢাকা মহানগরী এলাকার সহকারী কমিশনার (ভূমি), রমনা সার্কেলের কার্যালয় হতে পাইলট প্রকল্পরুপে পরীক্ষামূলকভাবে চালু করতে হবে।

২। প্রস্তাবিত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নিমণবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবেঃ

ক) প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য নামজারি আবেদনের নির্ধারিত ফরমে আবেদনকারীর মোবাইল ফোন নম্বর দেওয়া বাধ্যতামূলক করতে হবে।

খ) সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসের জন্য একটি নির্দিষ্ট মোবাইল সিম অর্থাৎ একটি মোবাইল ফোন নম্বর থাকা প্রয়োজন। এ সংক্রান্ত ব্যয় ও বাজেট অনুমোদনের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন উইং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

গ) পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে ঢাকা মহানগরীর রমনা সার্কেল-এ পরীক্ষামূলকভাবে নামজারির আবেদনের বিষয়ে প্রস্তাবিতকার্যক্রম আগামী ১/১২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে চালু করতে হবে।

স্বাঃ/-
(আলিয়া মেহের)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৪০১২৫

জেলা প্রশাসক
ঢাকা।

স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-৯/(বিবিধ)/১৩/২০০৯-৭২৩/১(৬) তারিখঃ ১২/১১/২০১৩ খ্রিঃ

অনুলিপিঃ সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থেঃ

২। যুগ্ম সচিব (প্রশাসন)/আইন), ভূমি মন্ত্রণালয়।
৩। ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, GIU, ভূমি মন্ত্রণালয়।
৪। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), ঢাকা।
৫। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
৬। সহকারী কমিশনার (ভূমি), রমনা সার্কেল, ঢাকা।

স্বাঃ/-
(আলিয়া মেহের)
সিনিয়র সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
আইন শাখা-০২
www. minland.gov.bd

স্মারক নং- ৩১.০০.০০০০.০৪৩.৬৮.০০৫.১২(বিবিধ)- ২৬২ তারিখঃ ২৮-০৫-২০১২ ইং

পরিপত্র

গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, সরকারি সম্পত্তি রক্ষার জন্য সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত মোকদ্দমা লড়ার বিধান থাকা সত্বেও বিজ্ঞ আদালত/মাননীয় হাইকোর্টের রায় মূলে, নামজারি/রেকর্ড সংশোধনের অনুমতি দানের জন্য জেলা প্রশাসন হতে মন্ত্রণালয়ে কেসনথি/আবেদন প্রেরণ করা হচ্ছে, যা সম্পূর্ণ অনাকাঙ্খিত ও অনভিপ্রেত।

০২। সর্বোচ্চ আদালতের চূড়ান্ত রায় ছাড়া কোন কারণে কেসনথি/আবেদনটি মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত হলে সে বিষয়ে প্রেরিত আবেদন বা কেস নথিকে পর্যাপ্ত তথ্য বা যথাযথ তথ্য সংযোজিত থাকেনা। এছাড়া, প্রেরিত আবেদন বা কেস নথিকে জেলা প্রশাসকের মতামত/মন্তব্য অস্পষ্ট এবং দায়সারা গোছের হয়ে থাকে।

০৩। বিজ্ঞ আদালত/মাননীয় উচ্চ আদালতের রায় মূলে নামজারি/রেকর্ড সংশোধনের অনুমতি দানের জন্য মন্ত্রণালয়ের কেস নথি/আবেদন প্রেরণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো, ইতোঃপূর্বে জারিকৃত ''দেওয়ানি মামলা সম্পর্কিত নমুনা ছকে'' অন্তর্ভূক্ত করে জবাব প্রদান করতে হবেঃ-

(ক) চূড়ান্ত রায় প্রদানকারী বিজ্ঞ/মাননীয় আদালতের নাম,
(খ) মহামান্য সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগে আপিল/রিভিউ করা না হয়ে থাকলে তার কারণ (যুক্তিগ্রাহ্য, তথ্যপূর্ণ এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ),
(গ) বিজ্ঞ আদালত/মাননীয় উচ্চ আদালতের রায়ের ফলে নামজারি/রেকর্ড সংশোধন করা হলে, তাতে ক্ষতিগ্রস্থ সরকারি সম্পত্তির পরিমান ও সম্ভাব্য আর্থিক মূল্য,
(ঘ) মোকদ্দমায় সরকার পক্ষের হারার কারণ,
(ঙ) অবহেলা বা অন্য কোন কারণে মোকদ্দমায় সরকার পক্ষ পরাজিত হলে, দায়ী ব্যক্তিদের নাম ও ঠিকানা এবং তাদের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থা।
(চ) সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিয়য়ে জেলা প্রশাসক এর নিজস্ব সুস্পষ্ট মতামত ও সুপারিশ,

০৪। বিগত ১২/০৪/২০১১ খ্রিঃ তারিখে জারিকৃত এ মন্ত্রণালয়ের ভূঃমঃ/শা-৯(নামজারি)(সকলজেলা)/১৫১/০৮-৫০১ নং পরিপত্রের আলোকে সরকারি সম্পত্তি বা সরকারি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মোকদ্দমায় বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক যাচিত দলিল ও কাগজাদি, সাক্ষ্য প্রমাণাদি যথা সময়ে বিজ্ঞ আদালতে উপস্থাপনপূর্বক মোকদ্দমায় যথাযথ প্রতিদ্বন্দিতা করার জন্য বিজ্ঞ সরকারি আইনজীবি ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের আন্তরিক অংশগ্রহনের বিয়ষটি নিশ্চিত করতে হবে।

০৫। একতরফা রায় যত সময়কাল পূর্বেই প্রদত্ত হোক না কেন, রায়ের বিষয়টি জ্ঞাত হবার সঙ্গে সঙ্গে বিলম্বের যথাযথ কারণ ব্যাখ্যা করে উপযুক্ত আদালতে আপিল/রিভিউ মোকদ্দমা দায়ের করে সতর্ক প্রতিদ্বন্দিতা করতে হবে।

চলমান পাতা - ২

০৬। সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলায় লিখিত জবাব (affidavit in opposition) প্রদান সম্পর্কে মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগের পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৮/০৪/১২ খ্রিঃ তারিখে জারিকৃত ০৪.১১১.০৩৫.০০.০০২.২০১০- ৪২ নং পরিপত্রের নির্দেশনার আলোকে মোকদ্দমা পরিচালনার বিষয়টি আবশ্যিকভাবে নিশ্চিত করবে হবে।

০৭। দেওয়ানি ও সরকারি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মোকদ্দমা সংক্রান্ত ''জেলা প্রশাসনের ওয়েবসাইট'' টি নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে এবং কোন জেলায় মোকদ্দমা সংক্রান্ত ওয়েবসাইট খোলা না থাকলে অনতিবিলম্বে ওয়েবসাইট খুলে মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটের সঙ্গে লিংক স্থাপন করতে হবে।

স্বাক্ষরিত
(মোঃ মোখলেছুর রহমান)
সচিব

বিতরণঃ

১। বিভাগীয় কমিশনার (সকল) .....।
২। জেলা প্রশাসক (সকল) .....।
৩। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল).....।
৪। সহকারী কমিশনার (ভূমি) (সকল) .....।

স্মারক নং- ৩১.০০.০০০০.০৪৩.৬৮.০০৫.১২(বিবিধ)- ২৬২/১(৫) তারিখঃ ২৮/০৫/১২ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্যঃ

১। মন্ত্রি পরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩। সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৪। বিজ্ঞ রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, ঢাকা।
৫। বিজ্ঞ সলিসিটর, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

স্বাক্ষরিত
(শঙ্কর চন্দ্র বসু)
উপ-সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
আইন শাখা-০২
www. minland.gov.bd

স্মারক নং- ভূঃমঃ/শাঃ-৯(বিবিধ)/১৩/০৯-৪০০ তারিখঃ ১৭/০৫/২০১২ খ্রিঃ

বিষয়ঃ প্রবাসীদের নামে জমির নামজারির ক্ষেত্রে সময়সীমা শিথিল করণ।

সূত্রঃ ১। মন্ত্রিপরিষদ, বিভাগের স্মারক নং- ০৪.৫১৪.০০৬.০৩.০০.০০২.২০১২.১২১,তাং ২-৪-১২ খ্রিঃ
২। ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-৯/(বিবিধ)/১৩/০৯-৩৮৫, তাংঃ ০৫/০৪/১০ খ্রিঃ

উপযুক্ত বিষয়ে ১ নং সূত্রোস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ২ নং সূত্রোস্থ পত্রের ধারাবাহিকতায় প্রবাসীদের নামে নামজারি জমাভাগ বিষয়ে মহানগরের ক্ষেত্রে ১২ (বার) কার্যদিবস এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ০৯ (নয়) কার্যদিবসের মধ্যে নামজারি জমাভাগ নিষ্পত্তি করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ আববাছ উদ্দিন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৪০১২৫

জেলা প্রশাসক
.....(সকল)

স্মারক নং- ভুঃমঃ/শাঃ-৯(বিবিধ)/১৩/০৯/৪০০/১(১) তারিখঃ ১৭/০৫/২০১২ খ্রিঃ

অনুলিপিঃ সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থেঃ-

১। জনাব আলতাফ হোসেন শেখ, সিনিয়র সহকারি সচিব, মাঠ প্রশাসন সমন্বয় শাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (ইহা তাঁর ০২/০৪/২০১২ তারিখের ০৪.৫১৪.০০৬.০৩.০০.০০২.২০১২.১২১ নং স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে জারি করা হলো।)

২। কার্যালয় নথি।

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ আববাছ উদ্দিন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৪০১২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা-০৯
www. minland.gov.bd

স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-৯/(আইন)/১১/০৪(অংশ-১)- ৯৩৮ তারিখঃ ১২/০৭/২০১১ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ''গেজেটভুক্ত সিএস দাগের বনভূমি ১৯২৭ সালের বন আইনের ২০ ধারার বিধানমতে সংরক্ষিত বনভূমি হিসেবে ঘোষিত না হওয়া পর্যন্ত নামজারি, জমাখারিজ, রেকর্ড সংশোধন ইত্যাদি কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা'' সংক্রান্ত অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন।

উপর্যুক্ত বিষয়ে মাননীয় ভূমি মন্ত্রীর সভাপতিত্বে বিগত ১৮/৫/১১ তারিখ অনুষ্ঠিত সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(খ) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বিভাগীয় কমিশনারগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত ২০ ধারায় প্রস্তাবসমূহ ০১ (এক) মাসের মধ্যে গেজেট প্রকাশের ব্যবস্থা নেবেন। বিভাগীয় কমিশনারগণ জেলা প্রশাসকগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত ২০ ধারার প্রজ্ঞাপন জারির প্রস্তাব সমূহ ০১(এক) মাসের মধ্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় দ্রুমত প্রজ্ঞাপন জারীর ব্যবস্থা নেবেন।

২। উপর্যূক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করে ও মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত
(শঙ্কর চন্দ্র বসু)
উপ-সচিব (আইন)
ফোন- ৭১৬০১৫০

১। সচিব
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। কমিশনার ..... (সকল) বিভাগ।

স্মারক নং - ভূঃমঃ//শা-৯/(আইন)/১১/০৪(অংশ-১) - ৯৩৮/১(৬৮) তারিখঃ ১২/০৭/২০১১ খ্রিঃ

অনুলিপিঃ সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থেঃ-

১। জেলা প্রশাসক .....(সকল) ।
২। ভূমি মন্ত্রীর একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।
৩। ভূমি প্রতি মন্ত্রীর একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।
৪। সভাপতির একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থানীয় কমিটি, জাতীয় সংসদ ভবন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (মাননীয় সভাপতির সদয় অবগতির জন্য)।
৫। সচিব এর একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

স্বাক্ষরিত/-
(শঙ্কর চন্দ্র বসু)
উপ-সচিব (আইন)
ফোন- ৭১৬০১৫০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা-০৯
www. minland.gov.bd

স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-৯(আইন)১১/০৪(অংশ-১)-৯৩৭ তারিখঃ ১২/০৭/২০১১ খ্রিঃ

বিষয়ঃ ''গেজেটভুক্ত সিএস দাগের বনভূমি ১৯২৭ সালের বন আইনের ২০ ধারার বিধানমতে সংরক্ষিত বনভূমি হিসেবে ঘোষিত না হওয়া পর্যন্ত নামজারি, জমাখারিজ, রেকর্ড সংশোধন ইদ্যাদি কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা'' সংক্রান্ত অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন।

উপর্যুক্ত বিষয়ে মাননীয় ভূমি মন্ত্রীর সভাপতিত্বে বিগত ১৮/৫/১১তারিখ অনুষ্ঠিত সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(ক) ১৯৭২ সনের বন আইনের ৪ ধারার প্রকাশিত গেজেটের অর্মম্মভূক্তি জমি উক্ত আইনের ৬ ধারা এবং পরবর্তী স্তরের কার্যক্রম সম্পন্ন করে ২০ ধারার প্রজ্ঞাপন জামির জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ২০ ধারার প্রজ্ঞাপন আগামী জুন ১২ এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। জেলা প্রশাসকগণ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ২০ ধারার প্রজ্ঞাপন জারির অগ্রগতি সম্পর্কে মন্ত্রণালকে অবহিত করবেন এবং মন্ত্রণালয় জেলার বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিত মনিটর করবে।

(খ) জেলা প্রশাসকগণ বিভাগীয় কমিশনারগণের নিকট প্রেরিত প্রস্তাবের মাসিক বিবরণীর অনুলিপি ভূমি মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।

(গ) যে সকল মৌজার বন বিভাগের কোন দাবী নাই সেই সকল মৌজার রাজস্ব কার্যক্রম যথারীতি চলবে। যে সকল মৌজার কোন দাগের আংশিক জমিতে বন বিভাগের দাবী আছে সে সকল দাগের বন বিভাগের জমি সরেজমিনে তদন্তের মাধ্যমে সীমানা চিহ্নিতকরণের জন্য নিম্নরূপ কমিটি গঠিত হয়ঃ কমিটি

(1) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ভূমি কর্মকর্তা
(2) সংশ্লিষ্ট বিট অফিসার
(3) সার্ভেয়ার (সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিস অথবা জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসের)

কমিটি সরেজমিনে তদন্ত করে ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করে প্রতিবেদন দাখিল করবে।

(ঘ) অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ উল্লেখ করে যে সকল জেলায় বন আইনের ৪ ধারায় প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে সে সব জেলার জেলা প্রশাসক এবং বিভাগীয় বন কর্মকর্তাগণ যৌথভাবে বাস্তব অবস্থা বিবেচনা ও জরিপের নক্সা পর্যালোচনা করে প্রজ্ঞাপনটি জমির প্রকৃত তফশীল নির্ণয় করে পরবর্তী ধারার কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

(ঙ) উলিস্নখিত কাজ যথা নিয়মে হচ্ছে কিনা তা মনিটরিং এর জন্য জেলা পর্যায়ে নিম্নরূপ কমিটি গঠিত হয়ঃ

কমিটি

১) জেলা প্রশাসক - সভাপতি
২) জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার- সদস্য
৩) জেলা মৎস্য কর্মকর্তা - সদস্য
৪) আরডিসি - সদস্য
৫) পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি - সদস্য
৬) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা - সদস্য সচিব

কমিটি প্রয়োজনে অন্য কোন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে। কমিটি প্রতিমাসে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হয়ে সীমানা চিহ্নিতকরণ কাজের অগ্রগতি ও বন আইনের ৬ ধারা ও ২০ ধারার কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে এবং এ কাজে কোন প্রতিবন্ধিকতা থাকলে তা চিহ্নিত করে প্রতিবন্ধকতা দুর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতিমাসে ০৭ (সাত) তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য নিদের্শক্রমে অনুরোধ করা হলো।

জেলা প্রশাসক .....(সকল)

স্বাক্ষরিত
(শঙ্কর চন্দ্র বসু)
উপ-সচিব (আইন)
ফোন- ৭১৬০১৫০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা-০৯
www. minland.gov.bd

স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-৯(নামজারি) (পাবনা)/০৪/১১-৬৮২ তারিখঃ ১৯/০৫/২০১১ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ আদালতের রায় ডিক্রির পরিপ্রেক্ষিতে রেকর্ড সংশোধন।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, আদালতের রায়/ডিক্রির পরিপ্রেক্ষিতে রেকর্ড সংশোধন ইত্যাদির ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ছকে জেলা প্রশাসকগণ থেকে যে প্রতিবেদন পাওয়া যায় তা অনেক সময়ই সমৃদ্ধ থাকে না। অন্য ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকের নিজস্ব মতামত/সুপারিশ থাকেনা এবং প্রতিবেদনের সঙ্গে মোকদ্দমার রায়/ডিক্রির সার্টিফাইড কপিসহ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র প্রেরণ করা হয় না।

২। বর্ণিত অবস্থায়, আদালতের রায়/ডিক্রির পরিপ্রেক্ষিতে রেকর্ড সংশোধন ইত্যাদি ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ছকে প্রতিবেদন প্রেরণের সময় উলিস্নখিত বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্য অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত
(কৌশল্যা রাণী বাগচী)
যুগ্ম-সচিব (আইন)
ফোন-৭১৬৬৬৯৬

জেলা প্রশাসক .....(সকল)

স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-৯(নামজারি) (পাবনা)/০৪/১১-৬৮২/১(১) তারিখঃ ১৯/০৫/২০১১ খ্রিঃ।
অনুলিপিঃ

১। জেলা প্রশাসক, পাবনা।
(এ বিষয়ে তাঁর ২৭/১২/১০ তরিখের জেপ্র/পাব/আরএস/মিস-০৮/০৮/২০১০-১৭৬৬ নং স্মারক দ্রষ্টব্য)
২। কার্যালয় নথি।

স্বাক্ষরিত
(মোঃ আববাছ উদ্দিন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন- ৭১৬০১৫০

ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা-০৯
www. minland.gov.bd

স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-৯(বিবিধ)/২১/১০-৫১৩ তারিখঃ ১০/০৪/২০১১খ্রিঃ

বিষয়ঃ ৯ম জাতীয় সংসদের ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত ৭ম বৈঠকের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সর্বশেষ গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রতিবেদন দাখিল।

উপর্যুক্ত বিষয়ে ৩০ (ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে নামজারীর যতো পেন্ডিং কেইস রয়েছে তা শেষ করা এবং যেসব কর্মকর্তা তা করতে ব্যর্থ হবেন তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো ।

স্বাক্ষরিত
(মোঃ আববাছ উদ্দিন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন- ৭১৬০১৫০

জেলা প্রশাসক .....(সকল) ।

আধা-সরকারি পত্র নং- ভূঃমঃ/শা-৯/(নামজারি)(সকল জেলা)/১৫১/০৮-০৩ তারিখঃ ০২/০১/২০১১ ইং

আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, ভূমির উন্নত ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জনগণকে ভূমি বিষয়ক সকল সেবা প্রদান করে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র বিমোচনই ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রধান মিশন। মাঠ পর্যায়ে কালেক্টর হিসেবে জেলা প্রশাসকগণই ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে এ সকল কার্যাবলীর সুষ্ঠু তত্ত্বাবধান করে থাকেন। ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি আপনার পরিদর্শন, তত্ত্বাবধান ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ প্রত্যাশা করছি।

২। সাম্প্রতিক বিভিন্ন জেলার ভূমি উন্নয়ন করের প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অনেক জেলা ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। আপনার অধীন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), উপজেলা নির্বাহী অফিসার, রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর, সহকারী কমিশনার (ভূমি) এবং রাজস্ব প্রশাসনের কর্মকর্তা, কর্মচারীদের মাধ্যমে শতভাগ ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের সার্বিক উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য আপনার হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

৩। জমির রেকর্ড সঠিক ভাবে সংরক্ষণের উপর ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থাপনার সাফল্য বহুলাংশে নির্ভরশীল। উত্তরাধিকার বা রেজিষ্ট্রি দলিল এবং অন্যান্য সূত্রে হস্তক্ষেপের ফলে নামজারী জমাভাগের মাধ্যমে ভূমি রেকর্ড হালকরণের জন্য সরকার একটি র্নিধারিত আবেদন ফরম প্রস্তুত করে পরিপত্রের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে জারি করেছে। এতে নামজারি-জমাভাগ আবেদনের ক্রমানুযায়ী মহানগনের ক্ষেত্রে ৬০(ষাট) কার্য দিবস এবং অন্যান্য ৪৫ (পয়ঁতালিস্নশ) কার্য দিবসের মধ্যে নিষ্পত্তির জন্য বলা হয়েছে। নামজারি-জমাভাগের মাধ্যমে ভূমি রেকর্ড হালকরণের নিমিত্ত পরিপত্রের মাধ্যমে জারীকৃত ফরম মোতাবেক এ কার্যক্রম সঠিক ভাবে সম্পাদনে আপনার একান্ত উদ্যোগ আবশ্যক।

৪। কৃষি জমি সুষম বন্টনের মাধ্যমে জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা আবশ্যক। এ লক্ষ্যে প্রত্যেক জেলায় ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি খাসজমি বিতরণের একটি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী যাতে কৃষি খাসজমি বিতরণ করা সম্ভব হয় সে বিষয়ে মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি।

৫। অনেক সময় বিভিন্ন জেলা থেকে অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্তের প্রস্তাব পাওয়া যায়। এ ধরনের অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্তের প্রস্তাব নীতিমালার আলোকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে নূন্যতম প্রয়োজনীয়তা নিরসন পূর্বক সুস্পস্ট মতামতসহ প্রেরণ করা প্রয়োজন।

৬। ভূমি ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়নে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। ভূমি ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নের জন্য সরকার ডিজিটাইজেশনের কাজ হাতে নিয়েছে। বর্তমানে অনেক জেলায় ভূমি জরিপ ও রেকর্ড-অব-রাইট বা খতিয়ান সংশোধন কার্যক্রম চলমান আছে। ভূমি জরিপের সময় জরিপ কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা কর্মচারীগণকে খাস ও অন্যান্য সরকারি জমির সঠিক তথ্য সরবরাহ করা একান্ত জরুরী। সম্প্রতি বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে ভূমি জরিপ কালে লোকজন হয়রানির সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। আপনার জেলায় ভূমি জরিপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ঠ কর্মকর্তা কর্মচারী এবং আপনার অধীনস্থ সংশ্লিষ্ঠ কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিয়ে নিয়মিত সভা করে লোকজন হয়রানি লাঘবসহ সঠিক রেকর্ড প্রণয়নের ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক।

৭। যে সকল সায়রাত মহাল আগামী ১লা বৈশাখ থেকে ইজারা প্রদান করা হবে, সে সকল সায়রাত মহালের ইজারার প্রস্তুতি আগামী মাঘ মাস থেকে গ্রহণ করা আবশ্যক। ইজারার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ক্যালেন্ডার তৈরী করে অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক সায়রাত মহালসমূহ যথাযথ ইজারার ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

৮। বিভিন্ন সরকারি, আধা-সরকারি, বেসরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে ভূমি অধিগ্রহণ করতে হয়। কৃষি জমি অধিগ্রহনের ফলে দিন দিন ফসলী জমির পরিমান কমে আসছে। কোন প্রত্যাশী সংস্থার অধিগ্রহণ প্রস্তাবের সময় কম লোক ক্ষতিগ্রস্ত করে ভূমির নূন্যতম চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং ফসলি জমি কম নষ্ট করে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি বিধান অনুযায়ী সুস্পষ্ট সুপারিশসহ প্রস্তাব প্রেরণ সমীচীন হবে।

৯। এমতাবস্থায়, সরকারি আইন কানুন ও নির্দেশনা অনুসরণ করে আপনার অধীন কর্মকর্তা কর্মচারীদের সহায়তায় উল্লেখিত কার্যক্রম সম্পাদনে অধিকতর স্বচ্ছতা, গতিশীলতা, জবাবদিহিতা আনয়নের মাধ্যমে জনসাধারণকে সার্বিক সেবা প্রদান নিশ্চিত করণের জন্য আপনাকে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহনের অনুরোধ করছি।

স্বাক্ষরিত
একান্তভাবে আপনার
((মাঃ মোখলেছুর রহমান)

জনাব ফয়েজ আহমেদ
জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা ৯
www. minland.gov.bd

স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-৯(আইন)/১৯/২০০৮-৯১১ তারিখঃ ০৯/০৯/২০১০ খ্রিঃ

বিষয়ঃ পেন্ডিং নামজারি জমাভাগ মোকদ্দমার তথ্য প্রদান।

এ মন্ত্রণালয়ের ০৫/০৪/১০খ্রিঃ তারিখের ভূঃমঃ/শা-৯(আইন)/১৩/০৯-৩৮৫ নং পরিপত্রের মাধ্যমে পেন্ডিং নামজারি জমাভাগ মোকদ্দমাসমূহ জরুরী ভিত্তিতে একটি ক্রাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য অনুরোধ করা হয়। পরবর্তীতে ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ২০/০১/২০১০ ইং তারিখের মূলতবী বৈঠকের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে পেন্ডিং নামজারী জমাভাগ মোকদ্দমাসমূহ ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে নিষ্পত্তির জন্য অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) গণকে আহবায়ন করে এ মন্ত্রণালয়ের ০৯/০৫/১০খ্রিঃ তারিখের ভূঃমঃ/শা-৯/(আইন) (ফিবৃদ্ধি)/১৯/০৮-৫২৯ নং প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়।

২। উপরে উলিস্নখিত পরিপত্র এবং প্রজ্ঞাপনে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদানের পরও সম্প্রতি বিভিন্ন স্থান থেকে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে যে, কোন কোন উপজেলা ভূমি অফিস/সার্কেলে প্রচুর পরিমান নামজারি জমাভাগ মোকদ্দমা পেন্ডিং রয়েছে।

৩। বর্ণিত অবস্থায়, প্রতিটি উপজেলা/সার্কেলের নামজারি জমাভাগ মোকদ্দমার ক্রমিক উল্লেখপূর্বক বছর ওয়ারি প্রতিবেদন অত্র পত্র প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্য দিবসের মধ্যে প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত
(মোঃ আববাছ উদ্দিন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন - ৭১৬০১৫০

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)
.....(সকল)।

অনুলিপিঃ
সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থেঃ

১। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা,চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট।
২। জেলা প্রশাসক, ...(সকল)।
৩। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
৪। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
৫। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।

ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা ৯
www. minland.gov.bd

স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-৯/নামজারী-৬৭/১০-৮২৫ তারিখঃ ২৯/০৭/২০১০খ্রিঃ

অফিস আদেশ

ভূমি মন্ত্রণালয়ে ০৫/০৪/২০১০ তারিখের ভূঃমঃ/শা-১(বিবিধ)/১৩/০৯-৩৮৫ নং পরিপত্র এবং পরিপত্রের সংগে সংযুক্ত ''নামজারি-জমাভাগ ও জমা একত্রিকরণের আবেদন ফরমে'' নামজারি-জমাভাগের আবেদনসমূহ যথাযথ ক্রমানুসারে গ্রহনের পর সুনির্দিষ্ট রেজিষ্ট্রারে লিপিবদ্ধ করার ও উক্ত ক্রমানুসারেই নামজারি-জমাভাগের আবেদনসমূহ নিষ্পত্তি করার নির্দেশ প্রদান করা হয়। কোন অবস্থাতেই লিপিবদ্ধ ক্রমেই ব্যত্যয় ঘটানো যাবে না।

২। কিন্তু দু'একটি উপজেলা থেকে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে যে, যৌক্তিক কারণ ব্যতীত লিপিবদ্ধ ক্রমের ব্যত্যয় ঘটিয়ে নামজারি-জমাভাগের আবেদনসমূহ নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। যা কোন অবস্থাতেই কাম্য নহে।

৩। বর্ণিত অবস্থায়, রেজিষ্টারে অন্তর্ভূক্ত ক্রমের ব্যত্যয় ঘটিয়ে নামজারি-জমাভাগের আবেদনসমূহ নিষ্পত্তির কোন প্রমাণ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাসিত্মমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

স্বাক্ষরিত
(নিখিল রঞ্জন মন্ডল)
যুগ্ম- সচিব
ফোন-৭১৬৬৬৯৬

স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-৯/(নামজারি)- ৬৭/১০-৮২৫/১(১০) তারিখঃ ২৯/০৭/২০১০ খ্রিঃ
অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থেঃ

১। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ১৪১-১৪৩ সতিঝিল বা/এ, ঢাকা ।
২। চেয়ারম্যান, ভূমি আপীল বোর্ড, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
৩। মহা-পরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা ।
৪। কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর বিভাগ।
৫। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
৬। জেলা প্রশাসক.....(সকল)।
৭। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
৮। সচিবের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
৯। উপজেলা নির্বাহী অফিসার .....(সকল)।
১০। সহকারী কমিশনার (ভূমি) .....(সকল)।

স্বাক্ষরিত
(মোঃ আববাছ উদ্দিন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন - ৭১৬০১৫০

ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা-৯
www. minland.gov.bd

স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-৯/(আইন)(ফিবৃদ্ধি)/১৯/০৮-৫২৯ তারিখঃ ০৯/০৫/২০১০ খ্রিঃ

প্রজ্ঞাপন

ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির গত ২০/০১/১০ খ্রিঃ তারিখের মূলবতী বৈঠকের সিদ্ধান্তের আলোকে আগামী ৩০ কার্যদিসের মধ্যে নামজারী যত পেন্ডিং কেস হয়েছে তার ক্রমানুসারে নিষ্পত্তি করা এবং যেসব কর্মকর্তা তা করতে ব্যর্থ হবেন তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা দেওয়ার জন্য নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে টাস্কফোর্স গঠন করা হলোঃ

ক) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) - আহবায়ক
খ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকতা - সদস্য
গ) রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর - সদস্য
ঘ) সংশ্লিষ্ট কানুনগো - সদস্য
ঙ) সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) - সদস্য সচিব

স্বাক্ষরিত
(মোঃ আতাহারুল ইসলাম)
সচিব

স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-৯(আইন)(ফিবৃদ্ধি)/১৯/০৮-৫২৯ তারিখঃ ০৯/০৫/২০১০খ্রিঃ

অনুলিপিঃ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্যঃ

১। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
২। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট ।
৩। জেলা প্রশাসক.....(সকল)।
৪। সিনিয়র সহকারী সচিব, শাখা-৪, ভূমি মন্ত্রণালয়।
৫। অফিস নথি।

স্বাক্ষরিত
(মোঃ আববাছ উদ্দিন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন-৭১৬০১৫০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা-৯
www. minland.gov.bd

স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-৯/(বিবিধ)/২১/১০- ৫১২ তারিখঃ ০২/০৫/২০১০খ্রিঃ

পরিপত্র

এ মন্ত্রণালয়ের ২১/১০/০৮ খ্রিঃ তারিখের ভূঃমঃ/শা-৯(আইন) (ফিবৃদ্ধি)/১৯/২০০৮-১০৫৭(১০১৩) নং স্মারকের মাধ্যমে জারিকৃত পরিপত্র এতদ্বারা বাতিলপূর্বক নামজারি, জমাভাগ ও জমা একত্রীকরণের মাধ্যমে রেকর্ড সংশোধনের ক্ষেত্রে পুনঃ নির্ধারিত নিম্নবর্ণিত হারে ফিস সমূহ আদায় করতে হবেঃ

ক	নন আবেদন বাবদ কোর্ড ফি	৫/- (পাঁচ) টাকা
খ	নোটিশ জারি ফি	২/- (দুই) টাকা (অনধিক চার জনের জন্য), চার জনের অধিক প্রতি জনের জন্য আরো ০.৫০ টাকা হিসেবে আদায় করা হবে।
গ	রেকর্ড সংশোধন ফি	২০০/- (দুইশত) টাকা
ঘ	প্রতি কপি মিউটেশন খতিয়ান ফি	২৫/- + ১৮/- = ৪৩ (তেতালিস্নশ) টাকা
	সর্বমোট	২৫০/- (দুই শত পঞ্চাশ) টাকা + নোটিশ জারি ফি ৪/- (চার) টাকা এর অধিক হলে প্রতি জনের জন্য আরো ০.৫০ টাকা হিসেবে আদায় করা হবে।

২। এসএমএস (SMS) এর মাধ্যমে এবং সংগ্রহরে জন্য অতিরিক্ত ২(দুই) টাকা প্রদান করতে হবে।
৩। আবেদন বাবদ ৫.০০ টাকা কোর্ট ফি এর মাধ্যমে এবং অবশিষ্ট খ,গ এবং ঘ এ বণিত অর্থ ডিসিআর এর মাধ্যমে আদায়যোগ্য।
৪। এ আদেশ সারা বাংলাদেশে ২ মে ২০১০ থেকে কার্যকর হবে।

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ আতাহারুল ইসলাম)
সচিব
ফোন-৭১৬৪১৩১

বিতরণঃ

১। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান, ভূমি আপীল বোর্ড, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
৩। মহা-পরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
৪। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর বিভাগ।
৫। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়
৬। জেলা প্রশাসক, ...(সকল)।
৭। উপজেলা নির্বাহী অফিসার .....(সকল)।
৮। সহকারী কমিশনার (ভূমি) .....(সকল)।

স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-৯(বিবিধ)২১/১০-৫১২/১(৪) তারিখঃ ০২/০৫/২০১০খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থেঃ

১। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন/উন্নয়ন), ভূমি মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। উপ-সচিব .....(সকল), ভূমি মন্ত্রণালয়।
৩। পরিচালক, ভুমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ৩/এ নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা।
৪। সচিবের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।স্বাক্ষরিত

(মোঃ আববাছ উদ্দিন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন -৭১৬০১৫০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা-৯
www. minland.gov.bd

স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-৯(বিবিধ)১৩/০৯/৩৮৫ তারিখঃ ০৫/০৪/২০১০খ্রিঃ

পরিপত্র

The State Acquisition & Tenancy Act, 1950 [28 of 1951] এর ১৪৩ ধারা মোতাবেক জমির খতিয়ান সঠিক ভাবে সংক্ষণের উপর ভূমি প্রশাসনের উপর ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থাপনা বহুলাংশে নির্ভরশীল। উত্তরাধিকার বা রেজিষ্ট্রি দলিল এবং অন্যান্য সূত্রে হস্তান্তরের ফলে নামজারি-জমাভাগ, জমা একত্রিকরণের নিমিত্তে সরকার একটি নির্ধারিত নামজারি-জমাভাগের আবেদন ফরম প্রস্তুত করেছে (সংযুক্ত)। নির্ধারিত ফরমে আবেদনকারী অথবা তাঁর মনোনীত প্রতিনিধির নিকট হতে আবেদন গ্রহণ করতে হবে।

২। উক্ত ফরমে এস.এ এবং আর.এস খতিয়ান অথবা দাগ এলাকা ভিত্তিক জরিপের ফলে ভিন্নতর হতে পারে, যা ফরমে উল্লেখ করতে হবে। আবেদনকারী জমির খতিয়ানের ফটোকপি/সার্টিফাইড কপি, ওয়ারিশ সনদপত্র (অনধিক তিন মাসের মধ্যে ইস্যুকৃত), মূল দলিলের সার্টিফাইড/ফটোকপি, বায়া/পিট দলিল এর সার্টিফাইড/ফটোকপি, ভূমি উন্নয়নকর পরিশোধের দাখিলা, তফসিলে বর্ণিত চৌহদ্দিসহ কলমি নক্সা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আদালতের রায়/আদেশ/ডিক্রির সার্টিফাইড কপি প্রদান করতে হবে।

৩। নামজারি-জমাভাগের আবেদনপত্রসমূহ যথাযথ ক্রয় গ্রহনের পরপরেই ক্রমানুসারে সুনির্দিষ্ট রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ করতে হবে। লিপিবদ্ধ ক্রমের ব্যত্যয় ঘটানো যাবেনা।

৪। নামজারি-জমাভাগ বা জমাএকত্রিকরণের ফি বাবদ সর্বমোট ২৫০/- (দুই শত পঞ্চাশ) টাকা আদায় করতে হবে, তবে বিবাদীর সংখ্যা চার এর অধিক হলে প্রতি জনের নোটিশ জারীর জন্য আরো অতিরিক্ত ০.৫০ টাকা হিসেবে আদায় করা হবে।

৫। মহানগরের ক্ষেত্রে ৬০ (ষাট) কার্যদিবস এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ৪৫ (পয়তালিস্নশ) কার্যদিবসের মধ্যে নামজারি-জমাভাগ নিষ্পত্তি করতে হবে। আবেদন না মঞ্জুর হলে কারণসহ তা আবেদনকারীকে অবহিত করতে হবে।

৬। প্রয়োজনীয় সহযোগীতার জন্য আবেদনকারী সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর নিকট হতে কোন সহযোগীতা না পেলে তাৎক্ষনিকভাবে উপজেলা নির্বাহী অফিসার অথবা জেলা প্রশাসক এর নিকট লিখিত আবেদন জানাতে পারবেন।

৭। সকল মহানগরীর পেন্ডিং নামজারি-জমাভাগ মোকদ্দমা সমূহ জরুরী ভিত্তিতে একটি ক্রাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য সকল বিভাগীয় কমিশনারগণ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। পেন্ডিং মামলা বছর এবং মামলার ক্রমানুযায়ী নিষ্পত্তি করতে হবে।

৮। নামজারি-জমাভাগ মোকদ্দমার ক্ষেত্রে প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা, নিষ্পত্তির সংখ্যা, পেন্ডিং সংখ্যা ইত্যাদি বিষয় উল্লেখপূর্বক সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাপ্তাহিক ভিত্তিতে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট, উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাসিক ভিত্তিতে জেলা প্রশাসকের নিকট জেলা প্রশাসক মাসিক ভিত্তিতে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট এবং বিভাগীয় কমিশনারগণ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।

৯। নামজারি-জমাভাগ সম্পন্ন হওয়ার পর অবশ্যই রেকর্ড সংশোধন করতে হবে। সহকারী কমিশনার (ভূমি) কার্যালয়ের রেকর্ড সহকারী কমিশনার (ভূমি) সংশোধন করবেন। ইউনিয়ন ভূমি অফিসের রেকর্ডসমূহ কানুনগো সংশোধন করবেন। জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এবং রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর পরির্দনের সময় বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।

১০। নামজারি-জমাভাগ জমা একত্রিকরণ সম্পর্কিত নামজারি ফরম এর সার্বিক নির্দেশনার আলোকে কার্য সম্পাদন করা হচ্ছে কিনা তা মনিটর করার জন্য ভূমি সংস্কার বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভাগীয় কমিশনার, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(রাজস্ব) এবং রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর ব্যাপকভাবে তাঁর আওতাধীন এলাকা সফর করে নামজারি কার্যক্রমের যথাযথ বাস্তবায়ন তদারক করবেন এবং বিভাগীয় কমিশনারগণ প্রতি মাসে মন্ত্রণালয়ে এ সম্পর্কিত প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

১১। এই বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কোন শৈথিল্য দেখা গেলে বিধি মোতাবেক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১২। সরকারি সম্পত্তি না হলে সর্বশেষ জরিপে প্রস্তুতকৃত রেকর্ডের ভিত্তিতে নামজারি সম্পন্ন করতে হবে।

১৩। এই পরিপত্রের উল্লেখিত বিষয়ের সংগে সংগে সাংঘর্ষিক অন্যান্য পরিপত্র/নির্দেশনাবলীর সংশ্লিষ্ট অংশটুকু বাতিল কলে গণ্য হবে।

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ আতাহারুল ইসলাম)
সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়।

স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-৯(বিবিধ)১৩/০৯/৩৮৫ তারিখঃ ০৫/০৪/২০১০খ্রিঃ

অনুলিপিঃ অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, ঢাকা।
৩। সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৫। চেয়ারম্যান, ভূমি আপীল বোর্ড, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
৬। মহাপরিচালক,ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
৭। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট বিভাগ।
৮। মাননীয় ভূমি মন্ত্রীর একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
৯। জেলা প্রশাসক, ...(সকল)।
১০। মাননীয় ভূমি প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
১১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
১২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার,.....(সকল)।
১৩। সহকারী কমিশনার (ভূমি) .....(সকল)।

স্বাক্ষরিত
(মোঃ আববাছ উদ্দিন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন -৭১৬০১৫০

কেস নং- তারিখ-

আবেদনকারীর পাসপোর্ট সাইজের ১ কপি ছবি	আবেদনকারী কর্তৃক প্রতিনিধির পাসপোর্ট সাইজের ১ কপি ছবি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

বরাবর

সহকারী কমিশনার (ভূমি)
উপজেলা/সার্কেল .....
জেলা .....

বিষয়ঃ নামজারি/জমাখারিজ/জমা একত্রিকরণ এর আবেদন।

মহোদয়

আমি/আমার নিম্ন তফসিল বর্ণিত ভূমি ক্রয়/ওয়ারিশ/হেবা/ডিক্রি/নিলাম/বন্দোবস্ত/অন্যান্য .....সূত্রে মালিকানা প্রাপ্ত হয়ে ভোগদখলে আছি। সে পরিপ্রেক্ষিতে আমি/আমার উক্ত জমির নামজারি/জমাখারিজ/জমাএকত্রিকরণের জন্য আবেদন করছি।

মৌজার নাম	খতিয়ান			দাগ নং			জমির পরিমান	দলিল নং ও তারিখ
	এসএ/এম.আর.আর	আর.এস/বি,এস	মহানগর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে	এসএ/এম.আর.আর	আর.এস/বি,এস	মহানগর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে		

সর্বশেষ খারিজ খতিয়ান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)		জমির পরিমান
নম্বর	দাগ নম্বর	

আবেদনের সাথে সংযুক্ত কাগজপত্র ও তথ্যাদির বিবরণঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	জমা দেয়া হয়েছে (অনুস্বাক্ষর)	জমা দেয়া হয়নি (অনুস্বাক্ষর)	মন্তব্য
১।	সংশ্লিষ্ট খতিয়ানের ফটোকপি/সার্টিফাইড কপি			
২।	(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ওয়ারিশ সনদপত্র (অনধিক দিন মাসের মধ্যে ইস্যুকৃত)			
৩।	মূল দলিলের সার্টিফাইড/ফটোকপি			
৪।	সর্বশেষ জরিপের পর থেকে বায়া/পিট দলিল এর সার্টিফাইড/ফটোকপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)			
৫।	ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের দাখিলা			
৬।	আদালতের রায়/আদেশ/ডিক্রির সার্টিফাইড কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)			
৭।	তফসিলে বর্ণিত চৌহাদ্দিসহ কলমি নক্সা			
৮। আবেদনকারী নাম ও পূর্ণ ঠিকানা	আবেদনকারী নিজে আবেদন না করলে প্রতিনিধির নাম ও পূর্ণ ঠিকানা, বয়স, সম্পর্ক ও স্বাক্ষর (আবেদনকারী কর্তৃক সত্যায়িত)	যাদের নাম হতে কর্তন হবে/২য় পক্ষের (বিবাদী) নাম ও ঠিকানা	রেকর্ডীয় মালিকের নাম ও ঠিকানা	

(প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করা যেতে পারে)

আবেদনকারী/প্রতিনিধির ঘোষনা

আমি/আমারা এই মর্মে ঘোষনা করছি যে, উপরে বর্ণিত তথ্যাদি ও দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য।

আবেদনপত্র গ্রহণকারীর স্বাক্ষর আবেদনকারী/প্রতিনিধির স্বাক্ষর/টিপসই ফোন/মোবাইল নং (যদি থাকে)

(ভূমি অফিস কর্তৃক পূরনীয়)

উপজেলা/সার্কেল ভূমি অফিসঃ	উপজেলাঃ	জেলাঃ
কেস নংঃ	আবেদন গ্রহনের তারিখঃ	

আবেদনকারীর/আবেদনকারীগণের নাম ও ঠিকানাঃ	প্রতিনিধির নাম ও ঠিকানাঃ

শুনানীর তারিখ .....খ্রিঃ আবেদন নিষ্পত্তির সম্ভব্য তারিখ .....খ্রিঃ

সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর সিল ও স্বাক্ষর আবেদন গ্রহণকারীর সিল ও স্বাক্ষর

বিঃদ্রঃ সিস্নপটি শুনানীকালে সঙ্গে নিয়ে আসবেন এবং পরবর্তীতে সেবার জন্য সংরক্ষণ করবেন।

আবেদনকারীর জন্য তথ্যাবলী

১। আবেদনের ক্রম অনুসারে আবেদন নিষ্পত্তি হবে।
২। শুনানী গ্রহনকালে দাখিলকৃত কাগজপত্রের মূল কপি সংগে আনতে হবে।
(মূল কপি আবেদনের সাথে জমা দেয়ার প্রয়োজন নাই)
৩। নামজারি জমাভাগ ও জমাএকত্রিকরণ ফি বাবদ সর্বমোট ২৫০/- (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা।

ক	আবেদন বাবদ কোর্ট ফি	৫/- (পাঁচ) টাকা
খ	নোটিশ জারি ফি	২/- (দুই) টাকা (অনধিক ৪ (চার) জনের জন্য), ৪ জনের অধিক প্রতি জনের জন্য আরো ০.৫০ টাকা হিসেবে আদায় করা হবে।
গ	রেকর্ড সংশোধন ফি	২০০/- (দুইশত) টাকা
ঘ	প্রতি কপি মিউটেশন খতিয়ান ফি	২৫/-+১৮/-= ৪৩ (তেতালিস্নশ)টাকা
	সর্বমোট	২৫০/- (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা +নোটিশ জারি ফি ৪/- এর অধিক হলে প্রতিজনের জন্য আরো ০.৫০ টাকা হিসেবে আদায় করা হবে।

৪। আবেদন নিষ্পত্তি করণের সময়সীমাঃ মহানগরের ক্ষেত্রে ৬০ (ষাট) কার্যদিবস এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ৪৫ (পয়তালিস্নশ) কার্য দিবস।
৫। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ইউনিয়ন/সার্কেল ভূমি অফিসে দখল/প্রয়োজনীয় মালিকানা রেকর্ডপত্র দেখাতে হবে।
৬। প্রয়োজনীয় সহযোগীতা ও যে কোন অভিযোগের ক্ষেত্রসহঃ কমিশনার (ভূমি) এর সহিত যোগাযোগ করবেন।
৭। সরকারি স্বার্থ জড়িত না থাকলে সর্বশেষ নামজারির ভিত্তিতেই নামজারি করা হবে। সেক্ষেত্রে নামজারিকৃত সর্বশেষ খতিয়ান ছাড়া অন্য কোন কাগজপত্রের প্রয়োজন হবে না।
৮। ফর্মের জন্য কোন ফি প্রয়োজন হবে না। ভূমি মন্ত্রণালয়ের Website (www.minland.gov.bd) থেকে ফরম ডাউনলোড করে ব্যবহার করা যাবে।
৯। এসএমএস এর মাধ্যমে শুনানীর তারিখ বা তথ্য জানতে চাইলে প্রতি এসএমএস এর জন্য ২/- টাকা অতিরিক্ত প্রদান করতে হবে।

স্বাক্ষরিত
সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর
ফোন নং
মোবাইলঃ

আধা-সরকারি পত্র নং- ভূঃমঃ/শা-৯(নামজারি) (সকল জেলা)/১৫১/০৮- ৬০ তারিখঃ ১৮/০১/২০১০ ইং

আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, ভূমি মন্ত্রণালয় এর মিশন হচ্ছে ''ভূমির উন্নত ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জনগণকে ভূমি বিষয়ক সকল সেবা প্রদানপূর্বক তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন''। আর এ মিশনকে বাস্তবায়নের জন্য কার্যাবলী হচ্ছেঃ- (ক) সরকারের পক্ষে ভূমির অধিকার ও স্বত্ব সংরক্ষণ: (খ) ভূমির রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়, (গ) খাসজমি, অর্পিত ও পরিত্যক্ত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা, (ঘ) সায়রাত মহালের (জলমহাল, বালুমহাল, পাথরমহাল, চিংড়িমহাল ইত্যাদি) ব্যবস্থাপনা, (ঙ) ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল সংক্রান্ত কার্যক্রম, (চ) ভূমি প্রশাসন পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান, (ছ) ভূমি সংস্কার ও ভূমি ব্যবহার নীতিমালা বাস্তবায়ন (জ) ভূমি জরিপ এবং ভূমির নক্সা ও রেকর্ড প্রনয়ণ, সংরক্ষণ এবং প্রকাশ , (ঝ) অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক সীমানা চিহ্নিতকরণ, সীমানা পিলার মেরামত ও সংরক্ষণ। এ সকল কার্যাবলি মাঠ পর্যায়ে সম্পাদনের জন্য প্রাথমিক দায়িত্ব সহকারী কমিশনার (ভূমি)দের আর তার নিবিড় তদারকি করবে জেলা রাজস্ব প্রশাসন।

কিন্তু গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ইদানিং সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসের কর্ম বিষয়ে বিভিন্ন অনিয়ম, অস্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাবের অভিযোগ বিভিন্ন মহল থেকে পাওয়া যাচ্ছে।

সম্প্রতি ভূমি মন্ত্রণালয়ের ৩ জন উপ-সচিব মহানগরের ২টি, গাজীপুরের ১টি ও সাভারের ১টি ভূমি অফিস পরিদর্শন করেন। এ পরিদর্শনকালে তাঁরা নামজারি বিষয়ে বেশ কিছু অনিয়ম দেখতে পান। যার ফলে সাধারন জনগণ ভোগামিঅর শিকার হচ্ছেন।

বাংলাদেশের সিংহভাগ মানুষ ভূমি ব্যবস্থাপনার সংগে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত। তাই এক্ষেত্রে যেকোন অনিয়ম ভূমি মন্ত্রণালয় তথা সরকারের ভাবমূর্তিকে ক্ষুন্ন করে। এরূপ অনিয়ম, কোন যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিরেকে সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসের কার্যাবলী সম্পাদনের বিলম্ব ঘটানো ও জনগনকে হয়রানি করা হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে শাসিঅমূলক ব্যবস্থা গ্রহনের পাশাপাশি সৎ ও আন্তরিক কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে উৎসাহ প্রদান করতে হবে।

এমতাবস্থায়, সরকারি নির্দেশনা অনুসরণ করে নামজারিসহ সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসের কর্ম সম্পাদনে অধিকতর স্বচ্ছতা, গতিশীলতা, জবাবদিহিতাসহ জনসাধারণকে সার্বিক সেবা প্রদান নিশ্চিত করনের জন্য আপনাকে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহনের অনুরোধ জানাচ্ছি।

স্বাক্ষরিত
একান্তভাবে আপনার
(মোঃ আতাহারুল ইসলাম)

জনাব আলাউদ্দিন ফকির
জেলা প্রশাসক, লালমনিরহাট

আধা-সরকারি পত্র নং- ভূঃমঃ/শা-৯(নামজারি) (সকল জেলা)/১৫১/০৮-৫৯ তারিখঃ ১৮/০১/২০১০ইং

আপনি অবশ্যই ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে ০১/০৯/০৮ তারিখে ভূঃমঃ/শা-৯(নামজারি) (সকল জেলা)/১৫১/০৮-৫৮৬ নং স্বারকে জারিকৃত নামজারি, জমাভাগ ও জমাত্রীকরণ সম্পর্কিত পরিপত্রের বিষয়ে অবগত আছেন। উক্ত পরিপত্রে নামজারির প্রেক্ষাপট, কোন কোন ক্ষেত্রে নামজারির প্রয়োজন, কি কি ভাবে নামজারি সম্পাদন করতে হবে। নামজারির পর উক্ত আদেশ কার কার কাছে পাঠাতে হবে, ঐ আদেশের বিরুদ্ধে কার কাছে আপিল দায়ের করা যাবে তা বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এ মন্ত্রণালয়ের গত০২/০৮/০৭ খ্রিঃ তারিখে ভূঃমঃ/শা-৯(আইন)০৬/০৭/৯২০ নং পরিপত্রে উত্তারাধিকার সূত্রে এবং ক্রয়ের মাধ্যমে ভূমি হস্তান্তর করার ক্ষেত্রে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে রেকর্ড সংশোধন অর্থাৎ নামজারি (জমাভাগ ও জমা একত্রীকরণ) এর কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এ মন্ত্রণালয় হতে জারিকৃত ২১/১০/০৮ খ্রিঃ তারিখে ভূঃমঃ/শা-৯(আইন) (ফি বৃদ্ধি)১৯/০৮-১০৫৭ নং পরিপত্রে নামজারি, জমাভাগ ও জমা একত্রীকরণের মাধ্যমে রেকর্ড সংশোধনী ফি সর্বমোট ২৩২/- (দুই শত বত্রিশ টাকা) নির্ধারণ করা হয়েছে।

কিন্তু গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, নামজারি, জমাভাগ ও জমা একত্রীকরণ সম্পর্কিত বিধি বিধানসমূহ মাঠ পর্যায়ে সঠিক ভাবে পালন করা হচ্ছে না। ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটিও এ বিষয়ে তাঁরা অসমেত্মাষ ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। মন্ত্রণালয় থেকে অতি সম্প্রতি ০৩ (তিন) জন উপ-সচিব মহানগর, গাজীপুর ও সাভারের সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর অফিস পরিদর্শনের সময়ও নামজারি সম্পর্কিত বিভিন্ন অনিয়ম দেখতে পেয়েছেন। যেহেতু নামজারি জমাভাগ ও জমাএকত্রীকরণের সংগে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ সম্পৃক্ত, তাই এক্ষেত্রে যে কোন অনিয়ম ভূমি মন্ত্রণালয় তথা সরকারের ভাবমূর্তিকে ক্ষুন্ন করে। এরূপ অনিয়ম, কোন যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিরেকে নামজারি, জমাভাগ ও জমা একত্রীকরণে বিলম্ব ঘটানো ও জনগণকে হয়রানি করা হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহনের পাশাপাশি সৎ ও আন্তরিক কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে উৎসাহিত করতে হবে।

এমতাবস্থায় সরকারী নির্দেশনা অনুসরণ পূর্বক নামজারি, জমাভাগ ও জমা একত্রীকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রমে অধিকতর স্বচ্ছতা, গতিশীলতা, জবাবদিহিতাসহ জনসাধারণকে সার্বিক সেবা প্রদান নিশ্চিত করণের জন্য আপনাকে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহনের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

স্বাক্ষরিত
(মোঃ আতাহারুল ইসলাম)

জেলা প্রশাসক,..... সকল

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা-৯

স্মারক নং - ভূঃমঃ/শা-৯(নামজারি) (সকল জেলা) /১৫১/০৮-৪৯ তারিখঃ ১৩/০১/২০১০ ইং

বিষয়ঃ খাজনা খারিজ ব্যতীত জমি রেজিষ্ট্রি না করা।

ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির গত ২১/১০/০৯ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ বৈঠকের সিদ্ধান্ত নিম্নরূপঃ

''খাজনা খারিজ ব্যতীত আমমোক্তারনামা দলিল অনুযায়ী যাতে সাব-রেজিষ্ট্রারগণ জমি রেজিষ্ট্রি না করেন সে বিষয়ে জরুরী ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে''

২। এমতাবস্থায়, উল্লেখিত বিষয়ে জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
(এ.টি.এম নাসির মিয়া)
উপ-সচিব
ফোন-৭১৬০১৫০

সচিব
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৯(নামজারি) (সকল জেলা) /১৫১/০৮-৪৯/১(১১) তারিখঃ ১৩/০১/২০১০ ইং

অনুলিপিঃ
১। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান, ভূমি আপীল বোর্ড, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
৪। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট বিভাগ।
৫। সিনিয়র সহকারী সচিব, শাখা-৪, ভূমি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৬। একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। অফিস নথি।

স্বাক্ষরিত/-
(এ.টি.এম নাসির মিয়া)
উপ-সচিব
ফোন-৭১৬০১৫০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা-৯

পরিপত্র নং - ভূঃমঃ/শা-৯/(আইন) (ফি বৃদ্ধি)/১৯/২০০৮-১০৫৭ (১০১৩) তারিখঃ ২১/১০/২০০৮ ইং

পরিপত্র

বিষয়ঃ নামজারি, জমাভাগ ও জমা একত্রীকরণের মাধ্যমে রেকর্ড সংশোধন ফি আদায় প্রসঙ্গে।

ভূমি রেকর্ড হালকরণের নিমিত্তে নামজারি, জমাভাগ ও একত্রীকরণের মাধ্যমে রেকর্ড (Record of Rights) সংশোধন করা হয়ে থাকে। এরূপ রেকর্ড সংশোধনের ক্ষেত্রে সহকারী কমিশনার (ভূমি এর অফিস কর্তৃক The Court Fees Act,1870 (Act VII of 1870)এর বিধানমতে নির্ধারিত হারে ফি আদায় করার বিধান থাকলেও ইদানিং লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয়ে উক্ত আইনের বিধানমতে ফি সমূহ আদায় করা হচ্ছে না।

২। মূলতঃ এ ফি সমূহ আদায় করা The Court Fees Act,1870 (Act VII of 1870)এর ৩৫ ধারার ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে। উক্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক ০৯/১০/২০০২ খ্রিঃ তারিখের এস আর ও নং ২৭৯ আইন/২০০২ মূলে Court Fee সমূহের হার পুনঃ নির্ধারণ করা হয়েছে।

৩। নামজারী, জমাভাগ ও জমা একত্রীকরয়েণর মাধ্যমে রেকর্ড সংশোধনের ক্ষেত্রে পুনঃ নির্ধারিত নিম্নবর্ণিত হারে ফিসমুহ আদায় করতে হবেঃ

ক	আবেদন বাবদ কোর্ট ফি	৫/- (পাঁচ) টাকা
খ	নোটিশ জারি ফি	২/- (দুই) টাকা (অনধিক ৪ (চার) জনের জন্য), ৪ জনের অধিক প্রতি জনের জন্য আরো ০.৫০ টাকা হিসেবে আদায় করা হবে।
গ	রেকর্ড সংশোধন ফি	২০০.০০/- (দুইশত) টাকা
ঘ	প্রতি কপি মিউটেশন খতিয়ান ফি	২৫.০০/- (পঁচিশ) টাকা
	সর্বমোট	২৩২.০০/- (দুইশত বত্রিশ) টাকা +নোটিশ জারি ফি ৪/- এর অধিক প্রতিজনের জন্য আরো ০.৫০ টাকা হিসেবে আদায় করা হবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, আবেদন বাবদ ৫.০০ টাকা কোর্ট ফি এর মাধ্যমে এবং অবশিষ্ট ফি ডি.সি আর এর মাধ্যমে আদায় করা যেতে পারে।

৪। নামজারী, জমাভাগ ও জমা একত্রীকরণের মাধ্যমে রেকর্ড সংশোধনের ক্ষেত্রে উপরে বর্ণিত হারে ফি আদায় নিশ্চিত করণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-

(আবু মোঃ মনিরুজ্জামান খান)
সচিব
ফোন - ৭১৬৪১৩১

অনুলিপিঃ
১। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান, ভূমি আপীল বোর্ড, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেঁজগাও, ঢাকা।
৪। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট বিভাগ।
৫। জেলা প্রশাসক. . . .. (সকল)।
৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার . . . . . (সকল)।
৭। সহকারী কমিশনার (ভূমি). . . . . (সকল)।

পরিপত্র নং - ভূঃমঃ/শা-৯/(আইন) (ফি বৃদ্ধি)/১৯/২০০৮-১০৫৭(১০১৩) তারিখঃ ২১/১০/২০০৮ ইং

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থেঃ
১। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন/উন্নয়ন), ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। উপ-সচিব .....(সকল), ভূমি মন্ত্রণালয়।
৩। পরিচালক, ভুমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ৩/এ নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা।
৪। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।স্বাক্ষরিত

(আবু মোঃ মনিরু জ্জামান খান)
সচিব
ফোন - ৭১৬৪১৩১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা-৯
www. minland.gov.bd

স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-৯(নামজারী) ১৫১/২০০৮-৫৮৬ তারিখঃ ০১/০৯/২০০৮খ্রিঃ

বিষয়ঃ নামজারী, জমাভাগ ও জমা একত্রীকরণ।

The State Acquisition & Tenancy Act. 1950 (28 of 1951) এর ১৪৩ ধারা মোতাবেক জমির খতিয়ান সঠিকভাবে সংরক্ষনের উপর ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থাপনা বহুলাংশে নির্ভরশীল। উত্তরাধিকার বা রেজিষ্ট্রি দলিলের মাধ্যমে হস্তান্তরের ফলে কোন নামজারী, জমাভাগ, জমা একত্রীকরণ, সরকার কর্তৃক ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান অথবা জমা ক্রয়, পরিত্যক্ততা অথবা নদী ভাঙ্গন অথবা অধিগ্রহনের ফলে ভূমি কর রহিতকরণ ইত্যাদি কারণে খতিয়ানে (record of rights) পরিবর্তন আনয়ন প্রয়োজন হয়।

২। ভূমি রেকর্ড হালকরণের নিমিত্তে নামজারী, জমাভাগ ও জমা একত্রীকরণের বিধান করা হয়েছে। দুই জরিপের মধ্যবর্তী সময়ে অন্তবর্তীকালীন রেকর্ড পরিবর্তন, সংশোধন ও হালকরণের এ প্রক্রিয়া নামজারী এবং বিশেষ ক্ষেত্রে জমাখারিজ নামে পরিচিত। রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহন ও প্রজাস্বত্ব আইন , ১৯৫০ এর ১৪৩ এবং তৎসহ ১১৬ বা ১১৭ ধারার মাধ্যমে কালেক্টরের/রাজস্ব অফিসারের উপড় নামজারী, জমাভাগ ও জমা একত্রীকরণের ক্ষমতা অর্পন করা হয়েছে। বর্তমানে এ দায়িত্ব সহকারী কমিশনার (ভূমি)র উপর ন্যস্ত।

৩। রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহন ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারা মোতাবেক কালেক্টর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রেকর্ড হালনাগাদ করে সংক্ষণ করবেন। রেকর্ড হালনাগাদ রাখা না হলে একই জমি একাধিক ব্যক্তির নামে নামজারী হওয়ার আশংকা থাকে। হালনাগাদকৃত রেকর্ড অফিসে সংরক্ষণ করা হলে নামজারী, জমাভাগ বা জমা একত্রীকরণের আবেদন যাচাই করে দেখা সম্ভব হয়। মূল খতিয়ানে পূর্বতন মালিকের নাম লাল কালি দ্বারা বন্ধনীর মধ্যে আবদ্ধ করে নীচে পরিবর্তিত ভূমি মালিকের নাম লিপিবদ্ধ করে ভূমির পরিমাণ সংযোজন বা বিয়োজনের মাধ্যমে রেকর্ড হালকরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে। খতিয়ানের পৃষ্ঠায় স্থান সংকুলান না হলে সাদা কাগজ সংযোজন করতে হবে।

৪। নিম্ন বর্ণিত ক্ষেত্রসমুহে নামজারী প্রয়োজনঃ

(ক) কোন ভূমির মালিকের মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হলে স্থানীয় ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা (তহশিলদার) ওয়ারিশগণের প্রতি একটি নোটিশ প্রদান করতঃ মুসলমানদের ফারায়েজ বা হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রচলিত আইন মতে স্ব স্ব হিস্যা দেখিয়ে নামজারীর আবেদন করতে পরামর্শ দিবেন। ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা সরেজমিনে তদন্ত করে ওয়ারিশান সনদ সঠিক বিবেচিত হলে নির্ধারিত ১০৭৮ অথবা ১০৭৯ ফরমে নামজারী সুপারিশসহ উপজেলা ভূমি অফিসে প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন। সহকারী কমিশনার (ভূমি) একটি নামজারী কেস রুজ্জু করতঃ সংশ্লিষ্ট সকলের শুনানী গ্রহন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা ও পরীক্ষান্তে সঠিক বিবেচিত হলে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নামজারীর আদেশ দিবেন। আবেদন না মঞ্জুর হলে কারণসহ তা আবেদনকারীকে অবহিত করবেন।

(খ) রেজিষ্ট্রেশনের মাধ্যমে জমি হস্তান্তরিত হলে ভূমির পুরাতন মালিকের পরিবর্তে নতুন মালিকের নামে নামজারী করতে হবে। এক্ষেত্রে ভূমি হস্তান্তর নোটিশ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে নামজারী কেস রুজ্জু করতঃ সহকারী কমিশনার (ভূমি) নতুন মালিকগণকে নামজারীর জন্য নোটিশ দিবেন। নতুন মালিক কর্তৃক নামজারীর নিমিত্ত কাগজপত্র ও দলিলের কপি দাখিল করা হলে, সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের শুনানী গ্রহন ও কাগজপত্র পর্যালোচনা ও পরীক্ষান্তে সঠিক বিবেচিত হলে সহকারী কমিশনার (ভূমি) নামজারীর আদেশ প্রদান করবেন। ভূমির নতুন মালিককে সচেতন হওয়ার জন্য পরামর্শ দিতে হবে যে, সময়মত নামজারী না করা হলে, ভূয়া কাগজপত্র/দলিল সৃজন করে একই জমি পুনঃ ক্রয়/বিক্রয় দেখিয়ে ভূমি দস্যুরা জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে।

(গ) সরকার কর্তৃক ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হলে বন্দোবস্ত প্রাপ্ত ব্যক্তির অনুকূলে এবং সরকার কোন ভূমি ক্রয় করলে সরকারের নামে নামজারী করতে হবে।

(ঘ) ভূমি পরিত্যক্ত হলে বা সরকার কর্তৃক হুকুম দখল করা হলে সরকার/সংস্থা/প্রত্যাশী ব্যক্তির অনুকূলে নামজারী করতে হবে।

(ঙ) দেওয়ানী আদালতের রায়/ডিক্রির প্রেক্ষিতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ১১/০৫/৯৪ তারিখের ২১৪ নং স্মারক এবং ২৭/০৮/০৭ তারিখের ১০৬০ নং স্মারকের নির্দেশনার আলোকে ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

(চ) একই মৌজায় কোন ভূমি মালিকের তলব বাকী রেজিষ্ট্রারে একাধিক জমায় ভূমি থাকলে সহকারী কমিশনার (ভূমি) সে সকল জমার ভূমি (রাজস্ব অফিসার হিসেবে) উক্ত মালিকের নামে একটি জমাভূক্ত করার আদেশ দিবেন ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা উক্ত আদেশমতে জমাবন্দি রেজিষ্ট্রারে জমা একত্রীকরনের কাজ করবেন।

(ছ) নদী বা সমুদ্র হতে সিকসিত্মর কারণে ভূমি পয়স্থি হলে প্রচলিত আইনের নির্দেশনা মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহন করতে হবে।

৫। ভূমি উন্নয়ন কর আদায় এবং রেকর্ড অব রাইটস সঠিকভাবে সংরক্ষনের জন্য নামজারীকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। নামজারীর ক্ষেত্রে সহকারী কমিশনার (ভূমি) একটি নামজারী কেস রুজ্জু করতঃ সকল পক্ষকে নোটিশ প্রদান করবেন, শুনানী গ্রহন করবেন এবং প্রয়োজনে সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন। সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা ও পরীক্ষান্তে সঠিক বিবেচিত হলে নামজারীর আদেশ জারী করবেন।

৬। যখনই কোন নামজারীর কার্যক্রম সম্পাদন হয় তখনই সহকারী কমিশনার (ভূমি) নির্ধারিত ছকে একটি নতুন খতিয়ান খুলবেন। ইহার একটি মূল কপি মূল খতিয়ান বহির অর্থাৎ ১ নং রেজিষ্ট্রারের (খতিয়ান) সাথে সংযোজিত করতে হবে। নামজারীর জনিত নতুন খতিয়ানের নম্বর কোন বর্তমান খতিয়ান নম্বরের সাথে সম্পৃক্ত হবে না। যে মৌজার ভূমি খারিজ করে নতুন খতিয়ান খোলা হচ্ছে সে মৌজার বিদ্যমান সর্বশেষ খতিয়ান নম্বরের পরের নম্বরটি হবে নতুন খতিয়ানের নম্বর। নতুন খতিয়ানে যে সকল দাগ অন্তর্ভূক্ত হবে তা জমির পরিমানসহ বিদ্যমান কোন খতিয়ান হতে আগত তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। অন্যদিকে বিদ্যমান খতিয়ানের পৃষ্ঠায় সে খতিয়ানের কোন দাগের কি পরিমান ভূমি নতুন কত নম্বর খতিয়ানভূক্ত করা হলো তা লিপিবদ্ধ করতে হবে। খতিয়ানের সমূদয় সম্পত্তি কাহারও নিকট হস্তান্তরের উত্তরাধিকারসূত্রে বা কবলামুলে হস্তান্তরিত হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে বিদ্যমান খতিয়ানে পূর্ব মালিকের নাম বন্ধনীতে আবদ্ধ করে নতুন মালিকের বা মালিকদের নাম অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। বিশেষ করে শহরাঞ্চলে অভিজাত পল্লটের ক্ষেত্রে খতিয়ান নম্বর অপরিবর্তিত রেখে বাটা নম্বর প্রদান করা যেতে পারে।

৭। (ক) সহকারী কমিশনার (ভূমি) নূতন খতিয়ানের ৫ কপি করবেন। ১ম কপি ১ নং রেজিষ্ট্রারের সাথে সংরক্ষণ করবেন। উল্লেখ্য নামজারী খতিয়ানের সংখ্যা ২০০ হওয়া মাত্র তা বাঁধাই করে ভলিউম আকারে সংরক্ষণ করতে হবে। এটিকে নামজারী খতিয়ান ভলিউম-১, ভলিউম-২ হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। ২য় কপি জেলা প্রশাসক (কালেক্টর) এর নিকট, ৩ কপি কেস নথিতে থাকবে এবং ৪র্থ কপি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ভূমি অফিসে প্রেরণ করবেন এবং ৫ম কপি সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করবেন।

(খ) নতুন খতিয়ানের ভূমি মালিকের আবেদনের প্রেক্ষিতে সহকারী কমিশনার (ভূমি), স্বাক্ষর ও নামযুক্ত সীলমোহর করে নামজারী জমা-খারিজ মামলার সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্রের কপি তাঁকে নির্ধারিত ফি'র বিনিময়ে সরবরাহ করবেন। অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান প্রার্থী হলেও অনুরূপ ভাবে নামজারী-জমাখারিজ মামলা সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রের কপি কপি প্রার্থীকে দিতে হবে। ডিসিআর (DCR) এর সহকারী কমিশনার (ভূমি) স্বাক্ষর করে নামযুক্ত সীল ব্যবহার করবেন এবং তার সৃষ্ট রেকর্ডের সার্টিফাডইড কপিও তিনি সরবরাহ করতে পারবেন।

(গ) নতুন খতিয়ানের কপি পাবার পর কালেক্টর তাঁর রেকর্ড রুমে রক্ষিত বিদ্যমান খতিয়ানের কপিতে তাঁর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দ্বারা সহকারী কমিশনার (ভূমি)'র ন্যায় প্রয়োজনীয় সংশোধন করবেন এবং নতুন খতিয়ানের কপি সংশ্লিষ্ট মৌজার স্বত্বলিপি বহিতে সংরক্ষণ করবেন।

(ঘ) ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, সহকারী কমিশনার (ভূমি)'র স্বত্বলিপি সংশোধনের আদেশের কপি এবং নতুন খতিয়ানের কপি প্রাপ্ত হয়ে বিদ্যমান স্বত্বলিপিতে সহকারী কমিশনার (ভূমি)'র ন্যায় সংশোধন ও সংশ্লিষ্ট মামলা নম্বর লিপিবদ্ধ করবেন। অধিকন্তু তিনি জমাবন্দি রেজিষ্ট্রারে নতুন জমা খুলে ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করবেন এবং যে জমা হতে ভূমি খারিজ হয়ে নতুন জমাভুক্ত হলো সে খারিজ মামলা নম্বর লিপিবদ্ধ এবং সে জমা হতে খারিজকৃত ভূমি কর্তন করবেন।

৮। খতিয়ান বিভক্তিকরণের ক্ষেত্রে ডিমান্ড রেজিষ্ট্রারে (২ নং) পৃথক হোল্ডিং খুলতে হবে। ২নং রেজিষ্ট্রারের সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠায় .....তারিখে .....নম্বরে নামজারী কেসমূলে হোল্ডিং নম্বর খোলা হলো মর্মে সহকারী কমিশনার (ভূমি)/কানুনগো প্রত্যয়ন করবেন। উল্লেখ্য প্রত্যেক মৌজায় একজন ভূমি মালিকের সকল ভূমির হিসাব একটি মাত্র জমায় সংরক্ষণ করতে হবে।

৯। প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ এর বিভিন্ন ধারা, উপ-ধারার মর্মানুসারে নামজারী কার্যক্রম একটি আধা-বিচারিক কার্যক্রম। সামান্য ভুল-ভ্রামিত্ম মারাত্মক আইনগত জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। হস্তান্তরের ক্ষেত্রে বিক্রেতার হস্তান্তরিত সম্পত্তিতে কোন স্বত্ব/দখল/অধিকার ছিল কিনা তাহা প্রধান বিবেচ্য বিষয়। হস্তান্তরকারীর মালিকানা অংশের সম্পত্তিই কেবলমাত্র হস্তান্তরযোগ্য। ২য় বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে হস্তান্তর দলিলের সহিত সম্পত্তির দখল ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করা। সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের বিধান এবং মুসলিম ও হিন্দু আইনমতে হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত না হলে কোন হস্তান্তর কার্যক্রম আইনগত স্বীকৃতি পেতে পারে না।

১০। সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংক্ষুদ্ধ যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আপীল দায়েরের ক্ষেত্রে প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ এর ১৪৭ ধারার বিধানমতে বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এর নিকট আপীল দায়ের করতে পারবেন। অনুরুপভাবে জেলা প্রশাসক/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার এবং বিভাগীয় কমিশনারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভূমি আপীল বোর্ডে আপীল দায়ের করতে পারবেন।

১১। ইতোপূর্বে ১৮/০৭/১৯৮৪ তারিখের ২১-এএস-১৭/৮৪(১০) নং স্মারকে জারীকৃত নামজারী জমাভাগ সংক্রান্ত পরিপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ মোসলেহ্ উদ্দিন)
সচিব

স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-৯(নামজারী)-১৫১/২০০৮-৫৮৬/১(১০২৫) তারিখঃ ০১/০৯/২০০৮ খ্রিঃ

অনুলিপিঃ অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

১। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান, ভূমি আপীল বোর্ড, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেঁজগাও, ঢাকা।
৪। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খূলনা/বরিশাল/সিলেট বিভাগ।
৫। জেলা প্রশাসক .....জেলা (তিন পার্বত্য জেলা ব্যতীত)।
৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার .....উপজেলা .....জেলা।
৭। সহকারী কমিশনার (ভূমি) .....উপজেলা .....জেলা।

স্বাক্ষরিত/-
(শাহ মোঃ আবু রায়হান আল বেরুনী)
উপ-সচিব
ফোন-৭১৬০১৫০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা-৯

www. minland.gov.bd

স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-৯(আইন) ০৬/২০০৭- ৯২০ তারিখঃ ০২/০৮/২০০৭ খ্রিঃ

পরিপত্র

সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছেন যে, উত্তরাধিকার সূত্রে এবং ক্রয়ের মাধ্যমে ভূমি হস্তান্তর করার ক্ষেত্রে এখন থেকে ৩০ দিনের মধ্যে আপত্তি না থাকলে রেকর্ড সংশোধন অর্থাৎ নামজারী (জমাভাগ ও জমা একত্রীকরণ) এর কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

২। ভূমি মন্ত্রনালয়ের কর্তৃক ০৫/১০/২০০৫ খ্রিঃ তারিখে জারীকৃত ভূঃমঃ/শা-৯(আইন) ০৬/২০০৩-১৩৫২/১(১০০০) নং স্মারকের 'খ' অনুচ্ছেদ এতদ্বারা বাতিল করা হবে।

৩। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ সাজ্জাদ কবির)
উপ-সচিব (আইন)
ফোন-৭১৬৫৩২৫

প্রাপকঃ
১। কমিশনার (সকল).....বিভাগ
২। জেলা প্রশাসক (সকল).....
৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) .....
৪। সহকারী কমিশনার (ভূমি) সকল.....

স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-৯/(আইন) ০৬/২০০৭-৯২০/১(৬) তারিখঃ ০২/০৮/২০০৭ খ্রিঃ

অনুলিপিঃ অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরণ করা হলোঃ
১। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
২। সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৩। সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
৪। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৫। চেয়ারম্যান, ভূমি আপীল বোর্ড, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
৬। মহাপরিচালক,ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ তোফাজ্জল হোসেন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন-৭১৬০১৫০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা-৯
www. minland.gov.bd

স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-৯(আইন) ০৬/২০০৭/৯২১ তারিখঃ ০২/০৮/২০০৭ খ্রিঃ

পরিপত্র

সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছেন যে, ভূমি মালিক সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিসে মালিকানাস্বত্ব যাচাই পূর্বক খতিয়ানের প্রত্যয়নকৃত নকল সরবরাহের জন্য আবেদন করলে মালিকানাস্বত্ব যাচাই পূর্বক প্রত্যয়নকৃত নকল (Certified Copy) সরবরাহ সর্বোচ্চ ১৫ দিনের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে। অন্যথায় দায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ সাজ্জাদ কবির)
উপ-সচিব (আইন)
ফোন-৭১৬৫৩২৫

প্রাপকঃ
১। কমিশনার (সকল)
.....বিভাগ
২। জেলা প্রশাসক (সকল)
.....
৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)
.....
৪। সহকারী কমিশনার (ভূমি) সকল
.....

স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-৯(&আইন) ০৬/২০০৭/৯২১ তারিখঃ ০২/০৮/২০০৭খ্রিঃ

অনুলিপিঃ অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরণ করা হলোঃ
১। সচিব, অর্থ বিভাগ,অর্থ মন্ত্রণালয়
২। সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৩। সচিব, গৃহয়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
৪। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৫। চেয়ারম্যান, ভূমি আপীল বোর্ড, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
৬। মহাপরিচালক- ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ তোফাজ্জল হোসেন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন-৭১৬০১৫০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা-৯
www. minland.gov.bd

স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-৯(আইন)/১১/০৪-৬৬০/১(৬৪) তারিখঃ ২৩/০৫/২০০৬খ্রিঃ

বিষয়ঃ গেজেটভুক্ত সিএস দাগের বনভূমি ১৯২৭ সালের বন আইনের ২০ ধারার বিধানমতে সংরক্ষিত বনভূমি হিসেবে ঘোষিত না হওয়া পর্যন্ত নামজারি, জমাখারিজ, রেকর্ড সংশোধন ইত্যাদি কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের আধা সরকারী পত্র নং-পবম (শা-৩)৩৩/২০০০(২)/১১১৩, তাং-১০/১১/০৪ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোলিস্নখিত স্মারকে সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত বনভূমি ঘোষণার গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরে আপত্তির বিষয়ে নিষ্পত্তি হবে। বন আইনের ৬-১৯ ধারা অনুসারে। অতঃপর ২০(১) ধারায় চুড়ান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবে। তৎপূর্বাবস্থায় সরকারের বৃহত্তম স্বার্থে ও বিপুল পরিমান বনজ সম্পদ রক্ষার্থে গেজেটভূক্ত সি.এস দাগের বনভূমি আর.এস রেকর্ড অনুযায়ী ১৯২৭ সালের বন আইনের ২০ ধারার বিধান মতে সংরক্ষিত বনভূমি হিসেবে চুড়ান্ত ঘোষনা না করা পর্যন্ত গেজেটভূক্ত সি.এস দাগের বনভূমি হস্তান্তর, নামজারী, জমাখারিজ, রেকর্ড সংশোধন ইত্যাদি কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। তবে যদি না উপর্যুক্ত আদালত কর্তৃক ভিন্নরুপ আদেশ প্রদান না করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ আবদুল হালিম)
সহকারী সচিব
ফোন-৭১৬০১৫০

প্রাপকঃ
জেলা প্রশাসক
.....

স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-৯(আইন)/১১/০৪-৬৬০/১(১০০০) তারিখঃ ২৩/০৫/২০০৬ খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ
১। সচিব, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ১৪১,১৪৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৩। বিভাগীয় কমিশনার .....(সকল)।
৪। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা .....(সকল)।
৫। সহকারী কমিশনার (ভূমি) .....(সকল)।
৬। অফিস নথি ।

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ আবদুল হালিম)
সহকারী সচিব
ফোন-৭১৬০১৫০

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভূমি উন্নয়ন কর সংক্রান্ত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়

শাখা নং-৩

''প্রজ্ঞাপন''

স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-৩/কর/১০০/৯২-১০৬(১০০০), তারিখঃ **Error!**

ভূমি উন্নয়ন করের হার ন্যায়ানুগ ও সরলীকরণ করার লক্ষ্যে এবং জনগণকে অধিকতর সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে সরকার ০৬/০৬/৯৪ ইং তারিখে ভূঃমঃ/শা-৩/কর-১০০/৯২-৩৬৬ নম্বর স্মারকে জারীকৃত বিজ্ঞপ্তি বাতিলক্রমে Land Development Tax Ordinance, 1976 (১৯৯৩ সালে ২৯নং আইন দ্বারা সংশোধিত) অধ্যাদেশে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ভূমি উন্নয়ন করের হার পুনর্বিন্যাস করিয়া কৃষি ও অকৃষি জমির ভূমি উন্নয়ন করের হার পুনঃনির্ধারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। জমির শ্রেণী বিন্যাস ও অবস্থাগত সুবিধা এবং প্রকৃত ব্যবহারের ভিত্তিতে নির্ধারিত ভূমি উন্নয়ন করের হার নিমণরূপ হইবেঃ

১। (ক) কৃষি জমির ভূমি উন্নয়ন করের হারঃ

জমির পরিমাণ	ভূমি উন্নয়নের করের হার	
(ক) ৮.২৫ একর	ভূমি উন্নয়ন কর দিতে হইবে না।	
(খ) ৮.২৫ একরের উর্দ্ধ বা ১০.০০ একর পর্যন্ত	প্রতি শতাংশ ০.৫০ টাকা হারে	
(গ) ১০.০০ একরের উর্দ্ধে	প্রতি শতাংশ ১.০০ টাকা হারে।	
২। (খ) অকৃষি জমির ভূমি উন্নয়ন করের হার		
	ব্যবহার অনুসারে এলাকাভুক্ত প্রতি শতাংশ অকৃষি জমির পুনঃনির্ধারিত করের হার।	
	শিল্প/বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত জমির করের হার	আবাসিক অথবা অন্য কাজে ব্যবহৃত জমির করের হার
(ক) ঢাকা জেলার কোতয়ালী, মীরপুর, মোঃ পুর, সূত্রাপুর, লালবাগ, সবুজবাগ, (সাবেক মতিঝিল), ডেমরা, গুলশান, ক্যান্টনমেন্ট, উত্তরা (সাবেক গুলশান), টংগী, কেরানীগঞ্জ থানা এলাকা।	টাকা ১২৫.০০ (একশত পঁচিশ) টাকা প্রতি শতাংশ	টাকা ২২.০০ (বাইশ) টাকা প্রতি শতাংশ।
(খ) নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর, ফতুলয়া, ও সিদ্ধিরগঞ্জ থানা এলাকা।	H	H
(গ) গাজীপুর জেলার জয়দেবপুর থানা এলাকা।	H	ঐ
(ঘ) চট্টগ্রাম জেলার কোতয়ালী, পাঁচলাইশ, ডবলমুরিং, সীতাকুন্ড, বন্দর, হাটহাজারী, পাহাড়তলী ও রাঙ্গুনীয়া।	H	ঐ
(ঙ) খুলনা জেলার কোতয়ালী, দৌলতপুর, দিঘলিয়া (সাবেক দৌলতপুর) ও ফুলতলা থানা এলাকা	H	ঐ
(চ) অন্য সকল জেলা সদরের পৌর এলাকা	22.00	৭.০০
(ছ) জেলা সদরের বাইরে অন্যান্য পৌর এলাকা	17.00	৬.০০
(জ) পৌর এলাকা ঘোষিত হয় নাই এইরকম এলাকা	15.00	৫.০০ (পাকা ভিটি)

৩। এই আদেশ বাংলা ১৪০২ সালের ১ লা বৈশাখ হইতে কার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে।

৪। পৌর এলাকা ঘোষিত হয়নি এইরূপ যে কোন এলাকার আবাসিক জমির ভূমি উন্নয়ন কর ২(জ) অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে। তবে উক্ত জমিতে থাকা ভিটিতে বাড়ী না থাকিলে তাহার জন্য ৯নং অনুচ্ছেদের ক হইতে গ উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত কৃষি জমির হারে ভূমি উন্নয়ন কর দিতে হইবে।

৫। এই আদেশ বাংলা ১৪০২ সালের ১লা বৈশাখ তারিখ হইতে কার্যকর হওয়া সত্ত্বেও এই আদেশ জারীর পূর্বে কেহ বর্তমানে নির্ধারিত হারে অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ করিয়া থাকিলে তিনি অতিরিক্ত পরিশোধিত অর্থ পরবর্তী বৎসরের ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধকালে সমন্বয় করিতে পারিবে। সমন্বয়ের এই সুবিধা শুধুমাত্র এই আদেশের ৯খ অনুচ্ছেদে বর্ণিত কৃষি জমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৬। ২নং অনুচ্ছেদে (ক) হইতে (জ) উপ- অনুচ্ছেদে বর্ণিত অকৃষি জমির ভূমি উন্নয়ন করের হার জমির প্রকৃত ব্যবহারে ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে। কোন কোন মেট্রোপলিটন এলাকা কিংবা পৌরসভা এলাকায় আবাসিক এলাকার কোন জমি আবাসিক কাজে ব্যবহৃত না হইয়া কৃষি কাজে ব্যবহৃত কিংবা পতিত অবস্থায় থাকিলে ঐ জমির ভূমি উন্নয়ন কর কৃষি জমি হিসাবে নির্ধারিত হইবে। তদ্রূপ উক্ত এলাকায় বাগানের জন্য ব্যবহৃত জমির ভূমি উন্নয়ন কর কৃষি জমি হিসাবে- নির্ধারিত হইবে। তবে কোন অবস্থাতে .২নং অনুচ্ছেদে ক হইতে জ অনুচ্ছেদে বর্ণিত অকৃষি জমির ভূমির উন্নয়ন কর প্রতি শতাংশ ১.০০ টাকার নিমেণ হইবে না।

৭। ০৬/০৬/৯৪ইং তারিখে ভূ/ম/শা-৩/কর/১০০/৯২/৩৬৬ সংখ্যক স্মারকে জারীকৃত বিজ্ঞপ্তির ৩নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত জমির ক্ষেত্রে এই আদেশের ৫নং অনুচ্ছেদে প্রদত্ত সমন্বয় সুবিধা প্রযোজ্য হইবে না। অনুরূপভাবে ৬নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত জমির প্রকৃত ব্যবহারের ভিত্তিতে নির্ধারিত কর ১৪০২ বাংলা সনের ১ লা বৈশাখ হইতে কার্যকর বিধায় ইহার পুর্বের ভূমি উন্নয়ন করের জন্য ৫নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত সমন্বয় সুবিধা প্রযোজ্য হইবে না।

৮। অনুচ্ছেদে-২ এ উল্লেখিত কোন জমির ব্যবহারের প্রকৃতি পরিবর্তন হইলে উক্ত জমির মালিক নিজ উদ্যোগে স্থানীয় সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসে অবহিত করিয়া উক্ত জমির ভূমি উন্নয়ন কর পুনঃনির্ধারণ করাইয়া লইবেন। সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসের সংশ্লিষ্ট কর্মচারী সময় সময় বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করিয়া নিজ উদ্যোগে পরিবর্তিত ব্যবহার অনুযায়ী জমির ভূমি উন্নয়ন কর পুনঃনির্ধারণ করিবেন।

৯। ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণকালে যে কোন জটিলতা নিরসনের জন্য প্রয়োজনবোধে যে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সংশিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসে নির্ধারিত ফি জমা দিয়া সার্ভেয়ার দ্বারা জমি জরিপ করাইয়া প্রকৃত ব্যবহারের ভিত্তিতে প্রতি অংশের জন্য ২নং (ক) হইতে (জ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্ধারিত হার অনুযায়ী ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ করাইয়া লইতে পারিবেন। সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসে ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণের কোন দরখাস্ত পাওয়ার ৪৫ দিনের মধ্যে তাহা নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

১০। সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংক্ষুদ্ধ যে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী আপীল দায়েরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধিতে বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন। অনুরূপভাবে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এর সিদ্ধান্তে বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার এবং বিভাগীয় কমিশনারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভূমি আপীল বোর্ডে আপীল দায়েরের ক্ষেত্রে প্রচলিত বিধিতে বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে আপীল দায়ের করা যাইবে। উপরে বর্ণিত যে কোন কর্তৃপক্ষের নিকট দায়েরকৃত আপীল ৪৫ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি না হইলে সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই উপরোক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন। ভূমি আপীল বোর্ডের দায়েরকৃত আপীল যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করিতে হইবে। সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তি বা পক্ষ যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে কেস নিষ্পত্তি না হইলে উর্দ্ধতন আদালতে আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।

১১। অত্র মন্ত্রণালয়ের ১১/০৪/৯৩ইং তারিখে জারীকৃত ভুঃম/শা-৩/কর/৯৫/৯৩-৯৯৭(৬১) নং স্মারক অনুযায়ী ভূমি উন্নয়ন কর মওকুফাধীন কৃষি জমির মালিকগণ তাঁহাদের প্রয়োজনে ইচ্ছানুযায়ী প্রতিটি খতিয়ানের জন্য ২.০০ (দুই) টাকা রসিদ খরচ প্রদান করিয়া দাখিল গ্রহণ করিতে পারিবেন। এই সম্পর্কিত জারীকৃত সকল আদেশও বহাল থাকিবে।

স্বাঃ/-
এ, এইচ, এম, আব্দুল হাই
৩০/০৫/৯৫ইং
সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়।

স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-৩/কর/১০০/৯২-১০৬(১০০০), তারিখঃ ***Error!***সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হইলঃ

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর মূখ্য সচিব, প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, ঢাকা।
৩। সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। চেয়ারম্যান, ভূমি আপীল বোর্ড/ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা।
৫। মহা-পরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
৬। কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল বিভাগ।
৭। উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার, ... বিভাগ।
৮। জেলা প্রশাসক, ... জেলা।
৯। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), ... জেলা।
১০। উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ মুদ্রণ, লেখ-সামগ্রী, ফরম ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা। এই বিজ্ঞপ্তিটি পরবর্তী গেজেটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হইল।
১১। হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব), ভূমি মন্ত্রণালয়।
১২। অত্র মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা
১৩। অত্র প্রতি মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব।
১৪। ভূমি সচিব মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী।

স্বাঃ/-
(আব্দুর রাজ্জাক)
সহকারী সচিব।

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, জুন ৫, ২০০৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা-৩
প্রজ্ঞাপন
তারিখ, ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪১২/২ জুন ২০০৫

এস,আর,ও, নং-১৩১-আইন/২০০৫। - The Land Development Tax Ordinance, 1976 (Ordinance No. XLII of 1976) এর Section 4এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, উক্ত আইন এর SCHEDULE এর নিমণরূপ সংশোধন করিল, যথাঃ-

উপরিউক্ত আইনের SCHEDULE এর পরিবর্তে নিমণরূপ SCHEDULE প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ-

SCHEDULE
[See Section 3(2)(b)]

District	Police Station/Area
1	2
Dhaka	Uttara, Demra, Gulshan, Badda, Lalbag, Khilgoan, Sabujbag, Dhanmondi, Ramna, Sutrapur, Mirpur, Kotwali, Airport, Sampore, Pallabi, Kamrangirchar, Cantonment and the following Moujas of. Keraniganj P.S- Jinjara, Mandail, Char Raghunathpur, Dakpara, Kalindi, Borisur, Brahamankitta, Gokpara, Suvadda, Mirerbagh, Chunkutia, Ekuria, Kaligonj, Naiatola, Ayinta, Doleshor, Hazaribagh, Pangaon, Katurail, Brahamangaon, Jajira, Austodona & Utrail.
Gazipur	Tongi & Gazipur
Narayangonj	Narayangonj, Bandar, Fatulla & Siddirganj

Chittagong	Kotwali, Double Mooring, Pahartali, Port, Panchlaish, Hathazari, Karnafuli, Halisahar, Khulshi, Bakalia, Patanga, Bayzidbostami, Chandgoan

Khuulna	Kotwali, Daulatpur, Khan Jahan Ali, Khalishpur, Sonadanga.

২। ইহা ১লা বৈশাখ, ১৪১২ বাংলা তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মুহম্মদ আব্দুল আলীম খান
ভারপ্রাপ্ত সচিব

মোঃ নূর-নবী (উপসচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক,বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত। মোঃ আমি জুবেরী আলম,উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা-৩

প্রজ্ঞাপন

তারিখঃ ১৯.০২.১৪১২ বাংলা/০২.০৬.২০০৫ ইংরেজী

এস,আর,ও নং- ১৩১ আইন/২০০৫। The Land Development Tax Ordinance, 1976 (Ordinance No. XLII of 1976) এর section 4এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, উক্ত আইন এর SCHEDULEএর নিমণরূপ সংশোধন করিল, যথাঃ-

উপরিউক্ত আইনের SCHEDULE এর পরিবর্তে নিমণরূপ SCHEDULE প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ-

SCHEDULE
[See Section 3(2)(b)]

District	Police Station/Area
Dhaka	Uttara, Demra, Gulshan, Badda, Lalbag, Khilgoan, Sabujbag, Dhanmondi, Ramna, Sutrapur, Mirpur, Kotwali, Airport, Sampore, Pallabi, Kamrangirchar, Cantonment **and the following Moujas of. Keraniganj P.S**- Jinjara, Mandail, Char Raghunathpur, Dakpara, Kalindi, Borisur, Brahamankitta, Gokpara, Suvadda, Mirerbagh, Chunkutia, Ekuria, Kaligonj, Naiatola, Ayinta, Doleshor, Hazaribagh, Pangaon, Katurail, Brahamangaon, Jajira, Austodona & Utrail.
Gazipur	Tongi & Gazipur
Narayangonj	Narayangonj, Bandar, Fatulla & Siddirganj
Chittagong	Kotwali, Double Mooring, Pahartali, Port, Panchlaish, Hathazari, Karnafuli, Halisahar, Khulshi, Bakalia, Patanga, Bayzidbostami, Chandgoan
Khuulna	Kotwali, Daulatpur, Khan Jahan Ali, Khalishpur, Sonadanga.

২। ইহা ১লা বৈশাখ, ১৪১২ বাংলা তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মুহম্মদ আব্দুল আলীম খান
ভারপ্রাপ্ত সচিব

1993 সনের ২৯ নং আইন

The Land Development Tax Ordinance, 1976 (XLII of 1976) এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে The Land Development Tax Ordinance, 1976 (XLII of 1976) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বরা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন- (১) এই আইন The Land Development(Amendment)Act, 1993 নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ১লা বৈশাখ, ১৩৯৮ মোতাবেক ১৫ই এপ্রিল, ১৯৯১ তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। Ord. XLII of 1976 section 3 এর সংশোধন।- উক্ত Ordinance এর Section 3 এর sub-section (1) এর পর নিম্নরুপ নতুন sub-section (1A) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ-

‘‘(1A) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the Government may, by notification in the official Gazette _ (a) revise, enhance or reduce the rate of land development tax specified in that sub-section;

(b) exempt any person or class of person from payment of land development tax on agricultural land of such kind and of such quantity as may be specified in the notification.”

সপ্তম অধ্যায়

হুকুম দখল সংক্রান্ত

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শনিবার সেপ্টেম্বর ৪, ১৯৯৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ ২০ শে ভাদ্র, ১৪০০/৪ঠা সেপ্টম্বর, ১৯৯৩

নং ৪৯৬-পাব-গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এতদ্বারা ২০ শে ভাদ্র, ১৪০০/৪ঠা সেপ্টম্বর, ১৯৯৩ ইং তারিখে প্রণীত এবং এতদসংগে সংযোজিত অধ্যাদেশটি সাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশিত হইল।

THE ACQUISITION AND REQUISIGION OF IMMOVABLE PROPERTY (AMENDMENT) ORDINANCE, 1993.

(অধ্যাদেশ নং ৮, ১৯৯৩)

Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance,1982 (Ordinance No.II of 1982)

এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রনীত

অধ্যাদেশ

যেহেতু নিমণবর্ণিত উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance, 1982 (Ordinance No. II of 1982) অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়:

এবং যেহেতু সংসদ অধিবেশনে নাই এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সমেত্মাষজনক ভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে:

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে ৯৩(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিমণরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেনঃ-

1. সংক্ষিপ্ত শিরনামঃ এই অধ্যাদেশ Acquisition and Requisition of Immovable Property (Amendment) Ordinance, 1993 নামে অভিহিত হইবে।

2. Ord. No. II of 1982 Gi Section ৮ এর সংশোধনঃ Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance, 1982 (Ordinance No II of 1982) Gi Sub-section(2) “twenty per centum” শব্দগুলির পরিবর্তে “fifty per centum” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

আব্দুর রহমান বিশ্বাস
রাষ্ট্রপতি

ঢাকা, ***Error!***

মুহাম্মদ আবুল বাশার ভূইয়া
যুগ্ম-সচিব

বদিউর রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত। মোঃ আব্দুর রশীদ সরকার, উপ-নিয়ন্ত্রণ, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার ডিসেম্বর ১, ১৯৯৪

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১লা ডিসেম্বর, ১৯৯৪/১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৪০১

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিমণলিখিত আইনগুলি ১লা ডিসেম্বর, ১৯৯৪ (১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৪০১) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনগুলি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছেঃ-

১৯৯৪ সনের ২০ নং আইন

Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance, 1982 এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিমণবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance, 1982 (Ordinance No II of1982) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয় ;

সেহেতু এতদ্বারা নিমণরূপ আইন করা হইলঃ-

1. সংক্ষিপ্ত শিরোনামাঃ এই আইন The Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance, 1994 নামে অভিহিত হইবে।

2. Ordinance No II of1982এর Section 4 এর সংশোধনঃ Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance, 1982 (Ordinance No II of1982) অতঃপর উক্ত Ordinance বলিয়া উলিস্নখিত এর Section 4 এর-

   (ক) Sub-Section (2) এর prepare a report" শব্দগুলির পর "Within thirty days following the expiry of the period specified under sub-section (1)" কমাগুলি, শব্দগুলি, বন্ধনীগুলি ও সংখ্যা সন্নিবেশিত হইবে।

   (খ) Sub- Section (3) এর

      (অ) Clause (a) এবং (b) এর ''ten" শব্দ দুইবার উলিস্নখিত, এর পরিবর্তে ''fifty" শব্দ উভয়স্থানে, প্রতিস্থাপিত হইবে;

(আ) শতাংশে ''make a decision" শব্দটির পর "Within ten days expiry of the aforesaid period, or within such further period not exceeding thirty days as the Divisional

Commissioner permits on the request of the Deputy Commissioner in writting কমাগুলি শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

৩. Ordinance No II of1982 এর Section 5 এর সংশোধনঃ উক্ত Ordinance এর Section 5 এর Sub-Section (i) এর শেষে ফুলস্টপের পরিবর্তে একটি কোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং তৎপর নিমণরূপ শতাংশ সংযোজিত হইবে, যথা-

Provided that-

(a) Where the decision is to be made by the Divisional Commissioner, It shall be made Within fifteen days from the date of submission of the report, or within such further time but no exceeding one month as he may think fit for reasons to be recorded by him in this behalf;

(b) Where decision is to be made by the Government, ‘‘It shall be made Within a period not exceeding ninety days from the date of submission of the report.”

(৪) Ordinance No II of1982এর Section 7 এর সংশোধনঃ উক্ত Ordinance এর Section 7 এর Sub-Section (3) এর পরিবর্তে নিমণরূপ Sub- Section গুলি প্রতিস্থাপন হইবে, যথা-

(3) The Deputy Commissioner shall, within seven days from the date of making award of compensation.-

(a) give notice of his award to the person interested;

(b) send the estimate of compensation to the requiring person.

(4) The requiring person shall deposit the estimated amount of the award of compensation with the Deputy Commissioner in the prescribed manner within sixty days from the date of receipt of the estimate.”

(৫) Ordinance No II of1982এর Section 10 এর সংশোধনঃ উক্ত Ordinance এর Section 10 এর Sub- Section (i) এর “shall pay it to them unless prevented by some- one or more of the contingencies Mentained in sub-section (2)’’ শব্দগুলি, বন্ধনীগুলি ও সংখ্যার পরিবর্তে ‘‘ shall, unless prevented by some -one or more of the contingencies Mentained in sub-section (2). pay it to them within sixty days from the date of deposit by the requiring person of the estimated amount of compensation under 7 (3)” শব্দগুলি, বন্ধনীগুলি ও সংখ্যাগুলি প্রতিস্থাপন হইবে।

৬. Ordinance No II of1982 এর Section 10A এর সংশোধনঃ উক্ত Ordinance এর Section এর পর নিমণরূপ নতুন Section10A সন্নিবেশিত হইবে, যথা-

“10 A, payment of compensation to bargadar.- Notwithstanding anything contained in the ordinance. When the property acquired under this part contains standing corps cultivated by bargadar. Such portion of the

compensation as may be determined by the Deputy commissioner for the crops shall be paid to the bargadar in cash.

Explanation : In this section “bargadar” means a person who under the system generally know as adhi, barga or bhag cultiveates the land of another person on condition of delivering a share of produce of such land to that person.”

৭. Ordinance No II of1982এর Section 12 এর সংশোধনঃ উক্ত Ordinance এর Section 12 এর Sub- Section (1) এবং (২) এর পরিবর্তে নিমণরূপ Sub- Section (1) এবং (২) গুলি প্রতিস্থাপন হইবে, যথা-

(1) Notwithstanding anything contained in this Ordinance, Where is any case the estimated amount of the award of compensation has not been deposited by the repairing person for acquisition of any property under section 5 within the period specified in section 7(4), all proceeding in respect of such acquisition shall on the expiry of that period stand abated and a declaration by the Deputy commissioner to that effect shall be published in the official Gazette.

(2) The Deputy commissioner may, with the prior approval of the Government by notification in the official gazette, revoke all proceeding in respect of acquisition of any property at anytime before the payment of compensation.”

৮. Ordinance No II of1982 এর Section 28 এর সংশোধনঃ উক্ত Ordinance এর Section 28 এর Sub-Section (2) এরপর নিমণরূপ নতুন Sub- Section (3) সংযোজিত হইবে, যথা-

‘‘(3) The requiring person shall be made a necessary party in the application made under sub-section (i) along with the Deputy Commissioner.”

৯. Ordinance No II of1982এর Section 31 এর সংশোধনঃ উক্ত Ordinance এর Section 31 এর শেষে ফুলস্টপ এর পরিবর্তে একটি কোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং তৎপর নিমণরুপ শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথাঃ-

“Provided that the compensation determined by the Arbitrator in respect of each owner shall not exceed the amount specified in the award of the Deputy commissioner by more than ten per centum.”

১০. Ordinance No II of1982এর Section 34 এর সংশোধনঃ উক্ত Ordinance এর Section 34 এর Sub-Section 5 এর শেষে ফুলস্টপের পরিবর্তে একটি কোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং তৎপর সংযোজিত হইবে, যথা-

"Provided that the compensation determined by the Arbitrator Appellate Tribunal in respect of each land owner shall not exceed the amount specified in the award of the Arbitrator by more than ten per centum."

১১.Ordinance No II of1982এর নতুন Section 34A এর সংশোধনঃ উক্ত Ordinance এর Section 34 এর নিমণরূপ নতুন Section34A সন্নিবেশিত হইবে, যথা-

''34A payment of additional compensation : - Where additional compensation is required to be paid in pursuance of an award under this part. Such compensation shall be paid to the persons entitled there to immediately after the said additional amount is deposited by the requiring person with the Deputy commissioner :

provided that the requiring person shall deposit the additional amount with the Deputy commissioner within one month from the date of receipt of notice in this behalf from the Deputy commissioner:

provided further that the Deputy commissioner shall send the notice to deposit the amount of additional commissioner within one month from the date of award of the Arbitrator of, as the case may be, decision of the Arbitration Appellate Tribunal."

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার ডিসেম্বর ১৮, ১৯৯৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩ রা পৌষ ১৪০২ বাং/১৭ইং ডিসেম্বর ১৯৯৫ ইং

এস, আর ও নং ২১৮ আইন/৯৫: যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১৪নং আইন) এর ৬ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিমণরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা :-

১. সংক্ষিপ্ত শিরোনাম : এই বিধিমালা যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) (ক্ষতিপূরণ-দাবী প্রত্যাখ্যান) বিধিমালা, ১৯৯৫ নামে অভিহিত হইবে।

২. সংজ্ঞাঃ বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-

(ক) ''আইন'' অর্থ যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) আইন, ১৯৯৫;

(খ) ''তালিকা'' অর্থ বিধি ৩ এর অধীন প্রণীত কোন তালিকা;

(গ) ''নির্ধারিত তারিখ'' - অর্থ ১০ই এপ্রিল ১৯৯৪ ইং তারিখ, অর্থাৎ যেই তারিখে যমুনা বহুমুখী সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হইয়াছে।

৩. ক্ষতিপূরণের দাবী প্রত্যাখ্যানের উদ্দেশ্যে অনুসরণীয় পদ্ধতি : (১) আইনের ৫ ধারার অধীন ক্ষতিপূরণের দাবী প্রত্যাখ্যানের উদ্দেশ্যে-

(ক) অধিগ্রহণাধীন বা অধিগ্রহণের সম্ভাবনা রহিয়াছে এইরূপ জমিতে নির্ধারিত তারিখের পূর্ব হইতে বিদ্যমান ঘর বাড়ী ও এইসব ঘরবাড়ীতে বসবাসরত ব্যক্তিবর্গ, অন্যান্য স্থাপনা এবং উক্ত জমির শ্রেণীর বিবরণ সম্বলিত একটি তালিকা প্রসত্মুত করিতে হইবে;

(খ) উক্ত জমিতে নির্ধারিত তারিখের পরে কোন ঘরবাড়ী বা অন্যান্য স্থাপনা নির্মিত হইয়া থাকিলে বা নির্মাণাধীন থাকিলে অথবা উক্ত জমির শ্রেণীর পরিবর্তন করা হইলে তৎসংশ্লিষ্ট তথ্য সম্বলিত অপর একটি তালিকা প্রসত্মুত করিতে হইবে।

২. তালিকা প্রসত্মুতের সময় স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ বা সংশ্লিষ্ট রাজস্ব অফিসের রেকর্ডপত্রে পর্যালোচনা করিয়া প্রয়োজনীয় তথ্য তালিকায় লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৩. এই বিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে এই বিধিমালায় বিধৃত পদ্ধতি অপর্যাপ্ত হইলে, জেলা প্রশাসক তাহার বিবেচনামতে যথোপযুক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে পারিবেন।

৪. তালিকা প্রস্তুতির ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়ঃ (১) বিধি ৩ এর অধীন তালিকা প্রস্তুতকরণের সময় নিমণবর্ণিত বিষয়াবলী বিবেচনা করিতে হইবে, যথা-

(ক) সংশ্লিষ্ট জমিতে বিদ্যমান ঘরবাড়ী বা অন্যান্য স্থাপনায় কোন গাছপালা থাকলে সেইগুলি নির্ধারিত তারিখের পূর্ব হইতেই ছিল কিনা এবং উক্ত গাছপালার আনুমানিক বয়স;

(খ) সংশ্লিষ্ট জমিতে বিদ্যমান ঘরবাড়ী বা অন্যান্য স্থাপনার আনুমানিক বয়স:

(গ) সংশ্লিষ্ট এলাকার অন্যান্য ঘরবাড়ী বা স্থাপনার জন্য ব্যবহৃত ভিটির উচ্চতার সহিত উক্ত জমিতে বিদ্যমান ঘরবাড়ী বা স্থাপনার ভিটির উচ্চতার তুলনা।

(২) উপ-বিধি (১) এ উলিস্নখিত বিষয়গুলি ছাড়াও, সংশ্লিষ্ট জমিতে বিদ্যমান ঘরবাড়ীতে লোকজনের অবস্থান বা গমনাগমন আছে কিনা তাহা বিবেচনা করিতে হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে নিমণবর্ণিত বিষয়গুলি পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে, যথাঃ

(ক) ঘর বাড়ীর ক্ষেত্রে

(অ) উহাতে বসবাসকারী লোকজন একই পরিবারভূক্ত কিনা এবং একই পরিবারভূক্ত না হইলে তাহাদের একত্রে বসবাসের পর্যাপ্ত কারণ আছে কিনা;

(আ) উহা দরজা-জানালা সম্বলিত কিনা এবং বসবাসের জন্য দৈনন্দিন প্রয়োজন হয় এইরূপ আসবাব ও তৈজষপত্র সেখানে আছে কিনা;

(ই) উহাতে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা, প্রসাব-পায়খানার ব্যবস্থা এবং রান্নাবান্নার সুবিধাদি আছে কিনা;

(খ) স্থাপনার ক্ষেত্রে, উহার অবকাঠামো যন্ত্রপাতি এবং বাস্তবে সেখানে কোন অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালিত হয় কিনা; এবং

(গ) সাধারণ ভাবে, উক্ত ঘরবাড়ীতে বসবাসকারী মহিলা ও শিশুদের এবং উক্ত স্থাপনায় গমনাগমনকারী ব্যক্তি বা পার্শ্ববর্তী যে কোন ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্ত তথ্য।

(৩) সংশ্লিষ্ট জমির শ্রেণী নির্ধারিত তারিখের পর পরিবর্তন করা হইয়াছে কিনা তাহা নিরূপণের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট রাজস্ব অফিসের রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা এবং বাস্তবে অফিসের রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা এবং বাস্তবে পরিলক্ষিত উক্ত জমির অবস্থা বিবেচনা করিতে হইবে।

৫. আলোকচিত্র গ্রহণঃ এই বিধিমালার উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে ভূমি বা আকাশযান বা অন্যকোনভাবে সংগৃহীত আলোকচিত্র বিবেচনা করা যাইবে।

৬. নোটিশ বাধ্যতামূলক নয়ঃ তালিকা প্রসত্মুত করণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ বা পর্যবেক্ষণ বা এই বিধিমালার অধীনে অন্য কোন কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জমি, ঘরবাড়ী বা স্থাপনার মালিক বা দখলদার বা দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিকে কোন প্রকল্পে নোটিশ প্রদান ব্যতিরেকেই উক্তরূপ যে কোন বা সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মোহাম্মদ ইনামুল হক
সচিব

মোঃ মিজানুর রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত মোঃ আতোয়ার রহমান, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-১০

পরিপত্র

স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-১০/অধি/পরিপত্র/বিবিধ-৮/২০০৮-৩৪৮ তারিখঃ ৩০/১১/২০০৮ খ্রিঃ

বিষয়ঃ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে ভূমি অধিগ্রহণের সমস্যা ও উত্তরণের উপায় সংক্রান্ত বিষয়ে পরিপত্র জারী করণ প্রসঙ্গে।

উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে ভূমি অধিগ্রহণ একটি অন্যতম সমস্যা। প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘ সূত্রিতা ব্যয় বৃদ্ধিরও কারণ। ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ায়/প্রত্যাশী সংস্থার যথাযথ মনিটরিং এবং সার্বক্ষণিক জেলা প্রশাসনের সাথে সম্পৃক্ত থেকে দ্রুত অধিগ্রহণ নিশ্চিতকরণসহ আনুসঙ্গিক কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সরকার নিমণলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

ক) প্রকল্প প্রণয়নকালে অধিগ্রহণযোগ্য ভূমির পরিমাণ, প্রকৃতি, এর চৌহদ্দি, শ্রেণী, মালিকানা, ভৌগলিক অবস্থান, পারিপার্শ্বিক এলাকার বর্ণনা, গুরুত্ব, সমকালীণ বাজার দর ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংশ্লিষ্ট তহশিল অফিস/সাব-রেজিস্ট্রারের অফিস/উপজেলা ভূমি অফিস/জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করে প্রত্যাশী সংস্থা প্রকল্প ছকে তা অন্তর্ভূক্ত করবে।

খ) প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের বিষয়ে প্রত্যাশী সংস্থাকে ক্রমিক ক-এ বর্ণিত তথ্য সরবরাহ করতে সংশ্লিষ্ট সংস্থা/অফিস সর্বোচ্চ সহায়তা প্রদান করবে।

গ) প্রকল্পের ভৌত কাজ শুরুর আগে ভূমি অধিগ্রহণের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং সময়ে সময়ে এর অগ্রগতি মনিটরিং করতঃ প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক জেলা প্রশাসনের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ করে এটা নিশ্চিত করতে হবে যেন অধিগ্রহণকৃত জমিতে প্রকল্পের স্থাপনা নির্মাণ ও আনুসঙ্গিক কাজ সম্পন্ন করার জন্য পর্যাপ্ত সময় থাকে।

ঘ) প্রচলিত স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২ রুলস-৪(এ) এর বিধান মতে অধিগ্রহণযোগ্য ভূমি ও সংলগ্ন এলাকার ভিডিও চিত্র গ্রহণ করতে হবে।

ঙ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের সুফল স্থানীয় জনগণ ও জমির মালিকেরাই উপভোগ করবেন মর্মে প্রচারণার মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য প্রত্যাশী সংস্থা জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমন্বয়ে উদ্বুদ্ধ করণ কর্মসূচী গ্রহণ করবে।

চ) সরেজমিনে অধিগ্রহণযোগ্য ভূমির যৌথ তদন্ত, তালিকা প্রণয়ন ও চূড়ান্ত দাগ সূচী প্রণয়ন প্রত্যাশী সংস্থা দায়িত্বশীল প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সম্পন্ন করতে হবে। সাব রেজিষ্ট্রারের অফিস হতে প্রত্যাশী সংস্থার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে বিক্রয়মূল্যের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে এবং এতে সংশ্লিষ্ট সাব রেজিষ্ট্রারগণের স্বাক্ষর গ্রহণ করে তাতে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রতিস্বাক্ষর গ্রহণ করতে হবে। যৌথ তদন্ত তালিকায় প্রাপ্ত ভূমির শ্রেণী পরিবর্তিত হলে তার ক্ষতিপূরণের বিষয়ে জেলা প্রশাসকের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

ছ) ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাব অনুমোদনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটি এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

২। সরকারের উপযুক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখঃ ৩০/১১/২০০৮
(আবু মোঃ মনিরুজ্জামান খান)
সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়।

স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-১০/অধি/পরিপত্র/বিবিধ-৮/২০০৮-৩৪৮ তারিখঃ ৩০/১১/২০০৮ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মুখ্য সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩। সচিব ..... (সকল)
৪। বিভাগীয় কমিশনার ..... (সকল)।
৫। জেলা প্রশাসক ..... (সকল)।

স্বাক্ষরিত/-
(এস এম আবুল কালাম আজাদ)
উপসচিব
ফোন-৯৫৭০০১৯

স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-১০/অধি/পরিপত্র/বিবিধ-৮/২০০৮-৩৪৮ তারিখঃ ৩০/১১/২০০৮ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

০১। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল, ঢাকা।
০২। চেয়ারম্যান, ভূমি আপীল বোর্ড, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
০৩। মহা-পরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৪। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন-১/২/উন্নয়ন/আইন, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৫। জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, আদর্শগ্রাম প্রকল্প-২, নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা।
০৬। মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয়ের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
০৭। উপসচিব/উপপ্রধান ..... (সকল), ভূমি মন্ত্রণালয়।
০৮। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
০৯। পরিচালক, ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নীলক্ষেত বাবুপুরা ঢাকা।
১০। সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব ..... (সকল), ভূমি মন্ত্রণালয়।

স্বাক্ষরিত/-
(এস এম আবুল কালাম আজাদ)
উপসচিব

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
ঢাকা, ৮ই এপ্রিল, ২০০৯/২৫শে চৈত্র, ১৪১৫

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিমণলিখিত আইনটি ৮ই এপ্রিল, ২০০৯ (২৫শে চৈত্র, ১৪১৫) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে।

২০০৯ সনের ৩১ নং আইন

পদ্মা বহুমুখল সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু পদ্মা বহুমুখল সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারার নিমণরূপ আইন করা হইলঃ-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।-(১) এই আইন পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) আইন, ২০০৯ নামে অভিহিত হইবে।

২) এই আইন ২৮ আষাঢ় ১৪১৪ বাংলা মোতাবেক ১২ জুলাই ২০০৭ খ্রিঃ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

ক) ''কমিশনার'' অর্থ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার;
খ) ''কর্তৃপক্ষ'' অর্থ Jamuna Multipurpose Bridge Authority Ordinance, 1985 (Ordinance No.XXXIV of 1985) এর Section 4 এর অধীন প্রতিষ্ঠিত Jamuna Multipurpose Bridge Authority;
গ) ''জনস্বার্থ বিরোধী উদ্দেশ্য'' অর্থ পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নে বাধা প্রদান, বিঘ্ন সৃষ্টি বা বিলম্বিত করার লক্ষ্যে কোন কাজ বা ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া ক্ষতিপূরণ হিসাবে বা অন্য কোনভাবে আর্থিক সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে;
ঘ) ''ডেপুটি কমিশনার'' অর্থ Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance, 1982 (Ordinance No. II of 1982) এর Section 2 (b) এ সংজ্ঞায়িত Deputy Commissioner ;
ঙ) পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প'' অর্থ Jamuna Multipurpose Bridge Authority Ordinance, 1985 (Ordinance No. XXXIV of 1985) এর অধীন পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মানের উদ্দেশ্যে গৃহীত পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প ;
চ) ''ব্যক্তি'' অর্থে যে কোন প্রতিষ্ঠান, কোম্পানী বা দেশী বা বিদেশী সংস্থাও অন্তর্ভূক্ত হইবে।

৩। পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ।- এই আইনের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কোন ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হইলে, উহা জনস্বার্থে প্রয়োজন বলিয়া গণ্য হইবে এবং কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী উক্ত ভূমি Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance, 1982 (Ordinance No. II of 1982) অতঃপর ভূমি অধিগ্রহণ আইন বলিয়া উলিস্নখিত, এর বিধান অনুযায়ী অধিগ্রহণ করা যাইবে।

৪। ধারা ৫ এর প্রাধান্য।- ভূমি অধিগ্রহণ আইন, তদধীন প্রণীত বিধি বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন বা বিধিতে বিপরীতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে এই আইনের ধারা ৫ এর বিধান কার্যকর থাকিবে।

৫। বিশেষ বিধান।-১ পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অধিগ্রহণাধীন ভূমির উপর জনস্বার্থ বিরোধী উদ্দেশ্যে নির্মিত বা নির্মাণাধীন ঘর বাড়ি বা অন্য কোন প্রকার স্থাপনার জন্য বা একই উদ্দেশ্যে কোন ঘর বাড়ি বা স্থাপনার বা ভূমির শ্রেণী পরিবর্তন করা হইলে উক্তরূপ পরিবর্তনের জন্য কোন ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী হইবে না।

২) ভূমি অধিগ্রহণ অধ্যাদেশ ধারা ৮ এর অধীন ক্ষতিপূরণ নির্ধারণকালে ডেপুটি কমিশনার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অধিগ্রহণাধীন কোন ভূমির উপর নির্মিত বা নির্মাণাধীন কোন ঘর-বাড়ি বা অন্য কোন প্রকার স্থাপনা জনস্বার্থ বিরোধী উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হইয়াছে বা নির্মাণাধীন আছে বা একই উদ্দেশ্যে কোন ঘর-বাড়ি বা স্থাপনা বা ভূমির শ্রেণী পরিবর্তন করা হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি উক্তরূপ ঘর-বাড়ি বা স্থাপনা বা পরিবর্তনকে উক্ত ধারা ৮ এর অধীন ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য বিবেচনা করিবেন না এবং এইরূপ ক্ষতিপূরণের দাবি, যদি থাকে, প্রত্যাখ্যান করিবেন।

৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন দাবি প্রত্যাখ্যানের কারণে সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি, প্রত্যাখ্যান আদেশ জারি হইবার সাত দিনের মধ্যে, ক্ষতিপূরণের দাবিতে কমিশনারের নিকট উক্ত প্রত্যাখ্যানের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।

৪) কমিশনার, উপ-ধারা (৩) এর অধীন আপীল আবেদন প্রাপ্তির পাঁচ দিনের মধ্যে আপীলের বিষয়টি সরেজমিনে তদন্ত করিবেন এবং অতঃপর আপীলকারীকে শুনানীল সুযোগ প্রদানপূর্বক অনধিক পাঁচ দিনের মধ্যে আপীলের উপর তাহার সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন।

৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন প্রদত্ত কমিশনারের সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চূড়ান্ত হইবে।

৬) উপ-ধারা (৪) এর অধীন প্রদত্ত সিদ্ধান্ত দ্বারা আপীল নামঞ্জুর করা হয়, তাহা হইলে উক্তরূপ সিদ্ধান্তের আদেশ জারির ২৪ (চবিবশ) ঘন্টার মধ্যে আপীলকারী সংশ্লিষ্ট ঘর-বাড়ি বা স্থাপনা নিজ খরচ ও দায়িত্বে সরাইয়া লইয়া যাইবেন, অন্যথায় ডেপুটি কমিশনার উক্ত ঘর-বাড়ি বা স্থাপনা প্রকাশ্যে নিলাম বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা করিবেন।

৭) উপ-ধারা (২) এর অধীন ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক ক্ষতিপূরণের দাবি প্রত্যাখ্যানের বিরুদ্ধে যদি দাবিদার উপ-ধারা (৩) এর অধীন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপীল দায়ের না করেন, তাহা হইলে উক্ত সময়ের পরবর্তী ২৪ ঘন্টার মধ্যে তিনি সংশ্লিষ্ট ঘর-বাড়ি বা স্থাপনা সরাইয়া লইয়া যাইবেন, অন্যথায় ডেপুটি কমিশনার উপ-ধারা (৬) এ উল্লেখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৮) এই আইনের অধীন অধিগ্রহণকারী ভূমির ক্ষতিপূরণ প্রত্যাশি সংস্থার নিকট হইতে অর্থ প্রাপ্তির ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে অধিগ্রহণকৃত ভূমি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক পূর্ব ঘোষিত সময় সূচি অনুযায়ী প্রকাশ্যে পরিশোধ করিতে হইবে।

৯) পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অধিগ্রহণাধীন কোন ভূমির মাটি অসৎ উদ্দেশ্যে কাটিয়া উক্ত ভূমির শ্রেণী পরিবর্তন করা হইলে, উক্তরূপ পরিবর্তনের জন্য উক্ত ভূমির কোন ক্ষতি হইলে, সরকার সংশ্লিষ্ট ভূমির মালিকের নিকট হইতে উক্ত ক্ষতি বাবদ যথাযথ পরিমাণ ক্ষতিপূরণ, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, আদায় করিতে পারিবে।

১০) ভূমি অধিগ্রহণ আইনের ধারা ৩ এর অধীন নোটিশ জারির পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক অধিগ্রহণাধীন ভূমির যে ভিডিও চিত্র গ্রহণ ও সংরক্ষণ করা হইয়াছে, উক্ত ভিডিও চিত্র এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এই আইনের অধীন গৃহীত ও সংরক্ষিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং উক্ত ভিডিও চিত্রের ভিত্তিতে উক্ত ভূমির ক্ষতিপূরণ নির্ধারণপূর্বক উক্ত ক্ষতিপূরণ পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

১১) এই ধারার অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ বা গৃহীত কোন কার্যক্রমের বিরুদ্ধে কোন আদালত কোন মামলা বা দরখাস্ত গ্রহণ করিবে না এবং এই ধারার অধীন বা এই ধারা হইতে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে গৃহীত বা গৃহীতব্য কোন কার্যক্রম সম্পর্কে কোন আদালত কোন প্রকার নিষেধাজ্ঞা জারী করিতে পারিবে না।

৬। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।-এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার,সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

৭। হেফাজত সংক্রান্ত বিশেষ বিধান।- (১) পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) অধ্যাদেশ, ২০০৭ (২০০৭ সনের ১৪নং অধ্যাদেশ) অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশ বলিয়া উলিস্নখিত, এর অধীন কৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৯৩ এর দফা (২) এর বিধান অনুসারে উক্ত অধ্যাদেশের কার্যকারিতা লোপ পাওয়া সত্ত্বেও অনুরূপ লোপ পাইবার পর উহার ধারাবাহিকতায় বা বিবেচিত ধারাবাহিকতায় কোন কাজকর্ম কৃত বা ব্যবস্থা গৃহীত হইয়া থাকিলে উহা এই আইনের অধীনে কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

আশফাক হামিদ
সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-১০

স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-১০/অধি/আইন/সংশোধনী/বিবিধ-০৯/২০১০-২০৮ তারিখঃ ১৬/০৬/২০১০ খ্রিঃ

বিষয়ঃ অধিগ্রহণকৃত/হুকুমদখলকৃত অব্যবহৃত ভূমি মূল মালিকদের ফেরৎ প্রদান সংক্রান্ত।

লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কিছু কিছু মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/প্রার্থী সংস্থা সুনির্দিষ্ট কোন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এল,এ কেসের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণ করে সে প্রকল্পে সম্পূর্ণ ভূমি ব্যবহার না করে অব্যবহৃত অবস্থায় ফেলে রেখেছেন। এ সুযোগ গ্রহণ করে কিছু কিছু ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ কাগজপত্র সৃষ্টি করে অবমুক্তির আবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করেছেন। অব্যবহৃত ভূমির ব্যবহার সংক্রান্তে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ম্যানুয়েল ১৯৯৭ এর ৭৭ ও ৭৮ অনুচ্ছেদে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। এছাড়া ১৯৯৮ সনের ৫০ ডি.এল.আর এ দেখা যায় মহামান্য হাইকোর্টের এই বিষয়ে নিমণরূপ সিদ্ধান্ত রয়েছে- "Mere non use of the acquired land for the purpose for which it was acquired will not give any right to get return of the same. Once property is validly acquired after meeting the legal formalities, it vests in the government and its previous owner does not have any rights to ask return of the same for its non utilization for the specific purpose for which it was acquired" এর মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে সিভিল পিটিশন ফর-লীভ-টু-আপীল নং-৪৪২/২০০২ এর রায়ে Emergency Requisition of property Act,1948 সম্পর্কে নিমণরূপ সিদ্ধান্ত রয়েছে।

"The property acquired under section5 of the Emergency Requisition of property Act. 1948 vests in the government free from all incumbrances. Nonutilization of any part of such property does not render it liable to be released from acquisition. Similarly non-payment of compenstion money also does not render any ground for release of such property. In case of non-payment of compensation, steps may be taken for payment of compensation, In that view of the matter there is absolutely no scope for any release for any release of the requisitioned property by the Government, (9MLR, page, 151-155)" থাকা সত্বেও তা প্রতিপালন না করে মন্ত্রণালয়ে আইনের অপব্যাখ্যা করে পূর্বতন মালিকের অনুকূলে অবমুক্তির সুপারিশ করা হচ্ছে।

২। তাই অধিগ্রহণকৃত অব্যবহৃত ভূমির বিষয়ে উপরোক্ত আইন/বিধান যথাযত পালন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো। সকল জেলা প্রশাসকগণের এ বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো।

স্বাক্ষর অস্পষ্ট/-
(মোঃ আতাহারুল ইসলাম)
সচিব

জেলা প্রশাসক
..... (সকল)।

স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-১০/অধি/অবমুক্ত/সার্কুলার/বিবিধ/০৮/২০১০-২০৮/১(১৭২) তারিখঃ ১৬/০৬/২০১০ খ্রিঃ

সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলেঃ

১। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান, ভূমি আপীল বোর্ড, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁ, ঢাকা।
৪। বিভাগীয় কমিশনার ..... (সকল)।
৫। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)/এল,এ ..... (সকল)।
৬। ভূমি মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা .....। স্বাঃ/-
৭। গার্ড ফাইল। (পারভীন আকতার)
উপসচিব
ফোন-৯৫৬৬৫৮৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ভূমি মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-১০

স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-১০/অধি/আইন/সংশোধনী/বিবিধ-০৯/২০১০-২৪৬ তারিখঃ ১৩/০৭/২০১০ খ্রিঃ

বিষয়ঃ ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ১০ম বৈঠকের কার্যবিবরণীর 'ত' অনুচ্ছেদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির স্মারক নং-বাজাসস/কঃশা-১২/ভূমি আন্তঃ/৪(২)-২০০৯/২৭৩ তাং-১৫/০৬/১০ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, গত ০১/০৬/২০১০ খ্রিঃ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ১০ম বৈঠকের কার্যবিবরণীর 'ত' অনুচ্ছেদে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ কর্তৃক দীর্ঘদিন যাবত অব্যবহৃত সম্পত্তি বা ভবিষ্যতে ব্যবহারের পরিকল্পনা নেই এমন সম্পত্তি বিধি মোতাবেক ১নং খাস খতিয়ানে অন্তর্ভূক্ত করে একটি চূড়ান্ত প্রতিবেদন কমিটিতে উপস্থাপনের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

২। এমতাবস্থায় ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির উপর্যুক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতঃ আগামী ২(দুই) মাসের মধ্যে চূড়ান্ত প্রতিবেদন ঢাকা বিভাগ অধিশাখা-১০, চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল বিভাগ অধিশাখা-১১ এবং খুলনা রংপুর, রাজশাহী বিভাগ অধিশাখা-৫ বরাবর প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্বাঃ/-
(পারভীন আকতার)
উপসচিব
ফোন-৭১৬৯২৫৩

জেলা প্রশাসক,
.....(সকল)

স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-১০/অধি/আইন/সংশোধনী/বিবিধ-০৯/২০১০-২৪৬/১(৫) তারিখঃ ১৩/০৭/২০১০ খ্রিঃ

অনুলিপিঃ
১। উপসচিব অধিশাখা-১১/৫, ভূমি মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। কমিটি অফিসার (কমিটি-১২), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ভবন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৪। সিনিয়র সহকারী সচিব, শাখা-৩, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্বাঃ/-
(পারভীন আকতার)
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রনালয়

অধিশাখা-১০

স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-১০/অধি/আইন/সংশোধনী/বিবিধ-০৯/২০১০-২৪৭ তারিখঃ ১৩/০৭/২০১০ খ্রিঃ

বিষয়ঃ ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ১০ম বৈঠকের কার্যবিবরণীর 'ত' অনুচ্ছেদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির স্মারক নং-বাজাসস/কঃশা-১২/ভূমি আন্তঃ/৪(২)-২০০৯/২৭৩ তাং-১৫/০৬/১০ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোস্থ স্মারকের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, গত ০১/০৬/২০১০ খ্রিঃ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ১০ম বৈঠকের কার্যবিবরণীর 'ত' অনুচ্ছেদে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ কর্তৃক দীর্ঘদিন যাবত অব্যবহৃত সম্পত্তি বা ভবিষ্যতে ব্যবহারের পরিকল্পনা নেই এমন সম্পত্তি বিধি মোতাবেক ১নং খাস খতিয়ানে অন্তর্ভূক্ত করে একটি চূড়ান্ত প্রতিবেদন কমিটিতে উপস্থাপন করার পাশাপাশি গাজীপুর জেলার টিএন্ডটি বিভাগের বহুদিন ধরে অব্যবহৃত ৭০ একর জমি অনতিবিলম্বে ১নং খাস খতিয়ানভূক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

২। এমতাবস্থায় ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির উপর্যুক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতঃ আগামী ২(দুই) মাসের মধ্যে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্বাঃ/-
(পারভীন আকতার)
উপসচিব
ফোন-৭১৬৯২৫৩

জেলা প্রশাসক,
গাজীপুর।

স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-১০/অধি/আইন/সংশোধনী/বিবিধ-০৯/২০১০-২৪৭ তারিখঃ ১৩/০৭/২০১০ খ্রিঃ

অনুলিপিঃ

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। কমিটি অফিসার (কমিটি-১২), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ভবন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

৩। সিনিয়র সহকারী সচিব, শাখা-৩, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্বাঃ/-
(পারভীন আকতার)
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-১০

স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-১০/অধি/আইন/সংশোধনী/বিবিধ-০৯/২০১০-৩৪৫ তারিখঃ ২৩/০৯/২০১০ খ্রিঃ

বিষয়ঃ ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ১০ম বৈঠকের কার্যবিবরণীর 'ত' অনুচ্ছেদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ ১। ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির স্মারক নং-বাজাসস/কঃশা-১২/ভূমি আন্তঃ/৪(২)-২০০৯/২৭৩ তাং- ১৫/০৬/১০ খ্রিঃ
২। এ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- ভূঃম/শা-১০/অধি/আইন/সংশোধনী/বিবিধ-০৯/২০১০-২৪৭ তাং- ১৩/০৭/২০১০ খ্রিঃ
৩। এ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- ভূঃম/শা-৩/স্থায়ী কমিটি-০১/২০১০-৩৭৯(১৫) তাং- ২৩/০৮/২০১০ খ্রিঃ
৪। এ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- ভূঃম/শা-১০/অধি/আইন/সংশোধনী/বিবিধ-০৯/২০১০-৩১৪ তাং- ২৪/০৮/২০১০ খ্রিঃ
৫। এ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- ভূঃম/শা-৩/স্থায়ীকমিটি-০১/২০১০-৪১৪ তাং- ২২/০৯/২০১০ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোস্থ স্মারকের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, গত ০১/০৬/২০১০ খ্রিঃ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ১০ম বৈঠকের কার্যবিবরণীর 'ত' অনুচ্ছেদে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ কর্তৃক দীর্ঘদিন যাবত একটি চূড়ান্ত প্রতিবেদন কমিটিতে উপস্থাপন জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। পরবর্তীতে ৩১/০৮/২০১০ খ্রিঃ তারিখে ১৩তম সভায় একই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে ''১২(৩) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের জন্য অধিগ্রহণকৃত এবং দীর্ঘদিন যাবৎ অব্যবহৃত জমি আগামী তিন মাসের মধ্যে Resume করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে''

২। এমতাবস্থায় উলিস্নখিত বিষয়ে সমন্বিত তথ্যাদি জরুরী ভিত্তিতে প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে পুনরায় অনুরোধ করা হলো।

স্বাঃ/-
(তপন কুমার দাস)
উপসচিব
ফোন-৭১৬৯২৫৩

বিভাগীয় কমিশনার .....(সকল)
জেলা প্রশাসক, ...(সকল), ঢাকা বিভাগ।

স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-১০/অধি/আইন/সংশোধনী/বিবিধ-০৯/২০১০-৩৪৫ তারিখঃ ২৩/০৯/২০১০ খ্রিঃ

অনুলিপিঃ
১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। কমিটি অফিসার (কমিটি-১২), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ভবন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৩। সিনিয়র সহকারী সচিব, শাখা-৩, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্বাঃ/-
(তপন কুমার দাস)
উপসচিব
ফোন-৭১৬৯২৫৩

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ৩০ শে জুন, ২০১১/১৬ই আষাঢ়, ১৪১৮

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিমণলিখিত আইনটি ৩০শে জুন, ২০১১ (১৬ই আষাঢ়, ১৪১৮) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছেঃ-

২০১১ সনের ১১নং আইন

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প বাস্তাবায়নের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় বিধান প্রনয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয় :

সেহেতু এতদ্দারা নিমণরূপ আইন করা হইল -

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।-(১) এই আইন ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) আইন, ২০১১ নামে অভিহিত হইবে।

২) এই আইন ২৯শে বৈশাখ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১২ই মে, ২০১১ খ্রিস্ট্রাব্দ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। সংজ্ঞা-বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিবে, এ আইনে-

1) ''কমিশনার' অর্থ সংশিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার ;
2) ''কর্তৃপক্ষ Bangladesh Bridge Authority Ordinance, 1985 (Ordinance No. XXXIV of 1985) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত Bangladesh Bridge Authority ;
3) ''জনস্বার্থ বিরোধী উদ্দেশ্য'' অর্থ ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে বাধা প্রদান, বিঘ্ন সৃষ্টি বা বিলম্বিত করার লক্ষ্যে কোন কাজ বা ব্যবস্থা গ্রহণক্রমে ক্ষতিপূরণ হিসাবে বা অন্য কোন ভাবে আর্থিক সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে ;
4) ''ডেপুটি কমিশনার অর্থ'' Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance, 1982 (Ordinance No. II of 1982) এর Section 2 (b) এ সংজ্ঞায়িত Deputy Commissioner ;
5) 'প্রকল্প' অর্থ Bangladesh Bridge Authority Ordinance, 1985 (Ordinance No. XXXIV of 1985) এর অধীন ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ ও পরিচালনার উদ্দেশ্যে গৃহীত ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প ;
6) ''ব্যক্তি'' অর্থে যে কোন প্রতিষ্ঠান, কোম্পানীর বা দেশী বা বিদেশী সংস্থাও অন্তর্ভূক্ত হইবে ;
7) ''ভূমি অধিগ্রহণ অধ্যাদেশ'' অর্থ Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance, 1982 (Ordinance No. II of 1982)

৩। আইনের প্রাধান্য।- ভূমি অধিগ্রহণ অধ্যাদেশ, তদধীন প্রণীত বিধি বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন বা বিধিতে বিপরীত যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে এই আইনের বিধান প্রাধান্য পাইবে।

৪। প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ।- এই আইনের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কোন ভূমি অধিগ্রহনের প্রয়োজন হইলে, ইহা জনস্বার্থে প্রয়োজন বলিয়া গণ্য হইবে এবং কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী উক্ত ভূমি, ভূমি অধিগ্রহণ অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী অধিগ্রহণ করা যাইবে।

৫। বিশেষ বিধান।- (১) প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণের নোটিশ প্রদানের পর অধিগ্রহণনাধীন ভূমির উপর জনস্বার্থ বিরোধী উদ্দেশ্যে কোন ঘর-বাড়ি বা স্থাপনার বা ভূমির শ্রেণী পরিবর্তন করা হইলে উক্তরূপ পরিবর্তনের জন্য কোন ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী হইবে না।

২) ভূমি অধিগ্রহণ অধ্যাদেশ ধারা ৮ এর অধীন ক্ষতিপূরণ নির্ধারণকালে ডেপুটি কমিশনার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অধিগ্রহণাধীন কোন ভূমির উপর নির্মিত বা নির্মানাধীন কোন ঘর বাড়ি বা অন্য কোন প্রকার স্থাপনা জনস্বার্থে বিরোধী উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হইয়াছে বা নির্মাণাধীন আছে বা একই উদ্দেশ্যে কোন ঘরবাড়ি বা স্থাপনা বা ভূমির শ্রেণীর পরিবর্তন করা হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি উক্তরূপ ঘর-বাড়ি বা স্থাপনা বা পরিবর্তনকে উক্ত ধারা ৮ এর অধীন ক্ষতিপূরণ প্রদাণের জন্য বিবেচনা করিবেন না এবং এইরূপ ক্ষতিপূরণের দাবি যদি থাকে, প্রত্যাখ্যান করিবেন।

৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন দাবি প্রত্যাখ্যানের কারণে সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি, প্রত্যাখ্যান আদেশ জারি হইবার সাত দিনের মধ্যে ক্ষতিপূরণের দাবিতে কমিশনারের নিকট উক্ত প্রত্যাখ্যানের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।

৪) কমিশনার, উপ-ধারা (৩) এর অধীন আপীল আবেদন প্রাপ্তির পাঁচ কর্মদিবসের মধ্যে আপীলের বিষয়টি সরেজমিন তদন্ত করিবেন এবং অতঃপর আপীলকারীকে শুনানীল সুযোগ প্রদান পূর্বক অনধিক পাঁচ কর্মদিবসের মধ্যে আপীলের বিষয়ে যথোপযুক্ত আদেশ প্রদান করিবেন।

৫) এই আইনের অধীন অধিগ্রহণকৃত ভূমির ক্ষতিপুরন প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হইতে অর্থ প্রাপ্তির ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে অধিগ্রহণকৃত ভূমির ক্ষতিপূরণ ও সংশিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ বা ওয়ার্ড কমিশনার বা কাউন্সিলার কার্যালয়ে ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক পূর্বঘোষিত সময়সুচি অনুযায়ী প্রকাশ্যে পরিশোধ করিতে হইবে।

৬) ভূমি অধিগ্রহণ অধ্যাদেশের ধারা ৩ এর অধীন নোটিশ জারির সময় সংশিষ্ট ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক অধিগ্রহণাধীন ভূমির যে ভিডিও চিত্র গ্রহণ ও সংরক্ষণ করা হইয়াছে, উক্ত ভিডিও চিত্র এই আইনের উদ্দেশ্য পুরণকল্পে এই আইনের অধীন গৃহীত ও সংরক্ষিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত ভিডিও চিত্রের ভিত্তিতে উক্ত ভূমির ক্ষতিপূরণ পূর্বক উক্ত ক্ষতিপূরণ পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

7) উপ-ধারা (৪) এর অধীন প্রদত্ত কমিশনারের আদেশ সংশিষ্ট বিষয়ে চূড়ান্ত হইবে।

৮) উপ-ধারা (৪) এর অধীন প্রদত্ত আদেশে যদি আপীল নামঞ্জুর করা হয়, তাহা হইলে উক্তরূপ নামঞ্জুর আদেশ জারির ২৪ (চবিবশ) ঘন্টার মধ্যে আপীলকারী সংশিষ্ট ঘর-বাড়ি বা স্থাপনা নিজ খরচ ও দায়িত্বে সরাইয়া নিবেন, অন্যথায় ডেপুটি কমিশনার উক্ত ঘর-বাড়ি বা স্থাপনা প্রকাশ্যে নিলাম বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা করিবেন।

৯) উপ-ধারা (২) এর অধীন ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক ক্ষতিপূরণের দাবি প্রত্যাখ্যানের বিরুদ্ধে যদি দাবিদার উপ-ধারা (৩) এর অধীন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপীল দায়ের না করেন, তাহা হইলে উক্ত সময়ের পরবর্তী ২৪ (চবিবশ) ঘন্টার মধ্যে তিনি সংশিষ্ট ঘর-বাড়ি বা স্থাপনা সরাইয়া নিবেন, অন্যথায় ডেপুটি কমিশনার উপ-ধারা (৮) এ উল্লেখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১০) প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অধিগ্রহণাধীন কোন ভূমির মাটি অসৎ উদ্দেশ্যে কাটিয়া বা অন্য কোন উপায়ে উক্ত ভূমির শ্রেণী পরিবর্তন করা হইলে, উক্তরূপ পরিবর্তনের জন্য ভূমির কোন ক্ষতি হইলে, সরকার সংশিষ্ট ভূমির মালিকের নিকট হইতে উক্ত ক্ষতি বাবদ যথাযথ পরিমাণ ক্ষতিপূরণ বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আদায় করিতে পারিবে।

১১) এই আইনের অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ বা গৃহীত কোন কার্যক্রমের বিরুদ্ধে কোন আদালত কোন মামলা বা দরখাস্ত গ্রহণ করিবে না এবং এই ধারার অধীন বা এই ধারা হইতে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে গৃহীত বা গৃহীতব্য কোন কার্যক্রম সম্পর্কে কোন আদালত কোন প্রকার নিষেধাজ্ঞা জরি করিতে পারিবে না।

৬। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৭। হেফাজত সংক্রান্ত বিশেষ বিধান।- (১) ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) অধ্যাদেশ, ২০১১ (২০১১ সনের ১নং অধ্যাদেশ) অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশ বলিয়া উলিস্নখিত, এর অধীন কৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩ এর দফা (২) এর বিধান অনুসারে উক্ত অধ্যাদেশের কার্যকারিতা লোপ পাওয়া সত্ত্বেও অনুরূপ লোপ পাইবার পর উহার ধারাবাহিকতার বা বিবেচিত ধারাবাহিকতার কোন কাজকর্ম কৃত বা ব্যবস্থা গৃহীত হইয়া থাকিলে উহা এই আইনের অধীনে কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়াও গণ্য হইবে।

স্বাঃ/-
আশফাক হামিদ
সচিব

অষ্টম অধ্যায়

জলমহাল, বালুমহাল ও ফেরী ব্যবস্থাপনা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
সায়ারাত-১ শাখা

স্মারক নং- ৩১.০০.০০০০.০৫০.৬৮.০২০.০৯ (অংশ-১)- ৫৩৫ **তারিখঃ Error!**

গণ বিজ্ঞপ্তি

বিষয়ঃ উন্নয়ন প্রকল্পে জলমহাল ইজারা প্রাপ্তির জন্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন দাখিল।

২০ একরের উর্ধ্বের আয়তন বিশিষ্ট বদ্ধ জলমহাল ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর ৫(৮) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ১ মাঘ হতে জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক আবেদনের বিধান রয়েছে। অন্যদিকে উলিস্নখিত নীতির অনুচ্ছেদ ৭(৩) অনুযায়ী একই আয়তন বিশিষ্ট জলমহাল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ইজারা প্রাপ্তির জন্য ৩০ ফাল্গুন পর্যন্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ে আবেদন করা যায়। এতে একটি জলমহাল জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক ইজারা প্রদানের পরও মন্ত্রণালয়ে উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য আবেদন করার সুযোগ থাকায় কখনো কখনো সমস্যার উদ্ভব ঘটে। উক্ত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে গত ১৫/১২/২০১১ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৫০.৬৮.০২৭.২০১১-৬৮০ নং স্মারকের পরিপত্রের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় আবেদন দাখিলের সময় সীমা ৩০ কার্তিক পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়।

পরবর্তীতে রীট পিটিশন নং ১৮৩/২০১২ মামলায় ১১/০১/২০১২ তারিখের আদেশে রুলনিশি ইস্যু করা হয় এবং মন্ত্রণালয়ের ১৫/১২/২০১১ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৫০.৬৮.০২৭.২০১১-৬৮০ নং স্মারকের পরিপত্রটির কার্যকারিতা স্থগিত করা হয়। রীট পিটিশন নং ১৮৩/২০১২ মামলায় মহামান্য আদালত কর্তৃক গত ১৪/১১/২০১২ তারিখের আদেশে রুল ডিসচার্জ করা হয় এবং স্থগিতাদেশ recall ও vacate করা হয়। ফলে মন্ত্রণালয়ের ১৫/১২/২০১১ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৫০.৬৮.০২৭.২০১১-৬৮০ নং স্মারকের পরিপত্রটি কার্যতঃ পুনর্বহাল হয়।

এক্ষণে, ১৪২১ থেকে ১৪২৬ বাংলা সন মেয়াদে এবং পরবর্তীতে উন্নয়ন প্রকল্পে জলমহাল ইজারা প্রাপ্তির আবেদন ৩০ কার্তিক পর্যন্ত মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা যাবে।

স্বাঃ/-
(মোঃ মোখলেছুর রহমান)
সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, নভেম্বর ১, ২০১২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
সায়ারাত-১ শাখা

পরিপত্র

তারিখ, ১৬ কার্তিক ১৪১৯ বঙ্গাব্দ/৩১ অক্টোবর, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় জলমহাল ইজারা প্রাপ্তির জন্য জেলা প্রশাসকের নিকট দাখিলকৃত অতিরিক্ত ব্যাংক ড্রাফ্ট বাতিলকরণ ও সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রেরণ প্রসঙ্গে।

নং ৩১.০০.০০০০.০৫০.৬৮.০২০.০৯(অংশ-১)-৮৩৩ —সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর অনুচ্ছেদ ৭ অনুসারে ২০ একরের উর্ধ্ব আয়তন বিশিষ্ট জলমহাল দীর্ঘ মেয়াদে (৬ বছর) ইজারা লাভের জন্য উক্ত নীতিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিবন্ধিত ও প্রকৃত মৎসজীবী সমবায় সমিতি কর্তৃক ভূমি মন্ত্রণালয়ে আবেদন করার বিধান রয়েছে। আবেদনকারী সমিতিকে উলিস্নখিত নীতির অনুচ্ছেদ ৭(১) এ বর্ণিত কাগজপত্র এবং অনুচ্ছেদ ৭(৪) অনুসারে উহার উদ্ধৃত ইজারা মূল্যের ২০% অর্থ জামানত স্বরূপ জেলা প্রশাসকের অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার আবেদনের সাথে জমা দিতে হয়।

২। উপরি-উক্ত আবেদন প্রাপ্তির পর ভূমি মন্ত্রণালয় হতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট প্রতিবেদন চাওয়া হয়। সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি- ২০০৯ অনুসারে জেলা প্রশাসক জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি/উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সহায়তায় সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী সমিতির দাখিলকৃত কাগজপত্র/তথ্যাবলী যাচাই-বাছাই করে সুনির্দিষ্ট সুপারিশসহ মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।

৩। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, মন্ত্রণালয় হতে জেলা প্রশাসকের নিকট প্রতিবেদন চাওয়ার পর কোন কোন জেলা প্রশাসক সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতির ব্যত্যয় ঘটিয়ে আবেদনকারী প্রতিযোগী মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির/সমিতিসমূহের নিকট হতে অতিরিক্ত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার গ্রহণ করে কোন বিশেষ সমিতিকে সর্বোচ্চ দরদাতা হবার সুযোগ করে দিয়ে উহাকে ইজারা প্রদানের সুপারিশ করছেন। এভাবে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার গ্রহণ জেলা প্রশাসকের এখতিয়ার বহির্ভূত এবং সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি ২০০৯ এর পরিপন্থী। আবার এমনও লক্ষ্য করা গেছে যে, জেলা প্রশাসক কোনরূপ সুনির্দিষ্ট সুপারিশ ব্যতীতই **'সদয় সিদ্ধান্তের জন্য'** মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দিয়েছেন- ইহাও সরকারি জলমহাল নীতি, ২০০৯ এর ব্যত্যয়।

৪। এমতাবস্থায়, সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে —

(১) কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি কর্তৃক ভূমি মন্ত্রণালয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাখিলকৃত উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প ছকে উলিস্নখিত ইজারা মূল্যই সংশ্লিষ্ট সমিতির উদ্ধৃত ইজারা মূল্য হিসাবে গণ্য হবে।

(২) ভূমি মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত আবেদনপত্রের সঙ্গে দাখিলকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার ব্যতীত জেলা প্রশাসকগণ কোন আবেদনকারী মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিরি নিকট হতে অতিরিক্ত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার জামানত হিসেবে গ্রহণ করবেন না। এরূপ কোন আবেদন ও অতিরিক্ত জামানত দাখিল করা হলে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল গণ্য হবে।

(৩) জেলা প্রশাসকগণ সংশ্লিষ্ট জলমহালটি উন্নয়ন প্রকল্পে ইজারা প্রদানের জন্য যৌক্তিকতাসহ সুনির্দিষ্টভাবে সুপারিশ প্রেরন করবেন।

স্বাঃ/-
মোঃ মোখলেছুর রহমান
সচিব

মোঃ আব্দুল বারিক (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত। আবদুর রশিদ (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
সায়ারাত-২ শাখা

স্মারক নং- ৩১.০০.০০০০.০৫১.১৭.২০১২-২৬৬ (৮) **তারিখ- ১২/০৮/২০১২ খ্রিঃ**

বিষয়ঃ চিংড়িমহাল ইজারা নবায়ন প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ কক্সবাজার জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের স্মারক নং-০৫.২০.২২০০.১২৮.০০১.১৩.১২.৭৩৯,তারিখ-২২/০৩/১২ খ্রিঃ।

উপরি-উক্ত বিষয় ও সূত্রের বরাতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের গত ২৬/০৭/১২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে চিংড়িমহাল ইজারা নবায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে সরকার নিমণরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেঃ-

(ক) ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রণীত নীতিমালার আলোকে চিংড়ী চাষ উপযোগী খাস জমির ইজারার মেয়াদ ১০ বছর থাকবে, তবে যদি ইজারার শর্তসমূহ সঠিকভাবে পালন করা হয় তা হলে ইজারা চুক্তি নবায়নযোগ্য হবে। এক্ষেত্রে মেয়াদ উল্লেখ পূর্বক নতুনভাবে চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে।

(খ) ইতোমধ্যে যে সমস্ত চিংড়িমহাল ইজারার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে জেলা প্রশাসকগণ সে সকল চিংড়ি মহালের ইজারা জরুরিভিত্তিতে নবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন।

(গ) নবায়ন ও নতুন ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৮/০৪/১০ তারিখে মপবি/মাপ্রস/২(২৩)/৯৭-২০১০/(অংশ-১)/১১৫ নং স্মারকে জারিকৃত পরিপত্র বিবেচনায় রাখতে হবে।

২। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহনের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্বাঃ/-
(মোঃ আনোয়ারুল হক)
উপসচিব
ফোন নং- ৯৫৪০০৪৫

প্রাপকঃ

জেলা প্রশাসক
কক্সবাজার/চট্টগ্রাম/সাতক্ষীরা/ঝালকাঠি/বাগেরহাট/খুলনা
নোয়াখালী/লক্ষ্মীপুর।

স্মারক নং- ৩১.০০.০০০০.০৫১.১৭.২০১২-২৬৬(৮)/৩ তারিখ ১২/০৮/২০১২ খ্রিঃ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতির জন্যঃ

বিভাগীয় কমিশনার
চট্টগ্রাম/খুলনা/বরিশাল বিভাগ।

স্বাঃ/-
(মোঃ আনোয়ারুল হক)
উপসচিব
ফোন নং- ৯৫৪০০৪৫

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মার্চ-১৫, ২০১২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
সায়রাত-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখঃ ৩১ ফাল্গুন ১৪১৮/১৪ মার্চ ২০১২

নং ৩১.০০.০০০০.০৫০.৬৮.০২০.০৯.২২৩— সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর অনুচ্ছেদ ৩৫ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি ২০০৯, অতঃপর উক্ত নীতি বলে উলিস্নখিত, এর নিমণরূপ সংশোধন করা হ'ল, যথাঃ -

উক্ত নীতি এর —

(১) অনুচ্ছেদ ৩ এর দফা (ক) এর পর নিমণরূপ দফা (কক) সংযোজিত হবে, যথাঃ-

''(কক)(১) সাধারণভাবে অনুমোদিত প্রকল্প দলিল (DPP) অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদ অথবা ৬ (ছয়) বছর, এ দু'য়ের মধ্যে যেটি কম, সে মেয়াদের জন্য সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে কোন প্রকল্পের মেয়াদ ৬(ছয়) বছরের অধিক হলে, প্রয়োজন অনুযায়ী প্রথম ৬(ছয়) বছর পর অনধিক ৬(ছয়) বছরের জন্য দ্বিতীয় মেয়াদে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে, সমঝোতা স্মারকটি নবায়ন করা যাবে। এরূপ নবায়নের প্রয়োজন হলে, সমঝোতা স্মারকের মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার অন্ততঃ ৬ (ছয়) মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

(২) সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে কোন জলমহাল হস্তান্তরের জন্য প্রস্তাব পাওয়া গেলে ভূমি মন্ত্রণালয় প্রস্তাবটি বিবেচনার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট হতে উক্ত জলমহাল বিষয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন সংগ্রহ করবে।

মূল্যঃ টাকা ২.০০

(২) অনুচ্ছেদ ৪ এর পরিবর্তে নিমণরূপে অনুচ্ছেদ ৪ প্রতিস্থাপিত হবে, যথাঃ-

''৪. ২০ এক পর্যন্ত বদ্ধ সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনাঃ

(ক) যুব সমাজের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০ (বিশ) একর পর্যন্ত সকল বদ্ধ সরকারি জলাশয় সমূহ যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে ইজারা প্রদানের জন্য ইতোপূর্বে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়েছিল, তা আর অব্যাহত থাকবে না। ২০ একর পর্যন্ত সকল বদ্ধ সরকারি জলমহাল সমূহ ইজারার মেয়াদ শেষ হলে অন্যান্য জলমহালের মত ইজারা বন্দোবস্ত প্রদান করা হবে, তবে এ ক্ষেত্রে যুব মৎস্যজীবীদের নিবন্ধিত সমিতি অগ্রাধিকার পাবে।

(খ) ২০ একর পর্যন্ত জলমহাল / পুকুর ইজারা প্রদানের জন্য উপ-অনুচ্ছেদ (ক) এর অধীন কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি পাওয়া না গেলে, সমাজ ভিত্তিক মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনার অনুকরণে, কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট পুকুর / জলমহালের চারপার্শ্বের নিকটবর্তী অবস্থানে অধিদপ্তর কিংবা সমাজ সেবা অধিদপ্তরের স্থানীয় অফিসে নিবন্ধিত একক সমিতিকে সংশ্লিষ্ট জলমহাল/পুকুর তিন বছর মেয়াদে ইজারা প্রদান করা যাবেঃ

(ক) বেকার যুবক;
(খ) মুক্তিযোদ্ধা/মুক্তিযোদ্ধার সমত্মান;
(গ) যুব মহিলা;
(ঘ) বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা;
(ঙ) আনসার, ভিডিপি ও গ্রাম্য পুলিশ সদস্য;
(চ) দরিদ্র ও অসচ্ছল ব্যক্তি।

তবে, কোন পরিবার হতে একাধিক ব্যক্তি এ সমিতির সদস্য হতে পারবে না।

(গ) এই অনুচ্ছেদের দফা (খ) এর অধীন কোন জলমহাল/পুকুর ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে একর প্রতি বার্ষিক ১৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত) টাকা হারে ইজারা মূল্য নির্ধারিত হবে এবং সরকার সময়ে সময়ে আদেশ দ্বারা এ হার পুনঃনির্ধারণ করতে পারবে।''

(৩) অনুচ্ছেদ ৫ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) এর দফা (চ) এর পরিবর্তে নিমণরূপ দফা (চ) প্রতিস্থাপিত হবে, যথাঃ-

''(চ) জলমহালটি যে জেলায় অবস্থিত সংশ্লিষ্ট জলমহালের তীরবর্তী বা নিকটবর্তী সেই জেলার প্রকৃত মৎস্যজীবী সমিতিকে জলমহালটি ইজারা বন্দোবস্ত প্রদান করতে হবে।''

(৪) অনুচ্ছেদ ৬-এ উলিস্নখিত ''যে উপজেলায় সহকারী কমিশনার (ভূমি) নেই, সে উপজেলায় উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন'' শব্দগুলোর পরিবর্তে ''যে উপজেলায় সহকারী কমিশনার (ভূমি) নেই, সে উপজেলায় উপজেলা মৎস কর্মকর্তা সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন'' শব্দগুলো প্রতিস্থাপিত হবে।

(৫) অনুচ্ছেদ ৭ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৫) এর অধীন গঠিত কমিটি নিমণরূপে প্রতিস্থাপিত হবে, যথাঃ-

(ক)	মাননীয় ভূমি মন্ত্রী	-	সভাপতি
(খ)	মাননীয় ভূমি প্রতিমন্ত্রী	-	সদস্য
(গ)	অতিরিক্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(ঘ)	যুগ্মসচিব (প্রশাসন), ভূমি মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(ঙ)	যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), ভূমি মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(চ)	সংশ্লিষ্ট উপসচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	-	সদস্য-সচিব

(৬) অনুচ্ছেদ ১৫ এর —

(ক) দফা (ঘ) এর পরিবর্তে নিমণরূপ দফা (ঘ) প্রতিস্থাপিত হবে, যথাঃ-

''(ঘ) সর্বসাধারণের ব্যবহার্য বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, গোরস্থান পাবলিক ইজমেন্টের ব্যবহৃত জলাশয় সমূহ। এ দফার উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি সংশ্লিষ্ট উপজেলায় কোন কোন পুকুর/জলাশয় পাবলিক ইজমেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হবে তার তলিকা প্রণয়ন পূর্বক অনুমোদনের জন্য জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করবে। জেলা প্রশাসকের অনুমোদনের পর উক্ত তালিকা উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষে উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করবেন।''

(খ) দফা (ঙ) এরপর নিম্নরূপ দফা (চ) সংযোজিত হবে, যথাঃ-

''(চ) ঐতিহাসিক নিদর্শন এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষার্থে পুকুর/দিঘী/জলমহাল সংরক্ষণ করার প্রয়োজন হলে ভূমি মন্ত্রণালয় ঐ সকল পুকুর/দিঘী/জলমহাল ইজারাবিহীন রাখতে পারবে। এ ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক নিদর্শন, প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা ও পর্যটন গুরুত্ব বিঘ্ন না ঘটিয়ে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালিত হবে। কিন্তু কোন ক্রমেই ইহা লিজ প্রদান করা যাবে না।''

(৭) অনুচ্ছেদ ৩১ এ উলিস্নখিত ''সমিতি'' শব্দের পর ''/ব্যক্তি'' চিহ্নটি ও শব্দটি বিলুপ্ত হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,
মোঃ মোখলেছুর রহমান
সচিব।

মোঃ আবু ইউসুফ (যুদ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক, অতিরিক্ত দায়িত্ব, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ দেলোয়ার হোসাইন (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, অতিরিক্ত দায়িত্ব, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। Web site: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, এপ্রিল ১৯, ২০১১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
অধিশাখা- ৩

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩০ চৈত্র ১৪১৭ বঙ্গাব্দ / ১৩ এপ্রিল ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ৮৮- আইন/২০১১। - বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৬২ নং আইন) এর ধারা ১৬ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিমণরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।-** এই বিধিমালা বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১ নামে অভিহিত হইবে।
২। **সংজ্ঞা।-** বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই বিধিমালায়,-

(১) ''আইন'' অর্থ বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০

(২) ''জেলা প্রশাসক'' অর্থ জেলা প্রশাসক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত অন্য কোন কর্মকর্তা;

(৩) ''জেলা কমিটি'' অর্থ বিধি ৪ এর অধীন গঠিত জেলা বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা কমিটি;

(৪) ''জাতীয় কমিটি'' অর্থ বিধি ৬ এর অধীন গঠিত জাতীয় বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থানা কমিটি;

(৫) ''ড্রেজার বা মেশিন'' অর্থ সুইং (Swing) করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন জলপথ খননে বিআইডবিস্নউটিএ বা সমুদ্র বন্দর বা পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) কর্তৃক ব্যবহৃত বা বিবেচিত জলপথ খনন যন্ত্রকে বুঝাইবে;

(৬) ''তফসিল'' অর্থ কোন বালুমহাল বা নদীর তলদেশ হইতে বালু উত্তোলণের জন্য চিহ্নিত স্থানের জেলা, উপজেলা, মৌজা, খতিয়ান, দাগ ও জমির পরিমাণের তথ্য;

(৭) ''নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ'' অর্থ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডবিস্নউটিএ);

(৮) ''মন্ত্রণালয়'' অর্থ ভূমি মন্ত্রণালয়।

৩। **ড্রেজিং- এর মাধ্যমে বালু উত্তোলণ সংক্রান্ত বিধান, ইত্যাদি।-** (১) নৌ-বন্দর সীমার বাহিরে নির্ধারিত নৌ-পথসমূহ হইতে বালু উত্তোলণের জন্য নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ কাজ পরিচালনা করিবে এবং হাইড্রোগ্রাফিক চার্টের ভিত্তিতে বালু উত্তোলণের নিমিত্ত ড্রেজিংয়ের এলাকা চিহ্নিত করিয়া উক্ত চিহ্নিত স্থানের উত্তোলণযোগ্য বালুর পরিমাণ নির্ণয় করিয়া হাইড্রোগ্রাফিক চার্ট, তফসিলসহ মৌজাম্যাপ ও প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বরাবরে প্রদান করিবে।

(২) নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের হাইড্রোগ্রাফিক চার্ট, তফসিলসহ মৌজাম্যাপ ও প্রতিবেদন অনুযায়ী এবং আইনের ধারা ৯ এর বিধান অনুসরণক্রমে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক উক্ত শ্রেণিভুক্ত নৌ-পথকে বালুমহাল ঘোষণা করিবেন।

(৩) ইজারাদার নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত হাইড্রোগ্রাফিক জরিপের ভিত্তিতে প্রণীত চার্ট অনুসরণক্রমে বালু মহাল হইতে বালু উত্তোলণ শুরু করিবে;

তবে ড্রেডিংয়ের মাধ্যমে বালু উত্তোলণ শুরুর ১৫ দিন পূর্বে ইজারাদার উক্ত কর্তৃপক্ষকে বালু উত্তোলনের বিষয়টি অবহতিক্রমে ড্রেজার বা মেশিনসহ ফ্লোটিং পাইপ লাইন স্থাপন করিয়া ড্রেজিং কাজ শুরু করিবে।

(৪) হাইড্রোগ্রাফিক জরিপের ভিত্তিতে প্রণীত চার্টে বর্ণিত জল পথের তলদেশ হইতে বালু বা মাটি উত্তোলনের ক্ষেত্রে যথাযথ ঢাল সংরক্ষণ সাপেক্ষে সুয়িং করিয়া নদীর তলদেশ সুষম স্তরে খনন করা যাইবে।

(৫) ড্রেজিংকালে ড্রেজিংকৃত বালু বা মাটি কোন অবস্থাতেই নদীতে ফেলা যাইবে না এবং ইজারাদার কর্তৃক নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় অপসারিত উক্ত বালু বা মাটি জেলা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত স্থানে ফেলিতে হইবে।

(৬) ড্রেজিংকালে ইজারাদার তাহার নিজ পদ্ধতিতে অর্জিত গভীরতা পর্যবেক্ষণ করিবে এবং ড্রেজিং এর মাধ্যমে পোস্ট-ড্রেজিং নির্ধারিত গভীরতা অর্জিত হইয়াছে মর্মে ইজারাগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে অবহিত পূর্বক নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের নিকট হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ করিবার আবেদন করিবে।

(৭) উপ-বিধি (৬) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের হাইড্রোগ্রাফিক শাখা প্রি-ড্রেজিং হাইড্রোগ্রাফিক জরিপের ন্যায় একই পদ্ধতিতে প্রকৌশলী ও ইজারাদারের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ড্রেজিংকৃত এলাকায় পোস্ট ড্রেজিং হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ সম্পন্ন এবং প্রি ও পোস্ট ড্রেজিং হাইড্রোগ্রাফিক জরিপের চার্টসমূহ একই স্কেলে (১ঃ ১০০০) ১০০ মিটার সাউন্ডিং ইন্টারভ্যালে প্রস্তুত করিবে।

(৮) ড্রেজিং এলাকায় প্রতিটি সাউন্ডিং পয়েন্টকে চুক্তিকৃত সর্বনিমণ গভীরতা অর্জন করিতে হইবে এবং ইহা নিশ্চিত করিবার জন্য ভরাট এলাকায় নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রকৌশলী ও ইজারাদারের প্রতিনিধি সমন্বয়ে যৌথ পোস্ট-ওয়ার্ক সোর জরিপ করিতে হইবে।

(৯) পোস্ট-ড্রেজিং হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ চার্ট নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে, তবে উক্ত জরিপ চার্ট অনুমোদন না হওয়া বা অন্য কোন কারণে ইজারার মেয়াদ কালে ইজারাচুক্তির শর্তানুসারে বালু বা মাটি উত্তোলণ কার্যক্রম বন্ধ রাখা যাইবে না।

(১০) ইজারাদার কর্তৃক ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে বালু উত্তোলণ কার্যক্রমে নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ নিয়মিত তদারকি ও পর্যবেক্ষণ করিবে এবং তদারকি ও পর্যবেক্ষণকালে হাইড্রোগ্রাফিক জরিপের সুপারিশ অনুসারে বালু উত্তোলণ ও ড্রেজিং কাজ নির্দিষ্ট পরিমাণে হইতেছে কিনা, উক্ত কার্যক্রমের ফলে নদীপথ বা নদীর গতি প্রকৃতরি উপর কী প্রভাব পড়িতেছে এবং ইহার ফলে পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত বা জনস্বার্থ ক্ষুন্ন হইতেছে কিনা তাহা বিবেচনা করিবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কারিগরি বা প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এতদ্বিষয়ে উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করিবে।

(১১) তদারকি বা পর্যবেক্ষণে গাফিলতির কারণে পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত বা জনস্বার্থ ক্ষুন্ন হইলে সংশ্লিষ্ট তদারকী কর্মকর্তাগণ উহার জন্য দায়ী হইবেন।

৪। **জেলা কমিটি গঠন, ইত্যাদি।** - (১) আইনের ধারা ১০ এর উপ-ধারা (২) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিমণরূপ সদস্য সমন্বয়ে জেলা বালুমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হইবে, যথাঃ—

(ক) জেলা প্রশাসক, যিনি উহার সভাপতি হইবেন;

(খ) পুলিশ সুপার;

(গ) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব);

(ঘ) খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর প্রতিনিধি;

(ঙ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা;

(চ) পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধি;

(ছ) নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের একজন প্রতিনিধি;

(জ) পরিবেশ অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি;

(ঝ) গণপূর্ত অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি;

(ঞ) রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) কমিটির নূন্যতম ৫ (পাঁচ) সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম গঠিত হইবে।

(৩) উক্ত কমিটি প্রয়োজনীয় উপ-কমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনবোধে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

(৪) সংশ্লিষ্ট এলাকার সংসদ-সদস্যগণ উক্ত কমিটির উপদেষ্টা থাকিবেন এবং তাহারা প্রয়োজনে, উক্ত কমিটিকে ইজারা প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করিবেন।

(৫) জেলা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী। — জেলা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিমণরূপ, যথাঃ —

(ক) বালু বা মাটি উত্তোলণের জন্য নির্ধারিত স্থানের তফসিল, নক্সা, উত্তোলণযোগ্য বালুর সম্ভাব্য পরিমাণ, সম্ভাব্য সরকারি মূল্য বা অন্য কোন বিষয় উল্লেখপূর্বক দরপত্র ফরম প্রস্তুত করা;

(খ) বালুমহাল ইজারার জন্য প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ পর্যালোচনা ও অনুমোদন করা;

(গ) বালুমহালের এলাকা ও সীমানা হ্রাস-বৃদ্ধিকরণ সম্পর্কিত সুপারিশ প্রদানসহ বালু উত্তোলণ সংক্রান্ত আনুসঙ্গিক অন্য কোন বিষয় পর্যালোচনা ও তদপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা;

(ঘ) বালু উত্তোলণ কার্যক্রম তদারকি ও পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় মনে করিলে ইজারা তথা বালু উত্তোলণের অনুমতি বাতিলের সুপারিশ করা ;

(ঙ) উত্তোলিত বালু রাখিবার স্থান ও সময় নির্ধারণ করা;

(চ) পরিবেশের উপর বালু উত্তোলণের সম্ভাব্য প্রভাব পর্যবেক্ষণ, নদীর তীর ভাঙ্গন রোধে গৃহীত ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ ও বালু উত্তোলণস্থলে শব্দ নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ছ) বালু উত্তোলণের ফলে পানির গুণগত মানের পরিবর্তন ও প্রভাব পর্যবেক্ষণ, মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর উপর সৃষ্ট প্রভাব ও ঝুঁকি পর্যবেক্ষণ এবং তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা;

(জ) মাছের প্রজনন সময়ে ও প্রজনন ক্ষেত্রে বালু উত্তোলণ বন্ধ রাখিবার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ঝ) নদীর গতি পথের পরিবর্তন হইতেছে কিনা বা সেই কারণে তীরবর্তী জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্থ হইতেছে কিনা এবং নৌ-পথে নৌযান চলাচল সুগম রাখা হইতেছে কিনা তাহা পর্যবেক্ষণ ও তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ঞ) বালু উত্তোলণ কার্যক্রমের ফলে বাঁধ, স্থাপনা বা অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্থ হইতেছে কিনা বা ক্ষতিগ্রস্থ হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে কিনা তাহা পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৬। **জাতীয় কমিটি।**—(১) আইনের ধারা ১২ এর উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, নিমণরূপ সদস্য সমন্বয়ে একটি জাতীয় বালুমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হইবে, যথাঃ—

(ক) মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) প্রতিমন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়;

(গ) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়;

(ঘ) সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়;

(ঙ) সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়;

(চ) সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়;

(ছ) সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ;

(জ) চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড;

(ঝ) মহা পরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড;

(ঞ) চেয়ারম্যান; বিআইডবিস্নউটিএ;

(ট) মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর;

(ঠ) প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর;

(ড) প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী অধিদপ্তর;

(ঢ) প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর;

(ণ) নির্বাহী পরিচালক, ইন্সটিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং;

(ত) যুগ্ম-সচিব (আইন), ভূমি মন্ত্রণালয়, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) কমিটির নূন্যতম ৬ (ছয়) জন সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম গঠিত হইবে এবং কমিটি প্রয়োজনে কোন কর্মকর্তা বা বিশেষজ্ঞকে তাঁহার মতামত গ্রহণের জন্য সভায় আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে।

৭। জাতীয় কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী। — জাতীয় কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিমণরূপ, যথাঃ —

(ক) বালু উত্তোলণ কার্যক্রম সম্পর্কে উদ্ভুত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কোন সমস্যা পর্যালোচনা ও তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা;

(খ) বালু উত্তোলণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্য কোন সংস্থার সাথে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

(গ) বালু বা মাটি রপ্তানির ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় হইতে প্রেরিত আবেদন পরীক্ষাপূর্বক সুপারিশ ও মতামত প্রদান করা।

৮। বালু বা মাটি রপ্তানি সংক্রান্ত বিধান। — (১) বালু বা মাটি রপ্তানি করিতে আগ্রহী কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমতি গ্রহনের জন্য উক্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীনে আবেদন প্রাপ্তির পর মন্ত্রাণালয় উহা প্রাথমিকভাবে যাচাই বাছাই করিবে এবং প্রাথমিক যাচাই-বাছাইয়ে আবেদনটি যথাযথ হইলে পরীক্ষাপূর্বক সুপারিশ ও মতামত প্রদানের উদ্দেশ্যে উহা জাতীয় কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন কোন আবেদন প্রাপ্তির পর জাতীয় কমিটি নিমণবর্ণিত বিষয়ে প্রতিবেদন আকারে মন্ত্রণালয়ে উহার সুপারিশ প্রেরণ করিবে, যথাঃ —

(ক) প্রতি ঘনফুট, ঘন সেন্টিমিটার, ঘনমিটার বা প্রযোজ্য অন্য কোন এককে বালু বা মাটির মূল্য নির্ধারণ;

(খ) মন্ত্রণালয় অন্য কোন কারিগরি বিষয়ে মতামত চাহিলে তৎসম্পর্কে মতামত প্রদান।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন কোন সুপারিশ প্রাপ্তির পর জাতীয় কমিটির সুপারিশ বিবেচনার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রীর সভাপতিত্বে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, স্বারাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের প্রতিনিধির সমন্বয়ে আন্তঃমন্ত্রনালয় সভায় উহা বিবেচনা ও অনুমোদন করিবে এবং প্রয়োজনীয় মনে করিলে জাতীয় কমিটির সুপারিশের অতিরিক্ত শর্ত আরোপ করিয়া আবেদনটি চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করিতে পারিবে।

৯। **তালিকাভুক্তি, ইত্যাদি।**— (১) আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর ইজারাদার হিসাবে তালিকাভুক্তির জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক এর নিকট পরিশিষ্ট ‘গ’ তে উল্লেখিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে।

(২) প্রথম শ্রেণীর তালিকাভুক্তির ফি হইবে ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর তালিকাভুক্তির ফি হইবে ৫০০ (পাঁচশত) টাকা।

(৩) প্রথম শ্রেণির তালিকাভুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যে কোন বালুমহালের ইজারা দরপত্রে অংশগ্রহণের যোগ্য হইবেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণির তালিকাভুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উন্মুক্তস্থান বা ছড়ার মধ্যস্থিত বালুমহারের ইজারা দরপত্রে অংশগ্রহনের যোগ্য হইবেন।

তবে প্রথম শ্রেণির তালিকাভুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অন্য কোন জেলায় অবস্থিত বালুমহালের ইজারা ডাকে অংশগ্রহণে আগ্রহী হইলে তাহাকে উক্ত জেলায় তালিকাভুক্তির জন্য ১০০০ (এক হাজার) টাকা ফি প্রদান করিতে হইবে।

(৪) তালিকাভুক্তির জন্য প্রত্যেক আবেদনকারীকে পরিশিষ্ট ''ঘ'' তে উল্লেখিত শ্রেণি অনুযায়ী প্রযোজ্য শর্তাবলী পূরণ করিতে হইবে।

(৫) সকল তালিকাভুক্তি হইবে এক বৎসর মেয়াদী ও বৎসর ওয়ারী উহা নবায়ন করা যাইবে এবং প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ হইতে ৩০শে কার্তিক পর্যন্ত সময়ে উক্ত তালিকাভুক্তি নবায়ন করা যাইবে।

(৬) জেলা কমিটি বালুমহাল ইজারা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রতিবছর ১লা অগ্রহায়ন তারিখ হইতে কার্যক্রম শুরু করিবে এবং বালুমহালের তালিকা অনুমোদনের জন্য বিভাগীয় কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৭) বিভাগীয় কমিশনার তালিকা প্রাপ্তি ৭ (সাত) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কমিটির সভাপতিকে তালিকা অনুমোদনের সিদ্ধান্ত অথবা অন্য কোন নির্দেশনা থাকিলে অবহিত করিবেন।

(৮) জেলা কমিটির সভাপতি সংশ্লিষ্ট জেলার বালুমহালের ইজারা প্রদান কার্যক্রম ২০ চৈত্র তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করিবেন;

তবে উক্ত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রদান কার্যক্রমে সম্পন্ন করা সম্ভব না হইলে জেলা কমিটির সভাপতির আবেদনের প্রেক্ষিতে বিভাগীয় কমিশনার উহা সম্পন্নের সময়সীমা প্রাথমিকভাবে ২১ (একুশ) দিন এবং পরবর্তী আবেদনের প্রেক্ষিতে যুক্তিসংগত সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

১০। **দরপত্র দাখিল ও উহা চুড়ান্তকরণ।**— (১) জেলা কমিটির সভাপতি দরপত্র ফরম সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় হইতে বিক্রয় এবং উক্ত কার্যালয় সমূহে দরপত্র দাখিলের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২) দরপত্র বিজ্ঞপ্তি একটি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্র, একটি স্থানীয় দৈনিক সংবাদপত্র এবং জেলা প্রশাসনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিতে হইবে।

(৩) দরপত্র দাখিলের জন্য নির্ধারিত সময়ের ১৫ (পনের) দিন পূর্বে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি স্থানীয় পৌরসভা কার্যালয়, ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো, পানি উন্নয়ন বোর্ড, উপজেলা ভূমি অফিস ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে টাঙ্গাইয়া প্রচার করিতে হইবে।

(৪) জেলা বালুমহাল ইজারা প্রদান সংক্রান্ত কমিটি প্রতিটি সিডিউলের মূল্য সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত আইন ও বিধি অনুসারে বালুমহালের মূল্যমানের উপর ভিত্তি করিয়া নির্ধারণ করিবে এবং দরদাতাগণকে তাহাদের উদ্ধৃতি দরের ২৫% ভাগ জামানত হিসাবে ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে দরপত্রের সাথে দাখিল করিতে হইবে।

(৫) কার্যাদেশে ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক পরিশোধিতব্য সমুদয় মূল্যের উল্লেখ থাকিবে এবং ইজারা গ্রহীতাকে কার্যাদেশ প্রাপ্তি ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে উক্ত সমুদয় অর্থ (ভ্যাট, আয়কর এবং সরকার নির্ধারিত অন্যান্য করসহ) সরকারের অনুকূলে জমা প্রদান করিতে হইবে।

(৬) উপ-বিধি (৫) এর অধীন অর্থ পরিশোধের পর পরবর্তী ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে পরিশিষ্ট 'ক' বা 'খ' তে উলিস্নখিত ফরমে জেলা প্রশাসক ইজারা চুক্তি সম্পাদন পূর্বক (২৫০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প বা সরকার কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত উপর্যুক্ত মূল্যমানের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে) ইজারা গ্রহীতাকে সংশ্লিষ্ট বালুমহালের দখল বুঝাইয়া দিবেন।

(৭) জেলা প্রশাসক কর্তৃক দখল বুঝাইয়া দেওয়ার পর ইজারাদার বালু উত্তোলণ বা ড্রেজিং কাজ শুরুকরিতে পারিবে।

(৮) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারাদার কার্যাদেশে উলিস্নখিত সমুদয় মূল্য সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ না করিলে জেলা প্রশাসক জামানতের অর্থ বাজেয়াপ্তসহ ইজারার কার্যাদেশ বাতিল করিতে পারিবেন এবং এইরূপ ক্ষেত্রে জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্তিসহ পুনঃ ইজারা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ বা পরবর্তী সিদ্ধান্তের জন্য জেলা কমিটির নিকট পেশ করিবেন।

(৯) পর পর দু'টি ইজারা ডাকে সরকার নির্ধারিত ইজারা মূল্য পাওয়া না গেলে নির্ধারিত তৃতীয় ডাকের সর্বোচ্চ ডাক গ্রহীতাকে কমিটি বিশেষ বিবেচনায় ইজারা প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করিতে পারিবে, তবে তৃতীয় বারের সর্বোচ্চ ডাক প্রথম ও দ্বিতীয় বারের সর্বোচ্চ ডাকের চেয়ে কম হইলে কমিটি উক্ত ডাক সমূহের সর্বোচ্চ দরদাতাদের ইজারা গ্রহণের আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে এবং উক্ত ইজারা ডাকে কেউ আগ্রহী না হইলে কমিটি পুনঃদরপত্র আহবান করিবে।

(১০) ইজারা প্রদানের মাধ্যমে আদায়কৃত অর্থ বা বাজেয়াপ্তকৃত, প্রদত্ত করাদি ব্যতিত, যাবতীয় অর্থ বালুমহাল ইজারা সংক্রান্ত নির্ধারিত কোডে জমা প্রদান করিতে হইবে।

(১১) ইজারা মূল্য নির্ধারিণের ক্ষেত্রে, জেলা কমিটি বালুর পরিমাণ, বাজার মূল্য, উত্তোলণ ব্যয় ইত্যাদি বিবেচনা পূর্বক অথবা পূর্ববতী তিন বৎসরের ইজারা মূল্যের গড়ের ১০% উর্ধ্বহারের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বালুমহালের ইজারা মূল্য নির্ধারণ করিবে।

১১। **ইজারা বাতিল ও আপীল।**— (১) ইজারা গ্রহীতা কার্যাদেশে উল্লেখিত অর্থ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা না করিলে জেলা প্রশাসক ইজারা প্রদানের দিন হইতে পরবর্তী অষ্টম কার্য দিবসে বা যত দ্রুত সম্ভব ইজারা বাতিল করিয়া জামানত বাবদ গৃহীত ২৫% অর্থ বাজেয়াপ্ত ক্রমে উহা ইজারাদারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(২) ইজারাদার ইজারা চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ বা লঙ্ঘন করিলে এবং বিষয়টি গুরুতর প্রকৃতির হইলে জেলা প্রশাসক ৩ (তিন) কার্য দিবস সময় দিয়া ইজারাদারকে চুক্তির শর্ত ভঙ্গের বা লঙ্ঘনের বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে হাজির হইয়া জবাব দাখিলের নির্দেশ দিতে পারিবেন। উক্তরুপে দাখিলকৃত জবাব সমেত্মাষজনক না হইলে বা নোটিশ দেওয়া সত্বেও হাজির না হইলে বা জবাব দাখিল না করিলে তিনি ইজারা চুক্তি বাতিলসহ তাহার বিবেচনায় যুক্তিযুক্ত যে কোন আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রদত্ত আদেশে ইজারাদার সন্তুষ্ট না হইলে জেলা প্রশাসকের আদেশের বিরুদ্ধে আদেশ প্রাপ্তির ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে বিভাগীয় কমিশনার বরাবর আপীল দায়ের করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপে কোন আপীল দাখিল করা হইলে আপীলকারী উহা জেলা প্রশাসককে অবহিত করিবেন।

(৪) আপীলের বিষয়ে অবহিত হইবার পর জেলা প্রশাসক তাহার আদেশের কার্যকারিতা আপীল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত করিবেন।

(৫) বিভাগীয় কমিশনার আপীল শুনানীকালে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বা তাহার প্রতিনিধিকে শুনানীতে উপস্থিত থাকিবার জন্য নোটিশ প্রদান করিয়া যত দ্রুত সম্ভব আপীল নিষ্পত্তি করিবেন এবং তাহার সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

পরিশিষ্ট-'ক'

(বিধি-১০(৬) দ্রষ্টব্য)

উন্মুক্ত স্থান বা ছড়ার মধ্যস্থিত বালুমহাল হইতে বালু উত্তোলনের ইজারা চুক্তি ফরম।

এই বালুমহাল ইজারাচুক্তিপত্র ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে জেলা প্রশাসক/কালেক্টর জেলা ..... (অতঃপর ইজারাদাতা বলিয়া অভিহিত হইবে)

- প্রথম পক্ষ।

এবং

..... পিতা/স্বামী ..... বর্তমান ঠিকানা ..... পেশা ..... (অতঃপর ইজারাগ্রহীতা বলিয়া অভিহিত হইবে)

-দ্বিতীয় পক্ষ।

এর মধ্যে ..... সনের ..... মাসের ..... তারিখ সম্পাদিত হইলঃ

যেহেতু ইজারাদাতা ..... জেলায় অবস্থিত নিমণতফসিলভুক্ত বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১ মোতাবেক বালুমহালের মালিক;

যেহেতু ..... জেলার জেলা প্রশাসক/কালেক্টর উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া ..... সনের জন্য ..... (কথায় .....) টাকায় ইজারা প্রদানে সম্মত হইয়াছেন;

সেহেতু এখন ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক তফসিলে বর্ণিত বালুমহাল ..... তারিখ হইতে ..... তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য নিমণ বর্ণিত শর্তে ইজারা গ্রহণে স্বীকৃত হওয়ায় এবং উক্ত সময়ের ইজারা মূল্য বাবদ সর্বমোট ..... (কথায় .....) টাকা পরিশোধ করায় ইজারাদাতা ইজারাগ্রহীতার সহিত নিমেণাক্ত মর্মে ও শর্তে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইলেনঃ

(১) ইজারাগ্রহীতা বালুমহালের পরিসীমা বা চৌহদ্দী বজায় রাখিবেন ও সংরক্ষণ করিবেন। কেহ যাহাতে এই বালুমহালে অনুপ্রবেশ বা বেদখল না করেন তাহা ইজারাগ্রহীতা নিশ্চিত করিবেন।

(২) ইজারামূল্য বা তার কিসিম্ম খেলাপ হইলে ইজারা বকেয়া মূল্যের প্রচলিত হারে সুদ আরোপ করা হইবে এবং সুদসহ ইজারামূল্য বা কিসিম্ম Public Demands Recovery Act, 1913 মোতাবেক আদায়যোগ্য হইবে।

(৩) ইজারাগ্রহীতা অনুমোদিত তোলা ব্যতীত অন্য কোন অর্থ আদায় করিতে পারিবেন না এবং বিক্রেতা বা ক্রেতাকে কোনভাবে হয়রানি করিতে পারিবেন না।

(৪) ইজারাগ্রহীতা এই বালুমহালে ইজারাধীন তাহার কোন ইজারা স্বত্ব, স্বার্থ বা অধিকার অন্য কাহারও নিকট হস্তান্তর বা সাব-লীজ প্রদান করিতে পারিবেন না।

(৫) ইজারাগ্রহীতা প্রচলিত আইনের অধীন প্রদেয় বা আরোপযোগ্য যে কোন প্রকারের কর, ডিউটি ইত্যাদি প্রদান বা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৬) ইজারাগ্রহীতা এই ইজারা চুক্তিবলে তোলা আদায় ব্যতীত অন্য কোন অধিকার বা সুবিধা অর্জন করিবে না।

(৭) ইজারাগ্রহীতা ব্যবসা বাণিজ্য বা চলাচলের জন্য স্বাভাবিক নৌ-চলাচলে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করিবেন না এবং জনস্বাস্থ্য হানিকর কোন পানি দূষণ করিতে পারিবেন না।

(৮) কালেক্টর বা নৌ-বিভাগ বা মৎস বিভাগের প্রদত্ত সকল শর্ত পালন করিতে ইজারা গ্রহীতা বাধ্য থাকিবেন।

(৯) সরকারের নির্দেশ বা এই চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করিলে যে কোন সময় এই ইজারা বাতিল করা যাইবে এবং বালুমহালের দখল সরকার বরাবর স্বয়ংক্রিয়ভাবে দখল প্রত্যার্পণ হইবে।

(১০) ইজারাদাতা ইজারাকৃত বালুমহালের উপরিভাগে বা অভ্যন্তরের সকল খনিজ সম্পদ বা আকরিক এর মালিকানা এবং তৎসহ অনুরূপ প্রাকৃতিক সম্পদাদি অনুসন্ধান, সংগ্রহ, খনন, উত্তোলণ, প্রসেসিং ও স্থানন্তর ইত্যাদি কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় অন্য সকল সুযোগ সুবিধাদির অধিকার সংরক্ষণ করিবেন। এই সম্পদের উপর ইজারাগ্রহীতার কোন অধিকার থাকিবে না এবং উক্ত কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে তাহার কোন আপত্তিও গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(১১) নৌ-বন্দর সীমার মধ্যে বালু উত্তোলণ ও ড্রেজিং এর কার্যক্রম চালানোর জন্য ড্রেজার দ্বারা নৌ-পথে নৌ চলাচল বিঘ্নিত হইলে বা অননুমোদিত ড্রেজার বা বিধি বহির্ভূত ভাবে ড্রেজার মোতায়েন করিলে নৌ-আইন ভঙ্গের কারণে বা নৌ-নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইবার কারণে সরকার কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কর্তৃপক্ষ ISO-1976 অনুযায়ী ইজারাগ্রহীতা এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং ইজারাগ্রহীতা তা মানিয়া নিতে বাধ্য থাকিবেন।

(১২) ইজারাদার সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত কাল পর্যন্ত বালু আহরণ করিতে পারিবেন। ইহার অন্যথায় বালু আহরণ করিতে হইলে জেলা কমিটির সভাপতির লিখিত অনুমতি গ্রহন করিতে হইবে।

(১৩) যদি ইজারাধীন বালুমহাল বা এর কোন অংশ, জনস্বার্থে ব্যবহারের জন্য, যে কোন সময়ে সরকারের প্রয়োজন হয় তবে চাহিবামাত্র ইজারাগ্রহীতা তা সরকারের নিকট ফেরত প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন। তবে এইক্ষেত্রে

ইজারাদারের কোন ক্ষতিসাধিত হইলে আনুপাতিক হারে (Fair and equitable) ক্ষতিপূরণ পাইবেন এবং জেলা প্রশাসক এই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ধার্য্য করিবেন যাহা ইজারাগ্রহীতা মানিয়া নিতে বাধ্য থাকিবেন।

তফসিল

ইজারাধীন/ড্রেজিং ইজারাধীন বালুমহালের বিস্তারিত বর্ণনাঃ

(১) জেলার নাম ---------- (২) উপজেলার নাম ----------
(৩) মৌজা ---------- (৪) জেএল নং ----------
(৫) খতিয়ান নং ---------- (৬) দাগ নং ----------
(৭) জমির পরিমাণ ----------

চিহ্নিত বালুমহালের জমির পরিমাণ বা ইজারাধীন জমির পরিমাণ এই ইজারা দলিলে উপরোক্ত শর্ত সাপেক্ষে উপরে উলিস্নখিত তারিখ ও বৎসরে ---------- (ইজারাচুক্তি স্বাক্ষরের স্থান) স্বাক্ষীগনের উপস্থিতিতে উভয়পক্ষ স্বাক্ষর ও সীল (যদি থাকে) প্রদান করিলেন।

স্বাক্ষর
ইজারাগ্রহীতা

স্বাক্ষর
ইজারাদাতা (জেলা প্রশাসক)

সাক্ষীঃ
১।
পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর
ঠিকানা

২।
পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর
ঠিকানা

পরিশিষ্ট-'খ'

(বিধি-১০(৬) দ্রষ্টব্য)

নদীর তলদেশ হইতে ড্রেজিং পদ্ধতিতে বালু বা মাটি উত্তোলণের ইজারা চুক্তি ফরম

এই ড্রেজিং ইজারা চুক্তিপত্র ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে জেলা প্রশাসক/কালেক্টর জেলা ..... (অতঃপর ইজারাদাতা বলিয়া অভিহিত হইবে)

- প্রথম পক্ষ।

এবং

..... পিতা/স্বামী ..... বর্তমান ঠিকানা ..... পেশা ..... (অতঃপর ইজারাগ্রহীতা বলিয়া অভিহিত হইবে)

-দ্বিতীয় পক্ষ।

এর মধ্যে ..... সনের ..... মাসের ..... তারিখ সম্পাদিত হইলঃ

যেহেতু ইজারাদাতা ..... জেলায় অবস্থিত নিমণ তফসিলভুক্ত বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১ মোতাবেক হাইড্রোগ্রাফিক জরিপে চিহ্নিত স্থানের মালিক;

যেহেতু ..... জেলার জেলা প্রশাসক/কালেক্টর উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া ..... সনের জন্য ..... (কথায় .....) টাকায় ইজারা প্রদানে সম্মত হইয়াছেন;

সেহেতু এখন ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক তফসিলে বর্ণিত এবং হাইড্রোগ্রাফিক জরিপে চিহ্নিত বালুমহাল ..... তারিখ হইতে ..... তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য নিমণ বর্ণিত শর্তে ইজারা গ্রহণে স্বীকৃত হওয়ায় এবং ইজারা মূল্য বাবদ সর্বমোট ..... (কথায় .....) টাকা পরিশোধ করায় ইজারাদাতা ইজারাগ্রহীতার সহিত নিমেণাক্ত মর্মে ও শর্তে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইলেনঃ

(১) নৌ-পথের অবকাঠামোগত পরিবর্তন করা যাইবে না।

(২) মাটি কাটিবার পর LLW হইতে পানির সর্বোচ্চ গভীরতা ১২.০০ ফুটের বেশী হইবে না।

(৩) নদীর স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রাখিয়া ১:৩ ঢাল সংরক্ষণ করিয়া বালু বা মাটি উত্তোলণ করিতে হইবে এবং কোন স্থানে অস্বাভাবিক গভীরতায় নদী খনন করা যাইবে না।

(৪) গ্যাস লাইন, ওয়াসা লাইন, টিএন্ডটি লাইন ক্ষতিগ্রস্থ হইলে উত্তোলণকারী নিজ দায়িত্বে ও ব্যয়ে উহা মেরামত করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৫) বালু বা মাটি উত্তোলণকালে নৌ-চলাকালে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করা যাইবে না এবং রাত্রিকালে বালু বা মাটি খনন করা যাইবে না।

(৬) বালূ বা মাটি খননের সময় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে লাল পতাকা প্রদর্শন করিতে হইবে এবং যেখানে ''নোঙ্গার নিষিদ্ধ'' সাইন বোর্ড আছে সেস্থানে খনন করা যাইবে না।

(৭) বালু বা মাটি উত্তোলণের সময় স্থানীয় জনগণের জায়গা জমি ক্ষতিগ্রস্থ করা যাইবে না এবং ক্ষতির সম্মুখীন হইলে ইজারাগ্রহীতা নিজ উদ্যোগে তা সমাধা করিবে। তাহাতে ইজারাদাতা কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবে না বা দায়ী থাকিবে না।

(৮) বালু বা মাটি উত্তোলণকালে কোন প্রকার দুর্ঘটনার জন্য ইজারাদাতা দায়ী থাকিবে না। যে কোন প্রকার ক্ষয়ক্ষতির জন্য ইজারাগ্রহীতা দায়ী থাকিবেন এবং কোন প্রকার ক্ষতিপূরণের দাবী আসিলে ইজরাগ্রহীতাকে তাহা বহন করিতে হইবে।

(৯) বালু উত্তোলণকালে নদী তীর, তীর সংলগ্ন ফসলি জমি বা গ্রামের পরিবেশের কোনরূপ ক্ষতিসাধন করা যাইবে না।

(১০) নদীর তীর ভূমির ঢাল (Slope) যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিয়া বালু উত্তোলণ করিতে হইবে।

(১১) জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণ ও পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখিতে হইবে।

(১২) বালু উত্তোলণের বিষয়ে সরকার কর্তৃক জারীকৃত সকল সার্কুলার, বিধি-বিধান ও আইনসমূহ মানিয়া চলিতে হইবে। বর্ণিত কোন শর্ত ভঙ্গ করিলে জেলা প্রশাসক তাৎক্ষনিকভাবে উত্তোলণ বন্ধ করিয়া দিবেন এবং ইজারা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(১৩) উত্তোলণকৃত বালু বা মাটি কোন অবস্থাতেই নদীর তীরে বা নদীতে ফেলা যাইবে না।

(১৪) বালু বা মাটি উত্তোলনের সময় সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও ব্যক্তি মালিকানাধীন কোন প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা বা অবকাঠামোর কোন ক্ষতিসাধন করা যাইবে না। কোন ক্ষতিপূরণের দাবী আসিলে ইজারাগ্রহীতা তাহা বহন করিবেন।

(১৫) ড্রেজারের মাধ্যমে বালু বা মাটি উত্তোলণ শেষে ড্রেজিং সংক্রান্ত যাবতীয় মালামাল (যেমন ড্রেজার, পাইপ ইত্যাদি) ইজারাগ্রহীতা দ্রুত সাইট হইতে সরাইয়া নিতে বাধ্য থাকিবেন।

(১৬) প্রস্তাবিত এলাকা হইতে মাটি কাটিবার সময় নৌ-চলাচলের কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না।

(১৭) বালু বা মাটি উত্তোলণের ফলে নদীর তীর যাহাতে ভাঙ্গিয়া না যায় সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(১৮) চুক্তিপত্রের সাথে সংযুক্ত হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ চার্টের চিহ্নিত স্থানের বাহিরে মাটি উত্তোলণ করা যাইবে না।

(১৯) ইজারাদার সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত কাল পর্যন্ত বালু আহরণ করিতে পারিবেন। ইহার অন্যথায় বালু আহরণ করিতে চাহিলে জেলা কমিটির সভাপতির লিখিত অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

(২০) বর্ণিত কোন শর্ত ভঙ্গ করা হইলে ইজারাদাতা তাৎক্ষনিকভাবে উত্তোলণকার্য বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন এবং তাহাতে ইজারা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

তফসিল

ইজারাধীন/ড্রেজিং ইজারাধীন বালুমহালের বিস্তারিত বর্ণনাঃ

(১) জেলার নাম ---------- (২) উপজেলার নাম ----------

(৩) মৌজা ---------- (৪) জেএল নং ----------

(৫) খতিয়ান নং ---------- (৬) দাগ নং ----------

(৭) জমির পরিমাণ ----------

চিহ্নিত বালুমহালের জমির পরিমাণ বা ইজারাধীন জমির পরিমাণ এই ইজারা দলিলে উপরোক্ত শর্ত সাপেক্ষে উপরে উলিস্নখিত তারিখ ও বৎসরে ---------- (ইজারাচুক্তি স্বাক্ষরের স্থান) স্বাক্ষীগনের উপস্থিতিতে উভয়পক্ষ স্বাক্ষর ও সীল (যদি থাকে) প্রদান করিলেনঃ

স্বাক্ষর
ইজারাগ্রহীতা

স্বাক্ষর
ইজারাদাতা (জেলা প্রশাসক)

সাক্ষীঃ
১।
পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর
ঠিকানা

২।
পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর
ঠিকানা

আবেদনপত্রের ক্রমিক নম্বরঃ .....

পরিশিষ্ট-'গ'

(বিধি-৯(১) দ্রষ্টব্য)

বালুমহাল ইজারা দরপত্রে অংশগ্রহণের জন্য তালিকাভুক্তির আবেদন ফরম

বরাবর
জেলা প্রশাসক,
.....।

মহোদয়,

যথাযথ সম্মান পূর্বক বালুমহাল ইজারাদার হিসাবে তালিকাভুক্তির জন্য সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ নিমণরূপ তথ্যাদি সদয় বিবেচনার জন্য পেশ করা হইল।

১	আবেদনকারীর নাম	ঃ
১.২	পিতা/স্বামীর নাম	ঃ
১.৩	মাতার নাম	ঃ
২.	আবেদনকারীর বর্তমান ঠিকানা	ঃ
২.১	আবেদনকারীর স্থায়ী ঠিকানা	ঃ
৩	ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নম্বর (যদি থাকে)	ঃ
৪	ব্যবসায়িক নিবন্ধন সূত্র ও তারিখ	ঃ
৫	কর নিবন্ধন নম্বর (টি আই এন)	ঃ
৬	জাতীয় পরিচয় পত্র নং	ঃ
৭	টেলিফোন/মোবাইল নং	ঃ
৮	ই-মেইল (যদি থাকে)	ঃ
৯	কোন শ্রেণীর তালিকাভুক্তির সনদ এর জন্য আবেদন করা হইতেছে	ঃ

উপরোক্ত তথ্যাদি যাচাই পূর্বক আমাকে বালুমহাল ইজারা প্রাপ্তির নিমিত্ত তালিকাভুক্তি সনদ প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হইল।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর
তারিখঃ

আবেদন গ্রহনের রশিদ

অফিস কপি
আবেদনকারীন নামঃ
ঠিকানাঃ
ক্রমিক নম্বরঃ ....., তারিখঃ .....

গ্রহণকারীর স্বাক্ষর ও সীল

পরিশিষ্ট- 'ঘ'

(বিধি-৯(৪) দ্রষ্টব্য)

বালুমহাল ইজারা দরপত্রে অংশগ্রহনের জন্য তালিকাভুক্তির শর্তাবলী

তালিকাভুক্তির ধরনঃ (ক) প্রথম শ্রেণী

(খ) দ্বিতীয় শ্রেণী

(ক) প্রথম শ্রেণীর তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শর্তাবলী নিমণরূপ যথাঃ (যে কোন জেলার সকল প্রকার বালুমহালের জন্য প্রযোজ্য)		(খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শর্তাবলী নিমণরূপ, যথাঃ (উন্মুক্ত স্থান বা ছড়ার মধ্যস্থিত বালুমহালের জন্য প্রযোজ্য)	
(i)	ট্রেড লাইসেন্স		ট্রেড লাইসেন্স
(ii)	TIN ও সর্বশেষ আয়কর পরিশোধের প্রমাণপত্র		জাতীয় পরিচয় পত্র
(iii)	ব্যাংক সলভেন্সী সার্টিফিকেট		সত্যায়িত ছবি ৩ কপি
(iv)	ভ্যাট সার্টিফিকেট		লাইসেন্স ফি ৫০০/- টাকা
(v)	জাতীয় পরিচয় পত্র		লাইসেন্স নবায়ন ফি ১০০ টাকা
(vi)	ড্রেজার/মেশিনের মালিক বা উক্ত মেশিন ভাড়ায় সংগ্রহ করিবার ক্ষেত্রে যাহার নিকট হইতে ভাড়ায় আনা হইবে তাহার প্রত্যায়নপত্র।		প্রতি বাংলা সনের ১লা বৈশাখ হইতে ৩০ শে কার্তিক সময়কালে তালিকাভুক্তি গ্রহণ ও নবায়ন করা যাইবে। উক্ত সময় অতিক্রান্তে ১ম শ্রেণির তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা বিলম্ব ফি এবং ২য় শ্রেণীর তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে ২০০/- টাকা বিলম্ব ফি জমা দিয়ে আবেদন করিতে হইবে এবং নবায়ন করিতে হইলে প্রতি মাস বা অংশ বিশেষের জন্য ১০০/- (একশত) টাকা জরিমানা প্রদান করিতে হইবে।
(vii)	লাইসেন্স ফি ৫,০০০/- টাকা।		

(viii)	লাইসেন্স নবায়ন ফি ৫০০ টাকা		
(xi)	সত্যায়িত ছবি ৩ কপি		

(x)	প্রতি বাংলা সনের ১ লা বৈশাখ হইতে ৩০ শে কার্তিক সময়কালে তালিকাভুক্তি গ্রহণ ও নবায়ন করা যাইবে। উক্ত সময় অতিক্রান্তে ১ম শ্রেণীর তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা বিলম্ব ফি এবং ২য় শ্রেণির তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে ২০০/- টাকা বিলম্ব ফি জমা দিয়া আবেদন করিতে হইবে এবং নবায়ন করিতে হইলে প্রতি মাস বা অংশ বিশেষের জন্য ১০০/- (একশত) টাকা জরিমানা প্রদান করিতে হইবে।		

বিঃদ্রঃ তালিকাভূক্তি বা ইজারা চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করা হইলে উক্ত তালিকাভুক্তি বাতিল বা স্থগিত বা কালো তালিকাভুক্ত করা যাইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আব্দুল ওহাব খান
উপ-সচিব।

মোহাম্মদ জাকীর হোসেন (উপ-সবিচ), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। Web site: www.bgpress.gov.bd

একই নম্বর ও তারিখে স্থলাভিষিক্ত হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-৭

স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-৭/বিবিধ(চিংড়ি)/২৩/২০১০- ৬৪

তারিখঃ ০৯/০২/২০১১ খ্রিষ্টাব্দ।
২৭/১০/১৪১৭ বঙ্গাব্দ।

পরিপত্র

বিষয়ঃ চিংড়ী মহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ১৯৯২ সংশোধন।

জাতীয় চিংড়ী মহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির গত ০৫/০১/২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় চিংড়ী মহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ১৯৯২ এর ২(১) (ক) অনুচ্ছেদ গঠিত জাতীয় চিংড়ী মহাল কমিটিতে নিমণরূপ দুইজন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব অনুমোদিত হয়ঃ

(ক) মাননীয় ভূমি প্রতিমন্ত্রী সদস্য।
(খ) বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল সদস্য।

২। সিদ্ধান্ত মোতাবেক মাননীয় ভূমি প্রতিমন্ত্রী ও বিভাগীয় কমিশনার, বরিশালকে জাতীয় চিংড়ী মহাল ব্যবস্থাপনা কমিটিতে সদস্য অন্তর্ভূক্ত করা হলো।

৩। উক্ত সভায় ভূমি মন্ত্রনালয়ের গত ০৪/০৪/২০১০ তারিখের ভূঃমঃ/শা-৮/চিংড়ী/১৬০/২০০৭/৩১৪ নং পরিপত্রের ১(গ) অনুচ্ছেদ সংশোধন করে চিংড়ী মহাল এর ইজারা মূল্য একর প্রতি ৩,০০০/- টাকার স্থলে ২,০০০/- টাকা নির্ধারন এবং চিংড়ী মহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ১৯৯২ এর ২(১)(খ) এ কমিটির কার্যপরিধির ৭নং অনুচ্ছেদে নতুনভাবে নিমণরূপ শব্দগুলি সংযোজন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

''(৭) নতুন চিংড়ী মহাল ঘোষনার ক্ষেত্রে জেলা চিংড়ী মহাল কমিটির প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে জাতীয় চিংড়ী মহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে অনুমোদন করবে।''

৪। উপর্যুক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক চিংড়ী মহাল এর ইজারা মূল্য প্রতি ৩,০০০/- টাকার স্থলে ২,০০০/- টাকা নির্ধারন করা হলো এবং চিংড়ী মহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ১৯৯২ এর ২(১)(খ) এ কমিটির কার্যপরিধির ৭নং অনুচ্ছেদ নতুনভাবে নিমণরূপ সংযোজন করা হলোঃ

''(৭) নতুন চিংড়ী মহাল ঘোষণার ক্ষেত্রে জেলা চিংড়ী মহাল কমিটির প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে জাতীয় চিংড়ী মহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে অনুমোদন করবে।''

৫। এমতাবস্থায়, উলিস্নখিত সংশোধন মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

স্বাঃ/-
এ,টি,এম নাসির মিয়া
উপসচিব
ফোন- ৭১৬১১৭৫

বিতরণঃ

১। সচিব, মৎস ও প্রাণসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। কমিশনার, চট্টগ্রাম/খুলনা/বরিশাল বিভাগ।
৫। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম/কক্সবাজার/ফেনী/নোয়াখালী/লক্ষীপুর/বরিশাল/পটুয়াখালী/ভোলা বরগুনা/পিরোজপুর/ঝালকাঠি/খুলনা/বাগেরহাট/সাতক্ষীরা।
৬। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব মহোদয়।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
ঢাকা, ২০শে ডিসেম্বর,২০১০ / ৬ই পৌষ, ১৪১৭

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিমণলিখিত আইনটি ২০শে ডিসেম্বর (৬ই পৌষ, ১৪১৭) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছেঃ

২০১০ সনের ৬২ নং আইন

বালুমহাল ইজারা প্রদান ও আনুষাঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু বালুমহাল ইজারা প্রদান সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন বালুমহাল হইতে পরিকল্পিতভাবে বালু ও মাটি উত্তোলন ও বিপণন, ইহার নিয়ন্ত্রণ, এতদ্সংক্রান্ত সংঘটিত অপরাধসমূহ দমন এবং বালুমহাল ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত একক কর্তৃপক্ষ নির্ধারণের লক্ষ্যে বিধান করা সমাচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদদ্বারা নিমণরূপ আইন করা হইলঃ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন। - (১) এই আইন বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ নামে অভিহিত হইবে।
(২) এই আইন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই আইনে
(1) ''ইজারাগ্রহীতা'' অর্থ এই আইনের অধীন জেলা প্রশাসক হইতে বালুমহাল ইজারা গ্রহণকারী কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান;
(2) ''ইজারামূল্য'' অর্থ এই আইনের অধীন ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক বালু বা মাটি উত্তোলণের বিনিময়ে সরকারকে প্রদত্ত অর্থ;
(3) ''কর্তৃপক্ষ'' অর্থ ধারার ৬ এ বর্ণিত বালুমহাল ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ;
(4) ''খনিজ বালু'' অর্থ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ ভারী খনিজ পদার্থ (Heavy mineral) (যেমন- Zereon Rutile, Ill Menite, Monazite, ইত্যাদি) সমৃদ্ধ বালু;
(5) ''ফৌজদারী কার্যবিধি অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898);
(6) ''বালু'' অর্থ খনিজ বালু ও সিলিকা বালু ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার বালু;
(7) ''বালুমহাল'' অর্থ পরিবেশ অক্ষুন্ন রাখিয়া আহরণযোগ্য বা উত্তোলণযোগ্য বালু বা মাটি সংরক্ষিত রহিয়াছে এইরূপ কোন উন্মুক্ত স্থান, চা বাগানের ছড়া বা নদীর তলদেশ যাহা এই আইনের অধীন জেলা প্রশাসক কর্তৃক বালুমহাল হিসাবে ঘোষিত;
(8) ''বিধি'' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;
(9) ''বিভাগীয় কমিশনার'' অর্থ বিভাগীয় কমিশনার বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত অন্য কোন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার;
(10) ''মাটি'' অর্থ মটলড ক্লে, শেল বা ক্লে এবং চায়না ক্লে (Fire clay or White clay) ব্যতীত অন্যান্য মাটি বা বালু মিশ্রিত মাটি;
(11)''রাজস্ব অফিসার'' অর্থ State Acquisition and Tenancy Act, 1950 (E.B.Act XXVIII of 1951) এর Section 2(24) এ সংজ্ঞায়িত Revenue officer;
(১২) ''সিলিকা বালু'' অর্থ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ সিলিকন-ডাই-অক্সাইড সমৃদ্ধ বালু।

৩। আইনের প্রধান্য। - Ports Act, 1908 (Act XV of 1908), Inland Water Transport Authority Ordinance, 1958 (E.P.Ord. No. Lxxv of 1958), খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ৩৯ নং আইন) অথবা অন্য কোন আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা অন্য কোন আদেশ, প্রজ্ঞাপন বা নির্দেশনায় বালুমহাল ব্যবস্থাপনা এবং এতদসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানবলী প্রাধান্য পাইবে।

৪। কতিপয় ক্ষেত্রে বালু বা মাটি উত্তোলণ নিষিদ্ধ।- বিপণনের উদ্দেশ্যে কোন উন্মুক্ত স্থান, চা বাগানের ছড়া বা নদীর তলদেশ হইতে নিমণবর্ণিত ক্ষেত্রে বালু বা মাটি উত্তোলণ করা যাইবে না।

(ক) পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন) এর অধীন প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসাবে ঘোষিত হইলে;

(খ) সেতু, কালভার্ট, ড্যাম, ব্যারেজ, বাঁধ, সড়ক, মহাসড়ক, বন, রেললাইন ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ও বেসরকারি স্থাপনা হইলে, অথবা আবাসিক এলাকা হইতে সর্বনিমণ ১ (এক) কিলোমিটার বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সীমানার মধ্যে হইলেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার, জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইলে, সরকারি গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা, সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখপূর্বক, এই ধারায় উল্লেখিত কোন বিষয়ে উক্ত শর্ত শিথিল করিতে পারিবে।

(গ) বালু বা মাটি উত্তোলণ বা বিপণনের উদ্দেশ্যে ড্রেজিংয়ের ফলে কোন নদীর তীর ভাঙ্গানের শিকার হইতে পারে এইরূপ ক্ষেত্রে;

(ঘ) ড্রেজিংয়ের ফলে কোন স্থানে স্থাপিত কোন গ্যাস-লাইন, বিদ্যুৎ-লাইন, পয়ঃনিষ্কাশন-লাইন বা অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ লাইন বা তদসংশ্লিষ্ট স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্থ হইবার আশংকা থাকিলে;

(ঙ) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর আওতাধীন উক্ত বোর্ড কর্তৃক চিহ্নিত সেচ, পানি নিস্কাশন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বা নদী ভাঙ্গন রোধকল্পে নির্মিত অবকাঠামো সংলগ্ন এলাকা হইলে;

(চ) চা বাগান, পাহাড় বা টিলার ক্ষতি হইতে পারে, এইরূপ স্থান হইলে;

(ছ) নদীর ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশ, মৎস্য, জলজ প্রাণি বা উদ্ভিদ বিনষ্ট হইলে বা হইবার আশংকা থাকিলে;

(জ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার কর্তৃক, সময় সময়, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত এলাকা হইলে।

৫। ভূ-গর্ভস্থ বা নদীর তলদেশ হইতে বালু বা মাটি উত্তোলণ সংক্রান্ত বিশেষ বিধান।- (১) পাম্প বা ড্রেজিং বা অন্য কোন মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ বালু বা মাটি উত্তোলণ করা যাইবে না।

(২) নদীর তলদেশ হইতে বালু বা মাটি উত্তোলনের ক্ষেত্রে যথাযথ ঢাল সংরক্ষণ সাপেক্ষে, সুইং করিয়া নদীর তলদেশ সুষম স্তরে (River Bed Uniform Level) খনন করা যায় এইরূপ ড্রেজার ব্যবহার করতঃ বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনা করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২)এর অধীনে ড্রেজিং কার্যক্রমে বাল্কহেড বা প্রচলিত বলগেট ড্রেজার ব্যবহার করা যাইবে না।

৬। একক কর্তৃপক্ষ।- (১) দেশের যে কোন চর এলাকা অথবা যে কোন স্থলভাগ হইতে বালু বা মাটি সরকার কর্তৃক ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে এবং সরকারি যে কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দিষ্ট নদী, নদী বন্দর, সমুদ্র বন্দর, খাল-বিল প্রভৃতি স্থান হইতে উত্তোলিত বালু বা মাটির বিপণনের প্রয়োজন দেখা দিলে উক্ত বিপণনের জন্য একক কর্তৃপক্ষ হইবে ভূমি মন্ত্রণালয়।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয় প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের সহিত সমন্বয় করিবে।

৭। অবাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বালু বা মাটি উত্তোলণ।- অবাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কোন সরকারি কার্যক্রম বা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রয়োজনে বালু বা মাটি উত্তোলনের ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত কার্যক্রম বা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বালু বা মাটি উত্তোলণ ও ব্যবহার করিবার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন প্রয়োজন হইবে।

৮। বালু বা মাটি রপ্তানি সংক্রান্ত বিধান।- (১) সরকার কর্তৃক সময় সময়, প্রণীত রপ্তানি নীতি আদেশের বিধান অনুসরণ ও কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন গ্রহণক্রমে বাংলাদেশ হইতে বালু বা মাটি বিদেশে রপ্তানি করা যাইবে।

(২) বাংলাদেশ হইতে বালু বা মাটি রপ্তানি সংক্রান্ত বিধান বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৯। বালুমহাল ঘোষণা ও বিলুপ্তকরণ।- (১) বালুমহাল চিহ্নিত ও ঘোষণাকরণের ক্ষেত্রে, উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, জেলা প্রশাসককে নিমণবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে-

(ক) সংশ্লিষ্ট এলাকার রাজস্ব অফিসার কর্তৃক পরিদর্শন করাইয়া ট্রেসম্যাপ ও তফসিলসহ স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিবেদন গ্রহণ করিবে;

(খ) নৌ-বন্দর সীমার বাহিরে নির্ধারিত নৌ-পথে যেখানে বালু বা মাটি আছে সেই সকল স্থানে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডবিস্নউটিএ) এর মাধ্যমে হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ করাইয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিবেদন গ্রহণ করিবেন;

(গ) দফা (ক) ও (খ) এর অধীন গৃহীত প্রতিবেদনের আলোকে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট এতদসংক্রান্ত প্রস্তাব প্রেরণ করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর অধীন প্রস্তাব প্রেরণের পূর্বে জেলা প্রশাসক পরিবেশ, পাহাড় ধ্বস, ভূমি ধ্বস অথবা নদী বা খালের পানির স্রোতের গতিপথ পরিবর্তন, সরকারি স্থাপনার (যথাঃ ব্রিজ, কালভার্ট, রাস্তাঘাট, ফেরিঘাট, হাটবাজার, চা-বাগান, নদীর বাঁধ ইত্যাদি) এবং আবাসিক এলাকার কোন ক্ষতি হইবে কিনা সেই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মতামত গ্রহণ করিবেন।

(৩) কোন বালুমহালে উত্তোলণযোগ্য বালু বা মাটি না থাকিলে বা বালু বা মাটি উত্তোলন করিবার ফলে পরিবেশ ও প্রতিবেশ বিনষ্ট বা সরকারি বেসরকারি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্থ বা জনস্বার্থে বিঘ্নিত হইবার আশংকা থাকিলে, জেলা প্রশাসক, বিভাগীয় কমিশনারের নিকট উক্ত বালুমহাল বিলুপ্ত ঘোষণা করিবার প্রস্তাব প্রেরণ করিতে পারিবেন।

(৪) এই ধারার অধীন বালুমহাল চিহ্নিত ঘোষণাকরণ কিংবা বিলুপ্তি ঘোষণা সম্পর্কিত জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রেরিত প্রস্তাব বিভাগীয় কমিশনার পরীক্ষা নিরীক্ষাপূর্বক বা ক্ষেত্রমত, সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক, অনুমোদন করিতে পারিবেন বা সুস্পষ্ট নির্দেশনাসহ পুনঃপ্রস্তাব প্রেরণের নিমিত্ত ফেরত প্রদান করিবে।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন বিভাগীয় কমিশনারের অনুমোদন লাভ করিলে জেলা প্রশাসক নির্ধারিত পদ্ধতিতে বালুমহাল ঘোষণা বা, ক্ষেত্রমত, বিলুপ্তিক্রমে উহা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করিবেন।

(৬) এই ধারার অধীন কোন বালুমহাল ঘোষণা বা বিলুপ্ত করা হইলে জেলা প্রশাসক অবিলম্বে কর্তৃপক্ষকে ইহা অবহিত করিবেন।

(৭) এই ধারার অধীন বালুমহাল ঘোষনা বা বিলুপ্তির আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি সরকারের নিকট আপত্তি উপস্থাপনপূর্বক দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবেন এবং এই ক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলিয়া গন্য হইবে।

(৮) এই আইন বলবৎ হইবার পূর্বে জেলা প্রশাসক কর্তৃক ঘোষিত বালুমহাল এইরূপে বহাল থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন চিহ্নিত, ঘোষিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

১০। বালুমহাল ইজারা প্রদান, ইত্যাদি।- (১) সকল বালুমহাল, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে ইজারা প্রদান করিতে হইবে।

(২) এই আইনের অধীন ইজারা প্রদান সংক্রান্ত সকল বিষয়ে জেলা প্রশাসককে সহায়তা করিবার জন্য প্রতিটি জেলায় জেলা বালুমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি নামে একটি কমিটি থাকিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন গঠিত জেলা বালুমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন ও কার্যপদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন উন্মুক্ত দরপত্রে জেলা প্রশাসনের নিকট এই আইনের অধীন তালিকাভুক্ত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কেহ অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন তালিকাভুক্তির শর্তাদি, মেয়াদ ও পদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৬) কোন বালুমহাল ইজারার প্রস্তাব অনুমোদিত হইবার পর, জেলা প্রশাসক ইজারা প্রদত্ত বালুমহালের সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ ইজারার শর্তসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখপূর্বক বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি ও ফরমে, ইজারা চুক্তি সম্পাদন করিবেন।

(৭) ইজারা মূল্যের সম্পূর্ণ অর্থ আদায়ের পর সংশ্লিষ্ট ইজারাগ্রহীতাকে বালুমহালের দখল হস্তান্তর করিতে হইবে।

১১। ইজারা ব্যতীত বালুমহাল হইতে বালু বা মাটি উত্তোলন, ইত্যাদি ও রাজস্ব আদায় নিষিদ্ধ।- কোন বালুমহাল ইজারা প্রদান করা না হইয়া থাকিল, উক্ত বালুমহাল হইতে এই আইনের অধীন ইজারা প্রদান ব্যতীত অন্য কোন পদ্ধতিতে বালু বা মাটি উত্তোলণ, পরিবহণ, বিপণন ও সরবরাহ করা যাইবে না এবং এই মর্মে কোন রাজস্বও আদায় করা যাইবে না।

১২। জাতীয় বালুমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে এবং কর্তৃপক্ষকে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের প্রয়োজনে জাতীয় বালুমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকিবে।

(২) জাতীয় বালুমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন ও উহার কার্যপরিধি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৩। বালুমহাল ইজারার মেয়াদ।-বালুমহাল ইজারা প্রদানের মেয়াদ হইবে প্রতি বাংলা সনের ১ বৈশাখ হইতে ৩০ চৈত্র পর্যন্ত।

১৪। ইজারা বাতিল ও আপীল। - (১) ইজারা গ্রহীতা ইজারামূল্য যথাসময়ে সরকারের নির্দিষ্ট খাতে জমা প্রদান না করিলে, অথবা ইজারা চুক্তিপত্রের কোন শর্ত ভঙ্গ করিলে, জেলা প্রশাসক বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট ইজারা চুক্তি বাতিল করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন ইজারা চুক্তি বাতিল হইলে সংশ্লিষ্ট ইজারা গ্রহীতার জামানত সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত জেলা প্রশাসকের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ইজারা গ্রহীতা বা সংশ্লিষ্ট সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি উক্ত সিদ্ধান্ত প্রদানের ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারের নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।

(৪) বিভাগীয় কমিশনার উপ-ধারা (৩) এর অধীন আপীল প্রাপ্তির সর্বোচ্চ ২০ (বিশ) কর্মদিবসের মধ্যে, প্রয়োজনীয় শুনানী গ্রহণক্রমে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আপীল নিষ্পত্তি করিবেন।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন আপীল নিষ্পত্তিতে বিভাগীয় কমিশনারের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত গণ্য হইবে।

১৫। অপরাধ, বিচার ও দন্ত।- (১) এই আইনের ধারা ৪ এ বর্ণিত কতিপয় ক্ষেত্রে বালু বা মাটি উত্তোলণ নিষিদ্ধ সংক্রান্ত বিধানসহ অন্য কোন বিধান কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অমান্য করিলে বা এই আইন বা অন্য কোন বিধান লংঘন করিয়া অথবা বালু বা মাটি উত্তোলনের জন্য বিশেষভাবে ক্ষমাতপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে বালু বা মাটি উত্তোলণ

করিলে সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী ব্যক্তিবর্গ (এক্সিকিউটিভ বডি) বা তাহাদের সহায়তাকারী কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ অনুর্ধ্ব ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ড বা সর্বনিমণ ৫০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা হইতে ১০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

(২) এই আইনের অধীন অপরাধ নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক ভ্রাম্যমান আদালত বা বিচারিক ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে বিচার হইবে।

(৩) Code of Criminal Procedure, 1898 এ নির্ধারিত নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক অর্থদন্ড আরোপ সম্পর্কিত সমীবদ্ধতা এই আইনের অধীন নির্ধারিত অর্থদন্ড আরোপে নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা সীমিত করিবে না।

(৪) এই আইনের অধীন অপরাধ জামিনযোগ্য (Bailable), আমলযোগ্য (Cognizable) ও আপোষযোগ্য (Compoundable) হইবে।

(৫) নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত রায় বা আদেশ দ্বারা কোন পক্ষ সংক্ষুব্দ হইলে তিনি উক্ত দন্ডাদেশ প্রদানের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আঞ্চলিক অধিক্ষেত্রের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট প্রদত্ত দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে স্থানীয় অধিক্ষেত্রের দায়রা জজের আদালতে আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।

১৬। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।- সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

১৭। অস্পষ্টতা দূরীকরণ।- এই আইনের কোন বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অস্পষ্টতা দেখা দিলে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, উক্তরূপ অস্পষ্টতা অপসারণ করিতে পারিবে।

আশফাক হামিদ
সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা নং-৭
প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৩ জুন ২০০৯
সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯

নং ভূঃমঃ/শা-৭/বিবিধ (জল)/০২/২০০৯-১৯১- দেশের খাস জলাশয় ও জলমহাল সমূহ প্রকৃত মৎস্যজীবীদের অনুকূলে বন্দোবস্ত প্রদানে অগ্রাধিকার দেয়া এবং রাজস্ব আয়ের পাশাপাশি মৎস সম্পদ সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধিসহ জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে সরকার জনস্বার্থে সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ প্রণয়ন করেছেন।

২। প্রকৃত মৎস্যজীবী, মৎস্যজীবীদের সংগঠন, জলমহাল এর সংজ্ঞাঃ

(ক) যিনি প্রাকৃতিক উৎস হতে মাছ শিকার এবং বিক্রয় করেই প্রধানতঃ জীবীকা নির্বাহ করেন তিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী বলে গণ্য হবেন।

(খ) প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সংগঠন স্থানীয় পর্যায়ে সমবায় অধিদপ্তরে বা সমাজসেবা অধিদপ্তরে নিবন্ধিত হলে স্থানীয় জলমহাল ব্যবস্থাপনা বা ইজারায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তবে কোন সমিতিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নহেন, তবে সে সমিতি কোন সরকারি জলমহাল বন্দোবস্ত পাওয়ার যোগ্য হবে না। কোন ব্যক্তি বা কোন অনিবন্ধিত সমিতি সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনায় আবেদন করতে পারবেন না।

(গ) জলমহাল এমন জলাশয়কে বুঝাবে যেখানে বছরের একটি সময় বা সারা বছর জলমগ্ন থাকে এবং হাওর, বাওর, বিল, ঝিল, পুকুর, ডোবা, হ্রদ, দীঘি, খাল, নদী, সাগর ইত্যাদি নামে পরিচিত। এমন জলমহাল বদ্ধ বা উন্মুক্ত হতে পারে। বদ্ধ জলমহালের নির্দিষ্ট চতুঃসীমা থাকবে এবং উন্মুক্ত জলমহালের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট চতুঃসীমা থাকবে না।

৩। সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তরিত জলমহালঃ

(ক) সমঝোতা স্মারকের (MOU) ভিত্তিতে যে সকল জলমহাল মৎস ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়; স্থানীয় সরকার, পলস্নী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়; পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে ন্যস্ত করা হবে সে সকল জলমহালের ব্যবস্থাপনা সমঝোতা স্মারকের আলোকে এবং প্রকল্প পরিকল্পনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রকল্প ব্যবস্থাপনা করবেন। তবে কোন সমঝোতা স্মারকের মেয়াদ শেষ হলে এবং নবায়ন করা না হলে তা ভূমি মন্ত্রণালয়ের কাজে ন্যস্ত হবে এবং ভূমি মন্ত্রণালয় বিধি মোতাবেক উক্ত জলমহাল ব্যবস্থাপনা করবেন। ন্যস্তকৃত এ সকল জলমহালের বার্ষিক ইজারামূল্য/রাজস্ব/আয় প্রতি বছর সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ৩০ চৈত্রের মধ্যে সরকারের জলমহাল ও পুকুর ইজারা ১/৪৬৩১/০০০০/১২৬১ কোডে জমা প্রদান করবেন। প্রকল্প পরিচালক/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জমাকৃত অর্থের বিবরণ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ে ৩০ বৈশাখের মধ্যে প্রেরণ করবেন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট অনুলিপি দিবেন।

(খ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের হস্তান্তরিত জলমহাল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যাতে প্রকৃত মৎস্যজীবী বা মৎস্যজীবীদের সংগঠন অংশগ্রহণ করতে পারেন সেদিকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন।

(গ) বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/প্রকল্পে ন্যস্তকৃত জলমহালগুলি প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুসারে যথাযথভাবে উন্নয়ন কার্যক্রম গৃহীত হচ্ছে কিনা এবং সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবীদের দারিদ্র বিমোচন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধিতে জলমহালগুলির ব্যবস্থাপনা সরেজমিনে পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করে সংশ্লিষ্ট জেলার জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রতি বছর ৩০ চৈত্রের মধ্যে একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। জেলা কমিটির মূল্যায়নের ভিত্তিতে পরপর দু'বছর যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত কোন প্রকল্পভুক্ত জলমহাল কাংঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হলে উক্ত প্রকল্পভুক্ত সংশ্লিষ্ট জলমহাল ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রত্যার্পিত হবে এবং ভূমি মন্ত্রণালয় বিধি মোতাবেক উক্ত জলমহাল ব্যবস্থাপনা করবেন।

(ঘ) প্রকল্পভুক্ত কোন জলমহাল বর্ণিত প্রকল্প প্রস্তাব অনুযায়ী উন্নয়ন কার্যক্রমসহ মৎসজীবীদের দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং মৎস সম্পদ বৃদ্ধিতে যদি কাংঙ্খিত সুফল দিতে না পারে, তবে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কারণ ব্যাখ্যা করে উক্ত জলমহালের ইজারা বাতিলের জন্য বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব

প্রেরণ করতে পারবেন এবং ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক তা অনুমোদনের পর ভূমি মন্ত্রণালয় বিধি মোতাবেক উক্ত জলমহাল ব্যবস্থাপনা করবেন।

(ঙ) প্রকল্পভুক্ত কিংবা প্রকল্প বহির্ভূত কোন জলমহাল প্রাকৃতিক কারণে ভরাট হয়ে সংকুচিত হলে কিংবা মৎস্য ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকলে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রয়োজনীয় খননের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ প্রেরণ করতে পারবেন।

৪। ২০ একর পর্যন্ত বদ্ধ সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনাঃ

যুব সমাজের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০ (বিশ) একর পর্যন্ত সকল বদ্ধ সরকারি জলাশয় সমূহ যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে ইজারা প্রদানের জন্য ইতোপূর্বে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়েছিল, তা আর অব্যাহত থাকবে না। ২০ একর পর্যন্ত সকল বদ্ধ সরকারি জলমহালসমূহ ইজারার মেয়াদ শেষ হলে অন্যান্য জলমহালের মত ইজারা বন্দোবস্ত প্রদান করা হবে, তবে এক্ষেত্রে যুব মৎস্যজীবী (১৮-৩৫ বৎসর পর্যন্ত)পর্যন্ত নিবন্ধিত সমিতি অগ্রাধিকার পাবে।

৫। জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক ২০ একরের উর্দ্ধে বদ্ধ সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনাঃ

'জাল যার জলা তার' এই নীতির আলোকে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের অনুকূলে জলমহাল ব্যবস্থাপনা প্রদানের লক্ষ্যে নিম্নেণাক্ত পদ্ধতি অনুসরণীয় হবেঃ

(১) নির্দিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী বা তীরবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সমিতি যা সমবায় অধিদপ্তরে নিবন্ধিত, সে সমিতি বা সমিতি সমূহ নির্দিষ্ট বা তীরবর্তী জলমহাল ব্যবস্থাপনার জন্য আবেদন করতে পারবে, কোন ব্যক্তি বা অনিবন্ধিত সংগঠন আবেদন করতে পারবেন না।

শর্ত থাকে যে, উক্ত সমিতিতে প্রকৃত মৎস্যজীবী ব্যতীত অন্য কোন সদস্য থাকলে বা কার্যনির্বাহী কমিটিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নহেন, তাহলে উক্ত সমিতি আবেদনের যোগ্য হবে না।

আরো শর্ত থাকে যে, প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সমিতি যারা সমাজসেবা অধিদপ্তরে নিবন্ধিত, যেখানে প্রকৃত মৎস্যজীবী ছাড়া অন্য কোন সদস্য নেই, তারাও আবেদনে অংশগ্রহণের জন্য উপর্যুক্ত বিবেচিত হবেন।

আরো শর্ত থাকে যে, আবেদনকারী সমবায় সমিতি বা অন্য কোন সমিতি বর্তমানে কার্যকর আছে তার প্রমাণস্বরূপ জেলা বা উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা/সমাজসেবা কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যয়ন পত্র দাখিল করবেন ও বিগত দুই বছরের অডিট রিপোর্ট দাখিল করবেন। তবে নতুন নিবন্ধনকৃত মৎস্যজীবীদের সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে এ ধরণের প্রমাণের দরকার হবে না।

(২) নির্দিষ্ট ফরমে (পরিশিষ্ট-ক) আবেদনপত্র দাখিলের সময় প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সমিতি তাদের সদস্যদের নামের তালিকা (ঠিকানাসহ) এবং নির্বাহী সদস্যদের নামের তালিকা (ঠিকানাসহ) সংযুক্ত করবেন এবং একইসাথে তার অনুলিপি উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট দাখিল করবেন।

(৩) উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি স্থানীয়ভাবে অনুসন্ধানের মাধ্যমে বা পরবর্তীতে জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়ে থাকলে জরিপের মাধ্যমে উপজেলাধীন জলমাহল সমূহের পার্শ্ববর্তী এলাকায়/গ্রামে/তীরে বসবাসকারী এই নীতিতে প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী আবেদনকারী সমিতির সদস্যদের তালিকা যাচাই করবেন। যদি যাচাই করে দেখা যায় যে, সমিতির দেয়া তালিকায় সকলে প্রকৃত মৎস্যজীবী তাহলে উপজেলা ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির বিবেচনার জন্য প্রত্যয়ন পত্র দিবেন বা প্রকৃত মৎস্যজীবী না হলে তা চিহ্নিত করে দিবেন।

(৪) (ক) ২০(বিশ) একরের উর্দ্ধে সরকারি জলমহাল সমূহ ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি আলাপ-আলোচনা তথা সমঝোতার ভিত্তিতে ০৩ (তিন) বছর মেয়াদে স্থানীয়ভাবে নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে বন্দোবস্ত প্রদান করবেন।

(খ) জেলা প্রশাসক প্রতি বছর মাঘ মাসে বন্দোবস্ত যোগ্য জলমহালগুলোর তালিকা (তফসিলসহ) তৈরী করে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য সংশ্লিষ্ট অফিসের নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গিলে দিবেন। প্রতিটি জলমহালের বিগত ৩ বছরের ইজারা মূল্যের গড় নির্ধারণ করে এর উপর ৫% বর্ধিত হারে ইজারা মূল্য ধার্য্য করে সরকারি ইজারামূল্য নির্ধারিত হবে এবং এর কম মূল্যে কোন সরকারি জলমহাল ইজারা দেয়া যাবে না। যদি গত ৩ (তিন) বছরের ইজরামূল্য না পাওয়া যায় তবে নিয়ম মোতাবেক জেলা প্রশাসক উক্ত জলমহালের/জলমহাল সমূহের সরকারি মূল্য নির্ধারণ করবেন।

(গ) জেলা প্রশাসক নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমিতির নিকট জলমহাল বন্দোবস্ত দেয়ার লক্ষ্যে আবেদন আহবান করে বিজ্ঞপ্তি একটি দৈনিক পত্রিকায়, জেলা প্রশাসনের ওয়েবসাইটে ও নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করবেন। আবেদন আহবানের ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নির্দিষ্ট ফরমে (পরিশিষ্ট-ক) আবেদনপত্র জমা প্রদান করতে হবে।

প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে সংশ্লিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিগুলো প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে অগ্রাধিকার পাবে বলে উল্লেখ থাকবে।

(ঘ) এই নীতিতে উল্লেখিত সংজ্ঞা ও যোগ্যতা অনুযায়ী আগ্রহী নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি বা সমিতিকে জেলা/উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সচিবের সীল সম্বলিত স্বাক্ষরসহ নির্দিষ্ট ফরমে (পরিশিষ্ট-ক) আবেদন করতে হবে। আবেদন পত্রের সাথে সংগঠণ/সমিতির নির্বাচিত কমিটি, গঠনতন্ত্রের কপি, ব্যাংক একাউন্টের লেনদেন সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্রসহ প্রয়োজনীয় তথ্য ও সত্যায়িত ছবি সংযোজন করতে হবে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি ৩ (তিন) বছর মেয়াদী লীজ পাওয়ার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জলমহাল এর মৎস্য চাষ/উৎপাদন/সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা/রূপরেখা সংযুক্ত করতে হবে। আবেদন অসম্পূর্ণ থাকলে তা বাতিলযোগ্য হবে।

(ঙ) আবেদনকারী কোন মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নহেন তাহলে উক্ত সমিতি জলমহাল বন্দোবস্তের অযোগ্য বিবেচিত হবে। এছাড়া আবেদনকারী মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি যেগুলো বর্তমানে কার্যকর আছে তার প্রমাণ স্বরূপ জেলা/উপজেলা সমবায়/সমাজসেবা কর্মকর্তা (যেখানে যা প্রযোজ্য) কর্তৃক প্রত্যয়ন পত্র আবেদনপত্রের সঙ্গে দাখিল করবেন এবং সাথে ২ (দুই) বিগত বছরের অডিট রিপোর্ট দাখিল করতে হবে তবে নতুন সংগঠনের/সমিতির জন্য অডিট রিপোর্টার প্রয়োজন হবে না।

(চ) স্থানীয় প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠনগুলোর মধ্যে যে সংগঠন/সমিতি সংশ্লিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী, সে সকল প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠনকে সংশ্লিষ্ট জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদান করতে হবে। যদি সংশ্লিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন পাওয়া না যায় তাহলে সেক্ষেত্রে অন্যান্য পার্শ্ববর্তী উপজেলা/জেলা মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদানের বিষয় বিবেচনা করা যাবে।

(ছ) মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে যাচাই বাছাই এর ক্ষেত্রে উক্ত সংগঠন/সমিতি এর কোন জঙ্গি সম্পৃক্ততা থাকলে এবং পূর্বের কোন জলমহালের ইজারা মূল্য পরিশোধ খেলাপী হয়ে থাকলে অথবা জলমহাল সংক্রান্ত কোন সার্টিফিকেট মামলা কিংবা অন্য কোন আদালতে কোন মামলা থাকলে সংশ্লিষ্ট সংগঠন/সমিতিকে উক্ত জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদান করা যাবে না।

(জ) জেলা প্রশাসক কর্তৃক বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভূক্ত সংশ্লিষ্ট জলমহালের ইজারা মূল্যের ২০% ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার জামানত হিসাবে আবেদনকারী তার আবেদনের সাথে দাখিল করবেন। লীজপ্রাপ্ত শেষ বছরের লীজমানির সাথে উক্ত টাকা সমন্বয় করা হবে। লীজপ্রাপ্ত হয়নি এমন সমিতির ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার ফেরৎ প্রদান করা হবে।

(ঝ) জমাকৃত আবেদনপত্র জেলা প্রশাসক যাচাই বাছাই করবেন এবং জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন করবেন। জেলা কমিটি উক্ত আবেদনপত্রগুলোর বিষয়ে যাবতীয় দিক পর্যালোচনা করে যোগ্য মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতির তালিকা অনুমোদন করবেন। জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর যাবতীয় শর্ত

বিবেচনা করে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট জলমহালের জন্য যদি একটি মাত্র উপর্যুক্ত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি পাওয়া যায় তাহলে সে সংগঠন/সমিতির নামে বন্দোবস্ত প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। তবে একাধিক সংগঠন/সমিতি যদি একই পদ্ধতিতে উপর্যুক্ত বিবেচিত হয় তাহলে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটি প্রকৃত নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে সংশ্লিষ্ট জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদান করতে পারবেন।

(ঞ) সময়মত লীজমানি পরিশোধ না করা, তথ্য গোপন করা কিংবা অন্য কোন অনিয়মের কারণে কোন জলমহাল লীজ বাতিল করা হলে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি উক্ত জলমহাল পুনরায় যথানিয়মে লীজ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(ট) কোন কারণে কোন জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদান করা না গেলে জেলা প্রশাসক খাস কালেকশনের মাধ্যমে উক্ত জলমহাল ব্যবস্থাপনা করবেন।

(ঠ) বন্দোবস্ত গ্রহীতা সংশ্লিষ্ট জলমহালের বছর ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম সম্বলিত তথ্য জেলা প্রশাসকের অবগতির জন্য পেশ করবেন। তাছাড়া জেলা/উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার সময়ে সময়ে জলমহালগুলো ব্যবস্থাপনা সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন এবং কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে আইন/বিধিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(ড) জেলা প্রশাসকের/উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় থেকে জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য আবেদন ফরম (পরিশিষ্ট-ক) যার মূল্য হবে ৫০০ (পাঁচশত) টাকা যা অফেরতযোগ্য হবে এবং এই অর্থ সরকারি নির্দিষ্ট কোডে (জলমহাল ও পুকুর ইজারা ১/৪৬৩১/০০০০/১২৬১) জমা করতে হবে।

(ঢ) লীজ গ্রহীতা কোন মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি তাদের নামে লীজকৃত জলমহাল কোন অবস্থাতেই সাবলীজ অথবা অন্য কোন ব্যক্তি/গোষ্ঠীকে হস্তান্তর করতে পারবে না এবং অন্য কোন উপায়ে তা ব্যবহার করতে পারবে না। যদি তা করে থাকে, তাহলে জেলা প্রশাসক উক্ত লীজ বাতিল করে দিবেন এবং জমাকৃত লীজমানি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করবেন। উক্ত লীজগ্রহীতা মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি পরবর্তী বছর জলমহাল বন্দোবস্ত সংক্রান্ত কোন আবেদন করতে পারবেন না।

(৫) কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠন/সমিতি দু'টির অধিক জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত পাবে না।

(৬) ভূমি মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাধীন ২০ (বিশ) একরের উর্দ্ধে বদ্ধ জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য নিমণরূপ জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকবেঃ

(ক)	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
(খ)	পুলিশ সুপার	সদস্য
(গ)	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)	সদস্য
(ঘ)	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
(ঙ)	জেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
(চ)	উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
(ছ)	নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
(জ)	উপ-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর	সদস্য
(ঝ)	বিভাগীয় বন সংরক্ষক/সহকারী বন সংরক্ষক	সদস্য
(ঞ)	সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সদস্য
(ট)	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
(ঠ)	অনুমোদিত মৎস্যজীবী সংগঠনের দুইজন প্রতিনিধি (জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(ড)	কৃষি সংগঠনের একজন প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(ঢ)	নারী সংগঠনের একজন প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(ণ)	রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর (আরডিসি)	সদস্য-সচিব

সভাপতিসহ ন্যুনতম পাঁচ সদস্য নিয়ে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির কোরাম গঠিত হবে। এই সভায় সরকারি কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে কোন প্রতিনিধি গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে না। আন্তঃজেলা জলমহালের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারের নির্দেশে তার অধীনস্থ যে কোন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার জেলা প্রশাসকের স্থলে কমিটির সভাপতি হবেন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা সমূহের জেলা প্রশাসকগণ জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য থাকবেন। আন্তঃজেলা জলমহালের ক্ষেত্রে উক্ত জলমহালের অবস্থান যে জেলায় অধিক হবে সে জেলার উপরে উল্লেখিত সকলকে সদস্য এবং রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টরকে সদস্য-সচিব করে বিভাগীয় কমিশনার আন্তঃজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করবেন। জেলা জলমহাল ব্যবস্থা কমিটি মাঝে মাঝে সভা করে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের অনুকূলে যে সকল জলমহাল ইজারা দেয়া রয়েছে তা পরিবীক্ষণ করবেন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

(৭) সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্যগণ জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির উপদেষ্টা থাকবেন।

(৮) প্রতি বছর ইজারাযোগ্য জলমহালের তালিকা তৈরী করে জেলা প্রশাসকগণ প্রতি বছরের ১ মাঘ হতে জলমহাল ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে আবেদন আহবান করবেন।

(৯) ইজারা বিজ্ঞপ্তিতে নতুন জলমহালের অন্তর্ভূক্তি, কোন জলমহাল বিলুপ্তি এবং কোন জলমহালের আয়তন হ্রাস/বৃদ্ধি ও তফসিল পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রদানের পূর্বে জেলা প্রশাসকগণ বিভাগীয় কমিশনারের অনুমতি গ্রহণ করবেন।

(১০) জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা মূল্যমানের জলমহাল সমূহের বন্দোবস্তের প্রস্তাব জেলা প্রশাসক অনুমোদন করবেন। জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন সমবায় সমিতি/সমিতি সংক্ষুদ্ধ হলে ও জামানতের অর্থ ফেরত না নিয়ে থাকলে উক্ত সিদ্ধান্তের ৭ (সাত) কর্মদিবসের

মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারের নিকট আপীল দায়ের করতে পারবেন এবং বিভাগীয় কমিশনার ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে আপীল নিষ্পত্তি করবেন। বিভাগীয় কমিশনারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সর্বশেষ ধাপ হিসাবে সিদ্ধান্তের ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে ভূমি আপীল বোর্ডের নিকট আপীল দায়ের করা যাবে এবং ভূমি আপীল বোর্ড ১৫ (পনের) কর্মদিবসের মধ্যে চুড়ান্তভাবে আপীল নিস্পত্তি করবেন। জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকার উর্দ্ধে মূল্যমানের জলমহালসমূহ বন্দোবস্তের প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য জেলা প্রশাসক ৫ (পাঁচ) কর্মদিবসের মধ্যে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট প্রেরণ করবেন। বিভাগীয় কমিশনার ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে প্রস্তাবটি অনুমোদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিয়ে জেলা প্রশাসকের নিকট ফেরৎ পাঠাবেন। আন্তঃজেলা জলমহাল বন্দোবস্তের প্রস্তাব বিভাগীয় কমিশনার অনুমোদন করবেন। বিভাগীয় কমিশনারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবেদনে অংশগ্রহণকারী সংক্ষুদ্ধ সমিতি যদি জামানত ফেরৎ না নিয়ে থাকে তবে ১৫ (পনের) কর্মদিবসের মধ্যে সর্বশেষ ধাপ হিসাবে ভূমি আপীল বোর্ডে আপীল দায়ের করতে পারবেন। ভূমি আপীল বোর্ড ৩০ (ত্রিশ) কর্মদিবসের মধ্যে চুড়ান্ত ভাবে আপীল নিষ্পত্তি করবেন।

(১১) জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি/বিভাগীয় কমিশনারের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বন্দোবস্ত/ইজারাপ্রাপ্ত প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি প্রথম বছরের সাকুল্য ইজারা মূল্য সিদ্ধান্ত প্রদানের ১৫ (পনের) কর্মদিবসের মধ্যে জলমহাল ও পুকুর ইজারা ১/৪৬৩১/০০০০/১২৬১ নং কোডে জমা প্রদান করতে হবে। সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধের পর ইজারা চুক্তি সম্পাদন পূর্বক জেলা প্রশাসক অনতিবিলম্বে জলমহালের দখল ইজারা গ্রহীতাকে বুঝিতে দিবেন। জামানতের অর্থ শেষ বছরের ইজারা মূল্যের সাথে সমন্বয় করা হবে। ২য় বছরের সম্পূর্ণ ইজারা মূল্য ১ম বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। পরবর্তী বছর সমূহের ইজারা মূল্য একই ভাবে পূর্ববর্তী বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত সমূদয় ইজরামূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে জেলা প্রশাসক ইজারা বাতিল করবেন এবং জামানতের অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে। ইজারার অর্থ আংশিক বা কিসিত্মতে পরিশোধ করা যাবে না।

৬। উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক ২০ একর পর্যন্ত বদ্ধ জলমহাল ব্যবস্থাপনা ঃ

(১) উপজেলা পর্যায়ে জলমহাল ব্যবস্থাপনা, তদারকি ও পরিবীক্ষনের জন্য উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন হবে নিমণরূপঃ

(ক)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	আহবায়ক
(খ)	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
(গ)	উপজেলা মৎস কর্মকর্তা	সদস্য
(ঘ)	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য
(ঙ)	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	সদস্য
(চ)	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট	সদস্য
(ছ)	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
(জ)	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
(ঝ)	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান	সদস্য
(ঞ)	অনুমোদিত মৎসজীবী সংগঠনের দুইজন প্রতিনিধি (উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(ট)	স্থানীয় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(ঠ)	উপজেলা পর্যায়ে কৃষি সংগঠনের একজন প্রতিনিধি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(ড)	উপজেলা পর্যায়ে নারী সংগঠনের একজন প্রতিনিধি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(ঢ)	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	সদস্য-সচিব

যে উপজেলায় সহকারী কমিশনার (ভূমি) নেই, সেই উপজেলায় উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা সদস্য-সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন। আহবায়কসহ ন্যুনতম ৫ (পাঁচ) জন সদস্য নিয়ে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির কোরাম গঠিত হবে।

(২) উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটিতে এক নম্বর উপদেষ্টা হিসেবে থাকবেন সংশ্লিষ্ট এলাকার মাননীয় সংসদ/সদস্যগণ এবং দুই নম্বর উপদেষ্টা হিসেবে থাকবেন সংশ্লিষ্ট এলাকার উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান।

(৩) উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যাবলীঃ

(ক) ২০ একর পর্যন্ত বদ্ধ সরকারি জলমহালের ব্যবস্থাপনা উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক সম্পাদিত হবে। এই নীতি অনুসারে ৫ নং ক্রমিকের (১), (২), (৩), (৪) ও (১১) এ বর্ণিত জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি যে পদ্ধতিতে প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি সরকারি বদ্ধ জলমহাল ইজারা বন্দোবস্ত করবেন, সেই একই পদ্ধতি, উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি অনুসরণ করে জলমহাল ইজারা/ব্যবস্থাপনা দিবেন।

(খ) উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি ২০ একর পর্যন্ত জলমহাল সমূহ প্রতি ৩ (তিন) বছরের জন্য ইজারা প্রদান করবেন। কোন জলমহাল একাধিক উপজেলা সংশ্লিষ্ট হলে বেশিরভাগ জলমহাল যে উপজেলায় অবস্থিত সে উপজেলায় কমিটি হবে এবং বাকি অংশবিশেষ যে উপজেলা ও উপজেলা সমূহে অবস্থিত হবে সে সকল উপজেলা/উপজেলাসমূহের সহকারী কমিশনার (ভূমি) সদস্য হিসাবে সংযুক্ত হবে।

(গ) সংশ্লিষ্ট উপজেলার অন্তর্গত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সমিতিগুলোর কার্যক্রম বিধি মোতাবেক চলছে কিনা তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করাঃ

(ঘ) যে সকল সমবায় সমিতি/সমিতি/ইজারা গ্রহীতা জলমহাল ব্যবস্থাপনার আওতায় জলমহাল ইজারা গ্রহণ করেছে, সেগুলি ইজারার শর্ত মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করছে কিনা তা পরিদর্শন ও মূল্যায়ণ করা;

(ঙ) জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক চাহিত তথ্য/মতামত/সুপারিশ প্রেরণ করা/প্রত্যয়নপত্র প্রদান করা;

(চ) জরিপ পূর্বক প্রকৃত মৎস্যজীবীদের তালিকা তৈরীর ব্যবস্থা করা (ছবিসহ);

(ছ) উপজেলার ভৌগলিক সীমায় অবস্থিত সকল জলমহাল এর ব্যবস্থাপনা যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা পরিদর্শন ও মূল্যায়ণ করে মতামত ও সুপারিশসহ একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন (ভূমি মন্ত্রণালয়ের নির্দিষ্ট ছকে) প্রতি বছর ১৫ (পনের) চৈত্রের মধ্যে জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করবেন।

(৪) কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সমিতি/প্রতিষ্ঠান দু'টির অধিক জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত পাবেন না।

(৫) উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন সমবায় সমিতি/সমিতি সংক্ষুদ্ধ হলে ও জামানতের অর্থ ফেরত না নিয়ে থাকলে উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট আপীল দায়ের করতে পারবেন এবং জেলা প্রশাসক ৫ (পাঁচ) কর্মদিবসের মধ্যে আপীল নিস্পত্তি করবেন। জেলা প্রশাসকের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সর্বশেষ ধাপ হিসাবে ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারের নিকট আপীল দায়ের করা যাবে এবং বিভাগীয় ১৫ (পনের) কর্মদিবসের মধ্যে চুড়ান্তভাবে আপীল নিস্পত্তি করবেন।

(৬) ইজারা বিজ্ঞপ্তিতে নতুন জলমহালের অন্তর্ভূক্তি, কোন জলমহাল বিলুপ্তি এবং কোন জলমহালের আয়তন হ্রাস/বৃদ্ধি ও তফসিল পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রদানের পূর্বে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ জেলা প্রশাসকের অনুমতি গ্রহণ করবেন।

(৭) প্রতি বছর ইজারাযোগ্য জলমহালের তালিকা তৈরী করে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ প্রতি বছর ১ মাঘ হতে জলমহাল ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে আবেদন আহবান করবেন।

৭। উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০ একরের উর্ধ্বে বদ্ধ জলমহাল ব্যবস্থাপনাঃ

(১) মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন, প্রকৃত মৎস্যজীবীদের দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০ একরের উর্ধ্বে সীমিত সংখ্যক বদ্ধ জলমহাল ৬ (ছয়) বছরের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে নিবন্ধিত ও প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে ইজারা দেয়া যাবে। আগ্রহী সমিতির আবেদনপত্রের সাথে নিমণবর্ণিত কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবেঃ-

(ক) উন্নয়ন প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ (প্রকল্প ছকে);

(খ) প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির রেজিষ্ট্রেশনের সত্যায়িত কপি;

(গ) নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সকল সদস্যের নাম, ঠিকান ও ছবি;

(ঘ) আবেদনকারী সমিতির প্রত্যেক সদস্য প্রকৃত মৎস্যজীবী এই মর্মে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষ থেকে প্রত্যয়ণ পত্র;

(ঙ) প্রকৃত মৎস্যজীবী মাছ চাষ, শিকার ও বিপননের সাথে জড়িত আছে ও থাকবেন এবং জলমহাল ইজারা পেলে, নিজেরাই তা পরিচালনা করবেন এমন অঙ্গীকারনামা;

(চ) সভাপতি, সম্পাদক ও উক্ত সমিতির নিকট সরকারি কোন বকেয়া রাজস্ব পাওনা আছে কিনা এবং তাদের বিরুদ্ধে কোন সার্টিফিকেট মামলা আছে কিনা জেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রত্যায়ন পত্র।

(২) উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কোন জলমহাল ইজারা পাওয়ার জন্য কোন মৎসজীবী সমবায় সমিতি ভূমি মন্ত্রণালয় নির্ধারিত সময়সীমার ভিতর আবেদন করলে তৎপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক এর নিকট প্রতিবেদন চাওয়া হবে। জেলা প্রশাসক, জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি/উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সহায়তা উল্লেখিত ৭(১) ক্রমিকের তথ্যাবলীসহ উক্ত সমিতির যোগ্যতা ও কার্যক্রম যাচাই বাছাই করে মতামত সহ একটি সুনির্দিষ্ট প্রতিবেদন দুই মাসের মধ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।

(৩) প্রতি বছর ৩০ ফাল্গুন এর মধ্যে এ ধরণের উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে আবেদন করা যাবে। এরপরে কোন আবেদন গ্রহণ করা যাবে না। তবে এই নীতি, ২০০৯ জারির বছরে, সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে ১৫ শ্রাবণ ১৪১৬ পর্যন্ত আবেদন করা যাবে।

(৪) আবেদনকারী সমিতিসমূহ তাদের আবেদনের সাথে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বরাবর তাদের প্রদত্ত ইজারা মূল্যের ২০% জামানত স্বরূপ ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার এবং দুই বছরের অডিট রিপোর্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সংযুক্ত করে দিবেন। উক্ত জামানতের টাকা ইজারা প্রাপ্ত সমিতির শেষ বছরের ইজারামূল্যের সাথে সমন্বয় করা হবে।

(৫) জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি যদি কোন প্রকৃত মৎসজীবী সমবায় সমিতির অনুকূলে কোন জলমহাল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ইজারা প্রদানের জন্য এই নীতিতে উল্লেখিত ৭(১), ৭(২) ও ৭(৪) ক্রমিকের আলোকে জামানত ও সুপারিশসহ প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেন সেক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয় ৪ (চার) মাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সংলিস্নষ্ট জেলা প্রশাসককে অবহিত করবেন এবং এ সময়ের জন্য উক্ত জলমহালটি ইজারা কার্যক্রম স্থগিত থাকবে। মন্ত্রণালয়ে এজন্য একটি কমিটি থাকবে এবং আবেদন গ্রহণ বা বাতিল বা ইজারা প্রদান সংক্রান্ত এই কমিটির যে কোন সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। কমিটির গঠন হবে নিমণরূপঃ

(ক) মাননীয় ভূমি মন্ত্রী সভাপতি
(খ) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় সদস্য
(গ) যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), ভূমি মন্ত্রণালয় সদস্য
(ঘ) যুগ্ম-সচিব (উন্নয়), ভূমি মন্ত্রণালয় সদস্য
(ঙ) উপ-সচিব (প্রশাসন-২), ভূমি মন্ত্রণালয় সদস্য-সচিব

কমিটি প্রয়োজনে যে কোন সভায় কোন কর্মকর্তাকে আমন্ত্রণ জানাতে পারবেন।

(৬) উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কোন জলমহাল ইজারার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের ইজারা মূল্য বা বিগত ৩ বছরের ইজারা মূল্যের মধ্যে যেটি বেশি হয় তার মূল্যের উপর কমপক্ষে ২৫% বর্ধিত হারে ইজারা মূল্য নির্ধারণ করতে হবে এবং ১ম বছরের নির্ধারিত ইজারা মূল্যই পরবর্তী ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বছর আদায় করতে হবে। ৫ম ও ৬ষ্ঠ বছরে এ ইজারা মূল্য আরো ২৫% বৃদ্ধি পাবে এবং সে অনুযায়ী তা আদায় হবে।

(৭) উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কোন জলমহাল কোন প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির অনুকূলে নির্ধারিত মূল্যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় ইজারা/বন্দোবস্তের প্রস্তাব অনুমোদন করলে, প্রস্তাব অনুমোদনের ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে ইজারা/বন্দোবস্ত গ্রহীতা প্রথম বছরের সাকুল্য ইজারা মূল্য সংশ্লিষ্ট জেলা (জলমহাল ও পুকুর ইজারা ১/৪৬৩১/০০০০/১২৬১ নং কোডে) জমা প্রদান করবেন। প্রথম বছরের সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করতে হবে। পরবর্তী বছরগুলি ইজারামূল্যের সাথে সমন্বয় হবে। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত সমুদয় ইজারামূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে ইজারা/বন্দোবস্ত জেলা প্রশাসক বাতিল করবেন এবং জামানতের অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে। ইজারার অর্থ কোনঅবস্থাতেই আংশিক বা কিসিত্মতে পরিশোধ করা যাবে না।

(৮) উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ইজারাকৃত জলমহালগুলি প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুসারে যথাযথভাবে উন্নয়ন কার্যক্রম গৃহীত হচ্ছে কিনা এবং সংশ্লিষ্ট মৎসজীবীদের দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে কিনা জলমহালটির ব্যবস্থাপনা সরেজমিনে পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করে সংশ্লিষ্ট জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রতি বছর ৩০ চৈত্রের মধ্যে একটি মূল্যায়ণ প্রতিবেদন ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। প্রতিবেদন মূল্যায়ন করে ভূমি মন্ত্রণালয় জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

(৯) কোনক্রমেই কোন প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে ০১ (এক) টির অধিক জলমহাল উন্নয়ন প্রকল্পে ইজারা/বন্দোবস্ত দেয়া যাবে না।

(১০) উন্নয়ন প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত জলমহালের ইজারা গ্রহীতা কোন অবস্থাতেই মা মাছ শিকার করতে পারবেন না। এর ব্যত্যয় ঘটলে পুরো ইজারা বাতিল করা যাবে।

৮। আবেদন ফরম বিক্রীর অর্থ, জলমহালের ইজারামূল্য ও খাস কালেকশনের অর্থসহ জলমহাল সংক্রান্ত সকল আয়ের অর্থ জলমহাল ও পুকুর ইজারা ১/৪৬৩১/০০০০/১২৬১ নং কোডে জমা রাখতে হবে। জেলা প্রশাসক ৩০ বৈশাখের মধ্যে উক্ত খাতে জমাকৃত অর্থের বিবরণ ভূমি মন্ত্রণালয় ও বিভাগীয় কমিশনার এর নিকট প্রেরণ করবেন।

৯। ইজারাকৃত জলমহালগুলি কোনক্রমেই সাবলীজ দেয়া যাবে না, যদি সাবলীজ দেয়া হয়, তাহলে উক্ত জলমহালের ইজারা জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার বাতিল করবেন এবং জামানতসহ জমাকৃত ইজারা মূল্য সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে। ঐ ইজারা গ্রহীতা পরবর্তী ৩ (তিন) বছর কোন জলমহালের ইজারার জন্য বা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য আবেদন করতে পারবেন না।

১০। জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি ও উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক ইজারাকৃত জলমহাল সমূহ তদারকি বা পরিবীক্ষণের জন্য একটি পরিবীক্ষণ মন্ত্রণালয় প্রস্তুত করবেন। সে ছক অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কমিটি কার্যক্রম গ্রহণ করবেন এবং ভূমি মন্ত্রণালয় ও বিভাগীয় কমিশনারকে অবহিত করবেন।

১১। জলমহাল ইজারার মেয়াদ ১ বৈশাখ থেকে শুরু হবে এবং বছরের যে কোন সময়ে জলমহালের ইজারা গ্রহণ করলেও ইজারার মেয়াদ ১ বৈশাখ থেকে কার্যকর হবে এবং একই বছরের ৩০ চৈত্র তারিখে তা শেষ হবে। এই সময়ের মধ্যে কোন কারণে খাস কালেকশন করা হয় তবে তা সরকারি খাতে জমা হবে, ইজারাপ্রাপ্ত সমিতি/সংগঠন পাবে না।

১২। প্রকৃত মৎসজীবীদের সংগঠন যাতে জলমহাল ইজারা নিতে পারে ও নির্বিঘ্নে মাছ চাষ ও বিপনন করতে পারে সে জন্য স্থানীয় প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন এবং স্থানীয় বাণিজ্যিক ব্যাংক/ব্যাংকসমূহ সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করবেন।

১৩। ইজারা প্রদত্ত জলমহালগুলো ইজারা চুক্তির কোন শর্ত লংঘিত হচ্ছে কিনা সেজন্য বিদ্যমান মৎস আইনের আওতায় জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ভ্রাম্যমান আদালত গঠন করে জলমহাল ইজারা চুক্তি ভঙ্গের কারণে ইজারাদারদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

১৪। এই নীতি জারির পর যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে ন্যস্তকৃত ২০ একর পর্যন্ত খাস বদ্ধ জলমহাল/জলাশয় ব্যবস্থাপনা আর থাকবে না, তবে যুব সমাজের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০ (বিশ) একর পর্যন্ত খাস বদ্ধ জলমহাল/জলাশয় যুব জেলে সম্প্রদায়ের নিবন্ধিত সমিতি/সমিতিসমূহ অগ্রাধিকার পাবে। আরো শর্ত থাকে যে, ইতোমধ্যে ২০ একর পর্যন্ত যে সকল খাস বদ্ধ জলমহাল যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে টেন্ডারের মাধ্যমে ইজারা প্রদান করা হয়েছে, তা টেন্ডারের সময় পর্যন্ত পূর্বের নিয়মে অব্যাহত থাকবে, তবে কোন সময় বৃদ্ধি করা যাবে না এবং সময় অতিবাহিত হবার পর বর্তমান নীতি অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১৫। নিম্নবর্ণিত ২০ (বিশ) একর পর্যন্ত খাস বদ্ধ জলাশয়সমূহ এই নীতির আওতায় ইজারা বা বন্দোবস্ত প্রদান করা যাবে নাঃ

(ক) গুচ্ছগ্রাম/আদর্শগ্রাম/আশ্রায়ণ প্রকল্প/অনুরূপ প্রকল্পের এলাকাভুক্ত জলাশয়সমূহ;
(খ) অর্পিত এবং পরিত্যক্ত জলাশয়সমূহ;
(গ) ইউনিয়ন ভূমি অফিস, সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জেলা প্রশাসক এবং বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস সংলগ্ন সরকারি খাস জলাশয়সমূহ;
(ঘ) সর্বসাধারণের ব্যবহার্য বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, গোরস্থান, পাবলিক ইজমেন্টের জন্য ব্যবহৃত জলাশয়সমূহ;
(ঙ) সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/জেলা পরিষদের প্রশাসনিক সীমারেখার মধ্যে অবস্থিত তাদের নিজস্ব জলাশয় সমূহ।

১৬। কোন যুক্তিসংগত কারণে কোন জলমহাল (২০ একরের উর্ধ্বে বা ২০ এক পর্যন্ত) নির্ধারিত সময়ে ইজারা বন্দোবস্ত প্রদান করা না গেলে উক্ত জলমহাল বন্দোবস্ত না হওয়া পর্যন্ত জেলা প্রশাসক খাস কালেকশনের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করবেন। প্রয়োজনে ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে সীলগালা অবস্থায় মূল্য উল্লেখ করে আবেদন আহবান করে নির্দিষ্ট বছরের অবশিষ্ট সময়ের জন্য বন্দোবস্ত বা খাস আদায়ের ব্যবস্থা করা যাবে। সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক, খাস কালেকশন এর জন্য একটি নির্দিষ্ট হার নির্ধারণ করে দিবেন এবং নিম্নোক্ত কমিটির মাধ্যমে খাস কালেকশনের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করবেন।

(ক)	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	আহবায়ক
(খ)	উপজেলা মৎস কর্মকর্তা	সদস্য
(গ)	ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান	সদস্য
(ঘ)	উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য
(ঙ)	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ভূমি কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

উল্লেখ্য, খাস কালেকশনের সময় মা মাছ নিধন করা যাবে না।

১৭। দেশের সকল জলমহালের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে জলমহালগুলো তফসিল নির্ধারণ, মৌজা ম্যাপে তা চিহ্নিতকরণ এবং এতদসংক্রান্ত সকল তথ্য সম্বলিত একটি ডাটাবেইজ তৈরী করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভূমি মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তসমূহে সংরক্ষণ করতে হবে। ডাটাবেইজ তৈরী ও এর ব্যবস্থাপনার জন্য একটি পস্ন্যাটফর্মে ব্যবহার্য সফটওয়ার প্রণয়ন করতে হবে। ভূমি মন্ত্রণালয় জলমহালগুলোর সমন্বিত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করনের লক্ষ্যে উক্তরূপ ডাটাবেইজ তৈরী ও সফটওয়ার প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহন করবেন। এজন্য ভূমি মন্ত্রণালয় উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করতে পারবে।

১৮। (ক) ইজারা/বন্দোবস্ত বাতিলকৃত জলমহাল/জলাশয় জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি/সংশ্লিষ্ট কমিটি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) বিধি মোতাবেক পুনঃইজারার ব্যবস্থা করবেন।

(খ) ইজারা মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট জলমহালের উপর ইজারা গ্রহীতার সকল অধিকার বিলুপ্ত হবে। ইজারা মেয়াদ শেষে কোন জলমহালের উপর ইজারা গ্রহীতার কোন প্রকার দাবী/অধিকার স্বত্ব থাকবে না এবং উক্ত জলমহালের সকল অধিকার, স্বত্ব ও দখল স্বয়ংক্রিয়ভাবে জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার তথা সরকারের নিকট ন্যস্ত হবে।

(গ) ইজারার মেয়াদ শেষ হলে মাছ সংগ্রহের জন্য অতিরিক্ত কোন সময় মঞ্জুর করা যাবে না।

১৯। সকল বদ্ধ ও উন্মুক্ত জলমহালে মৎস্য সম্পদ পরিচর্যামূলক ক্ষেত্র ভিত্তিক গবেষনা ও তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মৎস্যবিজ্ঞানীদের অবাধ বিচরণ তথা সংগ্রহ ও নিজ খরচায় নমুনা মৎস্য আহরণ, পরিবেশগত তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধিকার থাকবে, তবে এজন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে অবহিত করতে হবে।

২০। জেলা প্রশাসনের তত্বাবধানে এবং মৎস অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের কারিগরী সহায়তায় জলমহালের ভৌত ও জৈবিক দিকসমূহের (Physical and Biological Parameters) সর্বশেষ অবস্থা এবং পানির গুণগত মান সম্পর্কে জরিপ পরিচালনা করা যাবে যা নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর হালনাগাদ করা হবে।

২১। বন্দোবস্তকৃত/ইজারাকৃত জলমহালের কোথাও প্রবাহমান প্রাকৃতিক পানি আটকে রাখা যাবে না।

২২। যে সকল জলমহালসমূহ থেকে (নদী, হাওর, খাল ইত্যাদি) জমিতে সেচ প্রদানের সুযোগ রয়েছে সেখান থেকে সেচ মৌসুমে সেচ প্রদান বিঘ্নিত করা যাবে না। যে সকল বদ্ধ জলমহাল বন্দোবস্ত/ইজারা দেয়া হবে সেখান থেকে মৎস্য চাষের ক্ষতি না করে পরিমিত পর্যায়ে সেচ কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ থাকবে। এ ব্যাপারে ২০ একরের উর্ধ্বের সরকারি জলমহালের ক্ষেত্রে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং ২০ একর পর্যন্ত সরকারি জলমহালের ক্ষেত্রে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

২৩। সরকারি জলমহালের পাড়ে সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে বনজ সম্পদ বৃদ্ধির জন্য বন্দোবস্ত গ্রহীতা সমিতি চুক্তিবদ্ধ থাকবেন (ইজারা চুক্তিতে তার উল্লেখ থাকবে)।

২৪। সরকারি জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত গ্রহীতা নিবন্ধিত কোন মৎস্যজীবী সমিতি/এনজিওর সাথে কোন জঙ্গিবাদের সম্পৃক্ততা পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট নিবন্ধন কর্তৃপক্ষই তার দায় দায়িত্ব বহন করবেন এবং এরূপ ক্ষেত্রে কোন সরকারি জলমহাল উক্ত সমিতিকে ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়ে থাকলে তা বাতিল করে নতুন ভাবে ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদানের ব্যবস্থা করা যাবে।

২৫। মাছের অভয়াশ্রম সৃষ্টি এবং মাছ চাষ ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে নব উদ্ভাবিত প্রযুক্তি প্রয়োগের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় কিছু সংখ্যক জলমহালকে সংরক্ষিত (Reserved) জলমহাল হিসাবে চিহ্নিত করে তাদের সুরক্ষনের ব্যবস্থা করবেন।

২৬। বর্ষা মৌসুমে ইজারাকৃত জলাশয়, সংলগ্ন পস্নাবনভূমির সাথে পস্নাবিত হয়ে একক জলাশয় রূপ নেয়, তখন ইজারাদারের মৎস্য আহরণ অধিকার কেবল ইজারাকৃত জলাশয়ের সীমানার ভিতর সীমাবদ্ধ থাকবে।

২৭। বদ্ধ বা উন্মুক্ত কোন জলাশয়েই রাক্ষুসে মাছ চাষ করা যাবে না।

২৮। পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারসীপের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয় পরীক্ষামূলকভাবে সারাদেশে স্বল্প সংখ্যক জলমহালের ব্যবস্থাপনা করবেন যাতে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের জীবনমান উন্নত করা যায়। এইরূপ পরীক্ষাধীন জলমহালের জন্য বিগত তিন বছরের ইজারার গড় মূল্যের উপর ১০% বৃদ্ধি করে ইজারা মূল্য নির্ধারণ করা যেতে পারে।

২৯। উন্মুক্ত জলাশয়সমূহের নির্দিষ্ট স্থানে অভয়াশ্রম করা এবং নির্দিষ্ট সময়ে মৎস্য সম্পদ রক্ষার স্বার্থে মৎস্য আহরণ বন্ধ রাখার বিষয়ে জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় বা মৎস্য অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় উদ্যোগ

নিতে পারবেন। এই উদ্যোগের অংশ হিসাবে মাতৃ জলমহাল বা অভয়াশ্রমের জন্য উপযোগী স্থান নির্বাচন করা যাবে যাতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মতি থাকবে। এরূপ স্থান ইজারা প্রদান করা যাবে না। নির্দিষ্ট সময়ে যেমন- মাছের পোনা ছাড়ার সময় মৎস্য শিকার বন্ধ রেখে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের বিকল্প জীবিকার উদ্যোগ নিতে হবে। উন্মুক্ত জলাশয়ে যাতে অবাধে মৎস্য শিকার না করা হয় এবং 'মা' মাছ নিধন না করা হয় সে জন্য জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি/উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিবেন এবং জেলা প্রশাসকের অথবা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের লাইসেন্স নিয়ে প্রকৃত মৎসজীবীগণই শুধু মাছ শিকার করতে পারবেন। প্রকৃত মৎস্যজীবীর আয় ব্যয় সংগতি রেখে জেলা প্রশাসকগণ এই হার নির্ধারণ/পুনঃনির্ধারণ করবেন।

৩০। জলমহালসমূহের তীরে বা তীরবর্তী সরকারি ভূমিতে পরিবেশ বান্ধব করচবাগের সৃষ্টি করতে হবে যা মাছের নিরাপদ আশ্রয়ভূমি হিসাবে গণ্য হবে। ইজারাকৃত জলমহালে কেহ অতিথি পাখিসহ কোন পাখি শিকার করতে পারবেন না। এই কাজে স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় বন অধিদপ্তর ও মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সমিতি/নিবন্ধিত এনজিও/জলমহালের ইজারাদার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

৩১। সরকারি জলমহাল ইজারা গ্রহণকারী সমিতি/ব্যক্তি সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আয়কর ও ভ্যাট প্রদান করবেন।

৩২। সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০০৫ এর আলোকে ইজারাধীন যে সব জলমহালের ইজারার মেয়াদ এখনও শেষ হয়নি সেসব জলমহালের ইজারা অব্যাহত রাখা যাবে কিনা তা জেলা/উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি যাচাই করে দেখবেন। জলমহালগুলো প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি ভোগ দখল করছে কিনা, লীজের শর্ত ঠিকমত প্রতিপালন হচ্ছে কিনা এসব দিক বিবেচনা করে লীজের শর্ত ভঙ্গ করা হলে বা কোন অনিয়ম হয়ে থাকলে উক্ত জেলা/উপজেলা কমিটি লীজ বাতিল করবেন এবং সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর আলোকে উক্ত জলমহাল বন্দোবস্তের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৩৩। সরকারি জলমহালের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত প্রদানের ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহনের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে নিমেণাক্ত জাতীয় জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকবেঃ

মাননীয় ভূমি মন্ত্রী	সভাপতি
মাননীয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রী	সদস্য
মাননীয় মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রী	সদস্য
মাননীয় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী	সদস্য
মাননীয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী	সদস্য
সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	সদস্য
সচিব, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	সদস্য
সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

এ কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবেন।

৩৪। জলমহাল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত এই নীতির পরিপন্থী বা ইতোপূর্বে জারিকৃত সকল আদেশ/নির্দেশ/পরিপত্র/নীতি মালা এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

৩৫। এই নীতিতে যাই বলা থাকুক না কেন, ভূমি মন্ত্রণালয় জনস্বার্থে সরকারি জলমহালের যে কোন বন্দোবস্ত/ইজারা বাতিল বা সংশোধনসহ যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এই নীতির পরিবর্তন, পরিমার্জন বা সংশোধনের যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার সংরক্ষণ করে।

(মোঃ দেলোয়ার হোসেন)
সচিব

বদ্ধ সরকারি জলমহাল বন্দোবস্ত/ইজারার আবেদন

১। আবেদনকারী মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি-এর নাম ও ঠিকানাঃ

২। যে সরকারি জলমহালের জন্য বন্দোবস্ত/ইজারার আবেদন করা হয়েছে সে জলমহালের নামঃ

৩। জলমহালের বিবরণঃ

তফসিল-
জলমহালের পরিমাণঃ
উপজেলাঃ
জেলাঃ

৪। সংগঠন/সমিতির রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ও তারিখঃ
(রেজিষ্ট্রেশন প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের প্রত্যায়ন পত্র সংযুক্ত করতে হবে)

৫। সংগঠন/সমিতির গঠনতন্ত্রঃ সংযুক্ত হ্যাঁ ..... না .....

৬। নির্বাচিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নাম ও ঠিকানা (ছবিসহ) এবং সভায় কার্যবিবরণীঃ
সংযুক্ত হ্যাঁ..... না .....

৭। সদস্যদের নামের তালিকা (ঠিকানাসহ) এবং নির্বাচিত নির্বাহী/কার্যকরী কমিটির তালিকা (ঠিকানাসহ)ঃ
সংযুক্ত হ্যাঁ..... না .....

৮। জলমহালের মৎস্য চাষ/উৎপাদন/সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা/রূপরেখাঃ সংযুক্ত হ্যাঁ..... না .....

৯। ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেটঃ

১০। অডিট রিপোর্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)ঃ

১১। টি,আই,এন নম্বর (যদি থাকে)ঃ
(উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ণ পত্র সংযোজন করতে হবে)

১২। ইতোপূর্বে জলমহাল বন্দোবস্ত নিয়েছে কি না নিয়ে থাকলে, কোন রাজস্ব বকেয়া আছে কিনাঃ

১৩। আবেদনকারী সংগঠন/সমিতির নামে সার্টিফিকেট মামলা/অন্য কোন আদালতে মামলা আছে কিনা; মামলা থাকলে বর্তমান অবস্থা কিঃ

১৪। আবেদন ফি (অফেরৎযোগ্যঃ ৫০০/- টাকা)
পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট নং- তারিখঃ
(২০ একরের উর্ধ্বে জলমহালের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক এবং ২০ একর পর্যন্ত জলমহালের ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবরে তফসিলি ব্যাংকের পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট সংযুক্ত করতে হবে)

১৫। জামানত (সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ অনুযায়ীঃ

পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট নং- তারিখঃ

(২০ একরের উর্ধ্বের জলমহালের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক এবং ২০ একর পর্যন্ত জলমহালের ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবরে তফসিলি ব্যাংকের পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট সংযুক্ত করতে হবে)

উপরোক্ত বর্ণনা সঠিক ও সত্য। কোন তথ্য ভুল বা মিথ্যা প্রমাণিত হলে আমাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। জলমহালটি আমাদের অনুকূলে ..... থেকে ..... বাংলা সনের জন্য বন্দোবস্ত প্রদানের অনুরোধ করছি।

সংযুক্তির ..... ফর্দ। তারিখঃ

জেলা/উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য-সচিবের স্বাক্ষর, নামসহ তারিখ ও সীল

আবেদনকারীর স্বাক্ষর, নাম ও সীল

ছয় বছরের জন্য জলমহালের জন্য উন্নয়ন প্রকল্প ছক

১। প্রকল্প বাস্তবায়নকারীর নাম ও ঠিকানাঃ

২। জলমহালের বিবরণীঃ

(ক) জেলা-
(খ) উপজেলা-
(গ) প্রস্তাবিত জলমহালের নাম -
(ঘ) জলমহালের অবস্থান-
(১) মৌজা
(২) জেএল নং-
(৩) জলমহালের মোট আয়তন-
(৪) দাগসমূহ-
(৫) খতিয়ান নং-
(৬) মৌজা ম্যাপ-
(৭) ম্যাপে জলমহাল চিহ্নিতকরণ

৩। সংগঠন/সমিতির রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও তারিখঃ
(রেজিস্ট্রেশন প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নপত্র সংযুক্ত করতে হবে)

৪। সংগঠন/সমিতির গঠনতন্ত্র সংযুক্ত হ্যাঁ..... না .....

৫। নির্বাচিত সভাপতির ও সাধারণ সম্পাদকের নাম ও ঠিকানা (ছবিসহ) এবং সভায় কার্যবিবরণীঃ
সংযুক্ত হ্যাঁ.... না .....

৬। নিবন্ধিত সদস্যদের নামের তালিকা (ঠিকানা ও ছবিসহ এবং নির্বাচিত নির্বাহী/কার্যকরী কমিটির তালিকা (ঠিকানাসহ)ঃ সংযুক্ত হ্যাঁ..... না .....

৭। আবেদনকারী সমিতির প্রত্যেক সদস্য প্রকৃত মৎসজীবী এই মর্মে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রত্যয়ন পত্রঃ
সংযুক্ত হ্যাঁ..... না .....

৮। ক. ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেটঃ
খ. ব্যাংক একাউন্ট নম্বরঃ

৯। অডিট রিপোর্টঃ [বিগত ২ (দুই) বছরের] [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে]

১০। টি,আই,এন নম্বর (যদি থাকে)ঃ
(উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন পত্র সংযোজন করতে হবে)

১১। জামানত (সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ অনুযায়ী)ঃ
পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট নং- তারিখঃ
(সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বরাবরে তফসিলি ব্যাংকের পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট এর ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে।)

১২। প্রস্তাবিত প্রকল্পের মোট (ক) ব্যয়-
(খ) আয়-
(গ) মোট আয়-

১৩। প্রস্তাবিত প্রকল্পে উৎপাদিত মাছের পরিমাণ-

১৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য-

১৫। প্রস্তাবিত প্রকল্প বাস্তবায়নে কারিগরী সহায়তা-

১৬। প্রকল্পের উপদেষ্টা-(নাম,ঠিকানা ও ছবি)

১৭। জলমহালের বর্তমান অবস্থা
(ক) পূর্ব ইজারার তারিখ-
(খ) ইজারা শেষের তারিখ-
(গ) মামলা মোকদ্দমা আছে কিনা-
(ঘ) মামলা থাকলে বর্তমান অবস্থা-

১৮। প্রকল্পে স্থানীয় সমবায় সমিতির সহায়তা-

১৯। মাছ বাজারজাতের সুবিধা-

২০। প্রকল্পের আর্থিক সহায়তা-

২১। উন্নয়ন প্রকল্প দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্তের গুরুত্ব-

২২। অনাবর্তক ব্যয়-
(পরিশিষ্ট ‘ক’ তে উল্লেখ করুন)
(ক) মাটির কাজ-
(খ) সামাজিন বনায়ন-
(গ) ডাল কাটা স্থাপন-
(ঘ) বাঁশ স্থাপন-
(ঙ) নৌকা ক্রয় -

২৩। আবর্তক ব্যয়-
(পরিশিষ্ট ‘ক’ তে উল্লেখ করুন)
(ক) জলমহালের খাজনা-
(খ) জৈবিক পরিচর্যা
(গ) পাহারাদার-
(ঘ) বিবিধ খরচ-

২৪। প্রত্যাশিত উৎপাদন ও আয় - (পরিশিষ্ট ‘খ’ তে উল্লেখ করুন)

২৫। প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্পের উপকারিতা-

২৬। পূর্বে এই সমিতির নামে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কোন জলমহাল ইজারা নেয়া হয়েছিল কি না হ্যাঁ ... না ..
হ্যাঁ হলে মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে কি না হ্যাঁ..... না .....

স্বাক্ষর, নাম, তারিখ ও সীলমোহর

সভাপতি

সাধারণ সম্পাদক

পরিশিষ্ট-ক

জেলা ....., উপজেলা ....., জলমহালের নাম ....., জলমহালের আয়তন ....., মৌজা....., জে,এল, নং ..... খতিয়ান নং ....., সময়কাল .....।

ক্রমিক নং	উন্নয়নমূলক কাজের বিবরণী	১ম বছর বাংলা ১৪১৬	২য় বছর বাংলা ১৪১৭	৩য় বছর বাংলা ১৪১৮	৪র্থ বছর বাংলা ১৪১৯	৫ম বছর বাংলা ১৪২০	৬ষ্ঠ বছর বাংলা ১৪২১	মোট
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯

অনাবর্তক ব্যয়

১। মাটি খনন

২। সামাজিক বনায়ন

৩। ডাল/কাটা স্থাপন

৪। বাঁশ স্থাপন

৫। নৌকা ক্রয় ও পাহারাদার নিয়োগ

মোট অনাবর্তক ব্যয়-

আবর্তক ব্যয়

১। জলমহালের খাজনা

২। পাহারাদার

৩। জৈবিক পরিচর্যা (সার, খৈল ইত্যাদি)

৪। বিবিধ

মোট আবর্তক ব্যয়-

সর্বমোট আবর্তক ব্যয়-

পরিশিষ্ট-খ

জেলা ....., উপজেলা ....., জলমহালের নাম ....., আয়তন ....., মৌজা....., খতিয়ান নং ....., বন্দোবস্তের সময়কাল .....।

ক্রমিক নং	মৎস্য আহরণের বছর	জলমহালের মোট আয়তন	মাছ উৎপাদিত এরিয়া (একর)	একর প্রতি মাছ উৎপাদনের পরিমাণ	মোট উৎপাদন	প্রতিমন মাছের মূল্য	মোট আয়	মোট
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯

প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্পের মোট আয়-

প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্পের মোট ব্যয়-

প্রস্তাবিত প্রকল্পের নিট আয়-

ভূমি মন্ত্রনালয়ের ভূঃমঃ/শা-৮/খাজব/৪৬৯/২০০০ নম্বর নথি হইতে উদ্ধৃত করা হইলঃ

××× ××× ×××

বিষয়ঃ সরকারী খাস পুকুর/জলাশয় ইজারা প্রদান প্রসঙ্গেঃ

উপরোক্ত বিষয়ে মাননীয় ভূমি মন্ত্রী মহোদয় নিমেণাক্ত সদয় আদেশ প্রদান করিয়াছেনঃ-

(ক) নীতিমালা ৩.০ (১) অনুসারে বন্দোবস্ত প্রদান আপাততঃ স্থগিত রাখা যায় এবং বর্তমান নীতিমালাকে আরো যুক্তিসংগত ও বাস্তবধর্মী করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেয়া যায়।

(খ) আইনগত বা নীতিগত অসংগতি না থাকলে সরকারের আয়ের স্বার্থে আপাততঃ পুকুরগুলিতে প্রচলিত জলমহাল নীতিমালা অনুসরণে ইজারা দেয়া যায়।

(গ) তবে আর্সেনিকমুক্ত পানিয় জলের উৎসগুলোর ব্যবহারের কথাও চিমত্মায় রাখা প্রয়োজন।

স্বাঃ/-
এম. শামসুল ইসলাম এম.পি
ভূমি মন্ত্রী

স্মারক নং ভূঃমঃ/শা-৮/খাজব/৬৯/২০০০/৪২/২ তারিখঃ ২০/০১/২০০৩ ইং

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহনের জন্য প্রেরণ করা হইলঃ

সিনিয়র সহকারী সচিব-শাখা-২
সহকারী সচিব-শাখা-৭

স্বাঃ/-
(মোঃ ফয়জুর রহমান চৌধুরী)
সিনিয়র সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা-৮

নং- ভূম/শা-৮/চিংড়ি/২২৭/৯১/২১৬ তারিখঃ **Error!**

পরিপত্র

বিষয়ঃ লবন মহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা।

লবন আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকার একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। জাতীয় স্বার্থে এই উপাদানে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালানোর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। লবণ উৎপাদনের প্রধানতম উপকরণ ভূমি। লবণ চাষ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে ভূমি ব্যবস্থাপনার সুষ্ঠ ও ন্যায় ভিত্তিক নীতিমালা থাকা অপরিহার্য। প্রস্তাবিত নীতিমালার লক্ষ্য শুধু উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনই নয়, সেই সাথে উৎপাদনের সহিত সম্পৃক্ত তৃণমূলে অবস্থিত মানুষটির আর্থ-সামাজিক অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং জনস্বার্থের সম্পূরক হিসেবে উৎপাদিত পণ্যের মান উল্লেখ্যযোগ্যভাবে আধুনিকায়নসহ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা মূলক মূল্যে অবস্থান গ্রহণ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রস্তাবিত নীতিমালায় প্রামিত্মক লবণ চাষীদের স্বার্থ সংরক্ষনের উপর জোর দিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, সরকারের লক্ষ্য ব্যাপকভাবে বাস্তবায়নের জন্য শুধু ভূমি মন্ত্রণালয় নয়, অপরাপর Logistic সহযোগীতা নিশ্চিতকরণ প্রয়োজন, যথাঃ উৎপাদনের সহিত সংশ্লিষ্ট কারিগরি, প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং উৎপাদন পরবর্তী বাজারজাতকরণ নিশ্চিত করা, সর্বোপরি লাভজনক অবস্থানে উন্নীকরণ। বিষয়টির গুরুত্ব সম্যক অনুধাবন করিয়া বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার লবন চাষের জন্য জমি নির্বাচন, জরিপ, বন্টন ও উৎপাদন বিষয়ক যে সকল নিয়ম নীতি আছে তাহা গভীরভাবে পর্যালোচনান্তে লবন চাষোপযোগী অনুকূল ভূমি ব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে একটি বিস্তারিত নীতিমালা জারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

২। সরকার লবণ চাষের এলাকাসমূহকে লবন মহাল হিসাবে ঘোষণার মাধ্যমে লবন মহালের যথোপযুক্ত ব্যবস্থাপনা এবং লবণ উৎপাদন বিষয়ে ভূমির সম্পৃক্ততা সম্পর্কিত সুষ্ঠু ও ন্যায় ভিত্তিক নীতিমালা প্রণয়ন ও উহা বাস্তবায়নে নিমেণাক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহনের সিদ্ধান্ত নিয়াছেনঃ

(1) লবণ মহাল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি নির্ধারণের জন্য জাতীয় পর্যায়ে একটি কমিটি থাকিবে। কমিটির গঠন ও কার্যাবলী নিমণরূপ হইবেঃ

(ক) জাতীয় লবণ মহাল ব্যবস্থাপনা কমিটিঃ

১. মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয় ---------- সভাপতি
২. লবণ মহাল এলাকা হইতে সরকার কর্তৃক ---------- সদস্য মনোনীত ৩ (তিন) জন সংসদ সদস্য/সদস্যা

পাতা নং- ২

-ঃ ২ঃ-

৩.	সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় ----------	সদস্য
৪.	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় ----------	সদস্য
৫.	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ----------	সদস্য
৬.	সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ----------	সদস্য
৭.	সচিব, সেচ, পানি সম্পদ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় ----------	সদস্য
৮.	চেয়ারম্যান, বিসিক ----------	সদস্য
৯.	কমিশনার, চট্টগ্রাম/খুলনা বিভাগ ----------	সদস্য
১০.	সরকার কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন লবন চাষী ----------	সদস্য
১১.	যুগ্ম-সচিব (লবন মহালের দায়িত্বে নিয়োজিত), ভূমি মন্ত্রণালয় ---	সদস্য সচিব।

(খ) কমিটির কর্ম পরিধিঃ

১. লবন চাষ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় নীতি নির্ধারণ;
২. লবন চাষ সম্প্রসারণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সহায়ক ব্যবস্থাদি গ্রহণ;
৩. আন্তঃমন্ত্রণালয়/বিভাগের কাজের সমন্বয় সাধন;
৪. লবণ মহাল কারিগরি কমিটির কার্যাদি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;
৫. লবণ মহাল ব্যবস্থাপনা এবং ভূমি বরাদ্দ নিয়ন্ত্রনের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের সুপারিশ;
৬. সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্য যে কোন দায়িত্ব।

(গ) উক্ত কমিটি প্রতি ৬ (ছয়) মাসে কমপক্ষে একবার এবং প্রয়োজনানুযায়ী সভায় মিলিত হইবেন।

২. লবন চাষের জন্য জমি চিহ্নিতকরণ এবং লবন চাষ নিয়ন্ত্রনের উদ্দেশ্যে জমি বরাদ্দের সুপারিশ প্রণয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহে একটি করিয়া করিগরি কমিটি থাকিবে। কমিটির গঠন ও কার্যাবলী নিমণরূপ হইবেঃ

(ক) জেলা লবন মহাল কমিটিঃ

১.	জেলা প্রশাসক ----------	সভাপতি
২.	বিভাগীয় বন কর্মকর্তা/প্রতিনিধি ----------	সদস্য
৩.	নির্বাহী প্রকৌশলী, বোর্ড/প্রতিনিধি ----------	সদস্য
৪.	বিসিক এর জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা ----------	সদস্য
৫.	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ----------	সদস্য
৬.	সরকার কর্তৃক মনোনিত একজন পুরুষ ও একজন মহিলা লবণ চাষী প্রতিনিধি -	সদস্য

(খ) কমিটির কর্ম পরিধিঃ

১। সংশ্লিষ্ট জেলায় লবণ চাষোপযোগী জমি চিহ্নিত করা ও লবণ মহাল ঘোষণার ব্যাপারে সুপারিশ প্রণয়ন এবং সরকারের বিবেচনার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রেরণ;

২। নীতিমালা অনুযায়ী লবণ চাষের জমি বন্দোবস্ত প্রদানের সুপারিশ প্রণয়ন এবং বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে অনুমোদনের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;

৩। কারিগরি দিক বিবেচনাকালে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের যুক্তিসংগত আপত্তি থাকিলে উহা কমিটি শুনানীর মাধ্যমে নিস্পত্তি করিবেন;

৪। সরকার/জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত কোন দায়িত্ব।

(গ) উক্ত কমিটি প্রতি ২ (দুই) মাসে কমপক্ষে একবার এবং প্রয়োজনানুযায়ী সভায় মিলিত হইবে।

(2) লবণমহাল এলাকাঃ

(ক) বর্তমান লবণ চাষের এলাকাসমূহকে লবণ মহাল হিসেবে ঘোষণা করা হইবে। ঘোষিত অঞ্চলের ম্যাপ ও অন্যান্য কাগজপত্রাদি জেলা সদরে সংরক্ষণ করিবেন এবং উহার অনুলিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবেন। মন্ত্রণালয় সারা দেশের সামগ্রিক চিত্র Computerise পূর্বক সংরক্ষণ করিবে। ইজারা প্রদানের সঠিক হিসাব মন্ত্রণালয় নিয়মিত পরীবীক্ষণ করিবে।

(খ) নতুন কোন এলাকাকে লবন মহাল হিসাবে চিহ্নিত করিতে হইলে জেলা প্রশাসক জেলা কারিগরী কমিটির প্রস্তাব/সুপারিশ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া মতামতসহ বিষয়টি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে জাতীয় কমিটির সিদ্ধান্তের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবেন।

(গ) লবণ মহাল এলাকায় কোন খাস জমিই কৃষি জমি হিসাবে স্বল্প বা দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে না। ইতিমধ্যে লবণ মহাল এলাকায় কৃষি জমি হিসাবে প্রদত্ত সকল বন্দোবস্ত এই নীতিমালা জারীর সাথে সাথে লবণ মহাল হিসাবে লবণ চাষের জন্য প্রদত্ত জমি হিসাবে বিবেচিত হইবে।

৪। **লবণ মহালের খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদানের শর্তাবলীঃ**

(ক) দরখাস্তকারীকে বাংলাদেশের নাগরিক হইতে হইবে।

(খ) লবণ চাষী/প্রক্রিয়াকারী হইতে হইবে। লবণ চাষের জন্য সংশ্লিষ্ট লবণ চাষীর Pre-emptive right আবশ্যক না হইলেও তাহার উপর গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক এ বিষয়ে Discretionary Power সংরক্ষণ করিবেন।

(গ) পরিবারের একাধিক সদস্যদের আবেদন বিবেচনা করা যাইবে না।

(ঘ) খামার প্রতি অনধিক ১০ (দশ) একর জমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে, তবে কাহারো লবণ চাষের নিজস্ব জমি থাকিলে তাহাকে সেই পরিমাণ জমি বন্দোবস্ত প্রদান করা যাইবে যাহাতে উভয় জমির পরিমাণ ১৫ (পনের) একরের অধিক না হয়। উন্নত এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লবণ চাষের জন্য কোন প্রকল্প আর্থিক ও কারিগরী দিক দিয়া যোগ্য বিবেচিত হইলে বিশেষ ক্ষেত্র হিসাবে আবেদনকারী কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে বরাদ্দ প্রদানে উক্ত সীমাবদ্ধতা শিথিল করা যাইতে পারে, যাহা যথাযথ বিবেচনাপূর্বক মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে।

(ঙ) একর প্রতি ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা বার্ষিক সালামীতে অনধিক ১০ (দশ) বৎসরের মেয়াদে চিংড়ি জমি চাষের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিগণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। জমির সেলামী প্রতি ২ (দুই) বৎসর অন্তর অন্তর পুনরায় নির্ধারণ করা যাইবে।

(চ) ভূমিহীন বা প্রান্তিক চাষীর জন্য একর প্রতি ১০০/- (একশত) টাকা বার্ষিক সেলামীতে বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে, তবে এক একরের উর্ধ্বে কোন জমি দেওয়া হইবে না।

৫। **লবণ খাস জমি গ্রহীতাদের নিম্নোক্ত শর্তাদি অবশ্যই পালন করিতে হইবেঃ**

(ক) বরাদ্দগ্রহীতা বরাদ্দ প্রদানের ১ (এক) মাসের মধ্যে ধার্যকৃত প্রথম বাৎসরিক সেলামী সম্পূর্ণ প্রদানপূর্বক চুক্তিনামা সম্পাদন করিবেন এবং জমির দখল বুঝিয়া নিবেন।

(খ) প্রতি বৎসর নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত হারে সেলামী/ইজারামূল্য পরিশোধ করিতে হইবে।

(গ) প্রতি বছর জমিতে লবণ উৎপাদন অব্যাহত রাখিতে হইবে।

(ঘ) প্রত্যেক ইজারাদারের এলাকা স্বতন্ত্র থাকিবে এবং কোন অবস্থাতেই ঘের ভাঙ্গিয়া একাধিক ইজারাদারের এলাকা যোগ করা যাইবে না।

(ঙ) বন্দোবস্ত জমি হস্তান্তর করা যাইবে না।

(চ) উপরোক্ত শর্তাদি পালনে ব্যর্থ হইলে কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন সময় বন্দোবস্ত বাতিল করা যাইবে এবং জমির উপর বরাদ্দ গ্রহীতার কোন দাবি থাকিবে না।

৬। লবণ মহাল জমি বন্টন প্রক্রিয়ায় নিমণলিখিত শর্তাদি প্রতিপালন করিতে হইবেঃ

(ক) খাস জমি গ্রহীতাগণ প্রয়োজনীয় কোর্ট ফি সহ জেলা প্রশাসক বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দরখাস্ত করিতে পারিবেন যাহা ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে জেলা লবণ মহাল কমিটি কর্তৃক বিবেচিত হইলে কমিটি ভূমি মন্ত্রণালয়ে সুপারিশসহ প্রেরণ করিবে এবং ভূমি মন্ত্রণালয় ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে জেলা প্রশাসককে সিদ্ধান্ত জানাইবে ও দরখাস্তকারীকে সরাসরি পত্র মারফত অবগতি করিবে। জেলা প্রশাসক অনুমোদন প্রাপ্তি ও খাজনা আদায়ের পর নির্দিষ্ট Documantation করিয়া দিবেন, তবে ইজারার শর্তাদি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত খসড়া অনুযায়ী হইতে হইবে।

(খ) সমুদ্র-উপকূল অঞ্চলে নতুন জমি আমাদের আওতায় আসিলে তাহা ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের দীর্ঘ Process এড়াইয়া যাইতে হইবে এবং স্থানীয় জরিপ কর্মকর্তা দ্বারা উহা দ্রুত চিহ্নিত করিতে হইবে।

(গ) জেলা কমিটি যেহেতু চাষী চিহ্নিতকরণের সার্বিক দায়িত্বে থাকিবে, সেহেতু সর্বপ্রকার ন্যায় বিচার নিশ্চিত করিতে হইবে। একই সাথে যে সকল চাষী অসত্য তথ্য প্রদান বা প্রকৃত তথ্য গোপন করিয়া তঞ্চকতার মাধ্যমে ইজারা গ্রহণ করিবে, তাহাদের ইজারা বাতিলসহ ফৌজদারী আইনের আশ্রয় গ্রহণ করা উক্ত কমিটির সার্বিক এখতিয়ারভুক্ত হইবে।

৩। এই নীতিমালা বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন প্রকার সমস্যার উদ্ভব হইলে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৪। এই নীতিমালা জারীর সাথে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইতিপূর্বে জারীকৃত লবন জমি বন্দোবস্ত নীতিমালা সকল আদেশ/পরিপত্র ইত্যাদি বাতিল/রহিত হইয়া যাইবে।

স্বাঃ/-
(আমিনুল ইসলাম)
সচিব

স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-৮/চিংড়ি/২২৭/৯১/২১৬/১(৩৯) তারিখঃ **Error!**

অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রমে জন্য অনুলিপি প্রেরন করা হইলঃ-

১। সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়।
২। সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।
৩। সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
৪। সচিব, সেচ, পানি ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়।
৫। চেয়ারম্যান, বিসিক, ঢাকা।
৬। কমিশনার, চট্টগ্রাম/খুলনা বিভাগ।
৭। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম/কক্সবাজার/ফেনী/নোয়াখালী/লক্ষ্মীপুর/বরিশাল/পটুয়াখালী/ভোলা/বরগুনা পিরোজপুর/ঝালকাঠি/খুলনা/বাগেরহাট/সাতক্ষীরা।
৮। অতিঃ জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), চট্টগ্রাম/কক্সবাজার/ফেনী/নোয়াখালী/লক্ষ্মীপুর/বরিশাল/পটুয়াখালী/ ভোলা/বরগুনা/পিরোজপুর/ঝালকাঠি/খুলনা/বাগেরহাট/সাতক্ষীরা।
৯। প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
১০। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
১১। ব্যক্তিগত সহকারী, যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)/(উন্নয়ন), ভূমি মন্ত্রণালয়।

স্বাঃ/-
তাং- ৩০/০৩/৯২ খ্রিঃ
(এ,এফ, নূরুল ইসলাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব।

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জুলাই ২২, ২০১৩

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
ঢাকা, ২২ জুলাই, ২০১৩/০৭ শ্রাবণ, ১৪২০

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিমণলিখিত আইনটি ২২ জুলাই, ২০১৩ (০৭ শ্রাবণ, ১৪২০) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবঙ এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ-

২০১৩ সনের ২৯ নং আইন

নদীর অবৈধ দখল, পানি ও পরিবেশ দূষণ, শিল্প কারখানা কর্তৃক সৃষ্ট নদী দূষণ, অবৈধ কাঠামো নির্মাণ ও নানাবিধ অনিয়ম রোধকল্পে এবং নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ পুনরুদ্ধার, নদীর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ এবং নৌ-পরিবহনযোগ্য হিসাবে গড়িয়া তোলাসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নদীর বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিত করার প্রয়োজনে একটি কমিশন গঠনের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু নদীর অবৈধ দখল, পরিবেশ দূষণ, শিল্প কারখানা কর্তৃক সৃষ্ট নদী দূষণ, অবৈধ কাঠামো নির্মাণ ও নানাবিধ অনিয়ম রোধকল্পে এবং নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ পুনরুদ্ধার, নদীর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ এবং নৌ-পরিবহনযোগ্য হিসাবে গড়িয়া তোলাসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নদীর বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিত করার প্রয়োজনে একটি কমিশন গঠন করা সমীচীন ও প্রয়োজন;

সেহেতু এতদ্বারা নিমণরুপ আইন করা হইলঃ-

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।-(১) এই আইন জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে -

(ক) ''কমিশন'' অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন;
(খ) ''চেয়ারম্যান'' অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান এবং চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী সদস্যও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবেন;
(গ) ''প্রবিধান'' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;
(ঘ) ''বিধি'' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি; এবং
(ঙ) ''সদস্য'' অর্থ কমিশনের সদস্য এবং চেয়ারম্যানও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রতিষ্ঠা

৩। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রতিষ্ঠা।- (১) এই আইন বলবৎ হইবার পর, যথাশীঘ্র সম্ভব, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন নামে একটি কমিশন প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(২) কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সিলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহা নিজ নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। কমিশনের কার্যালয়।- কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় হইবে এবং কমিশন প্রয়োজনে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৫। কমিশন গঠন।- (১) চেয়ারম্যান ও অন্যূন একজন মহিলা সদস্যসহ অনধিক ০৫ (পাঁচ) জন সদস্য সমন্বয়ে কমিশন গঠিত হইবে;

(২) কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহাদের নিয়োগের শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে;

(৩) কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ অনূর্দ্ধ ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তি চেয়ারম্যান বা সদস্য পদে ০২ (দুই) মেয়াদের অধিক নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না;

(৪) কমিশনের চেয়ারম্যান ও একজন সদস্য সার্বক্ষণিক হইবেন এবং অন্যান্য সদস্যগণ অবৈতনিক হইবেন।

৬। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের যোগ্যতা, ইত্যাদি। - (১) জনপ্রশাসন, আইন, মানবাধিকার, নদী ব্যবস্থাপনা, নদী প্রকৌশল, নদী জরিপ বা পরিবেশ কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিয়াছেন এমন ব্যক্তিদের মধ্য হইতে কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য নিযুক্ত হইবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশনের সদস্যগণের মধ্যে-

(ক) দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একজন নদী বিশেষজ্ঞ বা পানি বিশেষজ্ঞ;
(খ) দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একজন পরিবেশ বিশেষজ্ঞ;
(গ) একজন নদী প্রকৌশলী বা নদী জরিপ বিশেষজ্ঞ বা নদী ব্যবস্থাপনায় বিশেষজ্ঞ; এবং
(ঘ) একজন মানবাধিকার কর্মী বা একজন পরিবেশবাদী সংগঠনের কর্মী বা একজন আইনজ্ঞ থাকিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত সদস্যগণের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যূন ১২ (বার) বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।

৭। প্রধান নির্বাহী।-(১) চেয়ারম্যান কমিশনের প্রধান নির্বাহী হইবেন।

(২) চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে চেয়ারম্যান তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান তাহার পদের যোগদান না করা পর্যন্ত কিংবা চেয়ারম্যান পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সার্বক্ষণিক সদস্য চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

৮। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের অযোগ্যতা, অপসারণ ও পদত্যাগ।- (১) কোন ব্যক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান বা সদস্য হইবার যোগ্য হইবেন না বা চেয়ারম্যান বা সদস্য থাকিতে পারিবেন না যদি-

(ক) তিনি আদালত কর্তৃক দেউলিয়া বা অপ্রকৃতিস্থ ঘোষিত হন;
(খ) তিনি, চেয়ারম্যান ও সার্বক্ষণিক সদস্যের ক্ষেত্রে, পারিশ্রমিকের বিনিময়ে স্বীয় দায়িত্ব বহির্ভূত অন্য কোন পদে নিয়োজিত হন;

(গ) তিনি নৈতিক স্ফলনজনিত কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন; বা
(ঘ) তিনি নদী বা কমিশনের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন পেশা বা ব্যবসার সাথে প্রত্যেক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত হন।

(২) সরকার যুক্তিসঙ্গত মনে করিলে, কারণ দর্শাইবার যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করিয়া, কমিশনের চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যকে অপসারণ করিতে পারিবে;

(৩) চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় পদত্যাগ করিতে পারিবেন।

৯। সদস্যপদে শূন্যতার কারণে কার্য বা কার্যধারা অবৈধ না হওয়া।- শুধুমাত্র কোন সদস্যপদে শূন্যতা বা কমিশন গঠনে ত্রম্নটি থাকিবার কারণে কমিশনের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্ন বা আপত্তিও উত্থাপন করা যাইবে না।

১০। সদস্যগণের বেতন, ভাতা, ইত্যাদি।- (১) চেয়ারম্যান ও সার্বক্ষণিক সদস্যের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(২) অবৈতনিক সদস্যগণ, কমিশনের সভায় যোগদানসহ অন্যান্য দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত হারে সম্মানী ও ভাতা পাইবেন।

১১। কমিশনের সভা।- (১) এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কমিশন সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবে।

(২) চেয়ারম্যান, কমিশনের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে সার্বক্ষণিক সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৩) সভাপতি এবং অন্যূন ২ (দুই) জন সদস্যের উপস্থিতিতে কমিশনের সভার কোরাম হইবে।

(৪) প্রতি ০৩ (তিন) মাসে কমিশনের অন্যূন একটি সভা করিতে হইবে।

(৫) কমিশনের সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রত্যেক সদস্যের একটি ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

কমিশনের কার্যাবলি

১২। কমিশনের কার্যাবলি।- কমিশন নিমণবর্ণিত সকল বা যে কোন কার্যাবলি সম্পাদন করিবে, যথাঃ-

(ক) নদীর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় বা বিভাগের কার্যাবলির মধ্যে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে সরকারকে সুপারিশ করা ;

(খ) নদী অবৈধ দখলমুক্ত এবং পুনঃদখল রোধ করার বিষয়ে সরকারকে সুপারিশ প্রদান করা ;

(গ) নদী এবং নদীর তীরে স্থাপিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ সংক্রান্ত সরকারকে সুপারিশ প্রদান করা ;

(ঘ) নদীর পানি দূষণমুক্ত রাখার বিষয়ে সরকারকে সুপারিশ প্রদান করা ;

(ঙ) বিলুপ্ত বা মৃত প্রায় নদী খননের বিষয়ে সরকারকে সুপারিশ প্রদান করা ;

(চ) নদী সংক্রান্ত তথ্য ভান্ডার উন্নয়নকরণে সরকারকে সুপারিশ প্রদান করা ;

(ছ) নদী উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারের নিকট যে কোন সুপারিশ করা ;

(জ) নদীর পরিবেশগত ভারসাম্য ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকারকে সুপারিশ প্রদান করা ;

(ঝ) নদী রক্ষাকল্পে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ প্রদান করা ;

(ঞ) নদী রক্ষার্থে জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা ;

(ট) নিয়মিত পরিদর্শন এবং নদী রক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিবীক্ষণক্রমে সুপারিশ প্রদান করা ;

(ঠ) নদী রক্ষা সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান বিভিন্ন আইন ও নীতিমালার ব্যবহারিক প্রয়োগ পর্যালোচনাক্রমে ও প্রয়োজনবোধে উক্ত আইন ও নীতিমালা সংশোধনের জন্য সরকারকে সুপারিশ করা ; এবং

(ড) দেশের খাল, জলাশয় এবং সমুদ্র-উপকূল দখল ও দূষণমুক্ত রাখিবার বিষয়ে সরকারকে সুপারিশ করা।

১৩। কমিশনের কার্যাবলির বার্ষিক প্রতিবেদন।- (১) প্রতি বৎসরের ১ মার্চ এর মধ্যে কমিশন উহার পূর্ববর্তী বৎসরের কার্যাবলি সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে, যাহাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে কমিশনের পরামর্শ অনুসারে সরকার বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে না পারিলে সেই ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বা ব্যবস্থা গ্রহণ না করিবার কারণ, কমিশন যতদূর অবগত ততদূর, লিপিবদ্ধ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর সরকার উহা জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করিবে।

চতুর্থ অধ্যায়
কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী ইত্যাদি

১৪। কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ।-

(ক) কমিশনের একজন সচিব থাকিবে ;

(খ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো সাপেক্ষে, কমিশন উহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে ;

(গ) সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ ও চাকুরীর শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে ; এবং

(ঘ) সরকার, কমিশনের অনুরোধক্রমে, প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে কমিশনে প্রেষণে নিয়োগ করিতে পারিবে।

১৫। তহবিল।-(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন তহবিল নামে কমিশনের একটি তহবিল থাকিবে এবং তহবিলে নিমণবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথাঃ-

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান ;

(খ) সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে, যে কোন বৈধ উৎস হইতে প্রাপ্ত অনুদান ; এবং

(গ) কমিশন কর্তৃক ব্যাংকে জমাকৃত অর্থের সুদ।

(২) তহবিলের অর্থ কমিশনের নামে কমিশন কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে এবং উক্ত ব্যাংক হইতে অর্থ উত্তোলনের পদ্ধতি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৩) তহবিল হইতে কমিশনের চেয়ারম্যান, সার্বক্ষণিক সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও চাকুরীর শর্তাবলী অনুসারে প্রদেয় অর্থ প্রদান করা হইবে এবং কমিশনের প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।

ব্যাখ্যা।- ''তফসিলি ব্যাংক'' বলিতে Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No. 127 of 1972) এর Article 2(J) তে সংজ্ঞায়িত Scheduled Bank কে বুঝাইবে।

১৬। হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা।- (১) কমিশন যথাযথভাবে হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক,অতঃপর মহাহিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতি বৎসর কমিশনের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও কমিশনের নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) অনুযায়ী হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহাহিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কমিশনের সকল রেকর্ড, দলিল দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং কমিশনের কোন সদস্য বা যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-ধারা (২) এ উলিস্নখিত নিরীক্ষা ছাড়াও Bangladesh Chartered Accountants Order,1973 (P.O.No. 2 of 1973) এর Article 2(1) (b) তে সংজ্ঞায়িত কোন Chartered Accountant ফার্ম দ্বারা কমিশনের হিসাব নিরীক্ষা করা যাইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে কমিশন Chartered Accountant নিয়োগ করিতে পারিবে।

১৭। জনসেবক।- কমিশনের চেযারম্যান, সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ কমিশনের দায়িত্ব পালনকালে Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860) এর Section 21 এ যে অর্থে জনসেবক (Public servant) কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে সে অর্থে জনসেবক (Public servant) বলিয়া গণ্য হইবেন।

১৮। ক্ষমতা অর্পণ।- কমিশন লিখিত আদেশ দ্বারা, আদেশ নির্ধারিত শর্তাধীনে, এ আইনের অধীন উহার সকল ক্ষমতা কমিশনের কোন সদস্য, কর্মকর্তা বা অন্য কোন ব্যক্তিকে অর্পণ করিতে পারিবে।

১৯। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।-এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার,সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা,বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২০। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে,সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২১। ইংরেজীতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।- (১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

স্বাক্ষরিতঃ/-
মোঃ মাহফুজুর রহমান
সচিব

নবম অধ্যায়
উচ্চ ও নিমণ আদালতের মোকদ্দমা সংক্রান্ত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
আইন শাখা-০১
www.minland.gov.bd

স্মারক নং-৩১.০০.০০০০.০৪২.৬৭.৫৮.২০০০-২৭৬ তারিখঃ ২৯-০৪-২০১৪ খ্রিঃ

বিষয়ঃ দেওয়ানী মামলা সম্পর্কিত সংশোধিত নমুনা ছক পূরণ পূর্বক প্রস্তাব প্রেরণ প্রসংগে।

সূত্রঃ ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-ভূঃম/শা-৯/(নামজারী)/৫৮/২০০০(অংশ-১)/-১৪৪৭, তারিখঃ ২-১১-০৯ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ে দেওয়ানী মামলা সম্পর্কিত সংশোধিত একটি নমুনা ছক এসাথে প্রেরণ করা হ'ল। এখন হতে নামজারি/রেকর্ড সংশোধন/আপিল দায়ের এর প্রস্তাব প্রেরণের সময় উক্ত ছক যথাযথভাবে পূরণ করে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হ'ল।

সংযুক্তিঃ ০১ (এক) ফর্দ।

স্বাঃ/-
(আলিয়া মেহের)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন-৯৫৪০১২৫

জেলা প্রশাসক
.....(সকল)।

স্মারক নং-৩১.০০.০০০.০৪২.৬৭.৫৮.২০০০-২৭৬ তারিখঃ ২৯-০৪-২০১৪ খ্রিঃ

অনুলিপি কার্যার্থেঃ

১। চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ১৪১-১৪৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৩। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর।
৪। উপসচিব, আইন অধিশাখা-২, ভূমি মন্ত্রণালয়
৫। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
(সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সদয় অবগিতর জন্য)

দেওয়ানী মামলার রায়ের ভিত্তিতে রেকর্ড সংশোধন সম্পর্কিত ছক

১। দেওয়ানী আদালতের মামলা নং ও তারিখঃ

২। দাবীকৃত সম্পত্তির তফসিলঃ

ক) জেলা - উপজেলা- মৌজা-

খ) সিএস খতিয়ান নং- দাগ নং জমির শ্রেণী-
(সিএস রেকর্ড অনুযায়ী প্রজাবিলি
বা খাস খামারী প্রতিবেদন সম্পর্কিত তথ্য)

গ) এসএ খতিয়ান নং- দাগ নং জমির শ্রেণী-

ঘ) আরএস খতিয়ান নং- দাগ নং জমির শ্রেণী-

ঙ) সিটি খতিয়ান নং- দাগ নং জমির শ্রেণী-
অন্যকোন জরিপ হয়ে থাকলে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

চ) জমির মোট পরিমাণঃ

৩। ক) মামলা দায়েরের তারিখঃ
খ) মামলার রায়ের তারিখঃ
গ) মামলার রায় একতরফা না দোতরফা সূত্রেঃ
ঘ) উচ্চ আদালতে মামলা/আপিল দায়ের করা হয়েছিল কিনা? হয়ে থাকলে আপিল মামলা নম্বর ও আপিলের রায়ঃ

৪। মামলায় সরকারের বিপক্ষে রায়ের কারণ (রায়ের আলোকে ব্যাখ্যা)ঃ

৫। নালিশী সম্পত্তিতে সরকারি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্যাদিঃ
ক) নালিশী সম্পত্তি কোন রেকর্ড মূলে খাস ঘোষিত হয়েছেঃ
খ) এসএ রেকর্ড মূলে খাস হয়ে থাকলে সিএ রোল-এ অন্তর্ভূক্ত কিনাঃ
গ) নালিশী সম্পত্তি VIII নং রেজিষ্ট্রারভূক্ত কিনা; থাকলে কোন রেকর্ডের ভিত্তিতে এবং রেজিষ্টারভূক্তির তারিখঃ
ঘ) নালিশী সম্পত্তি XII নং রেজিষ্টারভূক্ত কিনা; থাকলে বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে কিনা; বন্দোবস্ত দেয়া হয়ে থাকলে তাঁর তারিখঃ
ঙ) নালিশী সম্পত্তির উপর রেজিষ্টার-II এ হোল্ডিং চালু ছিল কিনা; থাকলে তার তারিখ এবং সর্বশেষ কোন সন পর্যন্ত ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করা হয়েছেঃ
চ) নালিশী সম্পত্তি রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ এর ৯২ ধারা অনুযায়ী খাস ঘোষিত বা অধিগ্রহণকৃত বা খাজনা অনাদায়ে নিলামকৃত সম্পত্তি কিনাঃ
ছ) নালিশী সম্পত্তি রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ এর ৮৬ ও ৮৭ ধারার অন্তর্ভূক্ত সম্পত্তি কিনা বা ২০ ধারা অনুযায়ী অরক্ষণীয় (non-retainable) ভূমি বা সিলিং বর্হিভূত ভূমি কিনা ?

৭। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিষয়ে জেলা প্রশাসকের মতামত ও সুপারিশঃ

(জেলা প্রশাসক এর নামসহ স্বাক্ষর ও সিল)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
আইন শাখা-১
www.minland.gov.bd

স্মারক নং- ৩১.০০.০০০০.০৪২.৬৮.০১৩.১৪-২৩৮, _____ তাং- ১৬/০৪/২০১৪ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রিট মামলা নং- ৩৮৫৫/১৩ এর আদেশ বাস্তবায়ন এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন-২০০০ ও পরিবেশ সংরক্ষণ আইন-১৯৯৫ এর বিধান অনুসারে কার্যক্রম গ্রহণ প্রসংগে।

সূত্রঃ রিট মামলা নং-৩৮৫৫/১৩ (হিউম্যান রাইটস এ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশ বনাম সরকার) এর আদেশ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রিট মামলা নং-৩৮৫৫/১৩ এর আদেশ অনুযায়ী মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন ২০০০ এবং অনুসারে দেশের সকল খাল রক্ষার জন্য নির্দেশনা জারির আদেশ আছে। সে ভিত্তিতে স্ব স্ব এলাকার খালসমূহ অবৈধ দখল ও মাটি ভরাটকরণ হতে রক্ষা করার জন্য সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তঃ রিট মামলা নং- ৩৮৫৫/১৩ এর আদেশ।

স্বাঃ/-

(আলিয়া মেহের)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৪০১২৫

প্রাপকঃ
১। জেলা প্রশাসক, ... (সকল)।

২। পুলিশ সুপার, ... (সকল)।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে ঃ

১। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় (সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২। জনাব মনজিল মোরসেদ, বিজ্ঞ আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
আইন শাখা-১
www.minland.gov.bd

স্মারক নং- ৩১.০০.০০০০.০৪২.৬২.০৩৪.১৪- ২০৭, তাং- ১৫/০৪/২০১৪ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার প্রচলন সংক্রান্ত মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং-১৬৯৬/১৪ এর আদেশ সংক্রান্ত।

সূত্রঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নং-০৪.০০.০০০০.১১১.০৪.০৬৬.১৩.৪৭, তাং-০২.০৩.১৪ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার প্রচলনের বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং-১৬৯৬/১৪ সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে প্রাপ্ত আদেশের কপি বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ ০২ (দুই) ফর্দ।

স্বাঃ/-
(আলিয়া মেহের)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৪০১২৫

০১। অধিশাখা/শাখা (সকল), ভূমি মন্ত্রণালয়।
০২। জেলা প্রশাসক, ... (সকল)।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্যঃ

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
(দৃঃ আঃ- জনাব মোহাম্মদ খালেদ-উর-রহমান, সিনিয়র সহকারী সচিব, আইন কোষ)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা-১ (প্রশাসন)
www.minland.gov.bd

স্মারক নং-৩১.০০.০০০০.০৩৫.০৪.০০১.১১- ৩৬ তারিখঃ ০৮/০১/২০১২ খ্রিঃ

বিষয়ঃ কনটেম্পট ও গুরুত্বপূর্ণ মামলায় আইনজীবিদের ফি প্রদান।

উপর্যুক্ত বিষয়ে আইন ও বিচার বিভাগ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ১৭-০৮-২০১১ খ্রিঃ তারিখের অনুমোদন এবং অর্থ বিভাগের ১৪-০৯-২০১১ তারিখের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের কনটেম্পট ও গুরুত্বপূর্ণ মোকদ্দমায় নিয়োগযোগ্য আইনজীবিদের নিম্নবর্ণিত ফি নির্দেশক্রমে নির্ধারণ করা হলো।

ক্রমিক নং	খরচ সংক্রান্ত বর্ণনা	প্রস্তাবিত ফি
ক	কস্ট অব পাওয়ার	প্রকৃত ব্যয়
খ	আদালতে পাওয়ার দাখিলের জন্য	২,০০০/-
গ	এফিডেভিট ইন অপজিশন/কাউন্টার এফিডেভিট/সাপিম্নমেন্টারী এফিডেভিট বা যে কোন দরখাস্ত প্রস্তুত	৬,০০০/-
ঘ	এফিডেভিট ইন অপজিশন/কাউন্টার এফিডেভিট/সাপিম্নমেন্টারী এফিডেভিট বা যে কোন দরখাস্ত আদালতে দাখিল	
ঙ	প্যারাওয়াইজ জবাব	৫,০০০/-
চ	মামলা কজলিষ্টে থাকা সত্বেও আইনজীবি উপস্থিত থাকার পর মামলা শুনানী না হলে প্রতিদিনের Appearance fee	৫০০/-
ছ	প্রতি শুনানী দিবসের জন্য আইনজীবী ফি	১০,০০০/-
জ	রায় ঘোষণার সময় আদালতে উপস্থিতি	২,০০০/-
ঝ	জুনিয়র ফি	২০%
ঞ	ক্লার্ক ফি	১০%
ট	কোর্ট ফি/তলবানা/সেকশন খরচ	প্রকৃত ব্যয়

স্বাঃ/-
(মোঃ মনিরুজ্জামান মিঞা)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৭১৬৬০৮৫

প্রাপক,
প্রধান হিসাব রক্ষক কর্মকর্তা
ভূমি মন্ত্রণালয়
৭১, পুরানা পল্টন, ঢাকা।

স্মারক নং-৩১.০০.০০০০.০৩৫.০৪.০০১.১১- ৩৬ তারিখঃ ০৮/০১/২০১২ খ্রিঃ

অনুলিপিঃ

১। অতিরিক্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
২। যুগ্ম সচিব (প্রশাসন)/উন্নয়ন/আইন ভূমি মন্ত্রণালয়।
৩। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
৪। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
৫। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
৬। মাষ্টার ফাইল।

স্বাঃ/-
(মোঃ মনিরুজ্জামান মিঞা)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৭১৬৬০৮৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা-৯
www.minland.gov.bd

স্মারক নং ভূঃমঃ/শা-৯/(নামজারি)(সকল জেলা)/১৫১/২০০৮-৫০১ তারিখঃ **Error!**

পরিপত্র

লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, নিম্ন আদালতে এবং উচ্চ আদালতে সরকারি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মোকদ্দমা সমূহে সরকারি স্বার্থ রক্ষার্থে যথাযথ পরিচালন/প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভাবে সরকারের বিপক্ষে রায় ও ডিক্রি হচ্ছে। যেসব কারণে সরকারের বিপক্ষে রায় হচ্ছে তন্মধ্যে নিম্নের কারণগুলি প্রধানঃ

১) যথাযথভাবে এসএফ তৈরি করে আনুসাঙ্গিক কাগজপত্র সরবরাহ না করা ;
২) যথাসময়ে আপিল/রিভিউ দায়েরের ব্যবস্থা না করা এবং দীর্ঘদিনের তামাদি হওয়া;
৩) সিএস, এসএ, আরএস জরিপের সরকারি খতিয়ান যথাযথভাবে সংরক্ষণ না করা;
৪) ডি,সি অফিস, জি.পি অফিস ও সলিসিটর উইং এর সাথে যথাযথ সমন্বয় না থাকা;
৫) জেলা পর্যায়ে মামলার দুর্বল তদারকি।

২। এ বিষয়ের মন্ত্রণালয়ের ১১/০৫/১৯৯৪ তারিখে ভূঃম/শা-৯-১৯/৯৩/২১৪/(৫৮২)/বিবিধ নং পরিপত্র, ২৯/০৬/০৯ তারিখের ভূঃম/শা-৯(বিবিধ)/১৪/০৭-১০৬১/১(৬৩৫)নং সংশোধিত পরিপত্র এবং ২৪/১২/০৯ তারিখের ভূঃমঃ/শা-৯/(বিবিধ)/১৯২/২০০৯-১৭৩২ নং পত্রসহ বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত পরিপত্র/চিঠিপত্রের মাধ্যমে বিস্তারিত নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু নির্দেশনা মোতাবেক সময়মত কার্যক্রম গ্রহণ না করায় সরকারি স্বার্থ ক্ষুন্ন হচ্ছে।

৩। আদালতের রায়/ডিক্রি/আদেশ সময়মত বাস্তবায়ন কিংবা রায়/ডিক্রি/আদেশের অসম্মতিতে উচ্চ আদালতে যথাসময়ে আপিল/ রিভিউ দায়েরের ব্যবস্থা গ্রহণ করার আইনগত বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও অনেকক্ষেত্রে তা প্রতিপালন করা হয়না। ফলে আদালতের আদেশ বাস্তবায়ন না হওয়ায় আদালত অবমাননা মামলার মত অনকাঙ্খিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় যা কোন অবস্থাতেই কাম্য হতে পারে না।

৪। সরকারি স্বার্থ রক্ষাকল্পে বিচারিক আদালতে সরকার পক্ষে যথাযথ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা এবং উর্ধ্বতন আদালতে সিভিল রিভিশন/আপিল/লিভ-টু-আপিল/রিভিশন দায়ের করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র,কালেক্টরের মতামত ইত্যাদিসহ প্রস্তাব আইন মন্ত্রণালয়ের সলিসিটর উইং এ এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে হবে। তবে সমস্ত কার্যক্রম নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অবশ্যই সম্পন্ন করতে হবে। কোন ক্রমেই যেন তামাদি দোষে দুষ্ট না হয়।

৫। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(রাজস্ব) দেওয়ানী মামলার মাখার (রেভিনিউ মুন্সিখানা) কার্যক্রম প্রতিমাসে অন্ততঃ একবার আবশ্যিকভাবে পরিদর্শন করবেন এবং দেওয়ানী মামলার রেজিষ্টার সংরক্ষণ, আদালতের নিকট সময়মত লিখিত জবাব প্রেরণ, মামলার তারিখ নোট করা, ফলাফল লিপিবদ্ধ করা এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উচ্চ আদালতে আপিল দায়ের করার বিষয়ে নিশ্চিত করবেন। কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী গাফিলতির জন্য সময়মত মামলা দায়ের/প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা উচ্চ আদালতে আপিল/রিভিশন দায়ের করার জন্য কাগজপত্র প্রেরণ না করার ফলে সরকারি স্বার্থ ক্ষুন্ন হলে সংশ্লিষ্ট দায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ এ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবেন। সরকারি সম্পত্তি রক্ষনাবেক্ষণের ক্ষেত্রে যে কোন অবহেলা বা গাফিলতি বা সরকারি স্বার্থের পরিপন্থী কোন কার্যক্রম পরিলক্ষিত হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং এ ব্যাপারে প্রয়োজনে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অবহিত করা হবে।

স্বাঃ/-
(মোঃ মোখলেছুর রহমান)
সচিব

বিতরণঃ
১। জেলা প্রশাসক .....(সকল)।
২। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) .....(সকল)
৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ...(সকল)।
৪। সহকারী কমিশনার (ভূমি) .....(সকল)।

অনুলিপিঃ
১। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড/ভূমি আপিল বোর্ড, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। বিভাগীয় কমিশনার.....(সকল)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা-৯
www.minland.gov.bd

স্মারক নং ভূঃমঃ/শা-৯/(নামজারি)/৫৮/২০০০ (অংশ-১)-১৪৪৭ তারিখঃ ০২/১১/২০০৯ খ্রিঃ

বিষয়ঃ দেওয়ানী মামলা সম্পর্কিত নমুনা ছক পুরণ পুর্বক প্রস্তাব প্রেরণ প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে দেওয়ানী মামলা সম্পর্কিত একটি নমুনা ছক এসাথে প্রেরণ করা হলো। এখন হতে নামজারি/রেকর্ড সংশোধন/আপিল দায়ের এর প্রস্তাব প্রেরণের সময় উক্ত ছক যথাযথভাবে পূরণ করে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো ।

সংযুক্তিঃ ১ (এক) ফর্দ।

স্বাঃ/-
(এস এম আবুল কালাম আজাদ)
উপসচিব
ফোন-৭১৬০১৫০

জেলা প্রশাসক
.....

স্মারক নং ভূঃমঃ/শা-৯/(নামজারি)/৫৮/২০০০ (অংশ-১)-১৪৪৭(৮) তারিখঃ ০২/১১/২০০৯ খ্রিঃ

অনুলিপি কার্যার্থেঃ

১। চেয়ারম্যান, ভূমি আপিল বোর্ড, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ১৪১-১৪৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৩। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর।
৪। অফিস কপি।

স্বাঃ/-
(এস এম আবুল কালাম আজাদ)
উপসচিব
ফোন-৭১৬০১৫০

দেওয়ানী মামলা সম্পর্কিত নমুনা ছক

১। দেওয়ানী আদালতে মামলা নংঃ

২। দেওয়ানী মামলা রেজিষ্টারের নম্বরঃ

৩। মামলাধীন সম্পত্তির বিবরণঃ

ক) জেলা- উপজেলা- মৌজা-

খ) খতিয়ান নং- ১) বিএস দাগ নং-

২) এসএ দাগ নং-

৩। আরএস দাগ নং-

গ) জমির মোট পরিমাণঃ

ঘ) জমির শ্রেণীঃ

৪। ক) মামলা দায়েরের তারিখঃ

খ) মামলার রায়ের তারিখঃ

গ) মামলার রায় একতরফা না দোতরফা সূত্রেঃ

ঘ) মামলার রায়ের সার্টিফাইড কপি পাওয়ার তারিখঃ

ঙ) সার্টিফাইড কপি পাওয়ার পর গৃহীত ব্যবস্থার বিবরণঃ

চ) উচ্চ আদালতে মামলা/আপিল দায়ের করা হয়েছিল কিনা ?হয়ে থাকলে আপিল মামলার নম্বরঃ

ছ) মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে তামাদি বারিত ছিল কিনাঃ

জ) তামাদি হলে তার কারণঃ

ঝ) তামাদির জন্য কেউ দোষী থাকলে তার বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থাঃ

৫। মামলায় সরকারের হারার কারণ (রায়ের আলোকে ব্যাখ্যা)ঃ

৬। নালিশী সম্পত্তিতে সরকারি কোন স্বার্থ আছে কিনা ; সরকারি স্বার্থ না থাকলে কারণ ও ব্যাখ্যাঃ

৭। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিষয়ে জিপি এর মতামতঃ

৮। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিষয়ে জেলা প্রশাসক এর নিজস্ব মতামত ও সুপারিশঃ

(জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষর ও সিল)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা-৯

স্মারক নং ভূঃমঃ/শা-৯/(আইন)/৯/৯২ (অংশ-১)-৫৭/১(১৩৮) তারিখঃ ১৭/০১/২০০১ খ্রিঃ

অফিস আদেশ

বিষয়ঃ বিভিন্ন জেলায় ভি,পি আইনজীবিদের দৈনিক লিগ্যাল ফি পুন নির্ধারণ প্রসংগে।

নিম্নস্বাক্ষরকারী আদিষ্ট হইয়া জানাইতেছে যে, বিভিন্ন জেলায় অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলা পরিচালনায় নিয়োজিত ভি,পি, কৌশলীদের ফি নিম্নরূপ হারে পুন নির্ধারণ করা হইলঃ

ক) পুর্ন দিবস শুনানীর ফি - ২০০/-
খ) অর্ধ দিবস শুনানীর ফি - ৭৫/-

২। মূল নিয়োগ পত্রে ভি,পি কৌশলীদের উল্লেখিত অন্যান্য শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকিবে।

৩। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

স্বাঃ/-
(ইবনে আহমেদ)
সহকারী সচিব
ফোনঃ ৭১৬৬০৮৫

স্মারক নং ভূঃমঃ/শা-৯/(আইন)/৯/৯২ (অংশ-১)- ৫৭/১(১৩৮) তারিখঃ ১৭/০১/২০০১ খ্রিঃ

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইলঃ

১। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
২। মাননীয় সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
৩। যুগ্ম সচিব (আইন), মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, ভূমি মন্ত্রণালয়।
৪। কমিশনার .....(সকল)
৫। জেলা প্রশাসক .....(সকল)।
৬। উপসচিব (আইন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, ভূমি মন্ত্রণালয়।
৭। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(রাজস্ব) .....(সকল জেলা)
৮। অফিস কপি।

স্বাঃ/-
(ইবনে আহমেদ)
সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা-৯

অফিস আদেশ

স্মারক নং ভূঃমঃ/শা-৯-৯/৯৭-৬৩৪/১(৬৪)-রীট তারিখঃ ১০/০৭/১৯৯৭ইং

এই মর্মে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, ভূমি মন্ত্রণালয়ের কোন বিশেষ শাখার কর্মকান্ডের উপরে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান হাইকোর্ট বিভাগে রীট পিটিশন দায়ের করিলে উক্ত রীট মামলার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য সরকার পক্ষকে জবাব প্রস্তুত করিতে হয়। কিন্তু উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, এই জবাবকে প্রস্তুত করিবেন, কিভাবে কোন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রেরণ করা হইবে, এই নিয়া প্রায়ই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় এবং ইহার ফলে সময়মত জবাব পাওয়া যায় না।

এই অবস্থা নিরসনের জন্য এই মর্মে সিদ্ধান্ত প্রদান করা যাইতেছে যে, ভুমি মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত কোন বিষয়ের উপর হাইকোর্টে রীট মামলা দায়ের করা হইলে উক্ত রীটের জবাব ভূমি মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখা জেলা প্রশাসক ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আওতায় প্রস্তুত করিয়া তাহা মন্ত্রণালয়ের ৯ নং শাখাকে অবহিত করিয়া আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সলিসিটর উইং এর নিকট সরাসরি পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করিবেন।

স্বাঃ/-
(শাহ মোঃ মনসুরুল হক)
উপসচিব (আইন)

জেলা প্রশাসক .....(সকল)।

স্মারক নং ভূঃমঃ/শা-৯-৯/৯৭-৬৩৪/১(৬৪)-রীট তারিখঃ ১০/০৭/১৯৯৭ইং

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইলঃ

১। সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (সকল) .....অত্র মন্ত্রণালয়।

স্বাঃ/-
(শাহ মোঃ মনসুরুল হক)
উপসচিব (আইন)

ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা-৯

স্মারক নং ভূঃমঃ/শা-৯-৩৪/৯৬-৭৫১(৬৪) তারিখঃ ১১/১২/১৯৯৬ইং

প্রাপ্রকঃ

জেলা প্রশাসক, ...(সকল)

বিষয়ঃ দেওয়ানী আদালতে দায়েরকৃত মামলা পরিচালনা প্রসংগে।

অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, প্রায়শঃ সরকারী/কর্মচারী ও আইনজীবিদের গাফিলতির জন্য দেওয়ানী মামলা সমূহের একতরফা রায় ও ডিক্রী হয়। নিম্ন আদালতে সরকারের পক্ষে যথাসময়ে কাগজপত্র/বক্তব্য পেশ করা এবং উচ্চ আদালতে যথাসময়ে আপীল করা একটি আবশ্যকীয় কাজ। কিন্তু নির্ধারিত তারিখ বা সময়সীমার মধ্যে সরকারের পক্ষে কাগজপত্র/বক্তব্য পেশ এবং উচ্চ আদালতে আপীল দায়ের করা হয় না বিধায় সরকারী সম্পত্তি বেহাত হয়।

২। এমতাবস্থায় এই মর্মে সিদ্ধান্ত প্রদান করা যাইতেছে যে, স্থানীয়ভাবে প্রত্যেক জেলা প্রশাসক তাঁহার কার্যালয়ে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), কে সার্বিক দায়িত্ব প্রদান করিয়া এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন যাহাতে নিম্ন আদালতে একতরফা সূত্রে সরকারের বিপক্ষে কোন মামলার রায় না হওয়া এবং সময় অতিবাহিত/বারিত হইয়া যাওয়ার কারণে আপীল মামলা দায়ের না করিতে পারার মত কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এবং রেভিনিউ মুন্সীখানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রতিদিন মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে মনিটরিং করিবেন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) প্রতি ১৫ (পনের) দিন অন্তর তাঁহার জেলার মামলা সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন জেলা প্রশাসকের প্রতিস্বাক্ষরসহ আবিশ্যকভাবে মন্ত্রণালয়ে (মাসের প্রথম পক্ষের প্রতিবেদন ঐ মাসের ১৮ তারিখের মধ্যে এবং দ্বিতীয় পক্ষের প্রতিবেদন পরবর্তী মাসের ৩ তারিখের মধ্যে) প্রেরণ করিবেন।

৩। কোন মামলা সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী/আইনজীবিদের অবহেলার জন্য এক তরফা সূত্রে রায় ও ডিক্রী হইলে বা নির্ধারিত সময় তামাদি হইয়া যাওয়ার কারণে আপীল দায়ের করিতে ব্যর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী /আইনজীবিদের বিরুদ্ধে কঠোর শাসিত্মমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। এই বিষয়টি জেলা প্রশাসক সংশ্লিষ্টদেরকে লিখিতভাবে জানাইয়া দিবেন এবং কোন প্রকার অবহেলা পরিলক্ষিত হইলে সাথে সাথে শাসিত্মমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রক্রিয়া গ্রহণ করিবেন।

স্বাঃ/-

(শাহ মোঃ মুনসুরুল হক)
উপ-সচিব (আইন)

দশম অধ্যায়

জরিপ সংক্রান্ত আইন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
প্রশাসন শাখা- ১
www.minland.gov.bd

স্মারক নং-৩১.০০.০০০০.০৩৫.৬৮.০৩৩.১৪.৩৯০ তারিখ ২৩/০৩/২০১৪ খ্রিঃ ।

পরিপত্র

বিষয় t ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীন রাজস্ব প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ে কর্মরত ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা / ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা ও নাজির কvম ক্যাশিয়ার পদে চাকুরীরত কর্মচারীদের আনুতোষিক ও অবসরভাতা মঞ্জুরীর পূর্বে সরকারি পাওনা ও অডিট আপত্তি নেই মর্মে প্রত্যয়ন গ্রহণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, ভূমি মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ হিসাব নিরীক্ষা দপ্তর হিসেবে হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তর কর্তৃক ইউনিয়ন ভূমি অফিস, উপজেলা ভূমি অফিসসহ রাজস্ব প্রশাসনের ম্যানেজমেন্ট ও সেটেলমেন্ট বিভাগের সকল অফিস সমূহের হিসাব নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন করা হয়। এছাড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল দপ্তর/অধিদপ্তরের নিরীক্ষাকার্য ও হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত হয়।

২। ভূমি মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব প্রশাসনের ম্যানেজমেন্ট বিভাগের ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা/ ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা এবং নাজির কাম-ক্যাশিয়ারগণ সরাসরি নগদ ভূমি উন্নয়ন কর, লীজমানি আদায় ও আর্থিক বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। প্রতি বছর অডিটকালে বর্ণিত কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে প্রায়ঃশই সরকারি অর্থ আত্মসাৎ, ভূমি উন্নয়ন কর ও লীজমানি কম আদায় সম্পর্কিত কোটি কোটি টাকার অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয় এবং আপত্তিকৃত টাকা দায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিকট হতে আদায় সাপেক্ষে আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়ে থাকে। তাই উক্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের আনুতোষিক ও অবসরভাতা মঞ্জুরের পূর্বে তাদের বিরুদ্ধে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি ও সরকারি পাওনা আছে কি-না তা নিশ্চিত হতে হবে।

৩। সম্প্রতি কিছু কিছু জেলায় সরাসরি সরকারি অর্থ আদায়ের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আনুতোষিক ও অবসরভাতা মঞ্জুরের ক্ষেত্রে অডিট আপত্তির বিষয়টি বিবেচনায় আনা হয় না। ফলে অবসরভাতা মঞ্জুরীর পরবর্তী সময়ে আপত্তির বিষয়টি কর্তৃপক্ষের নজরে আসলেও অবসর প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিকট থেকে সরকারি পাওনা আদায় করা সম্ভব হয় না বিধায় অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয় না।

৪। সরকারি নগদ অর্থ আদায়ের সাথে সম্পৃক্ত ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা/ ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা এবং নাজির কাম-ক্যাশিয়ার পদে চাকুরীর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অবসর ভাতা মঞ্জুরের পূর্বে তাদের বিরুদ্ধে অডিট আপত্তি আছে কি-না, উহা অভ্যন্তরীণ হিসাব নিরীক্ষা সংস্থা হিসেবে হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তর থেকে জানা আবশ্যক। উল্লেখ্য ভি,পি কর্মচারীদের গ্রাচুয়িটি ও আনুতোষিক মঞ্জুরী সংক্রান্ত নথি হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরের মতামতের ভিত্তিতে মঞ্জুরী প্রদান করা হয়। তাই সরকারি স্বার্থ সংরক্ষণে রাজস্ব প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ের ম্যানেজমেন্ট বিভাগের ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা/ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা এবং নাজির কাম-ক্যাশিয়ার পদে চাকুরীরত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের আনুতোষিক ও অবসরভাতা মঞ্জুরী প্রদানের পূর্বে তাদের বিরুদ্ধে অডিট আপত্তি সংক্রান্ত সরকারি পাওনা নাই মর্মে আপত্তিকারী নিরীক্ষা দপ্তরের নিকট থেকে প্রত্যয়ন গ্রহন করা আবশ্যক।

৫। এমতাবস্থায়, সরকারি স্বার্থ সংরক্ষণ ও অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির স্বার্থে ভূমি উন্নয়ন কর, লীজমানি ও অন্যান্য নগদ সরকারি অর্থ আদায়ের সাথে সম্পৃক্ত রাজস্ব প্রশাসনের ম্যানেজমেন্ট বিভাগের ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা এবং নাজির কাম ক্যাশিয়ারগণের আনুতোষিক ও অবসরভাতা মঞ্জুরীর পূর্বে অত্র মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ হিসাব নিরীক্ষা দপ্তর হিসেবে হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরের মতামত গ্রহণ পূর্বক অবসরভাতা মঞ্জুরের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

স্বাঃ/-
(মোঃ আমজাদ আলী)
যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন-২)
ফোন # ৯৫৪০১৬৭।

স্মারক নং-৩১.০০.০০০০.০৩৫.৬৮.০৩৩.১৪.৩৯০/(১১০০) তারিখ: ২৩/০৩/২০১৪ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরিত হলোঃ

০১। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ১৪১-১৪৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
০২। চেয়ারম্যান, ভূমি আপীল বোর্ড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
০৩। বিভাগীয় কমিশনার, ... (সকল)।
০৪। জেলা প্রশাসক, ... (সকল)।
০৫। হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব), ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৬। সহকারী হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব), ... (সকল)।
০৭। হিসাব তত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব), ... (সকল)।
০৮। সহকারী কমিশনার (ভূমি), ... (সকল)।
০৯। প্রোগ্রামার, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (পরিপত্রটি ভূমি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য)।

স্বাঃ/-
(মোঃ আব্বাছ উদ্দিন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন # ৯৫৪০০৮৫।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
মাঠ প্রশাসন-২ অধিশাখা
www.minland.gov.bd

স্মারক নং-৩১.০০.০০০০.০৪৬.৬৮.২০৪.১২-২১ তারিখ-১৫/০১/২০১৪।

প্রেরকঃ তুলসী রঞ্জন সাহা,
উপসচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।

প্রাপকঃ প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা,
ভূমি মন্ত্রণালয়, ৭১ পুরানা পল্টন, ঢাকা।

নির্দেশিত হয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৩/১১/১৯৯৫ তারিখের সম (বিধি-২) পদোন্নতি-৯২/৯৫-১৯৭ নং স্মারক, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন ও পরিদর্শন অনুবিভাগের ২৯/০৬/২০০৪ তারিখের অম/অবি/বাস্ত-৭/ভূমি-৪/২০০৪-১০০ নং স্মারক ও ১৪/০১/২০১০ তারিখের বাস্তবায়ন অনুবিভাগের অম/অবি(বাস্ত-১)/ভূমি-১৮/২০০৬-১৪ নং স্মারক এবং অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা অনুবিভাগের ১২/০৩/২০১৩ তারিখের অম/অবি/ব্যনি-২/ভূমি-১/৯২(অংশ-১)/৭২ নং স্মারক, ২৯/১২/২০১৩ তারিখের অম/অবি/ব্যঃনিঃ-২/ভূমি-১/৯২(অংশ-১)/৩২১ নং স্মারক ও প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির ২৩শ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কানুনগো/উপ-সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার পদটি দ্বিতীয় শ্রেণির গেজেটেড পদমর্যাদায় উন্নতিকরণ ও বেতনস্কেল বৃদ্ধির ভূতাপেক্ষ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রনাধীন কানুনগো/উপ-সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার পদকে ২য় শ্রেণির গেজেটেড পদ হিসেবে উন্নীত করা হলো। পদটির পূর্বের বেতনস্কেল ও মর্যাদা এবং উন্নীত বেতনস্কেল ও মর্যাদা নিম্নরূপঃ

ক্র. নং	পদের নাম	পূর্বের পদমর্যাদা	পূর্বের বেতনস্কেল	উন্নীত বেতনস্কেল	উন্নীত পদমর্যাদা
০১	কানুনগো/ উপ-সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার	তৃতীয় শ্রেণি	জাতীয় বেতনস্কেল, ১৯৯৭ ২২৫০-১৩৫×৭-৩১৯৫-ইবি-১৪০×১১-৪৭৩৫/- (১৩ নং গ্রেড)	জাতীয় বেতনস্কেল, ১৯৯৭ ৩৪০০-১৭০×৭-৪৫৯০-ইবি-১৮৫×১১-৬৬২৫/- (১০ নং গ্রেড)	দ্বিতীয় শ্রেণির গেজেটেড পদ

০২। পদটি ২য় শ্রেণিতে উন্নীত হওয়ার পর জাতীয় বেতনস্কেল/২০০৯ অনুযায়ী বেতন নির্ধারণের সুবিধা ব্যতীত কোন বকেয়া আর্থিক সুবিধা প্রাপ্য হবে না।

০৩। এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সম্মতি এবং প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সুপারিশ রয়েছে। এ আদেশ ২৯/০৬/২০০৪ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

০৪। সকল আনুষ্ঠানিকতা পালনপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জি,ও জারি করা হলো।

স্বাক্ষরিত
(তুলসী রঞ্জন সাহা)
উপসচিব

স্মারক নং-৩১.০০.০০০০.০৪৬.৬৮.২০৪.১২-২১/১ তারিখ-১৫/০১/২০১৪।

অনুলিপি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণার্থে প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ভূমি মন্ত্রণালয়, ৭১ পুরানা পল্টন, ঢাকা এর বরাবরে পৃষ্ঠাংকন করার জন্য অর্থ বিভাগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা অনুবিভাগকে অনুরোধ করা হলো।

(তুলসী রঞ্জন সাহা)
উপসচিব

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্মারক নং-অম/অবি/ব্যঃনিঃ-২/ভূমি-১/৯২(অংশ-১)/১৫ তারিখ- ১৬/০১/২০১৪।

অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ভূমি মন্ত্রণালয়, ৭১ পুরানা পল্টন, ঢাকা এর নিকট প্রেরণ করা হলো। এতে অর্থ বিভাগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা অনুবিভাগ এর সম্মতি রয়েছে।

স্বাঃ/-
উপসচিব
ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অধিশাখা-২
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

স্মারক নং-৩১.০০.০০০০.০৪৬.৬৮.২০৪.১২-২১/২(১৬৫০) তারিখ-১৫/০১/২০১৪।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৪। চেয়ারম্যান, ভূমি আপীল বোর্ড, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
০৫। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
০৬। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৭। কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর বিভাগ।
০৮। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন-১/প্রশাসন-২/জরিপ), ভূমি মন্ত্রণালয়।
০৯। হিসাব মহা-নিয়ন্ত্রক, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
১০। জেলা প্রশাসক.....(সকল)।
১১। জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার.....(সকল)।
১২। মাননীয় মন্ত্রী/মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
১৩। উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৪। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
১৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার,.....(সকল)।
১৬। সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা ভূমি অফিস.....(সকল)।
১৭। বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর।
১৮। জেরা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা,.....(সকল)।
১৯। উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ...(সকল)।
২০। প্রোগ্রামার, ভূমি মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

স্বাঃ/-
(তুলসী রঞ্জন সাহা)
উপসচিব
ফোন-৯৫৪০১৭২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়

মাঠ প্রশাসন-২ অধিশাখা
www.minland.gov.bd

স্মারক নং-৩১.০০.০০০০.০৪৬.৬৮.১৬৮.১২-১০৩৯ তারিখ-১৮/১২/২০১২ খ্রিঃ।

প্রেরকঃ মোঃ আমজাদ আলী
উপ-সচিব

প্রাপকঃ প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
ভূমি মন্ত্রণালয়, ৭১, পুরানা পল্টন, ঢাকা।

বিষয়ঃ ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীণ সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার ও অতিরিক্ত ভূমি হুকুম দখল কর্মকর্তা পদ দু'টির পদ মর্যাদা ২য় শ্রেণি হতে ১ম শ্রেণি (নন-ক্যাডার) এবং বেতন স্কেল টাঃ ১১,০০০ - ২০,৩৭০/- (৯ম গ্রেড) টাকায় উন্নীত করণ প্রসঙ্গে।

নির্দেশিত হয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৯/১১/১৯৯৫খ্রিঃ তারিখের সম/সঃব্যঃ/টিম ৪/ভূম/৯/৯৫-১৬৭ নং স্মারক,অর্থ বিভাগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অধিশাখা-২ এর ০৯/০২/১১খ্রিঃ তারিখের অম/অবি-ব্যঃনিঃ-২/ভূমি-০১/২০০৮/২৯ ও ০৯/০৯/২০১২খ্রিঃ তারিখের অম/অবি/ব্যঃনিঃ-২/ভূমি-০১/২০০৮/১৮২ নং স্মারক, বাস্তবায়ন অনুবিভাগের ১৭/১২/২০১২ খ্রিঃ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৬১.৩১.০০৪.১২- ২৬৫ নং স্মারকাদেশ মোতাবেক ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার ও অতিরিক্ত ভূমি হুকুম দখল কর্মকর্তা পদ দু'টির পদমর্যাদা ২য় শ্রেণির গেজেটেড পদ হতে ১ম শ্রেণি (নন-ক্যাডার) পদে উন্নীত করা হলো এবং বর্তমান পদধারীগণকে উক্ত উন্নীত পদে স্থাপন করা হলো। পদ দু'টির উন্নীত বেতন স্কেল ও পদমর্যাদা নিম্নরূপঃ-

পদের নাম	পূর্বের বেতন স্কেল	পূর্বের পদমর্যাদা	উন্নীত বেতন স্কেল	উন্নীত পদমর্যাদা
সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার এবং অতিরিক্ত ভূমি হুকুম দখল কর্মকর্তা	৮,০০০-১৬,৫৪০/- (১০ম গ্রেড)	২য় শ্রেণি	১১,০০০-২০,৩৭০/- (৯ম গ্রেড)	১ম শ্রেণির (নন-ক্যাডার)

২। এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সম্মতি রয়েছে।

৩। সকল আনুষ্ঠানিকতা পালন পূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ. জি.ও জারি করা হলো।

৪। জনস্বার্থে জারিকৃত আদেশ জারির তারিখ হতে কার্যকর হবে।

স্বাঃ/-
(মোঃ আমজাদ আলী)
উপ-সচিব
ফোন-৭১৬১১৭২
e-mail:amzadali24@yahoo.com

স্মারক নং-৩১.০০.০০০০.০৪৬.৬৮.১৬৮.১২-১০৩৯/১ তারিখ-১৮/১২/২০১২খ্রিঃ।

অনুলিপি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণার্থে প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ভূমি মন্ত্রণালয়, ৭১ পুরানা পল্টন, ঢাকা এর বরাবরে পৃষ্ঠাংকন পূর্বক প্রেরণ করে উহার একটি অনুলিপি ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য ব্যয় নিয়ন্ত্রণ-২, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হলো।

স্বাঃ/-
(মোঃ আমজাদ আলী)
উপ-সচিব
ফোন-৭১৬১১৭২
e-mail:amzadali24@yahoo.com

স্মারক নং অম/অবি/ব্যঃনিঃ-২/ভূমি-০১/২০০৮/২৬৬ তারিখ- ১৯/১২/২০১২খ্রিঃ।

অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ভূমি মন্ত্রণালয়, ৭১ পুরানা পল্টন, ঢাকা এর নিকট প্রেরণ করা হলো।

স্বাঃ/-
(মোঃ আমজাদ আলী)
উপ-সচিব
ফোন-৭১৬১১৭২
e-mail:amzadali24@yahoo.com

স্মারক নং-৩১.০০.০০০০.০৪৬.৬৮.১৬৮.১২-১০৩৯/২(১১৩০) তারিখ-১৮/১২/২০১২খ্রিঃ।

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।
০৩। সচিব অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।
০৪। চেয়ারম্যান, ভূমি আপীল বোর্ড, মতিঝিল ঢাকা।
০৫। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, মতিঝিল ঢাকা।
০৬। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ২৮ শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ সরনী, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৭। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর।
০৮। মাননীয় মন্ত্রী/মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
০৯। জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার.....(সকল)।
১০। জেলা প্রশাসক,.....(সকল)।
১১। উপ-নিয়ন্ত্রক,ফরম ও প্রকাশনা অফিস,তেজগাঁও,ঢাকা। বিশেষ সংখ্যা গেজেটে প্রকাশনার অনুরোধ করা হলো।
১২। সিনিয়র সিষ্টেম এনালিষ্ট, পিএসিসি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ।
১৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
১৪। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা.....(সকল)।
১৫। হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব), ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৬। জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা.....(সকল)।
১৭। উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা.....(সকল)।
১৮। প্রোগ্রামার, ভূমি মন্ত্রণালয় ওয়েভ সাইডে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।

স্বাঃ/-
(মোঃ আমজাদ আলী)
উপ-সচিব

ফোন-৭১৬১১৭২
e-mail:amzadali24@yahoo.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা নং-২

স্মারক নং-৩১.০৩৬.০০৯.০০.০০.১৫১.২০১০-০৪ তারিখঃ ০১/০১/২০১২ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক সুনির্দ্দিষ্ট খতিয়ান প্রস্তুতকরণ প্রসংগে।

সুত্রঃ ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের স্মারক নং-ভূঃরেঃ/২২০/২০১০/১৯৪৯, তারিখঃ ১০/০৭/২০১১ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, চা বাগানের খাস জমির পৃথক খতিয়ানে রেকর্ড করার কোন যৌক্তিক ভিত্তি না থাকার কারণে অন্যান্য খাস জমির মতো চা বাগানের খাস জমিও ১নং খতিয়ানে রেকর্ড হওয়া বাঞ্চনীয় বিধায় নতুন খতিয়ান করার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে মর্মে প্রতীয়মান হচ্ছে না। উল্লেখ্য যে, ইতোপূর্বে এ বিষয়ে তার ২৫/১১/২০১০খ্রিঃ তারিখের ভূঃরেঃ/২২০/২০১০/৪১৩৫ নং স্মারকের প্রস্তাব মোতাবেক ভূমি মন্ত্রণালয়ের ১৭/০১/২০১১খ্রিঃ তারিখের ৩১.০৩৬.০০৯.০০.০০.১৫১.২০১০-৪০ নং পত্রতে ইতোমধ্যেই প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক সুনির্দ্দিষ্ট খতিয়ান করণ সংক্রান্তে অনুমোদন দেয়া হয়েছে, যাতে খাস জমির খতিয়ান নম্বর উল্লেখ আছে এবং সরকারি স্বার্থে যে কোন জটিলতা পরিহারের লক্ষ্যে পৃথক খতিয়ান খোলার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা হলো।

এমতাবস্থায়, প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক সুনির্দ্দিষ্ট খতিয়ান প্রস্তুতকরণ সংক্রান্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের ১৭/০১/২০১১খ্রিঃ ৩১.০৩৬.০০৯.০০.০০.১৫১.২০১০-৪০ নং পত্র মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্বাঃ/-
(কানিজ মওলা)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৭১৬৯৯১৯

পরিচালক,
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর,
২৮ শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ সরনী,
তেজগাঁও, ঢাকা।

স্মারক নং-৩১.০৩৬.০০৯.০০.০০.১৫১.২০১০-০৪/১(১৩) তারিখঃ ০১/০১/২০১২খ্রিঃ।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার,
ঢাকা/টাঙ্গাইল/ময়মনসিংহ/ফরিদপুর/নোয়াখালী/কুমিলস্না/বগুড়া/পাবনা/রংপুর/খুলনা/যশোর/বরিশাল/সিলেট।

স্বাঃ/-
(কানিজ মওলা)
সিনিয়র সহকারী সচিব

ফোনঃ ৭১৬৯৯১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-৯
www.minland.gov.bd

নং-ভূঃমঃ/শা-১২/৩৯/৯০- ৩২১ তারিখঃ ৩১/০৩/২০১১ খ্রিঃ।

আদেশ

ভূমি মন্ত্রণালয়ের ২৮/০১/২০০৮ তারিখের ভূঃমঃ/শা-১২-৩৯/৯০-৭৩ নং আদেশের সংশ্লিষ্ট অংশটুকু সংশোধনকরতঃ ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ম্যানেজমেন্ট ও সেটেলমেন্ট বিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে নিমণরুপ আদেশ প্রদান করা হলোঃ

ক) সেটেলমেন্ট এবং ম্যানেজমেন্ট বিভাগের অধীনে দ্বিতীয় শ্রেণীর অতিরিক্ত ভূমি হুকুম দখল কর্মকর্তা, সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার ও উপ-সহকারী প্রকৌশলীদেও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনাদি যেমন- নিয়োগ/বদলি, দক্ষতাসীমা অতিক্রম, টাইম স্কেল, সিলেকশন গ্রেড, পি আর এল, বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি, শৃঙ্খলাজনিত কার্যক্রম, ভবিষ্যত তহবিল থেকে অগ্রিম ও পূর্নাঙ্গ উত্তোলন, বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন সংরক্ষণ ইত্যাদি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে।

খ) সেটেলমেন্ট ও ম্যানেজমেন্ট বিভাগের অধীন দ্বিতীয় শ্রেণীর কানুনগো পদে নিয়োগ আন্তঃবিভাগীয় বদলি, সিলেকশন গ্রেড, টাইম স্কেল, পি.আর.এল, পেনশন, সাধারণ ভবিষ্যত তহবিল থেকে পুর্নাঙ্গ উত্তোলন, বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি, শৃঙ্খলাজনিত কার্যক্রম মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে।

গ) কানুনগো পদে চাকরি স্থায়ীকরণ, আন্তঃজেলা বদলি, দক্ষতাসীমা অতিক্রম, ছুটি, সাধারণ ভবিষ্যত তহবিলের অগ্রিম, বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি মহা-পরিচালক/বিভাগীয় কমিশনারের অধীনে ন্যস্ত থাকবে।

স্বাঃ/-
২৯/০৩/২০১১ খ্রিঃ
(মোঃ মোখলেছুর রহমান)
সচিব

স্মারক নং-৩১.০০.০০০০.০৪৬.৬৮.১৬৮.১২-১০৩৯/২(১১৩০) তারিখ-১৮/১২/২০১২খ্রিঃ।

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

০১। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
০২। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ২৮ শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ সরণী, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৩। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর।
০৪। অতিরিক্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
০৫। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন/উন্নয়ন/আইন), ভূমি মন্ত্রণালয়।
০৬। উপসচিব (প্রশাসন-১/প্রশাসন-২/উন্নয়ন/আইন), ভূমি মন্ত্রণালয়।
০৭। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
০৮। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
০৯। জেলা প্রশাসক.....(সকল)।
১১। জোনাল/জোন/আঞ্চলিক সেটেলমেন্ট অফিসার .....(সকল)। স্বাঃ/-
(সুরাইয়া পারভীন শেলী)

সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন-৭১৬১১৭২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা নং-১২

''আদেশ''

নং-ভূঃমঃ/শা-১২/৩৯/৯০- ৭৩ তারিখঃ ২৮/০১/২০০৮ খ্রিঃ।

ভূমি মন্ত্রণালয়ের ২১/০৬/০৭ তারিখের ভূঃমঃ/শা-১২-৩৯/৯০- ৯৯৭ নং আদেশ আংশিক সংশোধন করতঃ ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ম্যানেজমেন্ট ও সেটেলমেন্ট বিভাগে কর্মরত দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পূর্ববর্তী সকল আদেশ বাতিলপূর্বক নিম্নরূপ আদেশ প্রদান করা হলোঃ-

(ক) সেটেলমেন্ট এবং ম্যানেজমেন্ট বিভাগের অধীনে দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের সকল প্রশাসনিক ব্যবস্থাদি যেমন- নিয়োগ/বদলী, দক্ষতাসীমা অতিক্রম, টাইমস্কেল, এলপিআর, পেনশন, ছুটি, শৃঙ্খলাজনিত কার্যক্রম, ভবিষ্যত তহবিল, বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন সংরক্ষণ ইত্যাদি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে।

(খ) ম্যানেজমেন্ট এবং সেটেলমেন্ট বিভাগের কানুনগো পদে নিয়োগ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রনাধীন থাকবে।

(গ) ভূমি মন্ত্রণালয়ের তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে সেটেলমেন্ট বিভাগে (কানুনগো পদে নিয়োগ ব্যতীত) তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নিয়োগ বিধির বিধানাবলী অনুসরণে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এতদ্সংগে এই সকল পদের সকল প্রশাসনিক ব্যবস্থাদি এবং বর্ণিত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের শৃঙ্খলা ও আপীল সংক্রান্ত কার্যাবলী ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে। তবে সেটেলমেন্ট বিভাগে কানুনগো পদে কর্মরতগণের ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধানাবলী অনুসরণে গুরুদন্ড প্রদানের এখতিয়ার মন্তণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে।

(ঘ) ম্যানেজমেন্ট বিভাগে কানুনগো পদের (নিয়োগ ব্যতীত) সকল প্রকার প্রশাসনিক ব্যবস্থাদি বিভাগীয় কমিশনারগণের নিকট ন্যস্ত থাকবে। এছাড়া অন্যান্য ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর পদের প্রাথমিক নিয়োগ সংশ্লিষ্ট নিয়োগ বিধির বিধানাবলী অনুসরণে অবস্থাভেদে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসকের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে। তবে ম্যানেজমেন্ট বিভাগে কানুনগো পদে কর্মরতগণের ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা,১৯৮৫ এর বিধানাবলী অনুসরণে গুরুদন্ড প্রদানের এখতিয়ার মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে।

(ঙ) ম্যানেজমেন্ট বিভাগের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের আন্তঃজেলা বদলী বিভাগীয় কমিশনারদের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে।

(চ) সেটেলমেন্ট বিভাগ হতে ম্যানেজমেন্ট বিভাগে ও ম্যানেজমেন্ট বিভাগ হতে সেটেলমেন্ট বিভাগে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বদলী মন্তণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে।

(ছ) ম্যানেজমেন্ট ও সেটেলমেন্ট বিভাগে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে গৃহীত শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের আপীল সংশ্লিষ্ট আপীল কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে।

(জ) ম্যানেজমেন্ট বিভাগের আন্তঃবিভাগীয় বদলী মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে।

স্বাঃ/-
২৮/০১/২০০৮
(মোঃ মোসলেহ উদ্দিন)
ভারপ্রাপ্ত সচিব

নং-ভূঃমঃ/শা-১২/৩৯/৯০-৭৩ তারিখঃ ২৮/০১/২০০৮ খ্রিঃ।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ-

১। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
২। মহা-পরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট বিভাগ।
৪। জেলা প্রশাসক.....(সকল)।
৫। জোনাল/জোন/আঞ্চলিক সেটেলমেন্ট অফিসার,.....(সকল)।

স্বাঃ/-
(এস,এম, তুহিনুর আলম)
সহকারী সচিব
ফোনঃ৭১৬১১৭২